শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্

ভাগবতাচার্য্যোপনামকেন

প্রভুপাদ-

শ্রীমতা নীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা

প্রণীতম্ ।

২য় সংস্করণম্ ।

কলিকাতা রাজধান্যাং

১৪।২।১ বাহির মির্জাপুর রোড, গড়পার

নিবাসিনা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ-ঘোষালেন প্রকাশিতম্ ।

বলরাম দে ষ্ট্রীট্ ইতিনাম্নি বর্ত্মনি ৭৯-তম-সংখ্যক-ভবনে

মেট্‌কাফ্-ইত্যাখ্যযন্ত্রে,

শ্রীশশীভূষণ পালেন মুদ্রিতম্ ।

১৩৩১ সাল ।

বোস রোড,

সর্ব্বাধিকারো গ্রন্থকারস্যৈব

[মূল্যম্—২৲ দ্বিমুদ্রামাত্রা মৃ।

উৎসর্গ।

ও প্রাণ গৌরাং এসো হে—

এসো, পতিতপাবন! এসো, দয়ার সাগর! এসো, বিনয়ের বিগ্রহ! এসো, বৈরাগ্যের আদর্শ! এসো, জ্ঞানের আধার! এসো, প্রেমের অবতার! এসো, আমি তোমার যে বেশ ও যে ভাব ভাল বাসি. সেই বেশে ও সেই ভাবে এসো; দীন হীন অকিঞ্চনের বেশে ও কৃষ্ণবিরহিণী রাধারাণীর ভাবে এসো; কৌপীন বহির্ব্বাস পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু ধরিয়া, মুণ্ডিত-মস্তকে ধূলি ধূসরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাশ্রুতে ভাসিতে ভাসিতে এসো। অগাধ অনন্ত অপ্রাকৃত "শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত"-সিন্ধুর একটি কণামাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। অপ্রাকৃত অমৃত-কণা, সাধারণ মানবকে দিতে ইচ্ছা হয় না। অকিঞ্চনের ধন অকিঞ্চনকে দিব, ভক্তের ধন ভক্তাবতারকে দিব, তোমার ধন তোমাকেই দিব। এই নাও,—শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-সিন্ধুর একটি কণা তোমার পবিত্রাদপি পবিত্র প্রেমময় করকমলে অতুল শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলাম।—আমি কৃতার্থ হইলাম। ইতি

তোমার—ভবনাশন ভাবের ভিকারী—

শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী।

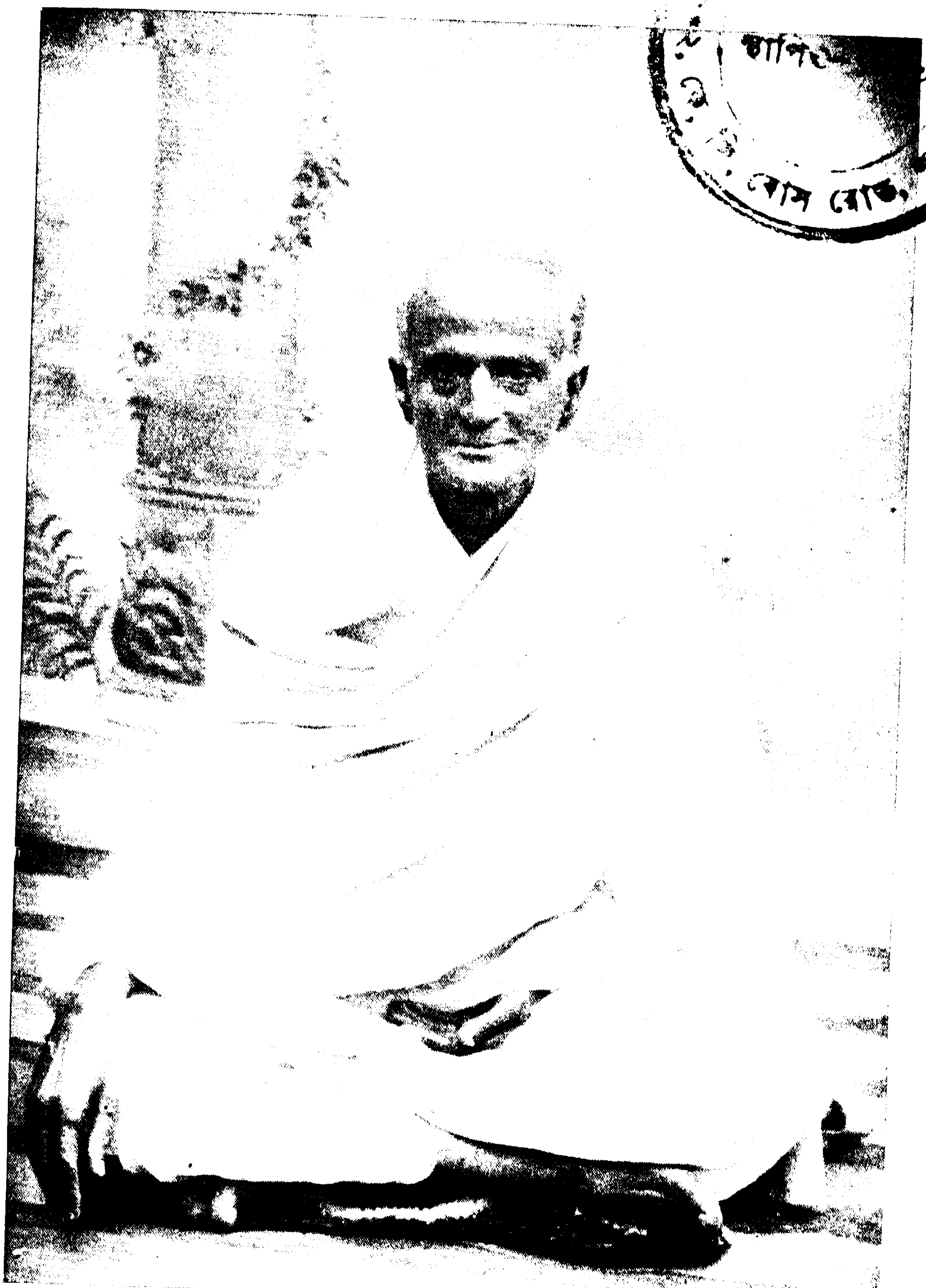

ভাগবতাচার্য্য-মহাপ্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামী

সাং বৈচী

বিজ্ঞাপন

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব লীলা ধারণা করা সহজ বিষয় নহে; বিশেষতঃ তাঁহার শ্রীবৃন্দাবনলীলা সাধারণ মানবচিত্তের অগোচর। ভজন-সাধন ব্যতিরেকে কেবল পঠিত বিদ্যা ও বৈষয়িক বুদ্ধির সাহায্যে উহার উপলব্ধিই হয় না। সেই জন্য অর্থপরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষিত সভ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে সুগূঢ় কৃষ্ণলীলা লইয়া তুমুল আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। ভগবল্লীলার মধ্যে অসম্ভাবনা, কদর্য্যতা ও অশ্লীলতার আশঙ্কা করিয়া, অনেকে উহা একবারেই বাতিল বোধে নামঞ্জুর করিতে চাহেন; কেহ কেহ আপন অনভিপ্রেত অংশগুলি প্রক্ষিপ্ত বোধে পরিবর্জ্জন করিয়া, কেবল মনুষ্যোচিত ঐতিহাসিক অংশগুলিই রাখিতে ইচ্ছা করেন; কেহ কেহ বা ভিত্তিশূন্য অর্থহীন "আধ্যাত্মিক" নাম দিয়া এক প্রকার অভিনব রূপকার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। আমার ভজন-সাধন ত নাইই, পঠিত বিদ্যাও অতি সঙ্কীর্ণ; কিন্তু ঈশ্বরকল্প ঋষিদিগের বাক্যে আমার অটল বিশ্বাস। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পূরাণে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ঠিক; মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে অণুমাত্র অসম্ভাবনা, কদর্য্যতা বা অশ্লীলতার সম্ভাবনা থাকে না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যদ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন-লীলায় মানব-চরিত্র প্রদর্শন, তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

ভগবানের লীলার উদ্দেশ্যই জীব-শিক্ষা। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ও দ্বারকায়, অবস্থান করিয়া, স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক সংসারী মনুষ্যের উপযুক্ত, রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি লৌকিক শিক্ষা দিয়াছেন এবং মধ্যে

মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ-বিষয়ক উপদেশও দিয়া গিয়াছেন; পরন্তু শ্রীবৃন্দাবনে কেবল **প্রেম** আর **প্রেম**।

মানুষে মানুষে প্রেম হয় না; পরব্রহ্মের সহিত জীবেরই প্রেম হইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনীয় অগাধ প্রেমসাগরের উত্তাল তরঙ্গে জ্ঞান, যোগ, এমন কি ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন ও উন্মগ্ন,—দেখা যায় যায়—যায় না। ফলতঃ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মের সুপবিত্র **প্রেমময়ী লীলা** ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি তাহাই যথাবুদ্ধি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ঋষিবাক্যে আমার অটল বিশ্বাস। আর্য্য মহর্ষিগণ সর্ব্বসমক্ষে বেদবাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন; সেই জন্য আমি প্রমাণ স্থলে শ্রুতিবাক্য অবিকল উদ্ধৃত করি নাই; নিজ ভাষায় প্রয়োজনীয় শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি। অন্যান্য শাস্ত্রীয় বচন অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেকেই অনেক প্রকার টীকা টিপ্পনী ও বঙ্গানুবাদের সহিত মূল শ্রীমদ্ভাগবত মুদ্রিত করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-লীলার স্থূল অর্থ সকলেই জানেন; সেই জন্য মূল গ্রন্থের ধারাবাহিক সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করি নাই। যে যে লীলা অসম্ভব, কদর্য্য বা অশ্লীল বলিয়া প্রথমপাঠেই প্রতীয়মান হয়, সেই সেই লীলা অবলম্বন করিয়া, সম্ভাবনা, উদারতা ও পবিত্রতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তদ্বিষয়ে সর্ব্বলোক-সমাদৃত টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামীই আমার প্রধান সহায়; তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পদানুসরণ করিতে হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থে যাহা কিছু বিচার ও সিদ্ধান্ত আছে; তাহা উল্লিখিত মহানুভবদিগেরই: কেবল শব্দ-বিন্যাস আমার। যদিও ভগবানের বৃন্দাবন-লীলা ব্যাখ্যা করাই আমার উদ্দেশ্য, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণতত্ত্ব দেখাইবার জন্য গোলোকলীলা হইতেই লিখিতে বাধ্য হইলাম। বর্ত্তমান

গ্রন্থে ভগবানের রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইল; তাহাও সংক্ষেপে লিখিয়াছি; যদি সজ্জনগণের সানুরাগ অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, এবং আমার পরমায়ু থাকে, তবে এই গ্রন্থ আবার বিস্তারপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত করিয়া, অন্যান্য লীলার সহিত প্রকাশ করিব; ইহা কেবল আপাততঃ আদর্শস্বরূপ সজ্জনসমাজে অর্পিত হইল।

গ্রন্থখানি প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিয়াছিলাম, পরে অনেকের সাতিশয় অনুরোধে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে হইল; কিন্তু গ্রন্থের বঙ্গাংশ সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা পাঠ করিয়া সংস্কৃত বুঝিবার সুবিধা হইবে না। সংস্কৃত অংশ অপেক্ষা বঙ্গাংশে অনেক অধিক কথা লিখিতে হইয়াছে; সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদিগকেও বাঙ্গালা পাঠ করিতে অনুরোধ করি; পরন্তু যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

সম্প্রতি দ্রব্যসামগ্রী যেরূপ দুর্ম্মূল্য, তাহাতে এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিব, আমার এরূপ আশা ছিল না; কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছিল। তাঁহারই অমোঘ ইচ্ছায় তাঁহারই পরম ভক্ত বদান্যবর শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র চৌধুরী তদীয় স্বর্গস্থ পিতা ৺উপেন্দ্রমোহন চৌধুরীর স্মরণার্থে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্বর্গীয় ৺উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী একজন আদর্শ পুরুষ। তিনি প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও অভিমানশূন্য, বিষয়-কর্ম্মের সংসর্গে থাকিয়াও ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত এবং পরোপকারের নিমিত্ত মুক্তহস্তে ধনবর্ষণ করিয়াও অনামলুব্ধ ছিলেন। পিতৃগুণালঙ্কৃত তরুণবয়স্ক শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের এই সুমহৎ সদনুষ্ঠানে তাঁহার স্বভাব-সমুজ্জ্বল পিতৃনামই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যে মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহাকে এইরূপ সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার মঙ্গল বিধান করিবেন; আমার আশীর্ব্বাদ বাহুল্যমাত্র। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, যদিও শ্রীমান

সতীশচন্দ্রের কল্যাণেই আমার এই শুভ উদ্যম সফল হইল, তথাপি আমার পুত্রকল্প প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের সর্ব্বতোমুখ প্রযত্ন-ব্যতিরেকে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। তাঁহার প্রতি নৈমিত্তিক আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ আমি তাঁহার নিত্যাশীর্ব্বাদক।

বিজ্ঞাপ্য-বিষয়ক সকল কথাই বিজ্ঞাপন করা হইল; কেবল শ্রমসাফল্যের কথা অবশিষ্ট আছে। প্রায় সকল গ্রন্থকারই বিজ্ঞাপনের শেষে লিখিয়া থাকেন, "পাঠকবর্গের সন্তোষ বা কিঞ্চিৎ উপকার হইলেই শ্রম সফল বোধ করি। কিন্তু আমার সে কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই; কারণ **যাঁহার লীলা** আলোচনা করিলে ভবশ্রমও বিশ্রাম পায়, আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র লীলাই আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং আমার শ্রম সফল হইয়াছেই। ইতি

১৩৩১। ১০ই বৈশাখ **শ্রীনীলকান্ত দেবশর্ম্মণঃ।**

সাং—বৈচি।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

"শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত, দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। প্রথম বারে এক সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল; এক বৎসরের মধ্যেই সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় পুস্তক, এখনকার দিনে এরূপ সমাদৃত হইবে তাহা আশা করি নাই। বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণলীলার মহান্ মহিমার গুণেই হইয়াছে। যখন পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল তখন পুস্তকের জন্য নানা স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র আসিতে লাগিল এবং অনেকে স্বয়ং আসিয়া, পুস্তক না পাওয়ায় দুঃখিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তজ্জন্য আমিও মর্ম্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিলাম। অতএব সত্বরেই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করা আমার উচিত ছিল, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা, অর্থের অনটন এবং আরও অনেক কারণে এতদিন মুদ্রিত করিতে পারি নাই। কিন্তু দেখিলাম ধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনগণের লীলামৃত-পান-পিপাসা ক্রমেই অধিকতর বলবতী হইতেছে; সুতরাং নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণলীলাঙ্কিত পুস্তক পাঠের জন্য সজ্জনগণের এরূপ আগ্রহ পরমানন্দের বিষয়।

প্রথম বারের পুস্তকে, যে সকল অশুদ্ধি ঘটিয়াছিল, এবার তাহা সংশোধিত হইল। পুস্তকের সংস্কৃতাংশে অতিরিক্ত কতকগুলি শ্লোক সংযোজিত এবং বঙ্গাংশেরও স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

যখন প্রথমবারের পুস্তক মুদ্রিত হয় তখন আমি এক সদাশয় মহাপুরুষের মুক্তহস্ত হইতে সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলাম; তাহা বিজ্ঞাপনেই বিবৃত আছে। সেইজন্য সেবার আমিও সমুচিত মূল্য অপেক্ষা অল্পমূল্যে পুস্তক প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এবার সমস্ত ব্যয়ভার আমাকেই বহন করিতে হইয়াছে, তদ্ভিন্ন এবার পুস্তকের লেখা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত এবং সুদৃশ্য বস্ত্রখণ্ডে পুস্তকের বহিরাবরণ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব মূল্যও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইল। আশা করি সদ্বিবেচক সাধক ও পাঠকগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না। ইতি

শ্রীনীলকান্ত দেবশর্ম্মণঃ
সাং বৈঁচি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতম্।

গোলোক-লীলামৃতম্।

* নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

যমাশ্রয়ং সমাশ্রিত্য নরো নৈতি যমাশ্রয়ম্।
তমাশ্রয়ে হৃদা কৃষ্ণং ন বাঞ্ছান্যতমাশ্রয়ে॥ ১॥

মনোঽন্ধ তে দিদৃক্ষা চেৎ কালং বৃথৈব মা হর।
সত্বরং কৃষ্ণপাদাব্জ-মধু কিঞ্চিৎ সমাহর॥ ২॥

কৃষ্ণপ্রেমসুধোন্মত্তং কৃষ্ণপ্রেমৈক-জীবনম্।
কৃষ্ণতত্ত্বৈক-বেত্তারং কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে॥ ৩॥

সবিগ্রহ-স্বরব্রহ্ম শ্রীবংশীবদনং শ্রয়ে।
সুধাস্যন্দি-সমুদ্‌গীত-সম্মোহিত-জগত্রয়ম্॥ ৪॥

প্রচোদিতা পুরা যেন বাণী বেদস্বরূপিণী।
বিধের্মুখাদ্ বিনির্যাতা বাসুদেবঃ স মে গতিঃ॥ ৫

ক গোলোক-পতিঃ কৃষ্ণো নরঃ কাহং ধরাচরঃ।
দুরাশা মাং সুদুর্ব্বোধং দুর্গমার্গং নিনীষতি॥ ৬॥

ভক্ষ্যাভাবোঽথবা ন স্যা-দুচ্ছিষ্ট-ভোজিনঃ কচিৎ।
পূর্ব্বসূরিগণোচ্ছিষ্ট-ভুজো মে ভাবনা কুতঃ ॥ ৭ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥

গোলোকে রাজতে নিত্যং ভগবানখিলেশ্বরঃ।
শ্রীরাধা-বল্লভঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

"আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্যএব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ১০

অনেন বুধ্যতে ব্রহ্ম-সংহিতা-বচনেন হি।
নিত্যং বিরাজতে কৃষ্ণো গোলোক এব চিন্ময়ে ॥ ১১ ॥

পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গোলোকো বহুবর্ণিতঃ।
পদ্যমেকং সমুদ্ধৃত্য ময়া সন্দর্শ্যতে পরম্ ॥ ১২ ॥

"নিরাধারশ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরো বরঃ।
তৎপরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎ-কোটি-যোজনাৎ ॥ ১৩ ॥

এবং সবিস্তরঞ্চাস্তি গোপালতাপনী-শ্রুতৌ।
দ্রষ্টব্যং তদ্দিদৃক্ষা চেৎ কস্যচিদপি জায়তে ॥ ১৪ ॥

গোলোকো লোক্যতে লোকৈর্নানেন চর্ম্মচক্ষুষা।
জ্ঞানাঞ্জনপরীতেন প্রেমনেত্রেণ দৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোঃ পশ্যন্তি সূরয়ঃ সদা।
দিবীব বিস্তৃতং চক্ষুঃ স্পষ্টমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতাবত্র চ "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদ"মিত্যপি।
অতীন্দ্রিয়-চিদাকার-ভগবদ্ধাম-সূচকম্ ॥ ১৭ ॥

পদং যস্য স বিষ্ণু র্হি সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
যৎ পদং তদ্‌ধ্রুবং ধাম তদীয়ং সূরিগোচরম্ ॥ ১৮ ॥

পার্থং প্রত্যেবমেবোক্তং শ্রীমদ্ভগবতা স্বয়ম্।
চন্দ্রসূর্য্যাদ্যভাস্যত্বং স্বধাম্ন শ্চিন্ময়স্য হি ॥ ১৯ ॥

"ন তদ্‌ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" ২০ ॥

অনন্তং তচ্চ তদ্ধাম চৈতন্যানন্দসদ্‌ঘনম্।
স্বভাসা সর্ব্বমাবৃত্য প্রপঞ্চাদ্ভ্রাজতে বহিঃ ॥ ২১ ॥

অনন্তভগবদ্‌ভূতে-ব্রহ্মাণ্ডং পাদমাত্রকম্।
মায়াপারে ত্রিপাদ্‌ভূতি-রনন্তেতি শ্রুতের্বচঃ ॥ ২২ ॥

স্বয়ং ভগবতাপ্যুক্তং কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে।
"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" ২৩ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং পৃথগস্তীতি তস্য নানন্ততা-ক্ষতিঃ।
তদ্ধাম চিন্ময়ং বিশ্বং তন্ময়ং বৈকৃতং যতঃ ॥ ২৪ ॥

ফেনাদিকং যথা বার্দ্ধৌ ভাসতে বারিবৈকৃতম্
চিদব্ধৌ ভাসতে বিশ্ব-মিদং তদ্‌বৈকৃতং তথা ॥ ২৫ ॥

গোলোক এব চিদ্রূপে নিরস্তে পরমার্থতঃ ।
বর্ত্তমানা বয়ং সর্ব্বে সদা গুণসমাবৃতে ॥ ২৬ ॥

যোঽপনেতুন্তু শক্নোতি বিজ্ঞানেন গুণাবৃতিম্ ।
স পশ্যতি সদাত্মানং গোলোক এব সংস্থিতম্ ॥ ২৭ ॥

ভগবানপি গীতাসু-ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ।'
ইত্যাহ পাণ্ডবং মিত্রং সুস্পষ্টং রণমূর্দ্ধনি ॥ ২৮ ॥

চিদালোকময়স্যাস্য নান্যঃ কশ্চন ভাসকঃ ।
স্বভাসা ভাসতে শশ্বদ্ গোলোকঃ স্বপ্রকাশকঃ ॥ ২৯ ॥

কিরণার্থো হি গো-শব্দো লোকো ভুবনমুচ্যতে ।
অতো জ্যোতির্ম্ময়ং ধাম গোলোক ইতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥

তচ্চ জ্ঞানময়ং জ্যোতি-র্নাগ্নেয়ং নচ ভানবম্ ।
স্বরূপেণৈব চিদ্রূপং ভগবদ্ধাম শাশ্বতম্ ॥ ৩১ ॥

সকলং চিন্ময়ং তত্র ন কিঞ্চিদপি ভৌতিকম্ ।
মায়াগুণ-বিহীনত্বা-দমিশ্রং সর্ব্বদাসুখম্ ॥ ৩২ ॥

কালানধিকৃতত্বাচ্চ ষড়্ভাববিকৃতি র্নহি ।
ঐকরূপ্যং সদা তত্র শান্তিরপ্যনপায়িনী ॥ ৩৩ ॥

বিবৃতৌ শেষসূত্রস্য শঙ্করৈশ্চ প্রদর্শিতা ।
পুরী জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রাহ্মী শ্রুত্যুক্তা ভাষ্যকৃদ্বরৈঃ ॥ ৩৪ ॥

অস্মাভিরপি তচ্ছ্রৌতং বচোঽনূদ্য স্বভাষয়া ।
দর্শ্যতে সুখবোধায় শ্রুত্যসম্মান-ভীরুভিঃ ॥ ৩৫ ॥

"অস্তি জ্যোতির্ম্ময়ো লোকঃ প্রবিস্তীর্ণঃ প্রজাপতেঃ।
ঐরম্মদীয়মাভাতি সরো যত্রার্ণবোপমম্॥ ৩৬॥

অশ্বত্থঃ সোমবর্ষীচ যত্র ভাতি নিরন্তরম্।
রাজতে ব্রহ্মণো বেশ্ম যত্রচ শ্রীমদূর্জ্জিতম্॥" ৩৭॥

জ্যোতির্ম্ময়োঽস্তি লোকশ্চেৎ শ্রৌতঃ প্রজাপতেরপি।
প্রজাপতিপতে লোকো নাস্তীতি কো বদেদ্ বুধঃ॥ ৩৮॥

গীতায়াং পরমং ধাম শ্রুত্যাঞ্চ পরমং পদম্।
পদদ্বয়ং সমার্থং হি ভগবদ্‌ভু ন-প্রমম্॥ ৩৯॥

তত্র পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যঃ শ্রীকৃষ্ণো নিখিলেশ্বরঃ।
স্বাভিন্নৈঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং স্বানন্দমুপসেবতে॥ ৪০॥

ঘনত্বং তনুমত্ত্বঞ্চ ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রসম্মতম্।
গীতাস্থ-ভগবদ্‌বাক্যং মানমস্তি শ্রুতাবপি॥ ৪১॥

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥" ৪২॥

ঘনীভূতমহং ব্রহ্ম ব্যাখ্যেতি তত্র বিদ্যতে।
প্রতিষ্ঠাশব্দমাশ্রিত্য শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা॥ ৪৩॥

গায়ত্র্যামপি 'দেবস্য' 'ভর্গ' ইত্যস্তি যদ্‌বচঃ।
তচ্চাপি ভগবন্মূর্ত্তি-সূচকং বুধ্যতে স্ফুটম্॥ ৪৪॥

ভর্গশব্দেন যল্লক্ষ্যং তত্তেজো ব্রহ্ম নিশ্চিতম্।
যস্য ভর্গঃ স লক্ষ্যশ্চ দেবস্যেতি পদেন হি॥ ৪৫॥

তেজস্তেজস্বিনোরৈক্যে দোষোঽন্যোন্যাশ্রয়ী ভবেৎ ।
অতশ্চ ভগবান্ মূর্ত্তঃ প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণো ধ্রুবম্ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মণো দেবভাসত্বং গায়ত্র্যক্তমতিস্ফুটম্ ।
কৃষ্ণাভিপ্রায়কং ব্রহ্ম-সংহিতায়াং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৭ ॥

"যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষ-বসুধাদি-বিভূতি-ভিন্নম্ ।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥" ৪৮ ॥

"আচার্য্য-বুদ্ধি-বিদ্যাভিঃ কোঽপ্যাত্মানং ন পশ্যতি ।
স্বাং তনুং দর্শয়েদাত্মা স্বয়ং যস্তু স পশ্যতি ॥" ৪৯ ॥

স্ফুটমস্তি শ্রুতৌ তত্র তনুশব্দস্ততো ধ্রুবম্ ।
ঘনত্বং তনুমত্বঞ্চ চিৎসুখস্যাপি বিদ্যতে ॥ ৫০ ॥

ঘনত্বং দ্বিবিধং লোকে দৃশ্যতে সকলৈরপি ।
অন্যাপেক্ষি ভবেদেক-মনন্যাপেক্ষি চাপরম্ ॥ ৫১ ॥

যথা জলং মৃদা যুক্তং ঘনং সৎ পিণ্ডতামিয়াৎ ।
স্বয়মেব ঘনীভূতং করকশ্চ ভবেৎ পুনঃ ॥ ৫২ ॥

তথা চিদাত্মকং ব্রহ্ম বিশ্বং স্যাদ্ গুণসংযুতম্ ।
স্বয়ঞ্চৈব ঘনীভূতং ভগবদ্-বিগ্রহো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

সূক্ষ্মমূর্ত্তিবিশিষ্টত্বং বহুরূপিত্বমিচ্ছয়া ।
অন্তর্দ্ধিশক্তিমত্বঞ্চ ত্রিদশানাং শ্রুতীরিতম্ ॥ ৫৪ ॥

তত্তচ্চ ভাষ্যকৃদ্বর্য্যৈঃ সূত্রভাষ্যে সমর্থিতম্ ।
অচাল্যযুক্তিমানাভ্যাং দ্রষ্টব্যং তদ্বুভুৎসুভিঃ ॥ ৫৫ ॥

সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ-বিষ্ণোর্জ্যোতির্ম্ময়ং বপুঃ ।
স্পষ্টমুদারিতং শ্রুত্যা দর্শ্যতে তৎ স্বভাষয়া ॥ ৫৬ ॥

"হিরণ্যশ্মশ্রুরাদিত্যে হিরণ্যকেশ এষ সঃ ।
আনখাগ্র-সুবর্ণাভো দৃশ্যতে জ্যোতিরাত্মকঃ ॥" ৫৭ ॥

অপঞ্চীকৃতভূতোত্থাঃ সুরাণাং সূক্ষ্মবিগ্রহাঃ ।
সম্ভবন্তি চ সৌরস্য বিষ্ণো-শ্চিদ্বিগ্রহস্তদা ॥ ৫৮ ॥

অবিচিন্ত্যপ্রভাবস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাখিলাত্মনঃ ।
আনন্দঘনমূর্ত্তিত্বে ন কশ্চিদ্ বিস্ময়ো ধ্রুবম্ ॥ ৫৯ ॥

বস্তুতো ন বিশেষোঽস্তি কৃষ্ণব্রহ্মস্বরূপয়োঃ ।
সরূপারূপতায়ান্তু বিশেষো হি প্রকাশতঃ ॥৬০ ॥

যথা শীততরো দৃষ্টঃ করকো হি জলাদপি ।
কৃষ্ণানন্দস্তথা স্বাদু-তরো ব্রহ্মসুখাদপি ॥ ৬১ ॥

অতো ভূম্যাদিকং তত্র নাস্ত্যেব ভূতপঞ্চকম্ ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রা সা কৃষ্ণমূর্ত্তিরিতি স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥

বাসো ভূষাদিকং তস্য চিন্ময়ং সর্ব্বমেব হি ।
চিদানন্দময়ে দেহে সঙ্গতং চিদ্বিভূষণম্ ॥ ৬৩ ॥

"কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণনাম্নোঽস্তি নিরুক্তিঃ শাস্ত্রতঃ স্ফুটম্।
অত আনন্দরূপত্বং কৃষ্ণস্য নাম্নতাঽপি চ ॥ ৬৫ ॥

শ্রুতাবুক্তং "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যতে।"
অতস্তদ্দর্শনে মূলং তৎকৃপৈব হি কারণম্ ॥ ৬৬ ॥

অরূপমিতি যদ্‌বেদে পুরাণেঽপি চ দৃশ্যতে।
প্রাকৃতাকার-রাহিত্য-মভিপ্রেত্য তথোদিতম্ ॥ ৬৭ ॥

অথবা ভগবজ্জ্যোতি র্ব্রহ্ম যৎ শাস্ত্রসম্মতম্।
তদভিপ্রেত্য বেদে চ পুরাণে চ তথোদিতম্ ॥ ৬৮ ॥

একত্র স্থিতয়োর্যুদ্ধ-মরূপ-তনুশব্দয়োঃ।
অন্যথা দুর্নিবারং স্যাৎ পরস্পরবিরোধিনোঃ ॥ ৬৯ ॥

"অরে দ্রষ্টব্য আত্মাসা"-বিত্যস্যাশ্চ শ্রুতে র্গতিঃ।
কা ভবেদ্ যদ্যসাবাত্মা নীরূপ এব কেবলম্ ॥ ৭০ ॥

অশীর্ষস্য শিরঃপীড়া বদেবানর্থকং ভবেৎ।
শ্রুতের্বচঃ কথ' রূপ-হীনো দ্রষ্টব্যতামিয়াৎ ॥ ৭১ ॥

অপাদো যাতি নিষ্পাণি-গৃহ্ণাতীত্যাদি যদ্‌বচঃ।
শ্রুতাবুক্তং তদত্যন্ত-মসঙ্গতং প্রতীয়তে ॥ ৭২ ॥

তত্রাপি চ বিরুদ্ধানাং শব্দানাং কা গতি র্ভবেৎ।
অপ্রাকৃতস্বরূপস্য রূপস্য স্বীকৃতিং বিনা ॥ ৭৩ ॥

নির্ব্বাধে সতি মুখ্যার্থে ন যুক্তা লক্ষণা ক্বচিৎ।
সবাধো যত্র মুখ্যার্থ-স্তত্রৈব লক্ষণোচিতা ॥ ৭৪ ॥

যস্যেচ্ছয়ৈব সঞ্জাত-মসঙ্খ্যাকার-সংযুতম্।
সুবিশালমিদং বিশ্বং নিরাকারস্তু স স্বয়ম্॥ ৭৫ ॥

এষ বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিং কথং বা সংস্পৃশেদপি।
সিদ্ধান্তোঽভ্রান্তশাস্ত্রস্য নির্গতস্য চতুর্মুখাৎ ॥ ৭৬ ॥

ন সন্দৃশ্যস্তু তদ্রূপং প্রপঞ্চান্তর্গতৈর্জনৈঃ।
গুণসম্বন্ধহীনৈর্হি তল্লোকস্থৈঃ সুদৃশ্যতে ॥ ৭৭ ॥

যথা স্থলস্থিতং বস্তু জলমগ্নো ন পশ্যতি।
মায়াতীতং তথা রূপং মায়ামগ্নো ন পশ্যতি ॥ ৭৮ ॥

যথা জলস্থিতং বস্তু পশ্যন্ত্যেব জলেচরাঃ।
স্থলস্থিতঞ্চ পশ্যন্তি যথৈব চ স্থলেচরাঃ ॥ ৭৯ ॥

তথৈব ভগবদ্রূপং গোলোকস্থঞ্চ চিদ্‌ঘনম্।
পশ্যন্তি চিদ্‌ঘনাকারা-স্তল্লোকবাসিনঃ পরম্॥ ৮০ ॥

ঐশ্বরঞ্চাপি তদ্রূপং তদ্দত্ত-দিব্যচক্ষুষা।
অপশ্যদর্জ্জুনো দূরে আস্তাং ভাগবতী তনুঃ ॥ ৮১ ॥

অতশ্চ তৎকৃপামূলং তদ্দর্শনমিতি স্থিতম্।
শাস্ত্রশ্রদ্ধাবতামত্র নাস্তি সন্দেহ-কারণম্॥ ৮২ ॥

লোকেঽপি দ্বিবিধং রূপং পরস্পর-সুসংযুতম্।
স্থূলরূপং বহির্দৃশ্যং ভাবরূপং তথান্তরম্॥ ৮৩ ॥

ভাবং বিনা নহি স্থূলং তদ্‌বিনা চ ন স ক্বচিৎ।
সুচিন্তা-চক্ষুরৈরেতৎ সুখবোধ্যং ন চেতরৈঃ ॥ ৮৪ ॥

স্থূলরূপং সমাশ্রিত্য যততে তত এব হি।
সুবুদ্ধিঃ সাধকঃ পূর্ব্বং ভাবরূপোপলব্ধয়ে ॥ ৮৫ ॥

ততঃ স্থূলং পরিত্যজ্য ভাবমেব হি কেবলম্।
যদা স ক্ষমতে দ্রষ্টুং তদৈব কৃষ্ণ-দর্শনম্ ॥ ৮৬ ॥

যো দম্ভাদাদিতঃ সূক্ষ্ম-দর্শনে যততে জনঃ।
ইতঃ ভ্রষ্টং ততো নষ্টং নষ্টং তস্যোভয়ং ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

অ ভমানেন মানিত্বং দিদর্শয়িষুরাত্মনঃ।
বঞ্চিতঃ স্বয়মেবাসৌ পরবঞ্চন-তৎপরঃ ॥ ৮৮ ॥

স্থূলরূপং প্রপঞ্চস্থং সর্ব্বদা স্থূলমেব হি।
সূক্ষ্মঞ্চাপি সদা সূক্ষ্ম-মেষোঽস্তি নিয়মো ধ্রুবঃ ॥ ৮৯

চিত্রস্তু ভগবদ্রূপং সর্ব্বদৈবোভয়াত্মকম্।
স্থূলঞ্চাপি সুসূক্ষ্মং তৎ সূক্ষ্মঞ্চ যুগপদ্ঘনম্ ॥ ৯০ ॥

"ন স্থূলঃ স ন সূক্ষ্মশ্চ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ সর্ব্বদা।
বর্ণহীনঃ সদা প্রোক্তো নিত্যঞ্চ শ্যামসুন্দরঃ ॥" ৯১।

যুগপদ্ ভিন্নভাবত্বে তত্র মানমসৌ শ্রুতিঃ।
কৃষ্ণেঽচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যে ন কিঞ্চিদপি দুর্ঘটম্ ॥ ৯২ ॥

গোলোক-কৃষ্ণয়োঃ শশ্ব-দাধারাধেয়তাস্তি হি।
তথাপি ভগবন্মূর্ত্তিঃ পরিচ্ছিন্না নহি কচিৎ ॥ ৯৩ ॥

বিশ্বাস-কাতরৈরত্র স্মরণীয়মিদং জনৈঃ।
অচিন্ত্যকারিতা যা সা ভগবত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥ ৯৪ ॥

জ্ঞানদৃষ্টাবনন্তা শ্রী-মূর্ত্তিঃ প্রেম্নি তু সম্মিতা।
ভাবভেদেন ভক্তানা-মেকাপি বহুধেয়তে ॥ ৯৫ ॥

নিত্যং কিশোর এবাসৌ ভগবানন্তকান্তকঃ।
নবীন-নীরদশ্যামঃ সুকুমার-বরাঙ্গকঃ ॥ ৯৬ ॥

স্বনৎসন্মণিমঞ্জীর-শোভি-পাদ-সরোরুহঃ।
পুরটাভ-ধটীনদ্ধ-সুপেশল-কটীতটঃ ॥ ৯৭ ॥

গলদোলামলামূল্য-বনমালা-বিভূষিতঃ।
করাঙ্গুলি-পরামৃষ্ট-মুরলী-স্বরিতাধরঃ ॥ ৯৮ ॥

সুনাসা-বিলসচ্ছুভ্র-শ্রীখণ্ড-তিলকাঞ্চিতঃ।
সুনীল-পেশল-স্নিগ্ধ-কুন্তলাবৃত-মস্তকঃ ॥ ৯৯ ॥

শিরঃ-শোভি-বিচিত্রাভ-পিচ্ছচূড়াসমন্বিতঃ।
ভূষিতো ভূষণৈঃ শশ্বৎ কেয়ূর-বলয়াদিভিঃ ॥ ১০০ ॥

ভঙ্গিত্রয়-যুত-শ্রীমদ্‌-বরাঙ্গোদ্ভাসিতাখিলঃ।
চিৎপত্র-কুসুমাকীর্ণ-কদম্বমূল-সংস্থিতঃ ॥ ১০১ ॥

বামাঙ্গ-রাধিকাশ্লেষ-সুখসম্ভার-সম্ভৃতঃ।
চিন্ময়ীভিঃ কিশোরীভি-র্নির্নিমেষ-নিরীক্ষিতঃ ॥ ১০২ ॥

কোটিকন্দর্পদর্পঘ্ন-রূপো নিরুপমঃ স্বয়ম্‌।
নিখিলানন্দ-সৌন্দর্য্য-কান্তি-শান্তি-সমাশ্রয়ঃ ॥ ১০৩ ॥

ইত্থং সুখময়ে ধাম্নি সুখসান্দ্রসুবিগ্রহঃ।
সেবিতঃ শোভতে শশ্বৎ স্বস্যৈব শক্তিভিঃ সদা ॥ ১০৪ ॥

তাসাঞ্চ সর্ব্বশক্তীনা-মুত্তমা রাধিকা মতা ।
হ্লাদিনী-শক্তি-সার-শ্রী-বিগ্রহা কৃষ্ণজীবনা ॥ ১০৫ ॥

সা রাধয়তি তং নিত্য-মানন্দ-ঘন-বিগ্রহম্ ।
রাধিকেতি ততো নাম নিত্যং তস্যা ন কল্পিতম্ ॥ ১০৬

বস্তুতো নিষ্ঠয়া কৃষ্ণং রাধয়ন্তি নরাশ্চ যে ।
অর্হন্তি রাধিকা-নাম তেঽপি নাম-নিরুক্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥

কিন্তু তস্যাঃ প্রধানত্বাৎ প্রেমসান্দ্রত্বতশ্চ তৎ ।
তস্যামেব সদা রূঢ়ং রাধিকা-নাম নিশ্চিতম্ ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বত্র পুরুষো ভোক্তা ভোগ্যা প্রকৃতিরেব চ ।
নির্ণীতং নিগমৈনৈত-ল্লোকেঽপি দৃশ্যতে তথা ॥ ১০৯ ॥

অতশ্চ পুরুষঃ সেব্যঃ প্রকৃতিঃ সেবিকা মতা ।
ততশ্চ পুরুষো রাধ্যঃ প্রকৃতী রাধিকা ধ্রুবম্ ॥ ১১০ ॥

অতএব সদা কৃষ্ণং রাধয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।
রাধিকা প্রকৃতিশ্রেষ্ঠা বিশুদ্ধপ্রেমরূপিণী ॥ ১১১ ॥

তদ্বৃত্তয়শ্চ সেবন্তে তঞ্চ তাঞ্চ সহস্রশঃ ।
রূপিণ্যঃ সাহচর্য্যেণ তস্যাঃ সখ্যো মতা হি তাঃ ॥ ১১২

শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতস্তাভি-র্যথানন্দং সমশ্নুতে ।
তাসাং তং সেবমানানা-মানন্দস্তচ্ছতাধিকঃ ॥ ১১৩ ॥

পূর্ণানন্দং পুনর্যৎ তাঃ স্বপ্রেম্নানন্দয়ন্তি হি ।
ভাবুকৈঃ প্রেমিকৈরেব বোধ্যং তন্নান্যগোচরম্ ॥ ১১৪ ॥

গোপায়তি সদা বিশ্বং স্বানন্দাংশৈ র্যতো হরিঃ ।
অতো গোপো মতো নিত্যং গোপ্যস্তচ্ছক্তয়ো মতাঃ ॥১১৫॥

"উপজীবন্তি মাত্রাং হি তস্যানন্দস্য সর্ব্বদা ।
ভূতানি সকলানীতি শ্রুত্যৈব সমুদীরিতম্ ॥" ১১৬ ॥

তস্য তাসাঞ্চ গোলোকে রসাস্বাদঃ পরস্পরম্ ।
সর্ব্বরসাশ্রয়ত্বেন রাস ইত্যভিধীয়তে ॥ ১১৭ ॥

যত্রানন্দস্ততঃ প্রেম যতঃ প্রেম ততশ্চ সঃ ।
ন হি প্রেম বিনানন্দ-স্তং বিনা চ ন তৎ ক্বচিৎ ॥ ১১৮ ॥

রাধা প্রেমঘনা কৃষ্ণ আনন্দঘন-বিগ্রহঃ ।
যতো রাধা ততঃ কৃষ্ণঃ স যতঃ সা ততস্ততঃ ॥ ১১৯॥

রাধাং বিনা ন কৃষ্ণঃ স্যাৎ তং বিনা চ ন সা ক্বচিৎ ।
মন্যমানঃ পৃথক্ তৌ তদ্-বিশুদ্ধত্বে বিমুহ্যতি ॥ ১২০ ॥

বুধ্যতে প্রেমিকৈঃ প্রেমা-নন্দয়োঃ প্রণয়ো মিথঃ ।
একং বিনা তয়ো র্ন স্যাৎ সত্তাপ্যন্যস্য নিশ্চিতম্ ॥১২১॥

কৃষ্ণস্যান্তঃ কচিল্লীনা ক্বচিদ্ বা তদ্‌বহিঃ স্থিতা ।
স্বেচ্ছয়া সেবতে রাধা পরমানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ১২২ ॥

রাধাকৃষ্ণেতি নামাপি বোদ্ধব্যমেকমেব হি ।
ক্বচিদ্‌যুক্তং বিযুক্তং বা চিদ্‌বিগ্রহৌ তয়োর্যথা ॥ ১২৩ ॥

বৎসলাখ্যাস্তথা ভাবা নন্দাদি-নামধারিণঃ ।
মোদন্তে পরমানন্দং সেবমানা নিরন্তরম্ ॥ ১২৪ ॥

সেবন্তে সখিভাবাস্তং শ্রীদামাদ্যাঃ সবিগ্রহাঃ ।
হাস্যক্রীড়াদিভিঃ শশ্বৎ শুদ্ধসখ্যসমুদ্ভবৈঃ ॥ ১২৫ ॥

চিৎপাদপাঃ প্রতীক্ষ্যাজ্ঞাং চিৎপুষ্পফলমস্তকাঃ ।
নীরবা অভিতঃ শশ্বদ্ দাসাইব স্থিতাঃ স্থিরাঃ ॥ ১২৬ ॥

দ্রষ্টারো বেদমন্ত্রাণা-মৃষয়ঃ শান্তচেতসঃ ।
স্তুবন্তি বিহগাকারাঃ স্ব-স্বরৈরিব সামভিঃ ॥ ১২৭ ॥

সুরভির্ধর্ম্মনীতিশ্চ বর্দ্ধয়ন্তী স্বপালকম্ ।
স্বসারৈর্বহুধা ভূত্বা চরত্যানন্দ-সদ্মনি ॥ ১২৮ ॥

প্রপঞ্চে প্রথিতা ভাবা যে যে চ মধুরাদয়ঃ ।
সর্ব্বে সমূর্ত্তয়ঃ শশ্বৎ সেবন্তে সকলেশ্বরম্ ॥ ১২৯ ॥

আনন্দানুগতাঃ সর্ব্ব ভাবাস্তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ ।
মূর্ত্তানন্দমতস্তত্র সেবন্তে ভাবমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

অবতীর্য্যাবনৌ কৃষ্ণো দীব্যতি স্বেচ্ছয়া যদা ।
গোলোকস্থাংস্তদা সর্ব্বান্ প্রকাশয়তি তত্র চ ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া তদা রাধা মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ ।
কৃষ্ণং সংসেব্য ভূর্লোকে কৃষ্ণসেবাং দিশত্যসৌ ॥ ১৩২ ॥

থূৎকৃত্য বিষয়ানন্দং হিত্বা ধনজনাদিকম্ ।
কৃষ্ণপ্রীত্যা স্বয়ং প্রীতা করোত্যাত্ম-নিবেদনম্ ॥ ১৩৩ ॥

শিক্ষাদীক্ষাদিকং সর্ব্ব-মনপেক্ষ্যৈব রাধিকা ।
হিত্বা চ বিধিকৈঙ্কর্য্যং প্রেম্না কৃষ্ণং ভজেৎ সদা ॥ ১৩৪ ॥

কৃষ্ণো ন লভ্যতে জীবৈ রাধিকানুগতিং বিনা ।
প্রেমলভ্যো যতঃ কৃষ্ণঃ প্রেমাধারশ্চ রাধিকা ॥ ১৩৫ ॥

রাধানাম সমুচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম ততঃ পরম্ ।
উচ্চার্য্যমিত্যুপাদিষ্ট-মতঃ প্রেমবিশারদৈঃ ॥ ১৩৬ ॥

তামেবানুগতাঃ সর্ব্বাঃ সখ্যস্তস্যা অহর্নিশম্ ।
সাধয়ন্তি তয়োঃ প্রীতি-মনন্যাসক্তচেতনাঃ ॥ ১৩৭ ॥

এষ প্রেমরহস্যজ্ঞৈ র্গোপীভাবঃ সমুচ্যতে ।
রাগাত্মিকা চ যা ভক্তিঃ সদ্ভক্তৈর্ভণ্যতে ভুবি ॥ ১৩৮ ॥

গোপীভাবং সমাশ্রিত্য যে কৃষ্ণং সমুপাসতে ।
গোপীভাবেন তে কৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

ভাবানুরূপমাপন্না রূপং শুদ্ধচিদাত্মকম্ ।
সুখমূর্ত্তিং সমাশ্লিষ্য মোদন্তে চিরনির্বৃতাঃ ॥ ১৪০ ॥

ইত্থং সুখময়ে ধাম্নি সুখসান্দ্র-সুবিগ্রহঃ ।
গোপীভিঃ প্রেমরূপাভিঃ স্বসুখং সেবতে হরিঃ ॥ ১৪১ ॥

চিদ্ধাম্নি চিদ্ঘনা নিত্যং শোভন্তে সর্ব্ববিগ্রহাঃ ।
ভাসমানা জলাত্মানো জলে জলোপলা ইব ॥ ১৪২ ॥

যে শতগুণিতানন্দা তৈত্তিরীয়ে উদীরিতাঃ ।
সর্ব্বেষামাশ্রয়স্তেষাং কৃষ্ণ আনন্দরূপধৃক্ ॥ ১৪৩ ॥

যদানন্দময়োঽভ্যাসা-দিতি ব্যাসেন সূত্রিতম্ ।
ব্রহ্মণো রূপমানন্দ ইতি যচ্চ শ্রুতের্ব্বচঃ ॥ ১৪৪ ॥

অর্থএব তয়োর্ভাতি গোলোকে ভগবান্ স্বয়ম্ ।
যস্যানন্দস্য মাত্রাং হি ব্রহ্মাণ্ডমুপজীবতি ॥ ১৪৫ ॥

তদ্রূপং ভাবুকৈর্ভাব্যং প্রেমিকৈঃ প্রাপ্যমেব চ ।
রস্যঞ্চ রসিকৈঃ শশ্ব-দিতরৈ র্ন স্মরৈরপি ॥ ১৪৬ ॥

তদানন্দ-ঘনে রূপে সংলব্ধে চ ধৃতে হৃদি ।
পরিষক্তে চ নির্ব্বাণ-মুক্তিশ্চাপি তৃণায়তে ॥ ১৪৭ ॥

প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মণঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
তস্যৈব দীধিতি ব্রহ্ম জগদ্ধেতুরিতি স্থিতম্ ॥ ১৪৮ ॥

চিদ্‌গোলোক-বিহারিণং জলধরশ্যামং ত্রিভঙ্গং সদা
সচ্চিৎপীতধটীলসৎকটিতটং চিদ্‌ভূষণোদ্‌ভাসিতম্ ।
চিন্মঞ্জীরলসৎপদং প্রবিলসচ্চিদ্‌বেণুনদ্ধাধরং
চিৎপিচ্ছান্বিতমস্তকং স্মর মনঃ শ্রীরাধিকাবল্লভম্ ॥১৪৯॥

ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠায়াং কৃষ্ণে চিদ্ধামচারিণি ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ১৫০ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে গোলোক-লীলামৃতম্ ।

অবতার-লীলামৃতম্।

গোপালং স্ব-স্বরূপেণ নমামি নতমস্তকঃ।
গোপালং স্বাংশকৈঃ শশ্ব-দবতারৈশ্চ ভূরিভিঃ ॥ ১ ॥

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ২ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্বাক্য-মবতার-প্রমাণকম্।
অবতারাস্ততঃ কালে ভবন্ত্যেবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

ক্বচিদংশেন শক্ত্যা বা কলয়াবতরেৎ ক্বচিৎ।
নাবতরেৎ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপেণ সর্ব্বদা ॥ ৫ ॥

সোঽবতরেৎ সমালোচ্য কার্য্যলাঘব-গৌরবে।
অতএবাবতারাণাং তারতম্যং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৬ ॥

গুণাবিষ্টাস্তদংশা যে বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
সূক্ষ্মা গুণাবতারাস্তে সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণঃ ॥ ৭ ॥

মৎস্য-কূর্ম্মাদয়ো যে চ লোকাতীত-বলান্বিতাঃ।
মতা অংশাবতারাস্তে কালে কালে ভবন্তি হি ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণানন্তশক্তীনা-মাশ্রিত্যৈকতমাং পুনঃ ।
নরা এবাবতারেষু গণ্যন্তে কপিলাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বকার্য্য-সমাধানং সঙ্কল্পেনৈব যদ্যপি ।
সিধ্যেৎ তস্য তথাপীদং লীলামাত্রমহৈতুকম্ ॥ ১০ ॥

লোকবত্তু (হরে) লীলা-কৈবল্যমিতি সূত্রিতম্ ।
ব্যাসেনাপ্যখিলজ্ঞেন হেত্বন্তরমপশ্যতা ॥ ১১ ॥

অবতারা হ্যসঙ্খ্যেয়াঃ শাস্ত্রোক্তমিতি যদ্ বচঃ ।
সত্যমেব যতো জীবাঃ সর্ব্বে তচ্ছক্তি-সম্ভৃতাঃ ॥ ১২ ॥

"বহু ভূত্বা জনিষ্যেঽহ"-মিতি যচ্চ শ্রুতের্বচঃ ।
তেনাপি সূচ্যতে সর্ব্ব-ভূতানামবতারতা ॥ ১৩ ॥

অত্যল্প-শক্তিযুক্তত্বাৎ পশু-পক্ষি-নরাদয়ঃ ।
অবতারেষু গণ্যন্তে ন সর্ব্বেঽপি কদাচন ॥ ১৪ ॥

একাপি রাজতী মুদ্রা ধনমেব ন সংশয়ঃ ।
তদ্বন্তস্তু বদেৎ কো বা ধনীতি ধরণীতলে ॥ ১৫ ॥

ধনাধিক্যাধিকারী তু ধনীতি ধ্বন্যতে জনৈঃ ।
অবতারাস্তত স্তে যে প্রভূত-শক্তি-শালিনঃ ॥ ১৬ ॥

বস্তুতস্তু স এবৈকো বহু সম্ভূয় দীব্যতি ।
আত্মৈব চাত্মনা সার্দ্ধ-মাত্মন্যেবাত্মসাধনঃ ॥ ১৭ ॥

মায়য়া মোহয়িত্বা তু স্বাংশানেব পুনশ্চ তান্ ।
স্বাংশৈরেব সদা জীবান্ পরিত্রাতি কৃপাপরঃ ॥ ১৮ ॥

স্বতৃপ্তানপি সঃ স্বাংশান্ সংপীড্য ক্ষুধয়া ভৃশম্ ।
স্বাংশৈরেবান্ন-ভূতৈশ্চ তৎপীড়াং হি চিকিৎসতি ॥ ১৯ ॥

চিন্ময়ানপি স্বস্যাংশান্ ধর্ষয়িত্বা পিপাসয়া ।
স্বাংশেন জলরূপেণ তর্পয়তি পুনশ্চ তান্ ॥ ২০ ॥

স্বাংশেনৈব ভিষগ্ ভূত্বা স্বাংশেনৈব চ রোগিণঃ ।
স্বাংশানেব সদা জীবান্ স্বয়মেব চিকিৎসতি ॥ ২১ ॥

এবং দুঃখশতৈ র্জীবান্ স্বাংশান্ সুখময়ানপি ।
সংযোজ্য চ পুনঃ স্বাংশৈ-রাশ্বাসয়তি তান্ সদা ॥ ২২ ॥

এতেষামপি দুঃখানামবিদ্যা মূল-কারণম্ ।
তস্যা অপি প্রতীকারো-পায়ং স কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥

স্বনিশ্বাসাত্মকং বেদ-মুৎপাদ্য ব্রহ্মণো মুখাৎ ।
স্বাংশেনৈব গুরুভূত্বা নিজাংশান্ শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ২৪ ॥

তদর্থং হৃদি সন্ধার্য্য স্বস্বরূপং স্মরন্ পুনঃ ।
অবিদ্যাদৃঢ়বদ্ধোঽপি জীবো বন্ধাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মপ্রবণয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞানপ্রবণয়া তথা ।
প্রেমপ্রবণয়া চৈব বেদপাঠ স্ত্রিধা মতঃ ॥ ২৬ ॥

সমানাচার্য্য-শিষ্যাণা-মপি বুদ্ধি-প্রভেদতঃ ।
ভাবানুরূপবেদার্থঃ প্রতিভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৭ ॥

কর্ম্মিণঃ স্বর্গলাভায় যজন্তে দেবতা মখৈঃ ।
লভন্তে তৎ সুখং ক্ষুদ্রং জায়ন্তে চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥

জ্ঞানিনো ব্রহ্মসাযুজ্য-মিচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি চ।
তেষান্তু সুখলিপ্সূনাং স্বসত্তাপি বিনশ্যতি॥ ২৯॥

তন্ন তন্নেতি চিন্বন্তঃ প্রেমিকাস্তু সবিগ্রহম্।
পরমানন্দমীক্ষন্তে নিগূঢ়ং নিগমান্তরে॥ ৩০॥

তমেব সেবমানাস্তে দেহান্ হিত্বা চ পার্থিবান্।
সংলভন্তে চ তৎসেবাং গোলোকে চিৎশরীরিণঃ॥ ৩১॥

এতাবদ্ভাগ্যবন্তো হি সাধকা নাধিকাঃ ক্ষিতৌ।
তেষাং তদ্ বিরলত্বঞ্চ ভগবানুক্তবান্ স্বয়ম্॥ ৩২॥

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥' ৩৩॥

সাধনানাং কঠোরত্বে চাস্তি শ্রীভগবদ্বচঃ।
অর্জ্জুনং প্রতি যৎ প্রোক্তং কুরুপাণ্ডব-সংযুগে॥ ৩৪॥

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" ৩৫॥

স্বপ্রাপ্তে রতিগূঢ়ত্ব-সর্ব্বসদ্গতি-শেষতে।
উপদিশ্যার্জ্জুনং কৃষ্ণঃ স্বোপদেশং সমাপযৎ॥ ৩৬॥

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৩৭॥

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ৩৮॥

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥ ৩৯ ॥

"ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন ।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥" ৪০ ॥

সুগূঢ়ং দুর্ল্লভং বস্তু নাপ্যতে সকলৈঃ সদা ।
আপ্যতে চ শুভাদৃষ্টাৎ কদাচিদেব কেনচিৎ ॥ ৪১ ॥

নাবির্ভবত্যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রতিচতুর্যুগম্ ।
নাবিষ্করোতি লোকেঽস্মিন্ স্বসেবামতিদুর্ল্লভাম্ ॥ ৪২ ॥

বৈবস্বত-মনোঃ প্রাপ্তে চাষ্টাবিংশ-চতুর্যুগে ।
কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং কৃপয়াবির্ভবত্যসৌ ॥ ৪৩ ॥

শিক্ষয়েচ্চেৎ স্বসেবাং হি স্বয়ং সুষ্ঠু ভবেত্তদা ।
একস্য স্যাৎ কথং প্রীতিঃ কোঽপরো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৪৪ ॥

নিত্যসিদ্ধানতঃ কৃষ্ণঃ স্বস্বরূপান্ সুহৃজ্জনান্ ।
প্রপঞ্চে প্রকটীকৃত্য স্বসেবাং শিক্ষয়ত্যসৌ ॥ ৪৫ ॥

আত্মনোঽনন্ত-শক্তিত্বং শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্মলক্ষণম্ ।
প্রকাশয়তি মাধুর্য্যং ভগবল্লক্ষণঞ্চ সঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণো নাবতারস্তু ভগবান্ স্বয়মেব সঃ ।
সর্ব্বাবতার-মূলত্বা দবতারীতি কথ্যতে ॥ ৪৭ ॥

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা ।
কৃষ্ণতেজোঽংশ-সম্ভূতং তত্তৎ সর্ব্বমিতি স্থিতম্ ॥ ৪৮

THE BAGHBAZAR READING LIBRARY ESTD. 1883

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়হেতু-চতুর্ম্মুখাদ্যা
মৎস্যাদয়োঽদ্ভুতবলাঃ কপিলাদয়শ্চ।
যচ্ছক্তিলেশশরণাঃপ্রভবন্তি সর্ব্বে
সর্ব্বেশ্বরং তমুপযামি জগচ্ছরণ্যম্॥ ৪৯॥

সর্ব্বাবতার-সংনম্যে কৃষ্ণে ভগবতি স্বয়ম্।
ভবেদ্ ভাগবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ৫০

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অবতারলীলামৃতম্॥

জন্ম-লীলামৃতম্ ।

—— :০: ——

সদ্যোজাতশিশুং বন্দে দুষ্ট-কংস-ভয়ঙ্করম্ ।
সুশান্ত-সমচিত্তানাং সাধূনামভয়ঙ্করম্ ॥ ১ ॥

অধুনালোচ্যতে জন্ম-লীলা লীলাবিহারিণঃ ।
অজন্মনোঽপি সদ্ভক্ত-গণ-চিত্তসুখপ্রদা ॥ ২ ॥

মন্যন্তে মানবং কেচি-দস্থিমাংসাদিসংহতম্ ।
বাসুদেবং সদা সন্তং কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ৩ ॥

চোর-লম্পট ধূর্ত্তাদি-কুশব্দৈর্দূষয়ন্তি চ ।
কেচিন্নরবরত্বেন প্রশংসন্তি সদাশয়াঃ ॥ ৪ ॥

কল্পনা-নিপুণাঃ কেচিৎ কল্পয়িত্বা চ রূপকম্ ।
ঋষিবাক্যং ন গৃহ্ণন্তি লীলামপলপন্তি চ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণস্যেশ্বরতাং কেচিৎ স্বীকুর্ব্বন্তি পরন্তু তে ।
ঐশ্বরীর্নানুমোদন্তে লীলাস্তস্য সুদুর্গ্রহাঃ ॥ ৬ ॥

ঈশ্বরোঽপি নিরৈশ্বর্য্যঃ কিম্ভূতো বা কিমাস্পদঃ ।
অতএব তদ্‌বিজানন্তি নিরুত্তাপোঽনলো যথা ॥ ৭ ॥

অসম্ভাবনয়া হ্যেবং পরিভূতা বদন্তি তে ।
সুনির্ম্মলার্যশাস্ত্রাণাং সমিচ্ছন্তি চ তৎক্ষণম্ ॥ ৮ ॥

বিশ্বাসঃ সুস্থিরো যেষাং সর্ব্বশক্তিময়েশ্বরে
ন হ্যসম্ভাবনা তেষু সাবকাশা কথঞ্চন ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচর্য্যব্রতৈঃ পূর্ব্বৈ-র্যোগিভিঃ পরমর্ষিভিঃ ।
ঈশ্বরত্বং নিরীক্ষ্যৈব বর্ণিতং শাস্ত্রবিস্তরে ॥ ১০ ॥

অতীতবিষয়ে মানমাপ্তবাক্যং বিনা ক্বচিৎ ।
ন সম্ভবেদতো গ্রাহ্যং তদ্‌বাক্যমেব সর্ব্বথা ॥ ১১ ॥

মুনিবাক্য মনাদৃত্য স্বস্বাভিপ্রায়তঃ কৃতে ।
শাস্ত্রার্থে ন হি সত্যার্থঃ প্রতিষ্ঠাং লভতে ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ভিন্নভাবা মানবাশ্চ প্রকৃতে গুণভেদতঃ ।
ভাবভেদেন তেষাং শ্রী-কৃষ্ণো ভাতি পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩

বিবৃণোমি যথাবুদ্ধি তস্মাচ্ছাস্ত্রপ্রমাণতঃ ।
মন্দোঽহমৃষিবাক্যানাং মুখ্যার্থমেব কেবলম্ ॥ ১৪ ॥

ত্রিবিধা ভগবল্লীলাঃ শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরূপিতাঃ ।
ত্রিষু ধামসু রাজন্তে ভক্তানন্দপ্রদায়কাঃ ॥ ১৫ ॥

গোলোকনিষ্ঠিতা লীলা তত্রৈকা নিত্যসংস্থিতা ।
আলোচিতা সমাসেন সা পূর্ব্বং বহুবিস্তৃতা ॥ ১৬ ॥

দ্বিতীয়া ভক্তচিত্তস্থা মতা সাধ্যাত্মিকা বুধৈঃ ।
ভাগবতেঽস্তি তন্মানং শিববাক্যং সতীং প্রতি ॥ ১৭ ॥

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

প্রপঞ্চে প্রকটা চান্যা যথাকালং বিলোক্যতে।
সৈবাস্মাভিঃ সমালোচ্যা সাম্প্রতং ভক্ততুষ্টয়ে ॥ ১৯ ॥

তত্রাপি ব্রজলীলৈব সমাস্বাদ্যা প্রধানতঃ।
যত্রানুরাগঃ স্বস্থানা-মরুচিশ্চ বিকারিণাম্ ॥ ২০ ॥

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥" ২১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতোক্তেন বাক্যেনৈতেন সূচিতম্।
সর্ব্বেশ্বরত্বমক্ষুণ্ণং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব কেবলম্ ॥ ২২ ॥

পুরাণবচনং মানং নেতি বাচ্যং ন যৎ শ্রুতৌ।
ব্রহ্মনিশ্বসিতত্বং হি পুরাণানাং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥

"অরে বেদেতিহাসাশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ।
ব্রহ্মনিশ্বসিতানী"তি প্রাহ মাধ্যন্দিন-শ্রুতিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য প্রতিজ্ঞাত-মৈশ্বর্য্যমসমাধিকম্।
ঋষিণা তস্য কার্ষ্ণ্যেণ তদেব প্রতিপাদিতম্ ॥ ২৫ ॥

তদেব বিশদীকৃত্য শাস্ত্রযুক্ত্যনুসারতঃ।
অত্র প্রদর্শ্যতে কিঞ্চিদ্ গুর্ব্বনুগ্রহসম্বলৈঃ ॥ ২৬॥

"ভূমি-দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ২৭ ॥

"গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত ॥ ২৮ ॥

"ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়ন-স্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ২৯ ॥

"তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষ সূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥

"গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মাচিরম্ ॥ ৩১ ॥

"পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ৩২ ॥

"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু মরস্ত্রিয়ঃ ॥" ৩৩ ॥

অসম্ভবমিবাভাতি শ্রুতমাত্রমিদং ধ্রুবম্।
কৃতে তু মননে দীর্ঘে নাস্ত্যসম্ভাবনা-ভয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বেষামেব ভাবানা-মস্ত্যধিষ্ঠাতৃদেবতা।
চিন্ময়ী যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ "তৎস্পৃষ্ট্বা প্রাবিশচ্চ তৎ॥"৩৫॥

অতশ্চিদ্ বর্ত্ততে কাষ্ঠমৃচ্ছিলাদিষ্বপি ধ্রুবম্।
সমাপি তারতম্যেন বহিরেব প্রতীয়তে॥ ৩৬॥

মৃচ্ছিলাদাবলক্ষ্যাপি তত্র চিদ্ বুধসম্মতা।
অতোঽস্ত্যশ্চেতনা পৃথ্বী মৃন্ময্যপি ন সংশয়ঃ॥ ৩৭॥

দেবতা সর্ব্বভূতস্থা সর্ব্বং বেত্তীতি বেত্তি যঃ।
অধর্ম্মাৎ স বিভেত্যেব স এব ব্রহ্মবিন্মতঃ॥ ৩৮॥

একাঙ্গে যন্ত্রণা জাতা জীবানাং সর্ব্বমেব হি।
দৃশ্যতে সর্ব্বদা লোকে খেদয়তি কলেবরম্॥ ৩৯॥

অঙ্গোপাঙ্গানি পৃথ্ব্যা হি নরতির্য্যঙ্নগাদয়ঃ।
নরাদীনামতঃ ক্লেশে পৃথ্ব্যাঃ ক্লেশো ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪০॥

আত্মজস্যাথবা ক্লেশে পিত্রোঃ ক্লেশো ভবেদ্ যথা।
তথাত্মজ-নরক্লেশে পৃথ্ব্যাঃ ক্লেশশ্চ সম্ভবেৎ॥ ৪১॥

বিদিত্বা দুর্দ্দমৈর্দৈত্যৈঃ কংসাদিভিঃ কদর্থিতান্।
মানবান্ ভগবন্নিষ্ঠান্ কাতরা চিন্তরাভবৎ॥ ৪২॥

অসদঙ্গজদণ্ডেন সদঙ্গজ-রিরক্ষয়া।
শরণং স্ববিধাতারং যযৌ চিদ্‌গো-শরীরিণী॥ ৪৩॥

লোকেঽপি বিপদাপন্না-স্তৎপ্রতীকারদুর্ব্বলাঃ।
জীবা যান্তি বিধাতারং শরণং মনসৈব হি॥ ৪৪॥

এতচ্চাস্তিক্যবুদ্ধ্যা হি বোদ্ধব্যমাত্মনিষ্ঠয়া ।
বাক্‌পাণ্ডিত্যাভিমানিন্যা ন স্থূলদৃশ্যনিষ্ঠয়া ॥ ৪৫

চিদ্রূপান্তর্যামিনী চ ধরাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
ধারয়েৎ কামরূপঞ্চ নাদ্ভূতং তৎ কদাচন ॥ ৪৬ ॥

চিদ্ধাম্নি গমনং সূক্ষ্ম-চিদ্দেহস্য নচাদ্ভূতম্ ।
নাসম্ভবঃ সমালাপো ব্রহ্মাদি-চিৎশরীরিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্মমূলং হি গোজাতি-র্গোশব্দো ধর্ম্মবাচকঃ ।
গোরূপেণ তয়া তস্মাৎ সূচিতং ধর্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪৮ ॥

ধর্ম্মে সংরক্ষিতে পৃথ্বী ভবেদেব সুরক্ষিতা ।
অরক্ষিতে তথা তস্মিন্ সাপি যাতি চ সংক্ষয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

দেবানাং সশরীরত্বং পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতম্ ।
শাস্ত্রতো দর্শিতঃ সম্যক্ লোকশ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বলোকস্থ-দেবানা মালাপো হি পরস্পরম্ ।
সদা ভবতি সর্ব্বেষা মনরশ্রুতিগোচরঃ ॥ ৫১ ॥

রজোগুণাশ্রিতো ব্রহ্মা সৃষ্টৌ তস্যাধিকারিতা ।
ন রক্ষণে, ততো বিষ্ণুং স যযৌ সত্ত্বসংশ্রয়ম্ ॥ ৫২ ॥

যত্তীরে প্রযযৌ ব্রহ্মা নাসাবয়ং পয়োনিধিঃ ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং স্থানং বিশালত্বাৎ তথোদিতম্ ॥ ৫৩ ॥

সত্ত্বঞ্চ বসুদেবাখ্যং বাসুদেব-বিকাশনম্ ।
এতৎ প্রদর্শিতং পূর্ব্বং সাধকানাং হৃদন্তরে ॥ ৫৪ ॥

গমনং ব্রহ্মণো যুক্তং দেবৈরিন্দ্রাদিভিঃ সহ।
তচ্চাপি সুখবোধ্যং হি সুধীনাং বিমলাত্মনাম্‌ ॥ ৫৫।

মনসাভিনিবিষ্টেন জীবো যদবলম্বতে।
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা মজ্জন্তি তত্র নিশ্চিতম্‌ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বজীবনিকায়োঽসৌ বিধাতা যত্র গচ্ছতি।
সবিগ্রহাস্তদা দেবা অনুগচ্ছন্তি তত্র তম্‌ ॥ ৫৭ ॥

ততো বিজ্ঞপ্তিমাশ্রুত্য পৃথিব্যা ব্রহ্মণো মুখাৎ।
অদূর-ভগবজ্জন্ম-বার্ত্তাং নারায়ণোঽব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥

অধ্যাত্মচিন্তয়া চাপি সর্ব্বমভ্যুপগম্যতে।
সুধীনাং সুখবোধায় কিঞ্চিদত্র প্রদর্শ্যতে ॥ ৫৯ ॥

আদৌ তমো রজস্তস্মাৎ ততঃ সত্ত্বং ততঃ পরম্‌।
ভগবদ্‌ব্রহ্ম-সম্প্রাপ্তি-স্ততঃ শান্তিশ্চ শাশ্বতী ॥ ৬০ ॥

"পার্থিবাদ্দারুণো ধূম-স্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্‌ব্রহ্মদর্শনম্‌ ॥" ৬১ ॥

পৃথ্বী তমঃপরাভূতা ব্রহ্মাণং রাজসং গতা।
স গতঃ সাত্ত্বিকং বিষ্ণুং স চ কৃষ্ণং গুণাৎ পরম্‌ ॥ ৬২

এতাবতা ন মন্তব্য-মাধ্যাত্মিকী মুনে মতা।
ব্যাখ্যেতি চ মৃষৈবাসৌ দেবলোকাদি-কল্পনা ॥ ৬৩ ॥

দেবানাং দেবলোকানাং ব্যাপারো বস্তুতোঽস্তি হি।
জীবদেহগতস্তস্য ভাব আধ্যাত্মিকো মতঃ ॥ ৬৪ ॥

উদ্বাহে বসুদেবস্য নাস্তি কিঞ্চিদলৌকিকম্।
প্রতীয়তে তু চিত্রেব কংসং প্রত্যশরীরবাক্ ॥৬৫ ॥

কদাচিৎ কেনচিৎ স্বপ্নে দৃশ্যতে দেববিগ্রহঃ।
বদন্নচিরসম্ভাবি শুভং বা চাশুভং ফলম্ ॥ ৬৬

অদৃশ্যবক্তৃকা বাণী জাগরে শ্রূয়তেঽপি চ।
বিশ্বাস-কাতরৈঃ কিন্তু গণ্যতে নহি নাস্তিকৈঃ ॥ ৬৭ ॥

বিজ্ঞেয়া দেববাণী সা সত্যার্থৈব ততোঽত্র চ।
ভোজরাজশ্রুতা বাণী নাশ্রদ্ধেয়া কদাচন ॥ ৬৮ ॥

রূপতো নামতশ্চৈব কৃষ্ণস্যানন্দসান্দ্রতা।
পুরা প্রদর্শিতা সা চ জন্মতো দর্শ্যতেঽধুনা ॥ ৬৯ ॥

আবির্ভাবো ভবেত্তস্য সহসাশ্চর্য্যবৎ পুনঃ।
ভক্তদ্বারেণ বা লোকৈঃ প্রতীতো লৌকিকো যথা ॥ ৭০ ॥

শুদ্ধসত্ত্বাবতারঃ শ্রী-বসুদেবো মহামনাঃ।
তৎপত্নী দেবকী দেবী সর্ব্বথা তৎস্বরূপিণী ॥ ৭১ ॥

স্বভাব-কর্ম্মরূপাদি-সূচকং নাম মানবাঃ।
অর্হন্ত্যেব তথা প্রায়ো দৃশ্যতে চ ধরাতলে ॥ ৭২ ॥

শব্দিতং বসুদেবেতি বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্।
ততঃ সত্ত্বস্বভাবোঽসৌ বসুদেবেতি নামভাক্ ॥ ৭৩ ॥

সত্ত্ববৃত্তি র্মতা ভক্তি র্ভক্তিপূর্ণা চ দেবকী।
ভজতে সা তু তন্নাম সদ্ভক্তপিতৃনামতঃ ॥ ৭৪ ॥

অতঃ সমুচিতৌ তৌ হি ভগবজ্জনকৌ মতৌ ।
ভগবাংশ্চ তয়োরেব পুত্রো ভবিতুমর্হতি ॥ ৭৫ ॥

নিত্যশ্চ মিথুনীভাবো বোদ্ধব্যো ভক্তিসত্ত্বয়োঃ ।
পূর্ণোঽপি ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্যশ্চাপ্যাত্মজস্তয়োঃ ॥ ৭৬ ॥

অতস্তয়োর্দ্বয়োরেব ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ।
ভক্তাভিলাষসিদ্ধ্যর্থং ভক্তাধীনঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৭৭ ॥

বসুদেবঃ সপত্নীকঃ কংসকারাগৃহে বসন্ ।
ভগবন্তং সদা ধ্যায়ন্ ভীতঃ কালমযাপয়ৎ ॥ ৭৮ ॥

নিয়তধ্যাননিষ্ঠস্য নষ্টষড়াত্মজস্য চ ।
বসুদেবস্য হৃত্তন্ত-রাবির্ভূতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৭৯ ॥

এবং ভাগবতে স্পষ্টং বেদব্যাসেন বর্ণিতম্ ।
উক্তঞ্চ শুকদেবেন সর্ব্বজ্ঞভক্তযোগিনা ॥ ৮০ ॥

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ ।
আবিবেশাংশ-ভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ" ॥ ৮১ ॥

অত্রাংশভাগশব্দেন তস্যাংশত্বং প্রতীয়তে ।
অনন্যভগবত্ত্বন্তু প্রতিজ্ঞাতং মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৮২ ॥

তৎ স্বয়ং-ভগবত্ত্বস্য শাস্ত্রেঽভ্যাসোঽপি দৃশ্যতে ।
তৃতীয়াত্র ততো জ্ঞেয়া সহার্থৈব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

গীতা-পঞ্চদশাধ্যায়াষ্টাদশশ্লোকবর্ণনে ।
তথৈবাভাষিতঃ শ্লোকঃ শঙ্করৈর্ভাষ্যকৃদ্বরৈঃ ॥ ৮৪ ॥

আনন্দগিরিণা তেষাং সম্ভাষ্যং বিশদীকৃতম্।
অতঃ কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বঃ নির্ব্বিবাদং সুনিশ্চিতম্॥ ৮৫॥

সংসারস্যাবতারোঽসৌ কংসোঽতীব দুরাশয়ঃ।
নিত্যঞ্চ ভগবদ্দ্বেষী স্ববিলাস-পরায়ণঃ॥ ৮৬॥

তস্য কারাগৃহে রুদ্ধ-স্তস্মাদ্ ভীতশ্চ যো নরঃ।
ষট্‌পুত্রনাশ-নির্ব্বিণ্ণো হরিং পশ্যেৎ স এব হি॥ ৮৭॥

অত্র পৌরাণিকী বার্ত্তা বিদ্যতে তত্ত্ববোধিনী।
যামালোচ্য সমুল্লাসঃ সাধকানাং ভবেন্মহান্॥ ৮৮॥

সৃষ্টেরাদৌ প্রজাস্রষ্টু-র্মরীচির্মনসোঽভবৎ।
মনসোহ্যবতারঃ স যতো ব্রহ্মমনোভবঃ॥ ৮৯॥

সমাসন্ ষট্‌সুতাস্তস্য মরীচের্মহিমান্বিতাঃ।
মনোঽবতার-জাতত্বাৎ তেষাং ষড়্‌ভোগ্যরূপতা॥ ৯০॥

অহসুস্তে নিরীক্ষ্যৈব কন্যাসক্তং পিতামহম্।
লভধ্বং ভুবি জন্মেতি ব্রহ্মা তানশপৎ ততঃ॥ ৯১॥

রুদতস্তান্ সমালোক্য প্রোবাচ চ কৃপাপরঃ।
দেবকী-জঠরে জন্ম লব্ধ্বা কংস বিহিংসিতাঃ॥ ৯২॥

পুনরেবাপ্স্যথ স্বর্গং ন মে বাণী বৃথা ভবেৎ।
তে ঽবতীর্য্য বিধেঃ শাপাদ্দেবক্যাঃ পুত্রতাং গতাঃ॥ ৯৩॥

কংসহতা যযুঃ স্বর্গং জাতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ততঃ।
এষা পৌরাণিকী বার্ত্তা কৃষ্ণ-লীলার্থ-বোধিকা॥ ৯৪॥

কারায়ামিব সংসারে সভয়ং যো বসেৎ সদা।
ষড়্ভোগাস্তস্য নশ্যেয়ু-স্তস্য কৃষ্ণো ভবেৎ সুতঃ ॥ ৯৫ ॥

উপদেশমিমং দাতুং কৃষ্ণেনাতি-কৃপাবতা।
কারায়ামবতীর্য্যৈব লীলেয়ং প্রকটীকৃতা ॥ ৯৬ ॥

দেবক্যাঃ সপ্তমো গর্ভঃ প্রণীতো যোগমায়য়া।
গোকুলে রোহিণীকুক্ষৌ স্থাপিত ইত্যলৌকিকম্ ॥ ৯৭ ॥

অসাধ্য-সাধিকায়াস্তু স্থিতায়া ভগবদ্‌বশে।
অসাধ্যং নাস্তি মায়ায়া-স্ততস্তত্র ন বিস্ময়ঃ ॥ ৯৮ ॥

যোন্যা যোন্যন্তরং জীবা নীয়ন্তেঽহর্নিশং যয়া।
কিমদ্ভুতমিদং তস্যা দেবকী-গর্ভ-কর্ষণম্ ॥ ৯৯ ॥

লোকেঽপি যৎ স্রুতো গর্ভো জায়তেঽন্যত্র নিশ্চিতম্।
একজন্মনি সোঽপি দ্বি-গর্ভজো বুধ্যতাং বুধৈঃ ॥ ১০০ ॥

হৃদি ভাগবতং রূপং বসুদেবো দদর্শ যৎ।
দেবক্যৈ তদ্দদৌ কর্ণে শিষ্যকর্ণে যথা গুরুঃ ॥ ১০১ ॥

এতদেবাভবদ্ গর্ভ-বীজং দেব্যা হ্যলৌকিকম্।
শুক্রশোণিতসংযোগা-ন্ন তদ্‌গর্ভোঽভবৎ ততঃ ॥ ১০২ ॥

স চ গর্ভো মনস্যেব জাতস্তদুদরে ন হি।
শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট-স্তচ্চাপি মুনিনোদিতম্ ॥ ১০৩ ॥

"ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।

দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ" ॥ ১০৪ ॥

ততো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ-স্তৎকারাগৃহমাগতৈঃ।
অনন্যবিদিতৈরেব স্তুতো গর্ভগতো হরিঃ ॥ ১০৫ ॥

অসম্ভব-ভিয়া নৈব হেয়মেতৎ সুধীবরৈঃ।
কামগত্বমদৃশ্যত্বং দেবানাং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ১০৬ ॥

শুদ্ধচিত্তে যদা ভাতি বাসুদেবঃ সতাং তদা।
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতা দেবা-স্তত্র মজ্জন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ১০৭ ॥

অত্র সবিগ্রহং দৃষ্ট্বা কারাস্থ-দেবকী-হৃদি।
মূর্ত্তাস্তং তুষ্টুবুঃ কৃষ্ণং তে দেবা নাত্র বিস্ময়ঃ ॥ ১০৮ ॥

দেবকীগর্ভদিব্যত্বে দর্শিতা শাস্ত্রসম্মতিঃ।
তদ্গর্ভ-জন্মনোঽপীত্থং দিব্যত্বং দর্শ্যতেঽধুনা ॥ ১০৯ ॥

"দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ" ॥ ১১০ ॥

অতো ভগবতো জন্ম নাভবল্লোক-বিশ্রুতম্।
আবিরাসীদিতি প্রোক্তং শুকেন যোগিনা যতঃ ॥ ১১১

কারণাৎ কার্য্যসম্ভূতি-র্জ্জন্মেতি কথ্যতে বুধৈঃ।
আবির্ভাবঃ প্রকাশস্তু নিত্যসিদ্ধস্য বস্তুনঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণেনাপি সম্প্রোক্তং দিব্যত্বমাত্মজন্মনঃ।
কুরুক্ষেত্ররণারম্ভে স্বমিত্রমর্জ্জুনং প্রতি ॥ ১১৩ ॥

"জন্ম কর্ম্মচ মে দিব্য-মেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন" ॥ ১১৪ ॥

দিব্যমিত্যস্য টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা।
অলৌকিকমিতিব্যাখ্যা বিদ্যতে স্পষ্টমেব হি ॥ ১১৫ ॥

অপ্রাকৃতমিতিব্যাখ্যা স্বভাষ্যে শঙ্করৈরপি।
দিব্যশব্দস্য সুস্পষ্টা কৃতাস্তি পরিদৃশ্যতে ॥ ১১৬ ॥

স্বয়ং ভগবতো জন্ম লোকাতীতস্য কর্ম্মচ।
অলৌকিকমচিন্ত্যঞ্চ ধ্রুবং ভবিতুমর্হতি ॥ ১১৭ ॥

দিব্যামেব হি জন্মাদি-লীলাং লোকেঽস্য মানুষে।
দিদর্শয়িষুণা শ্রীমৎ-পুরাণং মুনিনা কৃতম্ ॥ ১১৮ ॥

শুদ্ধসত্ত্বে সমুদ্ভূতং হরিং ভক্তিঃ প্রকাশয়েৎ।
বসুদেবে ততো জাতো দেবক্যা নির্গতো হরিঃ ॥ ১১৯ ॥

অতঃ কৃষ্ণো ন সঞ্জাতো দেবক্যা উদরে ক্বচিৎ।
আবির্ভূতঃ সদা-সিদ্ধ ইতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥ ১২০ ॥

এতচ্চ ভগবৎ-প্রাণৈঃ শ্রীচৈতন্য-পদানুগৈঃ।
রূপগোস্বামিভির্ব্যক্তং লঘুভাগবতামৃতে ॥ ১২১ ॥

"যদ্‌বিলাসো মহাশ্রীশঃ স লীলাপুরুষোত্তমঃ।
আবির্ব্বভূযুরত্রাবি-স্কৃত্য সঙ্কর্ষণং পুরঃ" ॥ ১২২ ॥

অন্তঃস্থিতাবিষ্কর্ত্তব্য-তদন্যব্যূহ ঈশ্বরঃ।
হৃদয়ে প্রকটস্তস্য ভবত্যানকদুন্দুভেঃ ॥ ১২৩

ভূমিভারনিরাসায় দেবানামভিযাচ্ঞয়া ।
দ্বাপরস্যাবসানেঽস্মি-ন্নষ্টাবিংশে চতুর্যুগে ॥ ১২৪ ॥

ক্ষীরাব্ধিশায়ি-যদ্রূপ-মনিরুদ্ধতয়া স্মৃতম্ ।
তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকদুন্দুভেঃ ॥ ১২৫ ॥

ঐক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেৎ প্রাকট্যং দেবকী-হৃদি ।
প্রেমানন্দামৃতৈস্তস্যা বাৎসল্যৈক-স্বরূপিভিঃ ॥ ১২৬ ॥

লাল্যমানো হরিস্তত্র বর্দ্ধতে চন্দ্রমা ইব ।
অথ ভাদ্রপদাষ্টম্যা-মসিতায়াং মহানিশি ॥ ১২৭ ॥

তস্যা হৃদস্তিরোভূয় কারায়াং সূতি-সদ্মনি ।
দেবকীশয়নে তত্র কৃষ্ণঃ প্রাদুর্ভবত্যসৌ ॥১২৮॥

জনয়িত্রী-প্রভৃতিভি-স্তাভিরিত্যবগম্যতে ।
লৌকিকেন প্রকারেণ সুখং শিশুরজায়ত ॥ ১২৯ ॥

কৃষ্ণস্য পরিপূর্ণত্বে চিদ্‌ঘনত্বে চ জন্মনঃ ।
দিব্যত্বে চ প্রমাণং কি-মপেক্ষ্যঞ্চাস্ত্যতঃ পরম্ ॥ ১৩০ ॥

অতএব চ তদ্দেহে নাভবন্ সপ্তধাতবঃ ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রোঽসৌ সম্মতস্তস্য বিগ্রহঃ ॥ ১৩১ ॥

দেবক্যা বসুদেবেন চান্যৈরপি বহিঃস্থিতৈঃ ।
অদৃশ্যত কথং চর্ম্ম-চক্ষুষেতি চেদুচ্যতে ॥ ১৩২ ॥

পঙ্গুং যো লঙ্ঘয়েৎ শৈলং মূকঞ্চ বাচয়েদ্ বচঃ ।
স্বেচ্ছয়া দর্শয়েদ্রূপং সঃ স্বমেতৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ১৩৩ ॥

শঙ্করৈঃ প্রথমাধ্যায়-বিংশসূত্র বিচারণে।
চিদ্রূপদর্শনং নৃণা-মীশেচ্ছয়া সমর্থিতম্ ॥ ১৩৪ ॥

নারদং প্রতি যদ্‌বাক্য-মীশ্বরস্য স্মৃতাবপি।
দৃশ্যতে তেন চ স্পষ্ট মেতদেবাবগম্যতে ॥

"মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূত-গুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥ ১৩৫ ॥

এতৎ ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্ মুহূর্ত্তান্নশ্যেয়-মীশোঽহং জগতো গুরুঃ" ॥ ১৩৬ ॥

"এষ যং বৃণুতে তস্য স্বতনুং দর্শয়েৎ স্বয়ম্।
আত্মেতি" শ্রুতিরপ্যাহ কিমপেক্ষ্যমতঃপরম্ ॥ ১৩৭ ॥

বাসভূষা-গদা-চক্র-শঙ্খ-পঙ্কজ-লাঞ্ছিতঃ।
আবির্ভূতশ্চতুর্ব্বাহু-র্হরিরিত্যবদন্ মুনিঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিশ্বরূপং নিরীক্ষ্যৈব ভীতঃ পার্থো রণাঙ্গনে।
এতদ্ধি বৈষ্ণবং রূপং দ্রষ্টুমৈচ্ছৎ স্বশান্তয়ে ॥ ১৩৯ ॥

"কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে" ॥ ১৪০ ॥

স্পষ্টীকৃতঞ্চ পদ্যং তদ্ ভাষ্যকৃৎ-কুলকুঞ্জরৈঃ।
স্বভাষ্যে শঙ্করৈঃ সুষ্ঠু জন্মনির্দ্দেশ-পূর্ব্বকম্ ॥ ১৪১ ॥

ক্বচিল্লোকে চতুর্ব্বাহু-র্বাসোভূষণ-ভূষিতঃ ।
ভৌতিকাদুদরান্নৈব নিঃসরেদ্ভৌতিকঃ শিশুঃ ॥ ১৪২ ॥

অতোঽপি বুধ্যতে সম্যগ্ বাসুদেবস্য বিগ্রহঃ ।
চিদানন্দঘনাকার আপ্তবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৪৩ ॥

কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া লীলা-রক্ষণার্থঞ্চ বিগ্রহম্ ।
স্বীচক্রে ভৌতিকঞ্চাপি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ১৪৪

আনন্দঘনরূপোঽপি প্রতীতো ভৌতবৎ প্রভুঃ ।
ভৌতদেহোচিতং কার্য্যং যথাবৎ সমসাধয়ৎ ॥ ১৪৫ ॥

বস্তুতো নরলোকেঽস্মিন্ চিত্রভাববতাং নৃণাম্ ।
ভাবানুরূপরূপোঽসৌ লীলার্থং যুগপদ্ বভৌ ॥ ১৪৬ ॥

পূর্ব্বজা যে তু দেবক্যাঃ পুত্রাঃ কংস-বিহিংসিতাঃ ।
প্রাকৃতা এব তে জ্ঞেয়া গর্ভাদেব বিনিঃসৃতাঃ ॥ ১৪৭ ॥

লোকেঽপি দৃশ্যতে পিত্রোঃ প্রনষ্টসপ্তপুত্রয়োঃ ।
ঘৃণা সুকৃতিনোরেব সংসারে জায়তে ভৃশম্ ॥ ১৪৮ ॥

ততো নির্ব্বেদমাপন্নৌ হিত্বা পুত্রাদি-বাসনাম্ ।
শ্রীহরৌ চিত্তমাধায় সংসারান্মুক্তিমিচ্ছতঃ ॥ ১৪৯ ॥

ছিনত্ত্যেব তয়োঃ কৃষ্ণঃ সংসার-নিগড়ং দৃঢ়ম্ ।
ইত্যেষা মুক্তিদা শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়া ॥ ১৫০ ॥

বসুদেবো দেবকী চ পুত্রীভূতং জনার্দ্দনম্ ।
ব্রহ্মত্বেনৈব তুষ্টাব বিদিত্বা তং হি তত্ত্বতঃ ॥ ১৫১ ॥

"বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৫২ ॥

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ" ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টমীদৃশ্যেব তয়োঃ স্তুতিঃ।
বিস্তৃতাস্ত্বত্র বাহুল্য-ভিয়া নৈব সমুদ্ধৃতা ॥ ১৫৪ ॥

পিতৃভ্যাং যাচিতঃ কৃষ্ণঃ স্ততোঽভূচ্চ দ্বিবাহুধৃক্।
আদিদেশ চ সংনেতু মাত্মানং গোকুলং প্রতি ॥ ১৫৫ ॥

পিতৃ-যাচ্ঞা-চ্ছলেনাভূৎ স্বেচ্ছয়ৈব তথাবিধঃ।
ন যুক্তমৈশ্বরং রূপং যতো প্রেমময়ে ব্রজে ॥ ১৫৬ ॥

নিগড়ৈর্দৃঢ়বদ্ধোঽপি কারারুদ্ধোঽপি শূরজঃ।
মুকুন্দসুতমাদায় গৃহান্নিরগমৎ সুখম্ ॥ ১৫৭ ॥

স্ফীতায়ামপি কালিন্দ্যাং জলদেঽপি চ বর্ষতি।
কৃষ্ণবাহং ন পস্পর্শ বসুদেবং তয়োর্জলম্ ॥ ১৫৮ ॥

বিস্ময়স্যাবকাশোঽত্র বিদ্যতে ন মনাগপি।
নরাকৃতি-পরব্রহ্ম-বাঞ্ছয়া কিন্নু দুর্ঘটম্ ॥ ১৫৯ ॥

কেনোপনিষদঃ শিক্ষা প্রমাণং তত্র পুষ্কলম্।
তৃণং চালয়িতুং দগ্ধুং নাশক্নোচ্চানিলোঽনলঃ ॥ ১৬০ ॥

তত্রোপলক্ষণার্থো হি নামোল্লেখস্তয়োদ্দ্বয়োঃ।
সর্ব্বাসামেব শক্তীনা-মভীষ্টা ব্রহ্ম-তন্ত্রতা॥ ১৬১॥

ইন্দ্রো বর্ষতি ভীত্যাস্মা-দিত্যাদ্যাহাপরা শ্রুতিঃ।
স্বয়ং ভগবতাপ্যুক্তা সর্ব্বেষামাত্মবশ্যতা॥ ১৬২॥

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" ॥ ১৬৩॥

যচ্ছক্ত্যা শক্তিমৎ সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
তং বহন্তং হৃদা কৃষ্ণং কা শক্তি র্বাধিতুং ক্ষমা॥ ১৬৪॥

ধারয়তো হৃদা ব্রহ্ম বাধা কাপি ন বিদ্যতে।
ইত্যেতদ্দর্শিতং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন ব্রহ্মণা স্বয়ম্॥ ১৬৫॥

বসুদেবং মহাভাগং বহন্তং ব্রহ্ম মূর্ত্তিমৎ।
ন বাধতেস্ম তদ্‌বারি নিগড়াদি চ মৃদ্ভবম্॥ ১৬৬॥

বসুদেবস্ততশ্চৈত্য যশোদা-সূতিকাগৃহম্।
দদর্শ সসুতাং তাঞ্চ নিদ্রয়া হত-চেতনাম্॥ ১৬৭॥

স্থাপয়ন্ স্বসুতং তত্র সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম নরাকৃতি।
যশোদা-তনয়াং মায়াং নীত্বা কারাং পুনর্যযৌ॥ ১৬৮॥

পুত্রদানং প্রতিজ্ঞায় কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
কথং তদন্যথা চক্রে ধার্ম্মিকোঽপি চেদুচ্যতে॥ ১৬৯॥

প্রাণাত্যয়ে মৃষাবাদো ন দোষায়েতি লৌকিকম্।
শাসনং ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং পরন্তু ধর্ম্ম এব সঃ॥ ১৭০॥

বস্তুতস্তু মৃষোচ্চার্য্য শব্দমাত্রেণ কেবলম্‌।
অরক্ষৎ পরমং সত্যং মূর্ত্তিমৎ সত্যবিদ্‌বরঃ ॥ ১৭১ ॥

সত্যং জ্ঞানং তথানন্দঃ স্বরূপং ব্রহ্মলক্ষণম্‌।
তদ্‌ব্রহ্ম মূর্ত্তিমৎ কৃষ্ণ স্তদ্রক্ষা সত্যরক্ষণম্‌ ॥ ১৭২ ॥

উদ্‌যোগপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌-ব্যাসেনাপি তথোদিতম্‌।
সত্যত্বং পরমং শ্রীমদ্‌-গোবিন্দস্যৈব সর্ব্বথা ॥ ১৭৩ ॥

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্‌।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দ-স্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ" ॥১৭৪॥

অতঃ শ্রীবসুদেবেন সত্যসারো হি রক্ষিতঃ।
যস্মিন্নবগতে সর্ব্বং ভবেৎ সত্যময়ং জগৎ ॥ ১৭৫ ॥

স্থিতঃ সংসার-কারায়াং কৌশলাৎ তঞ্চ বঞ্চয়ন্‌।
যো রক্ষেদ্‌ হৃদ্‌ব্রজে কৃষ্ণং নিভৃতং স হি মুক্তিভাক্‌ ॥১৭৬॥

পরং ব্রহ্ম পরিত্যজ্য মায়াং যদনয়দ্‌ বসুঃ।
স্বয়মেব ততো ভ্রান্ত্যা বদ্ধোঽভূৎ সুতরাং পুনঃ ॥ ১৭৭ ॥

অতঃপরঞ্চ যন্মায়া কংসহস্তাদ্দিবং গতা।
ন তচ্চিত্রং যতঃ সৈব সর্ব্বাদ্ভুত-বিধায়িনী ॥ ১৭৮ ॥

ভগবচ্ছরণাপত্ত্যা মায়াং জয়তি মানবঃ।
ন বলেনেতি কৃষ্ণেন দর্শিতঞ্চ দয়ালুনা ॥ ১৭৯ ॥

জন্ম কর্ম্মচ কৃষ্ণস্য দিব্যমেব ন লৌকিকম্‌।
বিগ্রহশ্চ চিদানন্দ-ঘন এবেতি চ স্থিতম্‌ ॥ ১৮০ ॥

শিশুনাট্যপরং বিধিবৃদ্ধতরং
বসুবংশধরং জগতঃ পিতরম্।
জনি-ভানকরং জন-জন্মহরং
নরলোকচরং স্মর দেববরম্॥ ১৮১॥

আবির্ভাবেঽদ্ভুতে ব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তেঃ স্বয়ং হরেঃ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ১৮২

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে জন্মলীলামৃতম্॥

অসুরসংহার-লীলামৃতম্।

ব্রজেশং শরণং জীব দৈত্যারিং বালবিগ্রহম্।
ব্রজেশং যঃ স্বয়ং সর্ব্ব-পিতাপি পিতরং গতঃ ॥ ১ ॥

জ্ঞানেন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সন্মাত্রং জ্ঞানিভিঃ পুনঃ।
তজ্জ্ঞানং ভক্তিমুখ্যৈস্তৈ-দ্দৃশ্যতে তৎ সবিগ্রহম্ ॥ ২

তদাপি পরমানন্দঃ সাধকৈ নৈ'ব লভ্যতে।
ঈশ্বর-জ্ঞানসত্ত্বেন ভয়সঙ্কোচ-সম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

যদা প্রেম ভবেৎ পূর্ণং নৈশ্বর্য্যং ভাসতে তদা।
সুতঃ সখা পতিশ্চেতি জায়তে ভাব ঈশ্বরে ॥ ৪ ॥

তদৈব পরমানন্দঃ স্বাদ্যতে সাধকৈর্ধ্রুবম্।
সখ্যাদি-ভাববত্ত্বেন ভয়াদে র্ন হি সম্ভবঃ ॥ ৫ ॥

দেবকী-বসুদেবাভ্যাং জাতঃ কৃষ্ণোঽত এব হি।
সম্যগাস্বাদিতঃ কিন্তু প্রেমিকৈর্ব্রজবাসিভিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিধাপি স্থাদিয়ং ব্যক্তি-রেকস্মিন্ সাধকে ক্রমাৎ।
অভিনীয় তু সুস্পষ্টং কৃষ্ণেন দর্শিতা পৃথক্ ॥ ৭ ॥

শান্তাদি-মধুরান্তং যৎ পঞ্চধা প্রেম তৎ ক্রমাৎ।
লভতে ভক্ত একোঽপি ক্রমসাধন-যোগতঃ ॥ ৮ ॥

পঞ্চানামপি ভাবানা-মুত্তমত্বং যথোত্তরম্।
অতঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু ভাবো মধুর-সংজ্ঞিতঃ ॥ ৯ ॥

বাৎসল্য-সখ্য-মাধুর্য্য-প্রধানা ব্রজবাসিনঃ।
অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলাসু ব্রজলীলোত্তমোত্তমা ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মাদি-বন্দিতে কৃষ্ণে সখ্যাদিভাব ঊর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠো মতস্তত্র কিমু বক্তব্যমস্তি বা ॥ ১১ ॥

ব্রজভাবঃ সুদুর্ব্বোধ্যো ময়া মন্দধিয়াপি সঃ।
আলোচ্যতে স্বতোষায় যথাশ্রুতি যথামতি ॥ ১২ ॥

ঈশ্বরোঽপি ব্রজে কৃষ্ণঃ পুত্রঃ সখা পতিস্তথা।
ঐশ্বর্য্যাবরকং প্রেম বিশুদ্ধং তত্র কারণম্ ॥ ১৩ ॥

রাজানমপি তন্মাতা তন্মিত্রং মহিষী তথা।
পুত্রং মিত্রং পতিঞ্চৈব মন্যতে ন তু ভূপতিম্ ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরাংশো যথা জীবঃ প্রেম্নৈব বশ্যতামিয়াৎ।
ঈশ্বরোঽপি তথা প্রেম্না নিশ্চিতং যাতি বশ্যতাম্ ॥ ১৫

ব্রজবাসিবশঃ কৃষ্ণো যা যা লীলা ব্রজেঽকরোৎ।
আদ্যো দৈত্যবধস্তাসু তদাদৌ সা বিলোচ্যতে ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বং রজস্তমশ্চেতি প্রসিদ্ধা হি গুণাস্ত্রয়ঃ।
বাধ্যবাধক-সম্বন্ধঃ সদা তেষাং পরস্পরম্ ॥ ১৭ ॥

সত্ত্বেন ভগবদ্ভক্তী রজসা ভোগবাসনা।
তমসা জায়তে জন্তো-র্জীবহিংসাদি-নীচধীঃ ॥ ১৮ ॥

সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বদা দেবা অসুরা রাজসাস্তথা।
তামসা রাক্ষসাশ্চৈব দ্বন্দ্ব-স্তেষাং মিথস্ততঃ ॥ ১৯ ॥

স্বর্গেঽপি সর্ব্বদা দ্রোহো দৈত্যানাং রাজসাত্মনাম্।
ত্রিদশৈঃ সাত্ত্বিকৈঃ সার্দ্ধং কথিতোঽস্তি শ্রুতাবপি ॥ ২০ ॥

মানবেষ্বপি বিদ্যন্তে তে দেবাসুর-রাক্ষসাঃ।
তত্তদ্‌গুণময়ত্বেন তত্তদ্-ভাবমুপাগতাঃ ॥ ২১ ॥

রাজসাস্তামসাশ্চাতো মানবা হরিবিদ্বিষঃ।
হরিভক্তদ্বিষশ্চৈব দৃশ্যন্তে ভুবি সর্ব্বতঃ ॥ ২২ ॥

অবাতরদ্ যদা কৃষ্ণো যেন রূপেণ যত্র চ।
তদা তত্রাভবন্ ভক্তাঃ কেচিচ্চ তদ্‌বিরোধিনঃ ॥ ২৩ ॥

তেষু রজঃস্বভাবা যে বোদ্ধব্যাস্তে নরাসুরাঃ।
তমঃ প্রকৃতয়ো জ্ঞেয়া মানবা নররাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্তর্ব্বহিশ্চ ভক্তানা-মন্তরায়ান্ স্বয়ং হরিঃ।
হন্তি তানিতি বোদ্ধব্য-মনয়া লীলয়া হরেঃ ॥ ২৫ ॥

সংসারো মূর্ত্তিমান্ কংসো ভোজবংশসমুদ্ভবঃ।
প্রেরয়ামাস দুশ্চারান্ ব্রজে কৃষ্ণজিঘাংসয়া ॥ ২৬ ॥

অধুনাপ্যনুসন্ধানে কৃতেঽত্রৈব ধরাতলে।
ন দুর্ল্লভোঽপরঃ কংস উগ্রসেনসুতোপমঃ ॥ ২৭ ॥

মায়য়া তে চরাঃ সর্ব্বে পশ্বাদি-রূপধারিণঃ।
বিঘ্নমাচরিতুং শশ্বদ গোকুলে চক্রুরুদ্যমম্ ॥ ২৮ ॥

কংসানুচরবর্গাণাং যন্নানা-রূপধারিতা।
যথার্থমেব তদ্‌যস্মা-দসুরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৯ ॥

অথবা হঠযোগেন কামরূপধরো ভবেৎ।
যঃ কোঽপি মানবস্তত্র মতমস্তি পতঞ্জলেঃ ॥ ৩০ ॥

বেদেঽপি দৃশ্যতে দৈত্য-দেবানাং কামরূপতা।
আপ্তবাক্যং বিনাতীতং কেবা দর্শয়িতুং ক্ষমাঃ ॥ ৩১ ॥

কংসেন প্রেষিতা যে যে চরাঃ কৃষ্ণজিঘাংসয়া।
প্রবলা পূতনা তেষাং পুরোমার্গপ্রদর্শিনী ॥ ৩২ ॥

হন্তুং শক্রস্তুতং কশ্চি-চ্চরেণ গরলং দিশেৎ।
ইতি সংশ্রূয়তে লোকে দৃশ্যতে চ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥

তদ্‌বিষাক্তস্তনাং কংসঃ পূতনাং প্রেরয়েদিতি।
কিং চিত্রং বিস্ময়ঃ কো বা তদ্‌বধে কৃষ্ণকর্তৃকে ॥ ৩৪ ॥

সবিদ্যুদ্‌বহ্নিসূর্য্যেন্দু-নক্ষত্রমখিলং জগৎ।
তদ্ভাসা ভাসতে নিত্য-মিত্যাহ মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥ ৩. ॥

বালগ্রহতয়া শাস্ত্রে পূতনা যা সমীরিতা।
তচ্ছক্তি-মন্ত্রসিদ্ধেয়ং পূতনা কংসনোদিতা ॥ ৩৬ ॥

অন্যা চ ডাকিনীনাম্নী বর্ত্ততে বালঘাতিনী।
তচ্ছক্তি-মন্ত্রসিদ্ধা যা 'ডাইনী'ত্যুচ্যতে জনৈঃ ॥ ৩৭ ॥

তদানীং তাদৃশী নারী বালঘ্নী পূতনাখ্যয়া।
প্রথিতাসীদ্‌ধ্রুবং লোকে তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

গ্রামে বা নগরে পূর্ব্বং পূতনৈকা তথাবিধা।
বিহিংসতী বভূবৈব শিশূন্ মন্ত্রাদি-মারণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

অদ্যাপি 'ডাইনী'-দৃষ্টিং বর্জ্জয়ন্ত্যঃ কুলস্ত্রিয়ঃ।
প্রায়ো রক্ষন্তি তদ্ভীতা নবসূতান্ সদা সুতান্ ॥ ৪০ ॥

ছাদয়ন্তীদৃশী নারী ক্রূরাং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
ভদ্রবেশা সুভাষাচ প্রায়ো ভবতি যত্নতঃ ॥ ৪১ ॥

তৎকালে পূতনৈবৈষা 'ডাইনী'-প্রবরাভবৎ।
অতোঽস্তভূপতিঃ কৃষ্ণ-নাশ এনাং ন্যযোজয়ৎ ॥ ৪২ ॥

যস্মাচ্ছক্তিং সমালভ্য পূতনা পূতনাভবৎ।
তেনৈব নিহতা সাত্র বিস্ময়ো নহি বিদ্যতে ॥ ৪৩ ॥

বিষঞ্চাপি বিষং জাতং প্রাণপ্রাশং যদিচ্ছয়া।
তেন প্রশমিতং তচ্চ ন তত্র কোঽপি বিস্ময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যদি কশ্চিৎ স্মরন্ কৃষ্ণং বিশ্বাসেন বিষং পিবেৎ।
তন্নাম কীর্ত্তয়ন্ বাপি তং মৃত্যু র্ন স্পৃশত্যপি ॥ ৪৫ ॥

স্মৃতিরপ্যেতদেবাহ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য মুক্তিদম্।
তদ্ বাক্যঞ্চ সমুদ্ধৃত্য সুস্পষ্টং সম্প্রদর্শ্যতে ॥ ৪৬ ॥

"অরির্মিত্রং বিষং পথ্য-মধর্ম্মো ধর্ম্মতাং ব্রজেৎ।
সুপ্রসন্নে হৃষীকেশে বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥" ৪৫ ॥

যং স্মরন্ কীর্ত্তয়ন্ যঞ্চ ন যাতি বিষপো মৃতিম্।
জনস্তদা স্বয়ং তস্য বিস্ময়ঃ কো বিষাশনে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকং যচ্চ পূতনাস্তনদংশনম্।
লীলৈব সাবগন্তব্যা তস্যেচ্ছয়া হি সা মৃতা ॥ ৪৯ ॥

অতো নার্থান্তরং কার্য্যং বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতে।
যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্যগস্তু শাস্ত্রমনাহতম্ ॥ ৫০ ॥

পূতনা-মৃতদেহস্য বৃহত্ত্বং বর্ণিতং যথা।
অতিরঞ্জনমস্ত্যেব তত্র তদবগম্যতে ॥ ৫১ ॥

রসপোষায় সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যমতিরঞ্জনম্।
দৃষ্টৌ রসবিদাং তদ্ধি ভূষণং নতু দূষণম্ ॥ ৫২ ॥

কাব্যং হি তাদৃশং নাস্তি পুরাবৃত্তঞ্চ তাদৃশম্।
তারতম্যেন দৃশ্যেত ন যস্মিন্নতিরঞ্জনম্ ॥ ৫৩ ॥

অতোঽত্রাপি সুধীবর্য্যৈঃ সোঢ়ব্যং সারদর্শিভিঃ।
পূতনাদেহমাশ্রিত্য বর্ণিতং যন্মহর্ষিণা ॥ ৫৪ ॥

অনয়ৈব দিশা বোধ্যঃ সর্ব্বেষাং কৃষ্ণবিদ্বিষাম্।
বৃত্তান্তো বর্ণনেনালং তৎসর্ব্বেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৫ ॥

বিঘ্না হি ত্রিবিধাঃ শাস্ত্রে বর্ণিতা স্তত্ত্বকোবিদৈঃ।
আধ্যাত্মিকাধিদৈবাধি-ভৌতাস্তে নামতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৬

ত্রিবিধা অপি তে জাতা ব্রজে কৃষ্ণ-বিনষ্টয়ে।
শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি তদপীত্থং প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৭ ॥

তত্র চেন্দ্রকৃতো বর্ষো বিজ্ঞেয় আধিদৈবিকঃ।
অগ্রে সোঽপি সমালোচ্য-স্তৎকথাবসরে ময়া ॥ ৫৮ ॥

পূতনা-বক-বৎসাশ্ব-শকটাঘভুজঙ্গমাঃ।
তদ্‌বিধাশ্চ তথাচান্যে বিজ্ঞেয়া আধিভৌতিকাঃ॥ ৫৯।

তত্তদুৎপাতজাশ্চিন্তা যা জাতা ব্রজবাসিনাম্।
তা এবাধ্যাত্মিকা জ্ঞেয়া বিঘ্নাঃ সন্তাপকারিণঃ॥ ৬০॥

ভক্তানাং ত্রিবিধা বিঘ্না বার্য্যন্তে সর্ব্বদা ময়া।
ইতি দর্শয়িতুং লোকে কৃতমিত্থং কৃপালুনা॥ ৬১॥

যথা সন্দর্শিতা সম্যক্ কৃষ্ণেনানন্তশক্তিনা।
আধ্যাত্মিকাদিবিঘ্নেষু ত্রিষ্বেব প্রভুতাত্মনঃ॥ ৬২॥

তথৈব দর্শিতা স্বস্য শক্তিরব্যাহতা সদা।
জলস্থলান্তরীক্ষেষু হরিণা বিশ্বচারিণা॥ ৬৩॥

জলে প্রশমিতস্তেন নাগেন্দ্রঃ পূতনাদিকাঃ।
হতাঃ কংসচরা ভূমৌ তৃণাবর্ত্তো বিহায়সি॥ ৬৪॥

শ্রীহরিং ধ্যায়তো জীবান্ জপাদৌ নিত্যকর্ম্মণি।
শনৈঃ কামাদয়োঽভ্যেত্য সংসারপ্রভবা হৃদি॥ ৬৫॥

চিন্তাশ্চ শতশো দুষ্টা বাধন্তে ইতি সজ্জনৈঃ।
সুবিজ্ঞাতং তদেবাত্র হরিণা দর্শিতং স্ফুটম্॥ ৬৬॥

তত্তদ্‌-ভাবসমাপন্না যে ভূমৌ নররাক্ষসাঃ।
নরাসুরাশ্চ জায়ন্তে বিধর্ম্মনিরতাঃ সদা॥ ৬৭॥

মনসা ভগবন্তং তে দ্বিষন্ত্যেব নিরন্তরম্।
ভক্তানাং ভজনানন্দে চান্তরায়া ভবন্তিহি॥ ৬৮॥

সাক্ষাৎ তেনাবতীর্ণেন শ্রীমদ্ভগবতা সহ।
তদ্ভক্তৈশ্চ ব্যরুধ্যন্ত নাস্ত্যত্র কোঽপি বিস্ময়ঃ ॥ ৬৯ ॥

অতো নার্থান্তরং কার্য্যং বিষয়ে শাস্ত্রসম্মতে।
যুক্ত্যা চ সম্মতে সম্য-গস্তুশাস্ত্রমনাহতম্ ॥ ৭০ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
শ্রীহরেঃ সম্ভবো মর্ত্ত্যে সুখমূর্ত্তেরিতি স্থিতম্ ॥ ৭১ ॥

শিশুঃ স্বয়ং প্রবলতমান্ স্বলীলয়া
জঘান যো বিবুধরিপূন্ স্বনষ্টয়ে।
সমাগতান্ সকলসুরৈরভিষ্টুতঃ
শিবং স নো দিশতু সদা সতাং গতিঃ ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মণো বালবেশস্য দুর্দ্দান্তাসুরনাশনে।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অসুরসংহার-লীলামৃতম্।

চৌর্য্য-লীলামৃতম্।

কৃষ্ণাখ্য-পরমব্রহ্ম নমামি চৌর্য্যমাচরৎ।
কৃষ্ণাখ্য-পরমর্ষিঞ্চ রক্ষিতং যেন তদ্ভুবি ॥ ১ ॥

অধুনা ভগবচ্চৌর্য্য-মালোচিতুমহং যতে।
অজ্ঞৈর্বিগীয়তে যত্তু তত্ত্ববিদ্ভিঃ প্রগীয়তে ॥ ২ ॥

শ্রুত্যা যদুদিতং তদ্ধি দর্শিতং লীলয়া পুনঃ।
কৃষ্ণেন বর্ণিতং তচ্চ ব্যাসেন জীবমুক্তয়ে ॥ ৩ ॥

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
প্রতিজ্ঞাতমিতি শ্রীমদ্-ব্যাসেন বলপূর্ব্বকম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণশ্চ পরব্রহ্ম-ঘনাকার ইতি স্থিতম্।
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মিতি স্বস্যৈব বাক্যতঃ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুমত্যেতি বিজ্ঞায় তমেবেতি শ্রুতীরিতম্।
অতঃ কৃষ্ণপরিজ্ঞানং বিনা মুক্তির্ন জায়তে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণেন ব্রজলীলায়াং দর্শিতা ব্রহ্মতাত্মনঃ।
যামাস্বাদ্য পরা প্রীতিঃ প্রাপ্যতে মোক্ষমীপ্সুভিঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরিতে তস্মা নরাচারেণ সম্মিতে।
পদে পদে ভবেদেব সংশয়ঃ সুমহান্ হৃদি ॥ ৮ ॥

শ্রুত্যুক্তপরতত্ত্বেন সম্মিতে তু ন সংশয়ঃ।
ধীমতাং হৃদয়ে স্থান মবাপ্নোতি মনাগপি ॥ ৯ ॥

স্বর্ণাঙ্কো রজতাঙ্কেন সাদৃশ্যং ন সমর্হতি।
স্বর্ণাঙ্কঃ সাম্যমাপ্নোতি স্বর্ণাঙ্কেনৈব কেবলম্ ॥ ১০ ॥

"ব্রহ্মময়ং জগৎ সর্ব্বং ন নানাস্তীহ কিঞ্চন।
জন্ম মৃত্যুমবাপ্নোতি স যো নানেব পশ্যতি ॥" ১১ ॥

"নান্যৎ সংশ্রূয়তে যত্র যত্রান্যন্নহি দৃশ্যতে।
জ্ঞায়তে চ ন যত্রান্যৎ স ভূমা হ্যমৃতশ্চ সঃ ॥" ১২ ॥

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥" ১৩ ॥

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥" ১৪ ॥

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥" ১৫ ॥

"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ স্বর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥" ১৬ ॥

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥" ১৭ ॥

ইত্যাদি শ্রুতিগীতার্থঃ সমং বদতি সর্ব্বতঃ।
মুক্তিমেতি সমং পশ্যন্ বন্ধনঞ্চাসমেক্ষকঃ ॥ ১৮ ॥

রাগদ্বেষাদয়ো যস্য হৃদয়ং ন স্পৃশন্তি হি।
প্রিয়ে বা বিপ্রিয়ে বাপি স এব মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

সাধৌ চৌরে বুধে মূঢ়ে পুত্রে শত্রৌ চ সর্ব্বদা।
ব্রহ্ম পশ্যন্ সমাপ্নোতি নিত্যানন্দং নচান্যথা ॥ ২০ ॥

দর্শয়ন্নিমমেবার্থং চৌরো ভূত্বা স্বয়ং প্রভুঃ।
লোকানশিক্ষয়ত্তত্ত্বং নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ২১ ॥

দধিক্ষীরাদি গোপীনাং ধনং সর্ব্বমচোরয়ৎ।
বাচা তিরস্কৃতশ্চাপি হসন্নেব স্থিতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥

দৌরাত্ম্যং তস্য গোপীষু নৈতাবদেব কেবলম্।
স্বয়ং ভুক্ত্বা দদৌ শেষং বানরেভ্যো যথেপ্সিতম্ ॥ ২৩ ॥

এতেনাপি যদা গোপ্যো নাকুপ্যংস্তং প্রতি ক্বচিৎ।
ভাণ্ডভঙ্গ-মলোৎসর্গা-দীনি ধার্ষ্ট্যান্যথাচরৎ ॥ ২৪ ॥

অকালেঽমোচয়দ্ বৎসান্ সুপ্তান্ বালানরোদয়ৎ।
গোপীনাং মনসঃ সাম্যং বুভুৎষু র্ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

দূরেঽস্তু ক্রোধবার্ত্তাপি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য ধৃষ্টতাম্।
প্রত্যুত প্রাপুরানন্দং পরমং ব্রজগোপিকাঃ ॥ ৬ ॥
কৃষ্ণধৃষ্টতয়া জাতং তাসাং যৎ পরমং সুখম্।
ব্যাসেন বর্ণিতং কিঞ্চিদাভাষেণৈব সুন্দরম্ ॥ ২৭ ॥

"কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমার-চাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতু-রিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥" ২৮ ॥

"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥"২৯

"হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলুখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনং শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণংস্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ॥" ৩০ ॥

"এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ"॥ ৩১ ॥

রুচিরত্বেন চাপল্যং ব্যাসেন সুবিশেষিতম্।
অতঃ কৃষ্ণস্য ধার্ষ্ট্যেন গোপীনামভবৎ সুখম্ ॥" ৩২ ॥

অতশ্চ কৃষ্ণধার্ষ্ট্যং যদ্ যশোদায়ৈ ন্যবেদয়ন্।
তৎপরং পরিহাসার্থং তদ্বাক্যেনৈব বুধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ধার্ষ্ট্যানীত্যস্য টীকায়াং শ্রীধরস্বামিভিঃ কৃতা।
ব্যাখ্যাস্তি পরিহাসার্থা তত্ত্বার্থা চ সুদুর্গমা ॥ ৩৪ ॥

রে চৌর চৌর ইত্যেব-মাক্রুষ্টস্তাভিরচ্যুতঃ।
ত্বং চৌরোঽহং গৃহস্বামী-ত্যেবং বদতি নির্ভয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ত্বং চৌরোঽহং গৃহস্বামী-ত্যেতদ্ যদ্ ভগবদ্‌বচঃ।
তৎ পরীহাসবদ্ভাসং তত্ত্বগর্ভন্তু নিশ্চিতম্॥ ৩৬॥

লৌকিকস্তাত্ত্বিকশ্চেতি চৌরো হি দ্বিবিধো মতঃ।
পরবিত্তহরশ্চাদ্যো দ্বিতীয়ো ধনসঞ্চয়ী॥ ৩৭॥

অভাবেন পরস্বং যো হরতীহ ক্বচিজ্জনঃ।
লঘুপাপকরঃ সোঽসৌ রাজদণ্ডেন মুচ্যতে॥ ৩৮॥

ধনং সঞ্চীয়তে যেন দীনেভ্যোঽদদতা সদা।
চৌরচূড়ামণিঃ সোঽসৌ ন মুক্তিং লভতে ক্বচিৎ॥ ৩৯॥

"যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবদেব হি তদ্ধনম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥" ৪০॥

ইতি শাস্ত্রেণ কৃষ্ণস্য "ত্বং চৌর" ইতি যদ্ বচঃ।
যুক্তমেবাধিক-ক্ষীর-দধ্যাদি-স্বামিনীং প্রতি॥ ৪১॥

গৃহস্বামী চ গোপীনাং কৃষ্ণ এব ন সংশয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডস্বামিনস্তস্য স্বামিত্বং সকলে গৃহে॥ ৪২॥

ব্যাখ্যাতং সাম্প্রতং তস্মাৎ স্বামিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
"শ্রীধরঃ সকলং বেত্তী-ত্যুক্তির্যং প্রতি শাম্ভবী॥ ৪৩॥

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং পুরাণে বিদ্যতে স্ফুটম্॥ ৪৪॥

কৃতা কৃপা পরীক্ষা চ কৃষ্ণেনাতি-কৃপালুনা।
হরতা ক্ষীরদধ্যাদি গোপীনাং বিত্তমুত্তমম্॥ ৪৫॥

ক্ষীরেণ বানরাণাং যৎ তর্পণং কৃষ্ণকর্তৃকম্।
তদিত্থমেব বোদ্ধব্যং সমদর্শন-সূচকম্॥ ৪৬॥

হরামি ধনমেকস্য চাপরস্মৈ দদাম্যহম্।
ইত্থং মে ব্রহ্মণো লীলা স্বেচ্ছয়া বহুরূপিণঃ॥ ৪৭॥

মদন্যো নাস্তি দাতাত্র মদন্যো নাস্তি তস্করঃ।
তত্তদ্রূপধরঃ পৃথ্ব্যা-মহং খেলামি সর্ব্বদা॥ ৪৮॥

এতত্তত্ত্বমুপাদেষ্টুং শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্।
হৃত্বা গোপীধনং ক্ষীরং বানরেভ্যো দদৌ পুনঃ॥ ৪৯

উভয়াভিপ্রায়কোঽয়ং চৌর্য্যাচারোঽখিল-প্রভোঃ।
লীলায়াং বালচাপল্যং ব্রহ্মজ্ঞানন্তু তাত্ত্বিকম্॥ ৫০॥

চৌরাদয়ো ন সন্ত্যস্মিন্ লোকেঽন্যে সাধবোঽপি বা।
অহং ব্রহ্মৈব খেলামি তত্তদ্রূপেণ সর্ব্বদা॥ ৫১॥

ভগবানিত্যুপাদেষ্টুং শ্রুত্যুক্তামাত্মসর্ব্বতাম্।
ভেদদর্শন-মুগ্ধানাং মুক্তয়ে চাচরৎ তথা॥ ৫২॥

মর্ত্ত্যচৌরেঽপি চৌরত্ব-জ্ঞানমজ্ঞান-মূলকম্।
কিং পুন র্ব্রহ্মসান্দ্রে শ্রী-কৃষ্ণে সর্ব্বময়ে বিভৌ॥ ৫৩॥

মর্ত্ত্যচৌরেঽপি জীবস্য সৌভাগ্যেন ভবেদ্ যদা।
কৃষ্ণজ্ঞানং তদা মুক্তিঃ স্যাদেব নান্যথা ক্বচিৎ॥ ৫৪॥

তেনৈব হ্রিয়তে বিত্তং তেনৈব চ প্রদীয়তে।
হৃত্বা গোপীপয়ো দত্ত্বা মর্কেভ্য ইতি দর্শিতম্॥ ৫৫॥

নীতিবিদ্যা তথা তত্ত্ব-বিদ্যা ভিন্নে উভে ধ্রুবম্ ।
নীতিঃ সংসারিণাং যুক্তা তত্ত্বস্তু মুক্তিমিচ্ছতাম্ ॥ ৫৬ ।

নীতৌ চৌরো ভবেচ্চৌরঃ সাধুশ্চ সাধুরেব হি ।
তত্ত্বে চৌরশ্চ সাধুশ্চ ব্রহ্মৈব ন ততঃ পৃথক্ ॥ ৫৭ ॥

তত্ত্বশিক্ষা-প্রদা কৃষ্ণ-ব্রজলীলাতি-দুর্গমা ।
নীতি-দৃষ্ট্যা তু দৃষ্টাসৌ ধ্রুবং মলিনতামিয়াৎ ॥ ৫৮ ॥

যদ্ বেদান্তে চ গীতায়াং ব্রহ্মস্বরূপমীরিতম্ ।
তদেব সুখবোধায় লীলয়া দর্শয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥

অহো দুঃখমহো দুঃখং শ্রীকৃষ্ণ-চরিতং শুচি ।
বিকুর্ব্বন্তি মহামোহাৎ কৃষ্ণমায়া-বিমোহিতাঃ ॥ ৬০ ॥

ভগবানপি চৌরোঽভূৎ যেষাং হিতবিধিৎসয়া ।
ত এব চরিতং তস্য নানুমোদন্ত ঐশ্বরম্ ॥ ৬১ ॥

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্ ॥" ৬২ ॥

ইত্যেতদতিদুঃখেন জীবানুকম্পিনা স্বয়ম্ ।
কৃষ্ণেন কথিতং মিত্রং স্বপ্রাণ-প্রতিমং প্রতি ॥ ৬৩ ॥

চরামি যৎকৃতে চৌর্য্যং চৌরং বক্তি স এব মাম্ ।
এষা প্রচলিতা বাণী ফলিতা কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬৪ ॥

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে চৌরে বদান্যে গবি হস্তিনি ।
সর্ব্বত্র পশ্যতঃ কৃষ্ণং সমং মুক্তিরিতি স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥

যদ্যস্তি বাঞ্ছা ভববারি-পারে
সুখে চ নিত্যে পুরুষার্থসারে ।
শশ্বন্মনো মে চপলং কিশোরং
ভজস্ব গোপী-নবনীত-চোরম্ ॥ ৬৬ ॥

গোপীদুগ্ধ-দধিক্ষীর-চোরে কৃষ্ণেঽখিলেশ্বরে ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে চৌর্য্যলীলামৃতম্ ॥

মৃদ্ভক্ষণ-লীলামৃতম্।

নমামি বালকং ব্রহ্ম মৃদ্ভক্ষণ-পরায়ণম্।
অনন্তমুদরং যস্য ব্রহ্মাণ্ডৈক-পরায়ণম্॥ ১॥

বিনা রসান্তরাস্বাদং রসপুষ্টি র্ন জায়তে।
বাললীলান্তরে কৃষ্ণ-স্তদৈশ্বর্য্যমদর্শয়ৎ॥ ২॥

ব্রজস্য প্রেমধাম্নো মে মৃত্তিকাপি সুধায়তে।
ইতি সন্দর্শয়ন্ কৃষ্ণঃ খেলন্ মৃদমভক্ষয়ৎ॥ ৩॥

ন্যবেদয়দ্ যশোদায়ৈ স্বস্য মৃদ্ভক্ষণং স্বয়ম্।
মিত্রবর্গ-মুখ-দ্বারা কৃষ্ণঃ সর্ব্বহৃদি স্থিতঃ॥ ৪॥

আরোপয়ৎ স্বমিত্রেষু মৃষাবাগ্ দোষমচ্যুতঃ।
স্বয়ঞ্চাপলপন্ মাতৃ-সন্নিধানে স্বকর্ম্ম তৎ॥ ৫॥

অত্রাপি দ্বাবভিপ্রায়ৌ বালস্য ব্রহ্মণঃ সতঃ।
লীলা-সৌষ্ঠব-রক্ষা চ স্ব-স্বরূপস্য সূচনা॥ ৬॥

স্বভাব এষ বালানাং সর্ব্বেষাং হি দুরাত্মনাম্।
স্বদোষং সঙ্গিষু ন্যস্য সমিচ্ছন্তি স্বসাধুতাম্॥ ৭॥

এষ লীলা-সৌষ্ঠবার্থো বাহ্যার্থঃ স্ফুটএব হি।
আলোচ্যস্তাত্ত্বিকশ্চার্থঃ কৃষ্ণবাক্-সত্য-সূচকঃ॥ ৮॥

যস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বং ভক্ষ্যং তস্যাপরং কিমু।
স্বতস্তৃপ্তঃ সদা যোঽসৌ কথং বা ভক্ষয়েদপি ॥ ৯ ॥

মৃষাবাদচ্ছলেনৈবং ব্রহ্মত্বং স্বস্য সূচিতম্।
ব্রহ্মণো লক্ষণত্বেন যৎ শ্রুত্যা সমুদীরিতম্ ॥ ১০ ॥

অস্বীকৃতমতো যদ্ধি স্বস্য মৃদ্ভক্ষণং ভিয়া।
সত্যমেব বচস্তস্য তদ্ ব্রহ্মণো নরাকৃতেঃ ॥ ১১ ॥

"নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥" ১২ ॥

যৎ সমারোপয়ৎ কৃষ্ণো মিথ্যা-বাদং স্বসঙ্গিষু।
সত্যং তদেব চ শ্রীমৎ-কৃষ্ণস্য ব্রহ্মণো বচঃ। ১৩ ॥

তদ্‌বাক্যেঽদাস্তপুত্রস্য বিশ্বাসো নাভবদ্ যদা।
মাতুঃ কৃষ্ণস্তদা কুক্ষৌ ব্রহ্মাণ্ডং সমদর্শয়ৎ ॥ ১৪ ॥

অপশ্যদ্ গোপিকা তত্র কুক্ষৌ যজ্জগদদ্ভুতম্।
দৃষ্ট্বা চাচিন্তয়দ্ যত্তদ্ ব্যাসদেবেন বর্ণিতম্ ॥ ১৫ ॥

"সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রি-দ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥" ১৬ ॥

"জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥" ১৭ ॥

"এতদ্ বিচিত্রং সহজীবকাল-
স্বভাব-কর্ম্মাশয়-লিঙ্গভেদম্।

সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্।।" ১৮ ।।

"কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ।।" ১৯ ।।

"অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতো-মনঃ-কর্ম্ম-বচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্।।" ২০ ।।

"অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিল-বিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ-গোধনাশ্চ যে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ।।" ২১ ।।

যস্মাদ্ ভবন্তি ভূতানি যত্র সন্তি বিশন্তি যৎ।
প্রত্যক্ষমিতি বেদার্থং কৃষ্ণো মাত্রে ব্যদর্শয়ৎ ।। ২২ ।।

দৃষ্টাপরা যশোদা চ মাত্রা পুত্রোদরে পুনঃ।
কৃষ্ণোঽন্যোঽপি তথা কৃষ্ণো-দরে দৃষ্টো ব্রজোঽপরঃ ।।২৩।।

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তচ্চ সর্ব্ববহিঃস্থিতম্।
ইতি বেদার্থ ঈশেন দর্শিতো লীলয়ৈতয়া ।।" ২৪ ।।

বিশ্বরূপমুপাদিশ্য দর্শিতশ্চ রণাঙ্গনে।
প্রত্যেতু তদিমাং লীলাং প্রত্যয়ী শ্রুতিগীতয়োঃ ॥ ২৫ ॥

প্রমাণঞ্চাস্তি সুস্পষ্ট-মেতদর্থ-প্রবোধকম্।
গ্রন্থে পঞ্চদশীনাম্নি বেদান্ত-গ্রন্থ-মূর্দ্ধনি ॥২৬ ॥

"নিশ্ছিদ্র-দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্ বিয়ৎ।
সচ্চিদ্‌ঘনে তথা নানা-জগদ্‌গর্ভমিদং বিয়ৎ ॥" ২৭ ॥

তৃপ্যন্তি জ্ঞানিনোহ্যেতদ্ বুদ্ধ্বৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
প্রেমিকাস্তু ন তুষ্যন্তি দৃষ্ট্বাপি নিজচক্ষুষা ॥ ২৮ ॥

পুত্র-মিত্র-পতিত্বেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্।
আস্বাদ্য নীরসৈশ্বর্য্যং কো বা তস্য লষেৎ সুধীঃ ॥ ২৯ ॥

বাৎসল্য-প্রতিমা গোপী দৃষ্ট্বৈতদ্ ভয়মাপ সা।
পার্থশ্চ সখ্য-স্বর্ব্বস্ব আস্তাং তোষোহতিদূরতঃ ॥ ৩০ ॥

বিশেষোহস্তি মহাংস্তত্র সমানেহপি ভয়ে তয়োঃ।
গোপ্যাঃ কৃষ্ণগতা ভীতিঃ পার্থস্যাত্মগতা তু সা ॥ ৩১ ॥

পার্থঃ কৃষ্ণস্য দৃষ্ট্বৈব বিভুত্বং পরমাদ্ভুতম্।
তৎক্ষণাদীশ্বরং মত্বা ভীতঃ কৃষ্ণং সমানমৎ ॥ ৩২ ॥

যশোদা তু স্বপুত্রস্য বিভুত্বে সংশয়ং গতা।
বিতর্ক্য বহুধা পশ্চা-দাশ্রয়দ্ জগদীশ্বরম্ ॥ ৩৩ ॥

চিরঞ্চ মাতৃদৃষ্টৌ ত-ন্নাস্ফুরৎ কৃষ্ণবৈভবম্।
তদ্ বিভুত্বমভূন্মগ্নং ক্ষণাদ্ বাৎসল্য-সাগরে ॥ ৩৪

সন্তমেব জগদ্‌গর্ভং যশোদা কৃষ্ণমীশ্বরম্ ।
নিজাঙ্কে স্থাপয়িত্বাপ মুদং ব্রহ্মসুখার্দ্দনীম্ ॥ ৩৫ ॥

"অস্থূলশ্চানণুশ্চেতি" ব্রহ্মণঃ শ্রুতি-সম্মতে ।
যুগপদ্ বিভুতাণুত্বে ব্রহ্মণৈব প্রদর্শিতে ॥ ৩৬ ॥

ইত্থঞ্চ দর্শিতা প্রেম্নঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুত-শক্তিতা ।
প্রেমাব্ধৌ বিশ্ববদ্ ভাতি জ্ঞানং তত্রচ মজ্জতি ॥ ৩৭ ॥

অতএব মুনীন্দ্রেণ বিস্মিতেনেব বর্ণিতম্ ।
অদ্ভূতং প্রেম-মাহাত্ম্যং সুভগাভীর-যোষিতঃ ॥ ৩৮ ॥

'ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিস্তু সাঙ্খ্য-যোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥" ৩৯ ॥

এষা হি ভগবল্লীলা লোকশিক্ষৈক-হেতুকা ।
গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং শিক্ষাপেক্ষা ন বিদ্যতে ॥ ৪০ ॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং কৃষ্ণদেহে চরাচরম্ ।
তদ্‌বহি র্বস্তু-মাত্রং হি ন বিদ্যত ইতি স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

নিত্যস্বতৃপ্তোঽপি চ মৃত্তিকাশনঃ
সত্যস্বরূপোঽপ্যযথার্থ-ভাষণঃ ।
ক্ষুদ্রোঽপি কুক্ষাবখিল-প্রকাশন
আস্তাং সহায়ো মম সোঽবিশ্লেষণঃ ॥ ৪২ ॥

শিশোরপ্যুদরে বিশ্বং নহি চিত্রং হরেরিতি ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মৃদ্ভক্ষণ-লীলামৃতম্ ।

দামোদর-লীলামৃতম্ ।

নমামি দামবদ্ধং তং পরব্রহ্ম নিরন্তরম্ ।
শ্রুতিভির্যৎ সুনির্ণীতং নির্ব্বহিশ্চ নিরন্তরম্ ॥ ১ ॥

অনন্তোঽপি ভবেদ্ বদ্ধ-শ্চিত্রমেতন্ন সংশয়ঃ ।
তত্রাপি গুণবদ্ধঃ স্যা-দেতদত্যন্তমদ্ভুতম্ ॥ ২ ॥

তত্রাপ্যবলয়া-ভীর-যোষিতা চ যশোদয়া ।
ভবেদ্ বদ্ধো হরি-স্তদ্ধি চিত্রাৎ চিত্রতরং পুনঃ ॥ ৩ ॥

কঠোপনিষদি "ব্রহ্ম বক্তা শ্রোতা তথেক্ষিতা ।
আশ্চর্য্যাঃ সর্ব্ব এবৈতে" ইত্যুক্তং স্পষ্টমেব হি ॥ ৪ ॥

অতো ব্রহ্মঘনঃ কৃষ্ণ আশ্চার্য্য এব নিশ্চিতম্ ।
চরিতং তস্য চাশ্চর্য্যং ভবেদিতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

আশ্চর্য্যো যদি বক্তাস্য শ্রোতাচ বিরলো যদি ।
বিদ্যাদ্ ব্রহ্ম কথং জীবো মুক্তিং বা প্রাপ্নুয়াৎ কথম্ ॥৬॥

অতঃ সৎস্বপি শাস্ত্রেষু জ্ঞানার্থং ভজতাং স্বয়ম্ ।
ধ্যানার্থঞ্চাবতীর্য্যাসৌ স্বরূপং দর্শয়েদ্ধরিঃ ॥ ৭ ॥

নরবুদ্ধৌ যদাশ্চর্য্যং সহজং তৎ পরেশ্বরে ।
ইতি বিস্মৃত্য মুহ্যন্তি ব্রহ্মাশ্চর্য্যে হি মানবাঃ ॥ ৮ ॥

নরাণাং যদসাধ্যং ত-দসাধ্যং ব্রহ্মণো যদি ।
বিশেষো বিদ্যতে কো বা ব্রহ্ম-মানবয়োস্তদা ॥ ৯ ॥

যুগপদ্ বেদবাক্যেন স্থূলোঽণুশ্চাপি যো ভবেৎ ।
যুগপৎ স নিরন্তোঽপি ভক্তৈর্বদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০ ॥

পূজনে বন্দনে তস্য তথা তোষো ন জায়তে ।
যথা ভক্তকৃতে তস্য সন্তোষো দৃঢ়বন্ধনে ॥ ১১ ॥

অতঃ স্ববন্ধনং কৃষ্ণঃ সমিচ্ছন্নেব লীলয়া ।
দৌরাত্ম্যং কর্ত্তুমারেতে যশোদা-ভবনে ভৃশম্ ॥ ১২॥

মাতাপি মোহিতা মত্বা শ্রীকৃষ্ণং স্বাত্মজং শিশুম্ ।
অশান্তসুত-শান্ত্যর্থং তং বদ্ধুং সমচেষ্টত ॥ ১৩ ॥

অতিদীর্ঘেণ দাম্নাসৌ বেষ্টয়িত্বা শিশূদরম্ ।
গ্রন্থিবন্ধক্ষণেঽপশ্যৎ দ্ব্যঙ্গুলোনং স্বদাম তৎ ॥ ১৪ ॥

আনীয় চাপরং দাম গ্রন্থিকালে তথৈব সা ।
অপর্য্যাপ্তমপশ্যৎ তৎ তনূদর-নিবন্ধনে ॥ ১৫ ॥

বহূন্যপ্যেবমানীয় দামানি নন্দগেহিনী ।
ঊনানি পূর্ব্ববদ্দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ১৬ ॥

অন্তর্ঘূর্ণাভবৎ তস্যাঃ স্বশক্তিং স্বগুণং প্রতি ।
প্রস্বিন্নসর্ব্বগাত্রাপি যততেস্ম চ লজ্জয়া ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞস্তু হরির্ভাবং বুদ্ধা মাতুর্মনোগতম্ ।
স্বয়ং বদ্ধোঽভবৎ পশ্চাৎ কৃপয়া ভক্ত-বৎসলঃ ॥ ১৮ ॥

"স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥" ১৯ ॥

"অণোরণুতরং ব্রহ্ম মহতোঽপি মহত্তরম্।"
শ্রুত্যর্থ ইতি কৃষ্ণেন দর্শিতো লীলয়ৈতয়া ॥ ২০ ॥

প্রেম্নশ্চ পরমাশ্চর্য্য-শক্তিত্বং দর্শিতং পুনঃ।
যেন ভক্তো ভবেচ্ছক্তো বশীকর্ত্তুমপীশ্বরম্ ॥ ২১ ॥

শুকেনাপি তথৈবোক্তং শ্রুত্বা নিজপিতুর্মুখাৎ।
সংসারান্মুক্তিমিচ্ছন্তং বিষ্ণুরাতং প্রতি স্বয়ম্ ॥ ২২

"এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্ত-বশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥" ২৩ ॥

দূরেঽস্তু শুকবার্ত্তাপি শ্রীমদ্ভগবতা স্বয়ম্।
আত্মনো ভক্তবশ্যত্বং সুস্পষ্টমেব কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪ ॥

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥" ২৫ ॥

কেচিদাধ্যাত্মিকীং ব্যাখ্যাং সংযোজ্যাত্র মনীষয়া।
লীলাস্বরূপমুৎসৃজ্য কল্পয়ন্তি চ 'রূপকম্' ॥ ২৬ ॥

যশোদা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি-স্তদ্দাম প্রেম কেবলম্।
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মৈব হৃদয়ং ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি তেষাং মতং তত্তু সত্যমেবাতিসুন্দরম্।
খপুষ্পমিব তত্তত্তু বিনা দেহং নিরাস্পদম্ ॥ ২৮ ॥

লোকে কশ্চিদ্‌ যদা ক্রুদ্ধঃ কঞ্চিৎ প্রহরতি ক্বচিৎ।
প্রহর্ত্তা বস্তুতস্তত্র ক্রোধ এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

দেহাশ্রয়ং বিনা কিন্তু স ক্রোধোঽপি খপুষ্পবৎ।
কেবলং শব্দমাত্রং হি প্রহর্ত্তুং নাপি চ ক্ষমঃ ॥ ৩০ ॥

এবং কশ্চিদ্‌ যদা ভক্তঃ সেবতে ভক্তিতো হরিম্‌।
দেহোঽসাবাস্পদং তস্যাঃ সেবিকা ভক্তিরেব হি ॥ ৩১ ॥

দেহমপেক্ষতে সা তু সর্ব্বথা সেবিতুং হরিম্‌।
অন্যথা ভক্তিসত্তাপি ভূর্লোকে ন প্রতীয়তে ॥ ৩২ ॥

তস্মাৎ ক্রোধশ্চ ভক্তিশ্চ ভাবো বাধ্যাত্মিকোঽপরঃ।
স্বস্বানুরূপকার্য্যার্থং দেহং কঞ্চিদপেক্ষতে ॥ ৩ ॥

সা ভক্তিঃ পরমাত্মা চ সচ্চিদানন্দরূপধৃক্‌।
গোলোকে রাজতে নিত্যং তদ্‌বিকাশো ব্রজেঽপ্যয়ম্‌ ॥৩৪॥

ধ্যানার্থং সাধকানাং হি চিদ্দেহেন হরিঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিদ্‌ ভৌতেন দেহেন স্বেচ্ছয়া ক্রীড়তি প্রভুঃ ॥ ৩৫ ॥

অতো বৃন্দাবনে কৃষ্ণো রূপবানেব নিশ্চিতম্‌।
যশোদা রূপিণী চৈব রজ্জুশ্চ রজ্জুরেব হি ॥ ৩৬ ॥

গোপ্যাঃ প্রেম্নৈব বদ্ধোঽভু-দ্ধরির্যদ্যপি তত্ত্বতঃ।
তথাপি দাম মন্তব্যং নিমিত্তং হরিবন্ধনে ॥ ৩৭ ॥

দ্ব্যঙ্গুলোনমভূদ্দাম যথাবদ্‌ যৎ পুনঃ পুনঃ।
তাত্ত্বিকং কারণং তত্র সমালোচ্যঞ্চ সম্প্রতি ॥ ৩৮ ॥

অহন্তা-মমতে যাবদ্ বর্ত্তেতে প্রবলে হৃদি।
মন্তব্যোঽপি হরিস্তাব-ন্নহি তদ্‌বন্ধনং কুতঃ॥ ৩৯॥

অহং বধ্নামি গোপালং রজ্জ্বা চৈব মদীয়য়া।
ইতি দম্ভেন মাতাপি নাশক্নোদ্ বন্ধুমাত্মজম্॥ ৪০॥

ঘৃণা যদাভবদ্ গোপ্যাঃ স্বশক্তৌচ স্বদামনি।
আসীদ্ বদ্ধস্তদৈবাসৌ কৃপয়ৈব স্বয়ং হরিঃ॥ ৪১॥

আবৃষ্টং দ্রৌপদীবস্ত্রং বর্দ্ধতেস্মৈব কেবলম্।
যশোদায়াস্তু তদ্দাম হ্রসতিস্ম পুনঃপুনঃ॥ ৪২॥

প্রেম্না যদ্যপি দ্রৌপদ্যা গোপী শতগুণোত্তমা।
তথাপি লোকশিক্ষার্থং হারণৈবং প্রদর্শিতম্॥ ৪৩॥

অনপেক্ষ্য স্বসামর্থ্যং দ্রৌপদী কৃষ্ণমাশ্রিতা।
যশোদা সাভিমানাসী-দিত্যেব তত্র কারণম্॥ ৪৪॥

অহন্তা-মমতে দ্বে তু প্রাপ্নুতঃ সংক্ষয়ং যদা।
প্রেম-দাম তদা পূর্ণং স্যাদ্ বশ্যশ্চ তদা হরিঃ॥ ৪৫॥

ইতীয়ং মহতী শিক্ষা দত্তা কৃষ্ণেন লীলয়া।
অভিমানং যশোদায়া দূরীকৃত্য কৃপালুনা॥ ৪৬॥

হরিণা দর্শিতং পূর্ব্ব-মত্তঃ পূর্ণত্বমাত্মনঃ।
বহিশ্চ পূর্ণত্বমপ্যত্র লীলয়া দর্শিতং পুনঃ॥ ৪৭॥

অন্তর্ব্বহিশ্চ ভক্তেন পরানন্দো নিরুধ্যতে।
ইত্যপি প্রেমমাহাত্ম্যং দর্শিতং লীলয়ৈতয়া॥ ৪৮॥

তথৈব বর্ণিতং শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ মহাত্মনা।
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাসিন্ধৌ সুখং সন্তরতা সদা ॥ ৪৯ ॥

"নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥ ৫০ ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥" ৫১ ॥

এবং বদ্ধা সুতং গোপী পলায়নপরায়ণম্।
উদূখলেন সংযোজ্য কার্য্যান্তরপরাভবৎ ॥ ৫২ ॥

ভগবানপি বীর্য্যং স্বং মাত্রে দর্শয়িতুং পুনঃ।
উদূখলং সমাকর্ষন্ প্রজগাম গৃহাদ্বহিঃ ॥ ৫৩ ॥

"আসীনোঽপি শয়ানোঽপি যুগপদ্ যাতি দূরতঃ।"
এতং বেদার্থমেতেন ধাবন্ বদ্ধোঽপ্যদর্শয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

নগযুগ্মান্তরং গচ্ছং-স্তত্র লগ্নমুদূখলম্।
বিকর্ষন্ লীলয়া তূর্ণং বৃহন্নগাবপাতয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণবহং পূর্ব্বং বসুদেবং যমানুজা।
দদৌ মার্গং স্বতস্তস্মা-দাস্তেঽদ্যাপি যথা পুরা ॥ ৫৬ ॥

পাদপৌ বাধমানৌ তু কৃষ্ণানুবর্ত্ত্যুদূখলম্।
আপতুঃ পরমাপত্তিং দৃঢ়মূলাবপি স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সিদ্ধান্তয়ন্তি কেচিত্তু ক্ষুদ্রৌ তৌ পাদপাবিতি।
মতং কৃষ্ণেশ্বরত্বঘ্নে-দলং কল্পনয়ৈতয়া ॥ ৫৮ ॥

স্বৈশ্বর্য্যখ্যাপনায়ৈব বিকাশো ব্রজমণ্ডলে।
ভবচ্ছেত্তুর্হরের্নিত্যং নিত্যধামবিহারিণঃ ॥ ৫৯ ॥

তন্মনোজ্ঞেন চ শ্রীমন্-মুনিনাতিকৃপালুনা।
বর্ণিতং হি তদৈশ্বর্য্যং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে ॥ ৬০ ॥

বৃক্ষমূলাৎ সমুদ্ভূতৌ সুরবর্য্যাবিতি ধ্রুবম্।
আশ্চর্য্যবৎ প্রতীয়েত বস্তুতো নাদ্ভুতং হি তৎ ॥ ৬১ ॥

কর্ম্মণা জন্মবৈবিধ্যং স্বীকুর্ব্বন্তি ন যে জনাঃ।
নাস্তি তান্ প্রতি বক্তব্য-মাস্তিকান্ প্রতি মে কথা ॥ ৬২ ॥

দেহাদ্দেহান্তরং যাতি জীবঃ সূক্ষ্মতরো যদা।
ন দৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং লিঙ্গদেহসমাশ্রিতঃ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বদৃগ্ ভগবানেব দুর্দৃশ্যমপি পশ্যতি।
যোগবীর্য্যেণ জানাতি ব্যাসশ্চ যোগিনাং বরঃ ॥ ৬৪ ॥

কুবেরস্যাত্মজৌ পূর্ব্বং লোকোদ্‌বেগকরৌ সদা।
শ্রীমদ্দেবর্ষিণা শপ্তৌ জাতৌ শ্রীগোকুলে নগৌ ॥ ৬৫ ॥

চিরবদ্ধ-নগত্বং ত-দসৎকর্ম্মফলং তয়োঃ।
মুহূর্ত্তভক্তসঙ্গাচ্চ জন্মাসীদ্ ব্রজমণ্ডলে ॥ ৬৬ ॥

দেবানামপি বৃক্ষত্বং ন চিত্রং পাপকর্ম্মতঃ।
নগানামমরত্বঞ্চ ভোগাৎ কর্ম্মক্ষয়ে সতি ॥ ৬৭ ॥

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু বেদান্তদর্শনেষু চ।
দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তি-র্জীবানাং কর্ম্মণোদিতা ॥ ৬৮ ॥

কর্ম্মণা নর-দেবানাং গতিঃ স্যাদুত্তমাধমা।
অজ্ঞানাত্তু নগাদীনাং স্বত এব ক্রমোন্নতিঃ ॥ ৬৯ ॥

সদসৎকর্ম্মণাং কশ্চিৎ ফলদাতেশ্বরোঽস্তি চেৎ।
স্বীকর্ত্তব্যং বুধৈরেতন্ নাস্তিকানাং কথা পৃথক্ ॥ ৭০ ॥

যদি কুর্য্যাদসৎকর্ম্ম সদসজ্‌ জ্ঞানবানপি।
ঈশ্বরাৎ ফলদাতুঃ স নিশ্চিতং দণ্ডমর্হতি ॥ ৭১ ॥

অবোধং দণ্ডয়েৎ পুত্রং সদোষমপি কঃ পিতা।
জ্ঞানবন্তং সুতং কো বা কৃতদোষং ন দণ্ডয়েৎ ॥ ৭২ ॥

ব্যাঘ্রো হন্যান্নরং নিত্যং মার্জ্জারশ্চ হরেৎ পয়ঃ।
অজ্ঞয়োস্তু তয়োস্তেন পাতকং নহি সম্ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥

সদসজ্‌ জ্ঞানবন্তোঽপি দেবা বা মানবা যদি।
আচরেয়ু স্তথাচার মর্হন্ত্যেবাধমাং গতিম্ ॥ ৭৪ ॥

সর্ব্বেষামবিশেষেণ ভবেদ্ যদি ক্রমোন্নতিঃ।
স্বত এব তদা ধর্ম্মো নিতরাং নিষ্প্রয়োজনঃ ॥ ৭৫ ॥

দেবর্ষেঃ কৃপয়া লুপ্তা নাসীৎ পূর্ব্বস্মৃতিস্তয়োঃ।
অতোঽনুতাপসন্দগ্ধৌ-দর্ধ্যাতুঃ সর্ব্বদা হরিম্ ॥ ৭৬ ॥

বৃক্ষাণামনুতাপোঽন্তঃ কো বুধ্যেত হরিং বিনা।
বিনা বা তৎকৃপাপাত্রং মোহান্ধো জগতীতলে ॥ ৭৭ ॥

মানবোঽপি মানবানাং দারিদ্র্যং বুধ্যতে ন যঃ।
স বুধ্যেত কথং দুঃখং পাদপানাং চলদ্দ্রুমঃ ॥ ৭৮ ॥

যচ্চ তাভ্যাং কৃতা তত্র স্তুতির্ভগবতস্তদা।
তদদ্ভুতমিবাভাতি তথাপি তন্নচাদ্ভুতম্॥ ৭৯॥

স্থিতোঽপি মানবস্তুষ্ণী-মন্তঃ কথয়তে কথাম্।
সা তু লিঙ্গশরীরস্থা কদাপি নান্যগোচরা॥ ৮০॥

অপঞ্চীকৃতভূতোত্থ-দেহানামপি যা কথা।
শৃণোতি তাং সদা কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়স্থিতঃ॥ ৮১॥

কর্ণাভ্যাং যে হি শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি তে ন তদ্ বচঃ।
স শৃণোতি সুরৈরুক্ত-মকর্ণোঽপি শৃণোতি যঃ॥ ৮২॥

অন্তরঙ্গস্বরূপাশ্চ কৃষ্ণস্য ব্রজবালকাঃ।
কেচিত্তৌ দদৃশুর্দেবৌ ভগবচ্ছক্তিসম্ভৃতাঃ॥ ৮৩॥

ততস্তৌ কৃষ্ণপাদাব্জ-মভিবন্দ্য পুনঃ পুনঃ।
ভগবদ্ভক্তিমাশ্রিত্য প্রজগ্মতুর্নিজালয়ম্॥ ৮৪॥

অদ্ভুতং কৃষ্ণচারিত্রং কো বা বোদ্ধুং ক্ষমঃ পুমান্।
স্বয়ং বদ্ধঃ কৃপাসিন্ধু-শ্ছিন্দ্যাদেবান্যবন্ধনম্॥ ৮৫॥

প্রেম্না যশোদয়া বদ্ধ-স্তদিচ্ছাং সমপূরয়ৎ।
যক্ষৌ তৌ মোচয়ামাস ভগবান্ নগবন্ধনাৎ॥ ৮৬॥

অভিজানাতি ভক্ত্যৈব যাবন্তং যঞ্চ তত্ত্বতঃ।
মহান্তং মহতোঽপি শ্রী-ভগবন্তমিতি স্থিতম্॥ ৮৭॥

বদ্ধোঽগুণোঽপি স গুণৈ ব্রজরাজপত্ন্যা
ভূবদ্ধমূল-ধনদাত্মজমুক্তিদাতা।

ভক্তাভিলাষবশগো নিতরাং স্বতন্ত্রো

দামোদরোঽদ্ভুতশিশুঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৮৮ ॥

জ্ঞানাগম্যোঽপি সৎপ্রেম-বশ্যো কৃষ্ণেঽখিলেশ্বরে।

ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে দামোদরলীলামৃতম ॥

ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতম্ ।

জয়তাং স্বেচ্ছয়া ধেনু-চারকো নন্দদারকঃ ।
স্বৈশ্বর্য্যদর্শনোদ্‌ভ্রান্ত-বিধি-সম্মোহ-দারকঃ ॥ ১ ॥

পালয়েন্নন্দগোপস্য গোধনং ভগবান্ স্বয়ম্ ।
পরতত্ত্বে ব্রহ্মণোঽপি বেদকর্ত্তুর্ভবেদ্ ভ্রমঃ ॥ ২ ॥

সত্যমেতদ্দ্বয়ঞ্চাপি ন বুদ্ধিমধিরোহতি ।
ঐশ্বরং চরিতং মর্ত্ত্য-বুদ্ধিঃ কিং সংস্পৃশেদপি ॥ ৩ ॥

অপ্যাসীদনৃতাখ্যায়ী ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অপ্যাসন্ বালিশাঃ সর্ব্বে প্রাচীনাঃ শাস্ত্রসেবকাঃ ॥ ৪ ॥

পক্ষ একতরোঽপ্যত্র সম্ভবেন্ন কদাচন ।
ন স্পৃশেদৈশ্বরীং লীলাং সুগূঢ়াং মানবী মতিঃ ॥ ৫ ॥

অতস্তত্র সমাধানং বিদ্যতে বা নবেতি চ ।
দ্রষ্টব্যং সর্ব্বথা সম্যক্ শাস্ত্র-যুক্তিপ্রমাণতঃ ॥ ৬ ॥

ঔষধেঽবশ্যসেব্যে হি তর্কো যুক্তো ন রোগিণঃ ।
শ্রদ্ধয়া সেবনীয়স্তৎ সদ্‌বৈদ্যেন ব্যবস্থিতম ॥ ৭ ॥

ভবরোগ-সমাক্রান্তৈঃ কৃষ্ণলীলামৃতং মুহুঃ ।
বিশ্বাসেনৈব সংসেব্য-মার্য্যশাস্ত্রনিরূপিতম্ ॥ ৮ ॥

ময়া ন তর্ক্যতে নাপি কিঞ্চিদত্র বিচার্য্যতে।
স্ববিশ্বাসানুসারেণ কৃষ্ণলীলা নিষেব্যতে ॥ ৯ ॥

নরাণাং তারতম্যেন তথা রূপান্তরেণ চ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদেশেষু বিদ্যতে ধর্ম্মসেবনম ॥ ১০ ॥

তত্ত্বন্ত চিন্তিতং নৈব তথা কুত্রাপি কৈরপি।
ঋষিভি র্ভারতাবাসৈ-র্ধর্ম্মৈকজীবনৈ র্যথা ॥ ১১ ॥

পৃথিব্যাং ভগবৎস্পষ্টা যাবন্তঃ সন্তি জন্তবঃ।
নরাঃ সর্ব্বোত্তমাস্তেষু ধর্ম্মাধিকারিণশ্চ তে ॥ ১২ ॥

তেষামেবানুকূল্যার্থ-মন্যে স্থিরচরাদয়ঃ।
বৃত্তৌ ধর্ম্মসেবনে চ স্পষ্টা তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥

প্রধানা দৃশ্যতে তত্র গবামেবোযোগিতা।
নরাণাং দেহরক্ষার্থং ধর্ম্মরক্ষার্থমেব চ ॥ ১৪ ॥

মূত্রমুৎকট-রোগঘ্নং পুরীষং বায়ুশোধকম্।
অতএব পবিত্রে তে অন্যেষাং যে ঘৃণার্হণে। ১৫ ॥

দুগ্ধং পুষ্টিকরং স্বাদু চিত্তস্যাপি বিশোধনম্।
বিশেষতস্ত জীবন্তি পীত্বা তন্নরদারকাঃ ॥ ১৬ ॥

ঘৃতমুৎপদ্যতে দুগ্ধাদ্ বলবুদ্ধিবিবর্দ্ধকম্।
দধিক্ষীরাদি গোদুগ্ধা-জ্জায়তে ভক্ষ্যমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥

অতো মাতৃসমা গাবঃ সদা পূজ্যাশ্চ মাতৃবৎ।
কৃতজ্ঞৈ র্মানবৈর্ভক্ত্যা তত্র কশ্চিন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

যাগযজ্ঞাদিকে কার্য্যে নৃণাঞ্চ নিত্যকর্ম্মণি।
অগ্নৌ ঘৃতাহুতিঃ সম্যগ্ বিহিতা তত্ত্ববিদ্‌বরৈঃ ॥ ১৯ ॥

তদ্ধূমশ্চাপি গন্ধশ্চ নৃণাং স্বাস্থ্যকরঃ পরঃ।
ধূমঃ পুন র্ভবন্ মেঘো ধরায়াং বারি বর্ষতি ॥ ২০ ॥

"অগ্নৌ প্রাস্ত্যাহুতিঃ সম্য-গাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি-র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ॥ ২১ ॥

অতএবেহ জীবানাং গাবো ভোগসুখপ্রদাঃ।
ধর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাদ্ধি সুখদা স্তাঃ পরত্র চ ॥ ২২ ॥

সন্তানোৎপাদনদ্বারা তাসাঞ্চ বংশরক্ষকাঃ।
বৃষা স্তদ্ বৃষশব্দোঽপি দৃশ্যতে ধর্ম্মবাচকঃ ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মাদ্ধি জায়তে নৃণাং চিত্তশুদ্ধি স্ততঃ পরম্।
তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তি র্বুধৈরেতদ্ বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥

যস্মাদ্ধর্ম্মো বহেজ্ জ্ঞানং বৃষশ্চ ধর্ম্মবাচকঃ।
তস্মাদ্ বৃষঃ শঙ্করস্য বাহনো জ্ঞানরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানাদেব ভবেন্মুক্তি র্জ্ঞানঞ্চ চিত্তশুদ্ধিতঃ।
চিত্তশুদ্ধি র্ভবেদ্ধর্ম্মাদ্ গোভ্যো ধর্ম্মশ্চ জীবিকা ॥ ২৬ ॥

লোকযাত্রা যতো গোভ্যো ধর্ম্মরক্ষা চ সিধ্যতি।
রক্ষিতে গোব্রজে তস্মাদ্ ভবেৎ সর্ব্বং সুরক্ষিতম্ ॥ ২৭

যো গোপালঃ সএবাতো ধর্ম্মপাল ইতি স্থিতম্।
ধর্ম্মরক্ষা চ কৃষ্ণস্য ভুবি মুখ্যং প্রয়োজনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রোক্তং তচ্চ স্বয়ং শ্রীমৎকৃষ্ণেন রণমূর্দ্ধনি।
স্বতত্ত্ব-শ্রবণে যোগ্যং সখায়মর্জ্জুনং প্রতি॥ ২৯॥

“পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥ ৩০॥

ইতি দর্শয়িতুং লোকে স্বয়ং ধর্ম্মাধিপো হরিঃ।
নিত্যগোপো ব্রজে নন্দ-গোপ-গাঃ সমপালয়ৎ॥ ৩১॥

পাল্যন্তে যৈঃ সদা গাবো জনা স্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।
ইতি জ্ঞাপয়িতুং পিতৃ-গৃহং হিত্বা ব্রজেঽবসৎ॥ ৩২॥

ভক্তবাৎসল্যমেতেন দর্শিতং স্বপ্রতিশ্রুতম্।
যন্তৃ রূপেণ কৃষ্ণেন যদুক্তমর্জ্জুনং প্রতি॥ ৩৩॥

“অনন্যাশ্চিয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥” ৩৪॥

যোগঃ ক্ষেমশ্চ গোপানাং সর্ব্বথাহি গবাশ্রয়ঃ।
বিজ্ঞাবিজ্ঞজনৈঃ সর্ব্বৈ বু্ধ্যতে তৎ সুনিশ্চিতম্॥ ৩৫॥

গবাঞ্চ গোপগোপীনাং গোপালতাপনী-শ্রুতৌ।
প্রসঙ্গো বিস্তরেণাস্তি দ্রষ্টব্যঃ স বুভুৎসুভিঃ॥ ৩৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং বাচকোঽপি গোশব্দো দৃশ্যতে ততঃ।
অন্তর্যামী ভবেদ্ গোপ ইতি কেচিদ্ বদন্তি চ॥ ৩৭॥

সত্যমেব ন তন্মিথ্যা পরমাত্মতয়া হৃদি।
স্থিতঃ সঞ্চালয়েৎ কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াণি নিরন্তরম্॥ ৩৮॥

ব্রজেঽপ্যপালয়দ্ গাশ্চ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।
স্বকৃপাং দর্শয়ন্ লোকে ধর্ম্মৈকরক্ষকঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

গাবঃ পাল্যাঃ স্বয়ং শশ্বদ্ গৃহিভিঃ শাস্ত্রচোদিতৈঃ ।
এতচ্চ দর্শয়ন্ লোকেঽ পালয়দ্ গাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪০ ॥

অধুনা মানিনঃ সভ্যাঃ স্ববিলাস-পরায়ণাঃ ।
লজ্জন্তে মাতৃসেবায়াং কিমু গোমাতৃ-সেবনে ॥ ৪১ ॥

অসেবত স্বয়ং কৃষ্ণো ব্রহ্মাদিসুর-সেবিতঃ ।
যা স্তাসামেব সেবায়া-মহো লজ্জাভিমানিনাম্ ॥ ৪২ ॥

অধ্যাত্মং নীরসং তত্ত্বং চিন্ত্যতে জ্ঞানিযোগিভিঃ ।
ন লভ্যতে রসস্তত্র শুষ্কেক্ষু চর্ব্বণে যথা ॥ ৪৩ ॥

ভক্তাস্তু ভগবল্লীলা-রসমাস্বাদ্য নির্ভরম্ ।
বিন্দন্তি পরমানন্দং সুরাণামপি দুর্ল্লভম্ ॥ ৪৪ ॥

যস্যাজ্ঞাং পালয়েদ্ ব্রহ্মা ভক্তস্য গাঃ স পালয়েৎ ।
শ্রুত্বাপ্যেতদ্রসজ্ঞানাং হৃদয়ং মুদমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

ঈদৃশ্যামপি লীলায়াং যেষাং ন জায়তে রুচিঃ ।
সর্ব্বথা বিমুখং দৈবং তেষাং তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্যাজ্ঞাং বহন্তি শিরসা সদা ।
সখ্যেন ব্রজগোপালান্ স্কন্ধে বহতি স স্বয়ম্ ॥ ৪৭ ॥

ঈদৃশ্যামপি লীলায়াং ন যেষাং জায়তে রুচিঃ ।
অনুগৃহ্নাতু তান্ কৃষ্ণঃ কৃপাদৃষ্ট্যা কৃপাময়ঃ ॥ ৪৮ ॥

ভক্তিমার্গং সমাশ্রিত্য সংক্ষেপাদ্ বিবৃতং ময়া।
ব্রহ্মাণ্ড-পালকস্যাপি ব্রজে গোপালনং হরেঃ ॥ ৪৯ ॥

এতেন ক্ষীণবিশ্বাসো যদি কশ্চিন্ন তৃপ্যতি।
দর্শ্যতে তত্ত্বমাশ্রিত্য লীলা সর্ব্বময়স্য চ ॥ ৫০ ॥

"ঈশ্বরোঽণ্ডং সমুৎপাদ্য জীবরূপেণ তৎ পুনঃ।
প্রাবিশদিতি" সম্প্রোক্তং শ্রুত্যা তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বজীবাত্মকঃ সোঽসৌ চিদাকারো রজোধিকঃ।
সূক্ষ্মেন্দ্রিয়-সমাযুক্তো ব্রহ্মেতি পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৫২ ॥

তস্মাদেব সমুদ্ভূতাঃ সর্ব্বে জীবাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
অতোঽসৌ সৃষ্টিকর্ত্তেতি প্রসিদ্ধঃ শাস্ত্রসম্মতঃ ॥ ৫৩ ॥

জীবসঙ্ঘাতরূপেণ তস্যাধিষ্ঠাতৃতা যথা।
বৃহদণ্ডে তথা ব্যষ্টি-দেহেষ্বপ্যংশতোঽস্তি সা ॥ ৫৪ ॥

ন কেবলমধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাণ্ডে সোঽপি চ স্বয়ম্ ॥
অস্থূলদিব্যরূপেণ স্বলোকেঽপি বিরাজতে ॥ ৫৫ ॥

উক্তঃ প্রজাপতের্লোকঃ প্রশ্নোপনিষদি স্ফুটম্।
নিত্যং বসতি তত্রাসৌ সর্ব্বজীব-ময়াত্মকঃ ॥ ৫৬ ॥

যতোঽসৌ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বথা সম্মতঃ প্রভুঃ।
ততস্তস্যৈশ্বরী শক্তিঃ সুতরাং সর্ব্বতোঽধিকা ॥ ৫৭ ॥

নিম্নে নিম্নতরে লোকে জীবে চাপ্যমরে মরে।
অল্পা চাল্পতরা জাতা সৈব শক্তির্যথাক্রমম্ ॥ ৫৮ ॥

মোহোঽপি গুণসংসর্গি-ব্রহ্মাণমিতরাংস্তথা।
গাঢ়তা-তারতম্যেন সমাক্রম্য স্থিতঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

স্বভাবো হি সদা রাশেরংশানপ্যনুগচ্ছতি।
সর্ব্বৈরেতৎ সুবিজ্ঞাতং ন প্রমাণমপেক্ষতে ॥ ৬০ ॥

অতঃ পিতামহান্ মোহ-মহারোগস্তদংশকাঃ।
জীবাঃ প্রাপ্তা স্ততঃ কৃষ্ণে সন্দিহানা জনা ভুবি ॥ ৬১ ॥

অঘাসুর-বধং দৃষ্ট্বা গোপাল-বাল-কর্ত্তৃকম্।
লয়ঞ্চ তস্য তদ্দেহে ব্রহ্মা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৬২ ॥

আধিক্যাদ্ ভগবচ্ছক্তেঃ স্বলোকাদ্ ব্রজদর্শনম্।
ব্রজে চাগমনং তস্য নিভৃতং নৈব দুর্ঘটম্ ॥ ৬৩ ॥

সংশয়াকুলচিত্তোঽসৌ ভগবন্তং পরীক্ষিতুম্।
ইয়েষ স্বেশ্বরেণান্তঃ কৃষ্ণেনৈব প্রণোদিতঃ ॥ ৬৪ ॥

অলোক-ব্রহ্মচারিত্রে শ্রুতে দৃষ্টে চ সাধকৈঃ।
প্রথমং জায়তে তেষাং হৃদয়ে ভাবনাদ্বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

তত্রাসম্ভাবনা চাদ্যা বিপরীতাভিধাপরা।
মননেনাপয়াত্যেব তদ্দ্বয়ং সংশয়াত্মনাম্ ॥ ৬৬ ॥

আস্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা প্রজাপতেরপি।
কৃষ্ণলীলাং নিরীক্ষ্যৈব সঞ্জাতং তদ্দ্বয়ং হৃদি ॥ ৬৭ ॥

একদা গোচরে কৃষ্ণো মুক্ত্বা বৎসান্ সুহৃদ্গণৈঃ।
সহান্ন মত্তুমারেভে গৃহানীতং মুদান্বিতঃ ॥ ৬৮ ॥

"তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা॥ ৬৯॥

"কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহ-কর্ণিকায়াঃ॥" ৭০॥

মণ্ডল-মধ্যগস্যাপি কৃষ্ণস্য পুরতঃ স্থিতম্।
আত্মানং দদৃশুঃ সর্ব্বে প্রত্যেকং ব্রজবালকাঃ॥ ৭১॥

"হস্ত-পাদ-মুখাক্ষীণি ব্রহ্মণঃ সন্তি সর্ব্বতঃ।"
লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণ ইত্যর্থং শ্রুতিগীতয়োঃ॥ ৭২॥

'সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥'' ৭৩॥

ব্রহ্মা তদন্তরে বৎসান্ আগত্যান্তরধাপয়ৎ।
স্বমায়য়া স্বয়ঞ্চাপি তত্রৈবান্তর্দধে ততঃ॥ ৭৪॥

অজানন্নিব সর্ব্বজ্ঞঃ সপাণিকবলঃ স্বয়ম্।
বৎসানন্বেষ্টুমেকাকী কৃষ্ণো বভ্রাম সর্ব্বতঃ॥ ৭৫॥

ভুঞ্জানাংস্তান্ বিধাতাপি কৃষ্ণহীনান্ ব্রজার্ভকান্।
ইতোঽন্তর্ধাপয়ন্ সর্ব্বাং স্তত্রৈবাহরধীয়ত॥ ৭৬॥

অস্ত্যেবমদ্ভুতা শক্তি র্মানবেষ্বপি কস্য চিৎ।
স্থানাৎ স্থানান্তরং বস্তু নীয়তেঽলক্ষিতং যয়া॥ ৭৭॥

বিহিতং মননং যচ্চ শ্রবণানন্তরং শ্রুতৌ ।
বোধ্যং তদেব লীলায়াং বিধেঃ কৃষ্ণপরীক্ষণম্ ॥ ৭৮ ॥

অলব্ধ্বাখিলসন্দর্শী বৎসান্ প্রত্যাগতো হরিঃ।
অপশ্যন্ স্বসখীংস্তত্র জহাস মায়িনাং বর ॥ ৭৯ ॥

উদারা ধনিনো ভৃত্যং হৃতবন্তং ধনং যথা ।
জ্ঞানং শ্চৌরমপি ক্ষান্ত্বা ত্যজন্তি তদ্ধৃতং ধনম্ ॥ ৮০ ॥

তথা কৃষ্ণঃ স্বভৃত্যেন হৃতান্ স্ববৎস-বালকান্।
নানীয় বহুভূত্বা চ তত্তদ্রূপোঽভবৎ স্বয়ম্ ॥ ৮১ ॥

'স ঐচ্ছদ্ বহু ভূত্বাহং প্রজায়ে' ইতি যা শ্রুতিঃ।
অর্থং তস্যাঃ স্ফুটং কৃষ্ণো দর্শয়ামাস লীলয়া ॥ ৮২ ॥

সুখী ভবতু ব্রহ্মাচ মা ভবন্তু শুচাকুলাঃ।
মাতরো বৎসবালানা-মিতি কৃষ্ণস্তথাকরোৎ ॥ ৮৩ ॥

সপুত্রাণাং প্রবীণানাং গোপীনাঞ্চ তথা গবাম্।
চিরায় স্তন্য-দিৎসাসীদ্ যশোদা-স্তন্যপায়িনে ॥ ৮৪ ॥

স্বয়ং কল্পতরুঃ কৃষ্ণ স্তদ্বাঞ্ছা-পূরণায় চ।
বভূব সত্যসঙ্কল্পো বৎস-বালাদিরূপধৃক্ ॥ ৮৫ ॥

"যাবদ্বৎসপ-বৎসকাল্পক-বপু র্যাবৎ-করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্যষ্টি-বিষাণবেণু-দলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥৮৬॥

"স্বয়মাত্মা-ত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্॥" ৮৭॥

"তত্তদ্ বৎসান্ পৃথক্ নীত্বা তত্তদ্ গোষ্ঠে নিবেশ্য চ।
তত্তদাত্মা ভবদ্রাজং স্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবান্॥" ৮৮॥

কিমর্থা কৃষ্ণলীলেয় মধুনা বুধ্যতাং বুধাঃ।
শ্রুত্যুক্তাদ্বয়শিক্ষার্থা নবেতি চ বিবিচ্যতাম্॥ ৮৯॥

'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং নানা বিদ্যতে নাত্র কিঞ্চন।
একমেব পরং ব্রহ্ম তদন্যন্নহি বিদ্যতে॥' ৯০॥

ইত্যাদিশ্রুতিদিষ্টার্থঃ স্বয়ং ব্রহ্মঘনাত্মনা।
কৃষ্ণেন দর্শিতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মবিজ্ঞানসাধকঃ॥ ৯১॥

অপালয়দতঃ কৃষ্ণো লীলায়াং ভক্ত-গোধনম্।
তত্ত্বে তু বিশ্বরূপোঽসৌ গবাকারং স্বমেব-চ॥ ৯২॥

বৎসাঃ সর্ব্বে ব্রজে ব্রহ্ম ব্রহ্ম চ ব্রজবালকাঃ।
রূপং ব্রহ্ম বয়ো ব্রহ্ম ব্রহ্মালঙ্করণং তথা॥ ৯৩॥

বেণু র্ব্রহ্ম বিষাণঞ্চ ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম যষ্টিকা।
বস্ত্রং ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম শীলঞ্চ ব্রহ্ম কেবলম্॥ ৯৪॥

কর্ত্তা ব্রহ্ম ক্রিয়া ব্রহ্ম করণং ব্রহ্ম কর্ম্ম চ।
জগৎ-কার্য্যপ্রসিদ্ধানি ব্রহ্মৈব কারকাণি ষট্॥ ৯৫॥

"তং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি নান্যোপায়োঽস্তি মুক্তয়ে।
শ্রুত্যুক্তং কৃষ্ণমেবৈতং জ্ঞাত্বা জীবো বিমুচ্যতে॥ ৯৬॥

অন্যথা বহুকালেন জীবস্য বহুজন্মভিঃ ।
বহুভিঃ সাধনৈর্মুক্তি র্নাস্তি কৃষ্ণমজানতঃ ॥ ৯৭ ॥

অতএব কুরুক্ষেত্রে ভগবানর্জ্জুনং প্রতি ।
এতদাহ সুবিস্পষ্টং সখায়ং শোককাতরম্ ॥ ৯৮ ॥

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥" ৯৯ ॥

যদ্ব্রহ্মোপাসনং নাম কৃষ্ণোপাসনমেব তৎ ।
ব্রহ্মজ্ঞানং ন জায়েত কৃষ্ণোপাসনমন্তরা ॥ ১০০ ॥

বেদো হি প্রথমং শাস্ত্রং জগচ্ছাস্ত্রং ততঃ পরম্ ।
কৃষ্ণলীলা ততঃ শাস্ত্রং প্রত্যক্ষং জীব-মুক্তিদম্ ॥ ১০১ ॥

শ্রব্য-শাস্ত্রং মতং বেদো বিচার্য্যং জগদেব চ ।
ধ্যেয়-শাস্ত্রং হরের্লীলা সেব্যমেতৎ ত্রয়ং ক্রমাৎ ॥ ১০২ ॥

শ্রবণং মননং পশ্চা ন্নিদিধ্যাসনমেবচ ।
শাস্ত্রত্রয়াদ্ ভবেৎসাধ্যং শ্রুত্যুক্তং সাধনত্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

ততোঽবগত-তত্ত্বস্য শান্তস্য সাধকস্য হি ।
সঞ্জায়তে পরা ভক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ১০৪ ॥

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥" ১০৫ ॥

মর্ত্ত্যৈকবৎসরং যাবদ্ বৎসবালাদি-রূপধৃক্ ।
তথৈব ভগবান্ কৃষ্ণো বিজহার ব্রজে বিভুঃ ॥ ১০৬ ॥

গোপস্ত্রীণাং গবীনাঞ্চ নববৎসেষু সৎস্বপি।
কৃষ্ণাত্মকেষু পূর্ব্বেষু স্নেহোঽধিকতরোঽভবৎ॥ ১০৭॥

নৈতচ্চিত্রং যতঃ কৃষ্ণঃ স্বয়মাত্মৈব মূর্ত্তিমান্।
স বালবৎস-রূপেণ স্থিতো গোপীগবাং প্রভুঃ॥ ১০৮॥

"প্রিয়ঃ পতি র্ন পত্যর্থ" মিত্যারভ্যাত্মনঃ শ্রুতিঃ।
প্রিয়ত্বমাহ চান্যেষাং প্রিয়ত্বং হি তদর্থকম্॥ ১০৯॥

এবমেব নিজগ্রন্থে প্রোক্তং পঞ্চদশীকৃতা।
আত্মন্যেব পরং প্রেম নান্যেষ্বিতি বিবক্ষুণা॥ ১১০॥

"তৎ প্রেমাত্মার্থ মন্যত্র নৈবমন্যার্থ মাত্মনি।
অতস্তৎ পরম স্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ॥ ১১১॥

ইত্থং সচ্চিৎ-পরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে॥" ১১২॥

অত্রাপ্যগ্রে মুনীন্দ্রেণ নৃপপ্রশ্নানুসারতঃ।
উক্তং সবিস্তরঞ্চৈতৎ কিঞ্চিদুদ্ধ্রিয়তে ময়া॥ ১১৩॥

"দেহাত্মবাদিনাং পুংসা মপি রাজন্য-সত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তম স্তথা ন হ্যনু যে চ তম্॥ ১১৪॥

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেৎ তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী॥ ১১৫॥

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগচ্চৈত চ্চরাচরম্॥ ১১৬॥

কৃষ্ণমেন মবেহি ত্ব মাত্মান মখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া।।” ১১৭ ॥

যশোদানন্দনে তস্মাৎ স্বসুতেভ্যোঽপি সর্ব্বদা।
স্নেহোঽধিকতমো গোপী-গবামাসীৎ পুরৈবহি ॥ ১১৮ ॥

অধুনা পুত্ররূপেণ স এব বর্ত্ততে যতঃ।
স্নেহাধিক্যং ততস্তস্মিন্ সর্ব্বাসাং যুক্তমেব তৎ ॥ ১১৯ ॥

যাতে মর্ত্যাব্দ আগত্য গোষ্ঠে ব্রহ্মা স্বমানতঃ।
তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণমদ্রাক্ষীদ্ বৎসবালাংশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥ ১২০ ॥

দৃষ্ট্বৈতদ্ বিস্মিতো ব্রহ্মা পুনরেব চ তৎক্ষণাৎ।
দদর্শাত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্যং কৃষ্ণস্য নিখিলাত্মনঃ ॥ ১২১ ॥

“তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-বাসসঃ ॥ ১২২ ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র-গদারাজীব-পাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ১২৩ ॥

শ্রীবৎসাঙ্গদ-দোরত্ন-কম্বুকঙ্কণ-পাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ১২৪ ॥

আঙ্ঘ্রি মস্তকমাপূর্ণা স্তুলসী-নবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ১২৫ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃ-সত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥ ১২৬ ॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈ র্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদিনৈকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ॥ ১২৭॥

অনিমাদ্যৈ র্মহিমভি রজাদ্যাভি র্বিভূতিভিঃ।
চতুর্ব্বিংশতিভি স্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ॥ ১২৮॥

কাল-স্বভাব-সংস্কার-কাম-কর্ম্ম-গুণাদিভিঃ।
স্বমহি-ধ্বস্তমহিভি র্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ॥ ১২৯॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈক-রসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিবদ্‌দৃশাম্॥" ১৩০॥

বৎসবালাদিরূপেণ প্রপঞ্চস্যাত্মরূপতা।
কৃষ্ণেন দর্শিতা পূর্ব্ব মচিন্ত্যশক্তিশালিনা॥ ১৩১॥

অধুনা প্রকৃতেঃ পারে ত্রিপাদ্‌ভূতিঃ শ্রুতীরিতা।
দর্শিতা লোকশিক্ষার্থং নিমিত্তীকৃত্য পদ্মজম্॥ ১৩২॥

সৃষ্টেরাদৌ মনস্যেব বিধে র্বেদমুপাদিশৎ।
অধুনা দর্শয়ৎ সাক্ষাৎ তদর্থং কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ॥ ১৩৩॥

সূক্ষ্মতত্ত্বানি বিশ্বস্তে মূর্ত্তানি প্রকৃতে র্ব্বহিঃ।
হরিণা সূচিতং সম্যক্ তচ্চাপি লীলয়ৈতয়া॥ ১৩৪॥

এবমেবহি পার্থেন প্রার্থিতঃ পুরুষোত্তমঃ।
তৎপ্রসঙ্গোচিতং রূপং বিশ্বরূপ মদর্শয়ৎ॥ ১৩৫॥

শ্রুত্যৈতন্নাস্তিকা শ্চান্যে যদ্ বদেয়ু র্বদন্তু তৎ।
গীতানুরাগিণাস্ত্বেতৎ শ্রদ্ধামর্হতি নিশ্চিতম্॥ ১৩৬॥

কৃষ্ণভিন্নং ন বস্ত্বস্তি বোধ এষ বিধেস্ততঃ।
জাত স্তদেব বিজ্ঞেয়ং নিদিধ্যাসন মুত্তমম্॥ ১৩৭॥

"তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে মনসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্ব মেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ১৩৮॥

দৃষ্ট্বৈ ত দদ্ভুতৈশ্চর্য্যং মূর্চ্ছামাপ স্বয়ংবিধিঃ।
বস্তুতস্তু ন সা মূর্চ্ছা সমাধিরেব তস্য সঃ॥ ১৩৯॥

"ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্‌ধ্যেয়ৈক-গোচরম্।
নিবাত-দীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥" ১৪০॥

এবং সংশয়মারভ্য সমাধ্যবধি-সাধনম্।
দর্শিতং হরিণা তচ্চ চতুরৈ রবগম্যতে॥ ১৪১॥

ততঃ স্বাবিষ্কৃতং কৃষ্ণঃ স্বমৈশ্চর্য্যং সমাহরৎ।
অপার-করুণাসিন্ধু র্নিরুপাধি-সুহৃৎ সতাম্॥ ১৪২॥

ব্রহ্মাপি চক্ষুরুন্মীল্য দদর্শ পুরতঃ স্থিতম্।
সপাণিকবলং কৃষ্ণ মেকলং গোপবালকম্॥ ১৪৩॥

বৎসবালান্ বিচিন্বন্ত মিব স্বাপহৃতান্ বিভুম্।
স্বমেবোপহসন্তঞ্চ তন্মিষেণাভিমানিনম্॥ ১৪৪॥

"জায়তে ব্রহ্মণঃ সর্ব্বং তত্র তিষ্ঠতি তত্র চ।
লয়ংপ্রাতীতি" বেদার্থো দৃষ্টঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ১৪৫॥

গোপালনে ততস্তস্যে-শ্বরস্যাপি ন লাঘবম্।
সেব্যত্বং সেবকত্বঞ্চ সমং সর্ব্বময়স্য হি॥ ১৪৬॥

ততশ্চ গতসন্দেহো বুদ্ধ্বা কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
স্তুত্বা নত্বা প্রহৃষ্টাত্মা বিধি র্ব্রহ্ম-পুরং যযৌ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রুত্যুক্তং পরমং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছা ভবেদ্ যদি।
কস্যাপি কৃষ্ণলীলৈষা ধ্যেয়া নান্যা গতি র্ধ্রুবম্॥ ১৪৮ ॥

হরিণাদ্ভুতলীলেয়ং জীবনিষ্কৃতয়ে কৃতা।
ন মন্যন্তে তু কেচিৎতাং ভাগ্যং হি বলবত্তরম্॥ ১৪৯ ॥

আয়ুর্ব্বেদোঽস্তি বৈদ্যোঽস্তি চিকিৎসাস্ত্যস্তি চৌষধম্।
অহো দৈবমহো দৈবং ম্রিয়ন্তেঽপিচ জন্তবঃ ॥ ১৫০ ॥

নিগমোঽস্তি গুরুশ্চাস্তি শিক্ষাস্ত্যস্তি হরেঃ কথা।
অহো দৈবমহো দৈবং মুহ্যন্ত্যপি চ মানবাঃ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণাৎ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি হি কুত্রচিৎ।
বিক্রীড়তি স এবৈকো বহুভূত ইতি স্থিতম্॥ ১৫২ ॥

চরাচরাণামধিপোঽপি যঃ স্বয়ং
স্বভক্ত-সৌখ্যায় সগোপবালকঃ।
ব্যচারয়দ্ বৎসপশূংশ্চ পদ্মজং
ব্যদর্শয়ৎ স্বাখিলতাং স মে গতিঃ ॥ ১৫৩ ॥

বিধিবন্দ্য-পদদ্বন্দ্বে গোপবালেঽখিলাত্মনি।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্॥ ১৫৪ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতম্।

কালিয়দমন-লীলামৃতম্।

কালিয়ং যো বৃহদ্‌ব্যালং বালকোঽপ্যুদবাসয়ৎ।
কালিয়ং ভয়মপ্যেতি ভয়ং যস্মান্নমামি তম্॥ ১॥

ন জানেঽহং কথং কেচি ন্নাগেন্দ্রং কালিয়ংপ্রতি।
রূপকাস্ত্রং বিনিক্ষিপ্য সমূলং লোপয়ন্তি তম্॥ ২॥

যথা-শক্তি তমেবাহং নিরস্ত্রো রক্ষিতুং যতে।
কৃতে যত্নেঽপি নো জীবে দায়ুস্তস্য গতং ধ্রুবম্॥ ৩॥

ন কংস-প্রেরিতঃ সর্পঃ ক্ষেমমিচ্ছন্ স্বয়ংহি সঃ।
দ্বীপং রমণকং হিত্বা সগণো যমুনাং গতঃ॥ ৪॥

পশুপক্ষ্যাদয়ো ভূমৌ জীবৈরন্যৈ রুপদ্রুতাঃ।
পূর্ব্ববাসং পরিত্যজ্য যান্তি বাসান্তরং পুনঃ॥ ৫॥

ভুজগা বিহগাঃ প্রায়ো দৃশ্যন্তে সমভক্ষ্যকাঃ।
ততোঽভবৎ সদা যুদ্ধং ভক্ষ্যার্থং নাগপক্ষিণাম্॥ ৬॥

তত্র প্রায়োঽভবন্নাগঃ সগণোঽপি পরাজিতঃ।
গরুড়-প্রমুখৈঃ শূন্য-সঞ্চারিভিঃ পতত্রিভিঃ॥ ৭॥

ভক্ষ্যাভাবং সমালোক্য পতগেন্দ্রপরাজিতঃ।
কালিয়ঃ সগণো দ্বীপং সন্ত্যজ্য যমুনাং গতঃ॥ ৮॥

অশ্নন্তং যমুনা-মস্থান্ সমীক্ষ্য গরুড়ং পুরা ।
শাপেন সৌভরিস্তস্থ তত্র যানং ন্যবারয়ৎ ॥ ৯ ॥

অভবদ্ গরুড়াগম্যা ততঃ প্রভৃতি মিত্রজা ।
সুখঞ্চ নিবসন্তিস্ম তত্র জীবা জলেচরাঃ ॥ ১০ ॥

অতএবোরগেন্দ্রোঽসৌ পতগেন্দ্র-ভয়াকুলঃ ।
তদগম্যাং যযৌ সর্ব্ব-স্বজনৈঃ সহ তন্নদীম্ ॥ ১১ ॥

বিপ্রশাপকথাং শ্রুত্বা হসিষ্যন্ত্যধুনা ধ্রুবম্ ।
নির্ব্রাহ্মণে ভারতেঽস্মি ন্নব্যাঃ সভ্যাশ্চ পাঠকাঃ ॥ ১২ ॥

সত্যমেব পরংব্রহ্ম সত্যসংকল্প মেবচ ।
তদ্‌ব্রহ্ম হৃদয়ে যেষাং তেষাং বাক্ ফলতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

"ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং স্যাৎ সতি সত্যে প্রতিষ্ঠিতে ।"
এতদর্থপরং সূত্রং প্রমাণঞ্চ পতঞ্জলেঃ ॥ ১৪ ॥

কদাচিৎ কুত্রচিন্নষ্ঠাং ভয়ং সর্পাদিতো ভবেৎ ।
তত্তীরবাসিনো লোকা নোপযান্তি চ তাং নদীম্ ॥ ১৫ ॥

তীব্রবিষাঃ প্রসিদ্ধাশ্চ নাগাঃ কালিয়জাতয়ঃ ।
তদ্‌বাহুল্যে জলং দুষ্যে ন্নাশ্চর্য্যং তদপি ধ্রুবম্ ॥ ১৬ ॥

তদা প্রভৃতি কালিন্দীং নোপাগচ্ছন্ ব্রজৌকসঃ ।
অতো নাস্তি কিমপ্যত্র লোকাতীত মসম্ভবম্ ॥ ১৭ ॥

বিষাগ্নেরতিতীব্রত্ব মবশ্যমতিরঞ্জিতম্ ।
সারজ্ঞৈ স্তত্তু সোঢ়ব্যং শব্দার্থত্যাগপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥

অতিবাদোঽল্পবাদশ্চ বিষয়ে রসপোষকঃ ।
বিদ্যেতে তারতম্যেন সর্ব্বগ্রন্থেষু তাবুভৌ ॥ ১৯ ॥

সহস্রমস্তকত্বে চ কালিয়স্যাস্তি বিস্ময়ঃ ।
তস্য সঙ্গতয়ে কিঞ্চিদ্ যথামতি সমুচ্যতে ॥ ২০ ॥

দ্বীপাব্ধিশৈলজাঃ সর্প্রা বৃহৎকায়া ভবন্তি হি ।
তালপ্রমাঃ সুদুর্দ্ধর্ষা বিদিতন্তৎ সুধীজনৈঃ ॥ ২১ ॥

দুর্জ্জয়ত্বমভিপ্রেত্য ততোঽব্ধিদ্বীপজস্য হি ।
সহস্রং শিরসাং তস্য মুনিবর্য্যেণ কল্পিতম্ ॥ ২২ ॥

অথবা দৃশ্যতে লোকে তিরশ্চামপি সুপ্রথা ।
দ্রুহন্তি হ্যেকসংহন্ত্রে সর্ব্বে তৎসমজাতয়ঃ ॥ ২৩ ॥

নিগৃহীতং প্রপশ্যন্তঃ কালিয়ং তৎসজাতয়ঃ ।
অতিক্রুদ্ধাঃ সমুত্তস্থুস্তথোক্তং তদপেক্ষয়া ॥ ২৪ ॥

লোকেঽপি দৃশ্যতে শশ্বন্নবপুত্র-পিতা স্বয়ম্ ।
একোঽপি ভন্যতে লোকৈঃ স এব দশ-সঙ্খ্যকঃ ॥ ২৫ ॥

বলবন্তং নরং দৃষ্ট্বা দুর্দ্ধর্ষং দুরতিক্রমম্ ।
একএব শতং হ্যেষ ইতি লোকা বদন্তি চ ॥ ২৬ ॥

সহস্রশীর্ষতৈকস্য যেষাং নাভিমতা ভবেৎ ।
তে তৃপ্যন্তু বিমৃশ্যৈবং নাগরাজশ্চ জীবতু ॥ ২৭ ॥

এতাবদ্দুর্জ্জয়ঃ সর্পঃ সগণো বিষবীর্য্যবান্ ।
বালেন দমিতো যচ্চ নাতিবাদোঽস্তি তত্রহি ॥ ২৮ ॥

অতি-শব্দস্য সামর্থ্য মতিক্রম্য স্থিতে বিভৌ।
ন কশ্চিদতিবাদো হি সম্ভবেৎ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ২৯ ॥

কর্ত্তব্যশ্চ কৃপাসিন্ধো র্ভক্তানাং ভয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বেষামেব কৃষ্ণস্য কিং পুনর্ব্রজবাসিনাম্ ॥ ৩০ ॥

নাগনিগ্রহ-লীলায়াং জিজ্ঞাসাস্ত্যধুনাপি চ।
স্তুতি র্যা নাগপত্নীনাং কথং সা সম্ভবেদিতি ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বথা লোকদৃষ্ট্যৈত দাশ্চর্য্যবং প্রতীয়তে।
অতঃ স্বমতি-পর্য্যন্তং তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥ ৩২ ॥

বাগবস্থা-শ্চতস্রো হি মতা স্তত্রাদিমা পরা।
পশ্যন্তী মধ্যমাচৈব চতুর্থী বৈখরীতি চ ॥ ৩৩ ॥

প্রথমং জায়তে বাণী বক্তুকামস্য কিঞ্চন।
মূলাধারেঽনভিব্যক্তা পরা সৈব শ্রুতীরিতা ॥ ৩৪ ॥

ক্রমেণ তত উত্থায় পশ্যন্তী মধ্যমাপি চ।
ভবেন্নাম্না তদা সাপি সূক্ষ্মা ন শ্রুতি-গোচরা ॥ ৩৫ ॥

বর্ণাত্মিকা ভবেৎ পশ্চাৎ কণ্ঠমাসাদ্য বৈখরী।
বাগিন্দ্রিয়-বলেনৈব বাক্যরূপা বিনিঃসরেৎ ॥ ৩৬ ॥

আদ্যাস্তিস্রো ন বিজ্ঞেয়া শ্রোতৃভি র্বাচকৈরপি।
বুধ্যন্তে তাঃ পরং সুষ্ঠু ব্রাহ্মণাশ্চিত্তদর্শিনঃ ॥ ৩৭ ॥

হর্ষশোকাদি-হৃদ্ভাবং বিবক্ষূণাং হৃদন্তরে।
মূকানামপি জায়ন্তে তিস্রস্তা নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

বাগিন্দ্রিয়-বিহীনত্বাৎ ক্ষমন্তে নতু ভাষিতুম্।
জ্ঞাপয়ন্তি পরান্ ভাবং বদনাদ্যঙ্গ-মুদ্রয়া ॥ ৩৯ ॥

চতুরা তদ্‌বিবুধ্যন্তে বালা নৈব কদাচন।
সঞ্জাতে হর্ষশোকাদা বেবং পশ্বাদিজন্তবঃ ॥ ৪০ ॥

তত্তদ্‌ভাবং বদন্ত্যেব স্বস্বান্তর্হৃদয়ে সদা।
বাগিন্দ্রিয়-বিহীনত্বা দশক্তা ভাষিতুং বহিঃ ॥ ৪১ ॥

তেষাং বাচো হি বুধ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ র্হৃদ্‌গতা অপি ॥
সুধীভিশ্চাপরৈঃ কিঞ্চিদ্ বুধ্যন্তে ভঙ্গিদর্শনাৎ ॥ ৪২

কালিয়নিগ্রহে তস্য স্বজনাঃ শোকবিহ্বলাঃ।
যাচন্তেস্ম হৃদা কৃষ্ণং তৎকৃপাং তৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ৪৩

বুধ্যতেস্ম চ তৎ কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্তর্হৃদয়-স্থিতঃ।
ব্যাসশ্চ নিখিলাভিজ্ঞ স্তত্র কোবাস্তি বিস্ময়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেব্যৈ বলিপ্রদানার্থং যদা নিগৃহ্যতে পশুঃ।
উচ্চৈঃ শব্দায়তে ভীতো জ্ঞাত্বা স প্রাণসঙ্কটম্ ॥ ৪৫ ॥

তদর্থং কো ন বুধ্যেত যস্যাস্তি মানবং মনঃ।
ধ্রুবং স যাচতে স্বাহ্বঃ প্রাণভিক্ষাং ভয়াকুলঃ ॥ ৪৬ ॥

বিজ্ঞায় মুনিনা নাগ-পত্নীনাং তন্মনোগতম্।
সালঙ্কারং সবিস্তারং বর্ণিতং নিজভাষয়া ॥ ৪৭ ॥

হস্তপাদাদিক স্তাসাং মুন্যুক্তং যুক্তমেব তৎ।
ভাবগ্রহে স্বতো ভাব-রূপঃ সংপ্রস্ফুরে দ্ধৃদি ॥ ৪৮ ॥

এবং নাগবরস্যাপি কৃষ্ণস্তুতি র্নচাদ্ভুতা।
সারগ্রহস্বভাবৈ র্হি ভাবুকৈস্তদ্ বিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বমুক্তং ময়া কৃষ্ণে ন সম্ভবেদসম্ভবঃ।
ব্রহ্মানন্দঘনে সর্ব্ব-শক্তিমচ্ছক্তিদায়কে ॥ ৫০ ॥

প্রাণানাং যঃ স্বয়ং প্রাণ স্তস্য সর্ব্বজগৎ পতেঃ।
বিষসংহত-বালানাং প্রাণদানং নচাদ্ভুতম্ ॥ ৫১ ॥

স্বয়মীশেন বার্য্যন্তে ভক্তানাং বিপদোঽখিলাঃ।
এতচ্চ দর্শিতং তেন সর্পশাসনলীলয়া ॥ ৫২ ॥

উপদ্রুতঃ পুরা দ্বীপে কালিন্দীং কালিয়ো গতঃ।
শ্রীকৃষ্ণাদভয়ং লব্ধ্বা তত্রৈব পুনরাগতঃ ॥ ৫৩ ॥

দ্রুহ্যন্তমপি যং কৃষ্ণো ন জঘান স্বয়ং বিভুঃ।
সর্ব্বথাহি সুধীবর্য্যৈ রনুগ্রাহ্যঃ স কালিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
দণ্ডোঽপ্যনুগ্রহস্তস্য জগৎপিতুরিতি স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

দুর্দ্দান্তনাগমপি যঃ কৃপয়াঞ্চকার
দণ্ডচ্ছলেন চরণং শিরসি প্রদায় ॥
উদ্‌বাস্য তঞ্চ যমুনামকরোৎ সুসেব্যাং
মিত্রাণ্যজীবয়দসৌ শরণং মমাস্তু ॥ ৫৬ ॥

বিষাক্ত-সুবৃহৎসর্প-দমনে নন্দনন্দনে।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে কালিয়দমন-লীলামৃতম্ ॥

বস্ত্রহরণ-লীলামৃতম্।

অবশ্যং হেয়-সংসর্গো বল্লবী-বস্ত্র-মোষকঃ।
অবশ্যং মে মানসন্তু তৎসঙ্গং সর্ব্বদেচ্ছতি ॥ ১ ॥

অধুনালোচ্যতে লীলা ব্রহ্মবোধ-প্রবোধিকা।
নির্ম্মলা যোচ্যতে নাম্না গোপিকা-বাসসাং হৃতিঃ ॥ ২ ॥

যামাকর্ণ্য প্রমোদন্তে সুধিয় স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
লজ্জন্তে চ ভৃশং সভ্যাঃ সুশীলাঃ স্থুল-দৃষ্টয়ঃ ৩ ॥ ॥

কেচিল্লীলা মনিচ্ছন্তো দোষদৃষ্ট্যা সদাশয়াঃ।
রূপকং কল্পয়ন্ত্যত্র স্বরুচে স্তৃপ্তয়ে পুনঃ ॥ ৪ ॥

লীলারক্ষোদ্যতং দৃষ্ট্বা হসেদ্ যদ্যপি কোঽপি মাম্।
স্বল্পা তত্র ক্ষতিঃ কিন্তু লাভঃ কৃষ্ণস্মৃতি র্মহান্ ॥ ৫ ॥

গাঢ়ং মনঃ সন্নিবেশ্য শাস্ত্রং সিদ্ধান্তয়েৎ সুধীঃ।
তথা কৃতে সংশয়ঃ স্যান্ মুনিবাক্যে নিরাস্পদঃ ॥ ৬ ॥

অতশ্চিন্ত্যং সুধীবর্য্যৈ র্নিবিষ্ট-মানসৈঃ সদা।
বস্ত্রহরণ মাশ্রিত্য বর্ণিতং যন্মহর্ষিণা ॥ ৭ ॥

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজ-কুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চন-ব্রতম্" ॥ ৮ ॥

অব্যূঢ়া যাহি সা কন্যা কুমারী কথ্যতে বুধৈঃ ।
বুধ্যতে চাতিবালা সা তত্রাল্পার্থে কৃতে কণি ॥ ৯ ॥

কুমার্য্য ইত্যনুক্ত্বা যৎ প্রোক্তং কুমারিকা ইতি ।
তেনৈতদ্‌ গম্যতে তাসা মতীবাল্পবয় স্তদা ॥ ১০ ॥

ভগবানপি তৎকালে পৌগণ্ড-বয়সি স্থিতঃ ।
বয়সা কিঞ্চিদূনা বা তৎসমা বালিকা ধ্রুবম্‌ ॥ ১১ ॥

তাসামকামবিদ্ধানাং তৃষ্ণা কৃষ্ণাপ্তয়ে তথা ।
মলিনেতি হৃদা মন্তুং কঃ সুধী সাহসী ভবেৎ ॥ ১২ ॥

পুনশ্চ শুদ্ধতা তাসাং ব্রতাচরণ-পদ্ধতিম্‌ ।
আলোচ্য বুধ্যতে সম্যক্‌ প্রেমতত্ত্ব-বিচক্ষণৈঃ ১৩ ॥

"আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্‌ ॥ ১৪ ॥

গন্ধৈর্ম্মাল্যৈঃ সুরভিভি র্বলিভি র্ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈ শ্চোপহারৈঃ প্রবাল-ফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ১৫ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্য স্তাঃ পূজাঞ্চক্রুঃ কুমারিকাঃ ।
এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ১৭ ॥

ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দ-সুতঃ পতিঃ ।
উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃস্বৈ রন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ।
এষৈব ব্রজবালানাং মুন্যুক্তা ব্রতপদ্ধতিঃ ॥ ১৯ ॥

সহন্তে চিরকৌমার্য্যং বৈধব্যঞ্চাপি দুঃসহম্ ।
তথাপি নাভিবাঞ্ছন্তি নার্য্যঃ সাপত্ন্যমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥

একমেব পতিং কিন্তু নন্দব্রজকুমারিকাঃ ।
একত্র মিলিতাঃ সর্ব্বাঃ সমৈচ্ছন্নিত্যলৌকিকম্ ॥ ২১ ॥

কঃ পতিঃ প্রোচ্যতে কশ্চ বিবাহঃ প্রণয়শ্চ কঃ ।
বুধ্যন্তে নহি যা বালা স্তাসা মেষা মতিঃ কথম্ ॥ ২২ ॥

জায়তে বহুনারীণাং কামশ্চে দেক-পূরুষে ।
পরস্পরং বঞ্চয়িত্বা স্বেপ্সিতং সাধয়ন্তি তাঃ ॥ ২৩ ॥

এতাস্তু মিলিতা এব চৈকত্রৈবৈকদৈব চ ।
অকাময়ন্ পতিং কৃষ্ণ মেতল্লোকাতিগং ধ্রুবম্ ॥ ২৪ ॥

নাকাময়ন্নতো বালাঃ পতিং ত্বঙ্মাংস-সংহতিম্ ।
অকাময়ন্ পতিং তাস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

দশান্তর্গত-বর্ষীয়-বালানাং তৎসমে রতিঃ ।
অপ্রাকৃতী পবিত্রা চ নাপবিত্রা তু মানুষী ॥ ২৬ ॥

ব্রতপূর্ত্তি-দিনে গত্বা কালিন্দীং ব্রজবালিকাঃ ।
তীরে নিধায় বাসাংসি বিজহ্রু র্বিমলে জলে ॥ ২৭ ॥

প্রাপ্তা এব বয়ং কৃষ্ণং নির্ব্বিঘ্নাচরিত-ব্রতাঃ ।
ইতি নিশ্চিত্য হর্ষেণ চিক্রীড়ু র্বীত-বাসসঃ ॥ ২৮ ॥

বিজ্ঞাতুং সর্ব্ববিৎ কৃষ্ণঃ খেলাচ্ছলেন যোগ্যতাম্।
স্থলান্তে ব্রজবালানাং তত্রৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ২৯ ॥

তদ্‌বাসাংসি সমাদায় কৃপাক্রীড়া-পরো হরিঃ।
আরুরোহ বৃহন্নীপং জহাস চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীকৃষ্ণব্রজলীলেয়ং নহি খেলৈব পার্থিবী।
বিশুদ্ধ-ভগবৎপ্রেম-বোধিনীতি প্রদর্শ্যতে ॥ ৩১ ॥

জীবানাংহি ভবেদ্‌বন্ধো দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ।
শ্রুত্যৈতৎ স্পষ্টমেবোক্তং সুধীভি র্বুধ্যতে চ তৎ ॥ ৩২ ॥

দ্বিতীয়ং যো জনঃ পশ্যে ত্তস্য লজ্জাদিকং ভবেৎ।
বস্ত্রাদ্যাবরণন্তস্য সুতরাং সঙ্গতং সদা ॥ ৩৩ ॥

সঞ্জাতে ত্বদ্বয়জ্ঞানে কুতো লজ্জা কুতো ভয়ম্।
তদা বা কৈব জীবানাং বস্ত্রাদে রুপযোগিতা ॥ ৩৪ ॥

অতএব শুকো নগ্নো নগ্নাশ্চ সনকাদয়ঃ।
ভরতশ্চ জড়ো নগ্নঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদুত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

অতএব শিবঃ সাক্ষা দীশ্বরো জ্ঞানরূপধৃক্।
জাতো দিগম্বরো লোক-শিক্ষার্থংকরুণাময়ঃ ॥ ৩৬ ॥

স্পষ্টমেবোপদেষ্টুং তজ্ জ্ঞানং লোকে স্বয়ং প্রভুঃ।
তাসাং জহার বাসাংসি নিমিত্তীকৃত্য বালিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

মায়াপারং গতাঃ শুদ্ধা যে যে নগ্নাঃ শুকাদয়ঃ।
তেষাং বাসোঽপি কৃষ্ণেন হৃতং ভগবতৈব হি ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণমায়া-মোহিতো হি দধাতি বস্ত্রসংবৃতিম্।
জহাতি চ পুনঃ কশ্চিৎ সমবুদ্ধি স্তদিচ্ছয়া॥ ৩৯॥

কৃষ্ণশ্চেন্ন হরেদ্ বস্ত্রং জ্ঞানানন্দ-ঘনাত্মকঃ।
সন্ত্যক্তুং স্বেচ্ছয়া বস্ত্রং কোবা জ্ঞানী ভবেৎ ক্ষমঃ॥ ৪০

ইতি দর্শয়িতুং স্পষ্টং সচ্চিদানন্দ-রূপধৃক্।
কৃষ্ণো জহার বাসাংসি বালানাং বাললীলয়া॥ ৪১॥

উবাচ চ স্ববাসাংসি নীয়ন্তাং তীরমাগতাঃ।
অন্যথা নহি দাস্যামি রুদতীভ্যোঽপি নিশ্চিতম্॥ ৪২॥

কিঞ্চিদ্ বহির্দৃশস্তাস্ত নোদতিষ্ঠন্ সরিজ্জলাৎ।
লজ্জয়া বারিতা বস্ত্র মযাচন্ত পুনঃ পুনঃ॥ ৪৩॥

কৃষ্ণে তাসাং ন লজ্জাসীদ্ বিস্মৃতে যমুনাতটে।
যদি কশ্চিৎ পরঃ পশ্যেদ্ ভয়মিত্যেব কেবলম্॥ ৪৪॥

ততস্তং দৃঢ়নির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণস্য বালিকাঃ।
অগত্যা চোত্থিতা যোনী রাচ্ছাদ্য কোমলৈঃ করৈঃ॥ ৪৫

এতেনাপি ন তুষ্টোঽভূৎ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া-কৃপাপরঃ।
ছলেনোৎসারয়ামাস বালিকানাং করাবৃতিম্॥ ৪৬॥

"যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥" ৪৭॥

ব্রতে ভগ্নে ন কৃষ্ণাপ্তি রস্মাকং সম্ভবেদিতি।
ভিয়ৈব তা স্তদাদেশং কৃষ্ণপ্রাণা অপালয়ন্॥ ৪৮ ॥

অসম্যঙ্নষ্টমালিন্যং তাসাং বুদ্ধ্বা মনস্তদা।
প্রাযচ্ছৎ সদয়ঃ কৃষ্ণ স্তাসাং বাসাংসি সস্মিতঃ॥ ৪৯ ॥

পরিধায় স্ববাসাংসি রন্তুকামা স্তদৈব তাঃ।
মৌন মাস্থায় সন্তস্থু স্তত্রৈব নতমস্তকাঃ॥ ৫০ ॥

আদিষ্টাঃ কিন্তু কৃষ্ণেন সমাশ্বস্তাশ্চ দুঃখিতাঃ।
অনিচ্ছয়া যযু র্গেহং শ্রীকৃষ্ণার্পিত-মানসাঃ॥ ৫১ ॥

"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরু রার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥" ৫২ ॥

কদর্য্যবৎ প্রতীতেঽপি বিষয়েঽস্মিন্ বহির্দৃশা।
প্রকৃতং তত্ত্ব মাশ্রিত্য কিঞ্চিদালোচ্যতে ময়া॥ ৫৩ ॥

আদৌ মায়া ততোঽহংধী রাগদ্বেষৌ ততঃ ক্রমাৎ।
তত আসক্তি রিত্যেষ জীবানাং বন্ধনক্রমঃ॥ ৫৪ ॥

অতো মায়ৈব সর্ব্বেষাং দোষাণাং মূলকারণম্।
পরাভবতি সা নিত্যং ভগবদ্বিমুখং জনম্॥ ৫৫ ॥

ততো বিষম-বুদ্ধিঃ স্যা ত্ততো লজ্জাদিকংভবেৎ।
ভয় মিত্যেব বেদোক্তং পরমানন্দ-বাধকম্॥ ৫৬ ॥

ভগবচ্ছরণাগত্যা সাপযাতি নচান্যথা।
মায়েতি হরিণা প্রোক্তং পার্থং প্রতি রণাঙ্গনে॥ ৫৭ ॥

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" ॥ ৫৮ ॥

অতঃ কাত্যায়নীপূজা কৃষ্ণার্থমেব যদ্যপি।
কৃতা তাভি স্তথাপ্যেষা মায়া তীর্ণা ন সর্ব্বথা ॥ ৫৯ ॥

ভেদপ্রদর্শিনী মায়া যৎ সম্যঙ ন ক্ষয়ং গতা।
ততস্তা হি তদা নৈব প্রাপুর্ব্বক্ষাঙ্গ-সঙ্গমম্ ॥ ৬০ ॥

তাঃ কৃষ্ণাদেশমাপ্যৈব নোত্তস্থুর্যমুনা-জলাৎ।
লজ্জয়া ভেদদর্শিন্যঃ শীতকম্পন-কাতরাঃ ॥ ৬১ ॥

কথঞ্চিদ্ যদিবোত্তস্থু র্যোনীঃ সংজুগুপুঃ করৈঃ।
এতেন বুধ্যতে তাসাং কৃষ্ণ-প্রাপ্তাবযোগ্যতা ॥ ৬২ ॥

মায়ৈব যোনিরিত্যাহ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ যতঃ।
মায়ায়া জগদুৎপত্তি র্যোনে র্ব্যষ্টিজনোদ্ভবঃ ॥ ৬৩ ॥

"মম যোনি র্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥" ৬৪ ॥

ঈশ্বরস্য চিদাভাসং লব্ধ্বা সা ত্রিগুণাত্মিকা।
সূতে মায়া জগৎ সূক্ষ্ম মিতি শ্রীভগবন্মতম্ ॥ ৬৫ ॥

যোনির্হি ভৌতিকী লব্ধ্বা বীর্য্যং ভৌতঞ্চ ভৌতিকাৎ।
পুরুষাৎ সর্ব্বদা ব্যষ্টি-দেহং সূতে চ ভৌতিকম্ ॥ ৬৬ ॥

যোনিরেব হি মায়ায়াঃ সূক্ষ্মায়া ভৌতিকাকৃতিঃ।
বুধ্যতে তদ্ বুধৈস্তস্যা-স্তদ্-বিবৃতি র্নিরর্থিকা ॥ ৬৭ ॥

সম্যঙ্ নশ্যেদ্ যদা মায়া তদৈব গুণবর্জ্জিতা ।
প্রকৃতি জীবভূতা হি কৃষ্ণেন রমতে সদা ॥ ৬৮ ॥

পাতঞ্জলে পুরাণে চ বেদান্তে ইদমেব হি ।
স্বস্বরূপেঽবস্থানং জীবানাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৯ ॥

ঈষদপ্যক্ষতায়ান্তু মায়ায়াং প্রকৃতি হি সা ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম পরিষ্বক্তুং ক্ষমেত ন ॥ ৭০ ॥

বোধ্যা চাত্র বুধৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রথেয়ং পুরুষেষ্বপি ।
অপ্রসঙ্গোচিতত্বাত্তু ন ময়াত্র বিতন্যতে ॥ ৭১ ॥

মায়াগন্ধোঽস্তি যস্যাসৌ লিঙ্গং গোপ্তুং সমিচ্ছতি ।
মায়াতীতস্য সংগোপ্যং ন কিঞ্চিৎ সমদর্শিনঃ ॥ ৭২ ॥

যতো বালা নচোত্তস্থু র্যোনীশ্চ জুগুপুঃ করৈঃ ।
ততো মায়া ধ্রুবং তাসাং সমূলং ন ক্ষয়ং গতা ॥ ৭৩ ॥

তত এব হি কৃষ্ণেন বিমলানন্দ-মূর্ত্তিনা ।
প্রত্যাখ্যাতা স্তদা কৃষ্ণ-প্রাণা অপি ব্রজাঙ্গনাঃ ॥ ৭৪ ॥

করৈরাচ্ছাদিতা যোনি র্ভৌতিক্যেবাল্পবুদ্ধিভিঃ ।
তেনৈব বাস্তবী যোনি র্মায়া স্পষ্টং প্রকাশিতা ॥ ৭৫ ॥

"ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ ।
স্কন্ধে নিধায় ব্যসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতঃ" ॥ ৭৬ ॥

"আহতা"-শব্দমাশ্রিত্য মূলস্থং স্বামিভি স্তথা ।
বিবৃতা ব্রজবালানা মীষদক্ষত-যোনিতা ॥ ৭৭ ॥

তত্রাপি যোনিশব্দেন বোধ্যব্যা ভৌতিকী নহি।
অবিদ্যাবৃতিরেব শ্রী-স্বামিভি র্লক্ষিতা ধ্রুবম্ ॥ ৭৮ ॥

যস্মাত্তাসাং তদাপ্যাসন্ যোনয়ো হি করাবৃতাঃ।
অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি ন দৃষ্টা হরিণা তদঃ ॥ ৭৯ ॥

"ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীত-বেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ॥"৮০॥

অবিদ্যৈব ততস্তাসাং বালানামীষদক্ষতা।
বীক্ষিতা হরিণাত স্তাঃ প্রত্যাখ্যাতাঃ কৃপাবতা ॥ ৮১ ॥

যদৈচ্ছন্ শক্তিমারাধ্য পতিং বালা জগৎপতিম্।
শুদ্ধ এব ততস্তাসাং ভাব স্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥

সুশান্তা সাত্বিকী শক্তি-র্জ্ঞেয়া কাত্যায়নী হ্যসৌ।
যার্চ্চিতা ব্রজবালাভিঃ কৃষ্ণার্থং যমুনাতটে ॥ ৮৩ ॥

রাজসা নৈব সা শক্তি-র্ধনপুত্রাদিদায়িনী।
নচোগ্রা তামসী শক্তি-রুন্মত্তা ভীমদর্শনা ॥ ৮৪ ॥

অভীষ্ট-প্রতিমাভাবং ধ্যাত্বা মনসি সাধকঃ।
স্বয়ং তদ্ভাবমাপ্নোতি স্বাভীষ্টপ্রতিপত্তয়ে ॥ ৮৫ ॥

প্রতিমার্চ্চা-রহস্যজ্ঞৈ-র্বুধ্যতে তন্নচেতরৈঃ।
যদর্থং বিহিতং নানা-ভারাঢ্য-প্রতিমার্চ্চনম্ ॥ ৮৬ ॥

সুতরাং ব্রজবালাভি-রানন্দবিগ্রহেপ্সুভিঃ।
পূজিতা সাত্বিকী শক্তি-র্ভক্তিভাব-সমন্বিতা ॥ ৮৭ ॥

অতএবাভবৎ প্রীতো ভগবান্ বালিকাঃ প্রতি।
বিহারে প্রতিবন্ধোঽভূ-দবিদ্বৈবেষদক্ষতা ॥ ৮৮ ॥

যদ্যনাবৃত্য যোনীস্তা উদস্থাস্যন্নিরুত্তরম্।
অভবিষ্যদ্ বিহারোঽপি তদ্দিনে এব নিশ্চিতম্॥ ৮৯ ॥

বিহারো দ্বিবিধো বোধ্যঃ শ্রীমদ্ভগবতো বুধৈঃ।
মায়য়েশ্বররূপস্য বিহারঃ সৃষ্টি-হেতুকঃ ॥ ৯০ ॥

মায়াক্ষতৌ প্রকৃত্যা চ শুদ্ধজীবাখ্যয়া সহ।
মূর্ত্তানন্দস্য নিত্যোঽসৌ বিহারশ্চাপরো মতঃ ॥ ৯১ ॥

রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্ ব্যক্তং ভাবি সবিস্তরম্।
অধুনারব্ধ-লীলায়াঃ কথা-শেষঃ সমুচ্যতে ॥ ৯২ ॥

দৃষ্টা ভগবতা বালা-যোনীনামীষদক্ষতিঃ।
তৎসম্যক্‌ক্ষতয়ে তাভ্যঃ প্রদত্তোঽবসরঃ পুনঃ ॥ ৯৩ ॥

"সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্বো ভবতীনাং মদাপনঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৯৪ ॥

ন ময্যাবেশিত-ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥ ৯৫ ॥

"যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥" ৯৬ ॥

উক্তঞ্চ রুদ্যতাং যাবদ্ বর্ষং মদর্পিতাত্মভিঃ।
ততঃ সম্যগ্ বিশুদ্ধাভী রংস্যতে হি ময়া সহ ॥ ৯৭ ॥

স্ত্রিয়ো রতিং প্রার্থয়ন্তি প্রত্যাখ্যাতি চ পুরুষঃ।
প্রাকৃতে জীবলোকেঽস্মিন্ সম্ভবেন্নহি জাতুচিৎ ॥ ৯৮

অতো ভগবতো লীলা নাশ্লীলা নির্ম্মলৈব সা।
লীলায়াং বাললীলৈব তত্ত্বে ভক্ত-পরীক্ষণম্ ॥ ৯৯ ॥

এবং প্রেমময়ী কৃষ্ণ-লীলা জ্ঞানময়ী তথা।
স্বাদ্যতে রসিকৈরেব ভাবুকৈ র্নেতরৈঃ ক্বচিৎ ॥ ১০০ ।

ন জহাত্যসতীং যাবৎ সম্যগ্ ভেদমতিং জনঃ।
মূর্ত্তানন্দ-পরিষ্বঙ্গং নৈতি তাবদিতি স্থিতম্ ॥ ১০১ ॥

সরলপশুপবালা-বস্ত্রমোষপ্রবীণ-
শ্চরণ-শরণ-যাতাবোধ-নাশপ্রয়াসঃ।
নিখিলভুবনপালো গোপবালস্বরূপো
হরতু হরতু বাসোঽ শুদ্ধবুদ্ধেম মাপি ॥ ১০২ ॥

পরব্রহ্ম-ঘনে কৃষ্ণে বালিকাবস্ত্রমোষকে।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত দেব গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে বস্ত্রহরণ-লীলামৃতম্ ।

অন্নভিক্ষা লীলামৃতম্ ।

——ঃ০ঃ——

সদানন্দ-চিদাকারং পদ্মার্চ্চিত-পদাম্বুজম্ ।
সদা নন্দসুতং বন্দে অন্নভিক্ষার্থমুদ্যতম্ ॥ ১ ॥

সদ্‌ব্রাহ্মণ কুলে জাতা বিস্মৃত্য ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
বিপ্রাঃ কর্ম্মণি খিদ্যন্তে স্বল্পস্বর্গ-সুখেপ্সবঃ ॥ ২ ॥

স্বর্গভোগাৎ পরং নাস্তি শ্রেয়োঽন্যদিতি কর্ম্মিণঃ ।
মন্যমানা বিমুহ্যন্তী-ত্যুবাচ মুণ্ডক-শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

এতদর্থং বচশ্চৈশং গীতায়ামপি দৃশ্যতে ।
যদুক্তং স্বয়মীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্দ্ধনি । ৯ ॥

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥" ৫ ॥

তমেব শ্রুতিগীতার্থং দিদর্শয়িষু রীশ্বরঃ ।
খেলামেকাং সমারেভে স কৃষ্ণঃ করুণাময়ঃ ॥ ৬ ॥

অদূরে গোচরস্থানাদ্ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
যজ্ঞমারেভিরে স্বর্গ-সুখলাভায় সংযতাঃ ॥ ৭ ॥

তদ্ বিদিত্বা কৃপাসিন্ধো স্তেষাসীৎ পরমা কৃপা ।
নির্ব্বেদজনকস্তেষাং দিষ্টঞ্চাসীৎ ফলোন্মুখম্ ॥ ৮ ॥

তৎপত্ন্যো ভক্তিমত্যস্তু কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ কৃষ্ণদর্শনম্ ।
অসৎ-পতি-ভিয়া নৈব জগ্মুর্বার্ত্তা গৃহেঽবসন্ ॥ ৯ ॥

তদ্‌বাঞ্ছা-পূরণে বাঞ্ছা জাতা ভক্ত-প্রিয়স্য চ ।
সৈব ভূত্বা ক্ষুধারূপা ব্রজবালানপীড়য়ৎ ॥ ১০ ॥

তে কৃষ্ণেন সমাদিষ্টা অন্নভিক্ষার্থমাতুরাঃ ।
যজ্ঞবাটং সমীপস্থং বিপ্রাণাং প্রযযুর্দ্রুতম ॥ ১১ ॥

বিনীতাশ্চাব্রুবন্ বিপ্রান্ কৃষ্ণাদেশং পুনঃ পুনঃ ।
বিপ্রাস্তু যজ্ঞ-সংসক্তা-স্তদ্ বাক্যং নহি শুশ্রুবুঃ ॥ ১২ ॥

"হে ভূমি-দেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশ-কারিণঃ ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রাম-চোদিতান্ ॥ ১৩॥

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ ।
তয়ো র্দ্বিজা ওদনমর্থিনো র্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি তে ভগবদ্ যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ১৫ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতু র্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১৬ ॥

তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষা-দ্ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
মনুষ্য-দৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥" ১৭ ॥

দ্বে সুখে বেদনির্দ্দিষ্টে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ তে মতে।
শ্রেয়ো ব্রহ্মাত্মকং নিত্যং প্রেয়ঃ স্বর্গাদি নশ্বরম্॥ ১৮ ॥

যতন্তে শ্রেয়সে নিত্যং সারাসার-বিবেকিনঃ।
অসারজ্ঞাস্তু বাঞ্ছন্তি প্রেয় এব বিমোহিতাঃ ১৯ ॥

যজ্ঞাসক্ত-ধিয়াং পুংসাং দুর্ল্লভং পরমং সুখম্।
তৎ-প্রসঙ্গঃ সবিস্তারো বিদ্যতে মুণ্ডকশ্রুতৌ॥ ২০ ॥

শ্রুতি-বাক্যৈর্যদুক্তং শ্রী-কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
দৃষ্টান্তেন তদর্থশ্চ প্রত্যক্ষং দর্শিতঃ পুনঃ॥ ২১ ॥

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো মূর্ত্তি-ধরোঽন্নং সমযাচত।
বিপ্রাস্তু মায়য়া মুগ্ধা স্তং কৃষ্ণমবমেনিরে॥ ২২ ॥

বিষণ্ণা বালকাঃ কৃষ্ণ-মভ্যেত্যোচু র্যথাযথম্।
বিপ্রদার-সমীপন্তু স গন্তুং পুনরাদিশৎ॥ ২৩ ॥

লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণো গতিঞ্চ লৌকিকীমপি।
তাড়িতৈরপি সোঢ়ব্যং লাঘবং ভিক্ষুকৈরিতি॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণাদিষ্টা পুনর্ব্বালা দ্বিজ-দারান্তিকং গতাঃ।
কৃষ্ণমাগতমাশ্রাব্য তদ্‌ভিক্ষাঞ্চ ন্যবেদয়ন্॥ ২৫ ॥

"শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্ত-মনসো বভূবু র্জাত-সম্ভ্রমাঃ॥ ২৬ ॥

চতুর্ব্বিধং বহুগুণ-মন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ॥ ২৭ ॥

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুত-ধৃতাশয়াঃ॥” ২৮॥

কর্ম্মিণাং প্রেমিকাণাঞ্চ বিশেষোঽত্র প্রদর্শিতঃ।
অবজ্ঞাতো দ্বিজৈরীশ-স্তদ্দারৈস্তু সমাদৃতঃ॥ ২৯॥

ইষ্ট্বা দেবান্ পরপ্রাণৈ-র্ব্বাঞ্ছন্তঃ স্বসুখং জনাঃ।
ন বুধ্যন্তে পরক্লেশং পাষাণ-কঠিনাঃ ক্বচিৎ॥ ৩০॥

আত্মৌপম্যেন পশ্যন্তি প্রেমিকাঃ সকলানপি।
জীবানার্দ্রহৃদো নিত্যং বুধ্যন্তে চ পর-ব্যথাম্॥ ৩১।

“অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥” ৩২॥

ইমাং লীলামভিপ্রেত্য ভগবানাহ পাণ্ডবম্।
বাক্যমেতদ্ধি সংগ্রামে স্বাবহেলনসূচকম্॥ ৩৩॥

শিক্ষা-দীক্ষা-বয়ো-জাতি-ধর্ম্মান্ কৃষ্ণো ন পশ্যতি।
গৃহ্লাতি কেবলং প্রেম তেনৈব বশমন্বিয়াৎ॥ ৩৪॥

একা তু বিপ্রভার্য্যাসী-দ্রুদ্ধা পতিসুতাদিভিঃ।
বন্ধুরোধো বহির্হেতু-র্মায়া-রোধো হি বস্তুতঃ॥ ৩৫॥

রাসলীলা-প্রসঙ্গে তদ্ ব্যক্তং ভাবি সবিস্তরম্।
অতএব ন বিস্তার-স্তস্যাত্র বর্ণিতো বৃথা॥ ৩৬॥

তাস্তু কৃষ্ণান্তিকং গত্বা নিবেদ্যাত্মং চতুর্ব্বিধম্।
সমযাচন্ত তদ্দাস্যং গৃহং গন্তুমনিচ্ছবঃ॥ ৩৭॥

কৃষ্ণস্তাঃ স্বাগতং পৃষ্ট্বা গৃহং গন্তুং সমাদিশৎ।
তচ্ছ্রুত্বা কাতরাস্তাস্তু স্বাভীষ্টং সংন্যবেদয়ন্॥ ৩৮॥

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরু স্বনিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈ নিবোঢ়ুমভিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্॥ ৩৯॥

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধু-সুহৃদঃ কুতএব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎ-প্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্ বিধেহি॥" ৪০॥

যদ্যস্মানগ্রহীষ্যংস্তে পত্যাদয় স্তদা বয়ম্।
অযাস্যামো গৃহং হেত-ত্তদ্বাক্যেনৈব বুধ্যতে॥ ৪১॥

যতঃ পত্যাদিসম্বন্ধ-গন্ধস্তাসাং হৃদীয়তে।
অসম্যক্ক্ষতমাযা স্তাঃ কৃষ্ণেনাস্বীকৃতা স্ততঃ॥ ৪২॥

বহিস্তু ব্রাহ্মণী দাস্যে গোপস্য নহি যুজ্যতে।
এষাচ লৌকিকী রীতি-র্দর্শিতেশেন লীলয়া॥ ৪৩

তৎসঙ্গেন চ তে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি বিশোধিতাঃ।
ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাবতঃ॥ ৪৪॥

"পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃ-সুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্যতে॥ ৪৫

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্ মামবাপ্স্যথ॥ ৪৬॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানা-ন্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥" ৪৭॥

বুদ্ধিযোগং দদামীতি ভক্তেভ্যো ভগবদ্‌বচঃ।
গীতায়ামস্তি সুস্পষ্ট-মেতস্যৈব হি সূচকম্॥ ৪৮॥

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৪৯॥

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ৫০॥

তেষামেবানুকম্পার্থ-মহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥" ৫১॥

তাঃ শ্রীকৃষ্ণসমাদিষ্টা গৃহং প্রতিযযুঃ পুনঃ।
পালয়ন্ত্য স্তদাদেশং নিন্যুঃ কালং মুদান্বিতাঃ॥ ৫২॥

ব্রাহ্মণীনাং বয়ঃস্থানাং গোপবালে যদীদৃশী।
রতিস্তদ্ বুধ্যতাং প্রেম তাসাং কৃষ্ণেঽতিনির্ম্মলম্॥ ৫৩॥

তথাপি নিজসেবায়াং কৃষ্ণেন স্বীকৃতা ন তাঃ।
অত্র হেতুঃ পুরৈবোক্তো নিগূঢ়ো বিদ্যতেঽপরঃ ৫৪॥

বাৎসল্যসখ্য-মাধুর্য্য-ভাবৈ র্গোপালরূপিণঃ।
সেবায়াং কেবলং গোপ-গোপীনামেব যোগ্যতা॥ ৫৫॥

গোপীভাবং জনা যাব-ন্ন প্রাপ্নুবন্তি সাধকাঃ।
গোপালরূপিণঃ সেবা তাবত্তেষাং সুদুর্ল্লভা ॥ ৫৬ ॥

অতো ভগবতা বিপ্রা-স্ত্যক্তা ভক্তিযুতা অপি।
গোপ্যো ভূত্বা তু তৎসেবাং লপ্স্যন্তে তাঃ পুনর্ভবে ॥ ৫৭ ॥

গোপীভাবং বদিষ্যামি রাসাখ্যানে সবিস্তরম্।
গোপীভাবকথালাপ-স্তৎপ্রসঙ্গে সুসঙ্গতঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রেমানন্দময়ং ভাবং দৃষ্ট্বা বিপ্রা নিজস্ত্রিয়াম্।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তা নিনিন্দু র্ভাগ্যমাত্মনাম্ ॥ ৫৯ ॥

ভগবৎসবিধং গন্তু-মুত্থতা অপি তে দ্বিজাঃ।
মূর্ত্তসংসার-কংসাত্তু ভিয়া ন সমপারয়ন্ ॥ ৬০ ॥

স্ত্রীণাং কংসভয়ং নাসীদ্ দ্বিজানান্তু মহদ্ভয়ম্।
শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা চ তত্রৈব কারণং কংসদারণে ॥ ৬১ ॥

বহিঃ কংসভয়ং তেষা মন্তস্তু সুমহদ্ভয়ম্।
অসৎসংসারসম্পত্তি-সুখসন্ত্যাগচিন্তয়া ॥ ৬২ ॥

যৎপাদচিন্তয়া যাতি কালচিন্তাপি দূরতঃ।
নাশ্রিতাস্তৎপদং বিপ্রাঃ ফল্গুকংসভয়াদহো ॥ ৬৩ ॥

সৎসঙ্গক্ষীণ-সম্মোহা নির্ব্বিণ্ণা ভোগবাসনাম্।
সমুৎসৃজ্য সমিচ্ছন্তি কৃষ্ণসেবামিতি স্থিতম্ ॥ ৬৪ ॥

ভিক্ষুভান-কর্ম্মমুগ্ধ-বিপ্রচিত্তশোধনং
অত্যুদার-বিপ্রদার-মানস-প্রবোধনম্।

পালয়ন্তমাদ্যভক্ত-নন্দগোপগোধনং
তং নমামি বালমেব কালভীতিরোধনম্ ॥ ৬৫ ॥

জগদন্নপ্রদে কৃষ্ণে অন্নভিক্ষার্থিনীশ্বরে ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃতম্ ।

গিরিধারণ-লীলামৃতম্।

গোবর্দ্ধন-ধরং বন্দে গোপাল-বাল-বিগ্রহম্।
মোহান্ধঃ কৃতবানিন্দ্রঃ সহ যেনাতি-বিগ্রহম্॥ ১॥

ব্রজে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞমবারয়ৎ।
কুপিতস্তেন দেবেন্দ্রো ববর্ষ গোকুলে ভৃশম্॥ ২॥

ভগবানপি শৈলেন্দ্রং সমুদ্ধৃত্য স্বলীলয়া।
অরক্ষদ্ ব্রজমিত্যেষা গোবর্দ্ধন-ধৃতেঃ কথা॥ ৩॥

অসঙ্গত ইবাভাতি বৃত্তান্ত এষ নিশ্চিতম্।
ব্যাসস্থ তু বচো নৈব মিথ্যা ভবিতুমর্হতি॥ ৪॥

কার্য্যস্তত্র সমাধানং শাস্ত্রবাক্য-প্রমাণতঃ।
অতীত-বিষয়ে মানং বিনা শাস্ত্রং কিমস্তি বা॥ ৫॥

শাস্ত্রঞ্চ বৈদিকং বাক্যং বেদাশ্চ পঞ্চ-সঙ্খ্যকাঃ।
সপুরাণাঃ সমাখ্যাতা অপি পঞ্চদশী-কৃতা॥ ৬॥

"সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্ম-বিত্ত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হি॥" ৭॥

ব্রহ্মনিশ্বসিতত্বঞ্চ পুরাণানাং শ্রুতীরিতম্।
পুরাণবচসাং তস্মাৎ প্রামাণ্যং সর্ব্ব-সম্মতম্॥ ৮॥

পুরাণেষ্বপি সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠং ভাগবতং মতম্।
তদ্ভাগবত-বেদানাং দর্শ্যতে তত্র সম্মতিঃ ॥ ৯ ॥

"এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
মানং কৃষ্ণ-স্বয়ন্তায়া-মেতদ্ভাগবতং বচঃ ॥ ১০ ॥

ময়া তদ্দর্শিতং ভূরি তদেব স্মারিতং পুনঃ।
হর্ত্তুমৈচ্ছন্ মহেন্দ্রস্য মদং স ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥

দম্ভঃ পূর্ণচতুষ্পাদো দমমর্হত্যতো হরিঃ।
ইন্দ্রং কোপয়িতুং তত্র কৌশলং সমপদ্যত ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রযাগোদ্যতান্ দৃষ্ট্বা গোপান্ বৃন্দাবনে বিভুঃ।
কর্ম্মবাদ-বলেনৈব ততস্তান্ সংন্যবারয়ৎ ॥ ১৩ ।

দর্শ্যতে কিঞ্চিদুদ্ধৃত্য গ্রন্থ-বৃদ্ধি-মনিচ্ছতা।
ময়া সবিস্তরং তত্র দ্রষ্টব্যং মূল-পুস্তকে ॥ ১৪ ॥

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥ ১৫ ॥

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্য-কর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥ ১৬ ॥

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বংস্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাব-বিহিতং নৃণাম্ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ সংপূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকস স্তাত নিত্যং বনশৈল-নিবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানা-মদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রমখ-সম্ভারা-স্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥" ২০ ॥

দেবা নিরাকৃতা যত্তু কৃষ্ণেন কর্ম্মবার্ত্তয়া।
মহেন্দ্র-দমনায়ৈব তৎ কেবলং ন বস্তুতঃ ॥ ২১ ॥

অজাতব্রহ্ম বোধে হি কার্য্যং বৈধমখাদিকম্।
অলং-ব্রহ্মবিদাং যজ্ঞৈ-রিতি শাস্ত্র-সুসম্মতম্ ॥ ২২ ॥

সংলব্ধে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে ন কর্ম্ম বিদ্যতে যদি।
কিং পুনর্বন্ধুরূপেণ সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মণি স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যপ্যাসীদভিপ্রায়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মনোগতঃ।
মখভঙ্গো মহেন্দ্রস্য তদানুষঙ্গিকঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥

অসুরান্ সংযুগে জিত্বা ইন্দ্রোঽতিগর্ব্বিতোঽভবৎ।
তদ্‌গর্ব্বমপনেতুঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদ্যতম্ ॥ ২৫ ॥

কেনোপনিষদি স্পষ্টং তদাখ্যানমুদীরিতম্।
লীলয়া দর্শয়ামাস মূর্ত্তং ব্রহ্ম ব্রজেঽপি তৎ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বাসোঽস্তি শ্রুতৌ যেষাং ন তেষামিহ সম্ভবেৎ।
অনাস্থাকারণং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণে ইন্দ্রদমোদ্যতে ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধা যদ্ বালবাক্যেন ন্যবর্ত্তন্ত মখোদ্যমাৎ।
তত্রাপীশ্বর-কৃষ্ণস্য হেতু রন্তঃ-প্রবর্ত্তনম্ ॥ ২৮ ॥

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" ২৯ ॥

ইন্দ্রার্থমাহৃতৈ র্দ্রব্যৈ-র্গোবর্দ্ধন-মখোৎসবঃ ।
ততঃ সর্ব্বৈঃ সমারব্ধো ব্রজে ব্রজনিবাসিভিঃ ॥ ৩০ ॥

গোবর্দ্ধনার্চ্চনা-কালে কৃষ্ণোঽন্যতর-রূপধৃক্ ।
স্বয়ং পূজাং প্রজগ্রাহ শৈল-শীর্ষোপরি স্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

এতেন দর্শিতা সম্যক্ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
শ্রুতি-গীতা-সমুদ্গীতা স্বস্যৈব সর্ব্বতঃ স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥" ৩৩ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং শ্রুত্যুক্তঞ্চ তথাবিধম্ ।
অর্থতো দর্শয়ামাস ভগবান্ লীলয়ৈতয়া ॥ ৩৪ ॥

ঐশ্বর্য্য-মত্ত ইন্দ্রস্তু মন্যমানঃ স্বমীশ্বরম্ ।
ঈশ্বরঞ্চ নরং ক্রুদ্ধো মর্দ্দিতুং ব্রজমুদ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥

মেঘানাহূয় বায়ুংশ্চ প্রবলান্ প্রলয়ঙ্করান্ ।
নাশয়ধ্বং ব্রজং তূর্ণং সকৃষ্ণমিত্যুপাদিশৎ ॥ ৩৬

তেঽপ্যাদিষ্টা মহেন্দ্রেণ প্রবলৈ র্বাত-বর্ষণৈঃ ।
ব্রজমুৎপীড়য়ামাসুঃ সকৃষ্ণ-গোপ-গোধনম্ ॥ ৩৭ ॥

প্রেরয়ামাস বায়্বগ্নী পুরা ব্রহ্ম পরীক্ষিতুম্ ।
ইন্দ্র ইত্যস্তি সুস্পষ্টং কেনোপনিষদো বচঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং স এবেন্দ্র-স্তদ্ব্রহ্মৈব পরীক্ষিতুম্।
প্রেরয়ামাস সংক্রুদ্ধো ব্রজেঽপি মেঘমারুতান্॥ ৩৯ ॥

অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্য-মিন্দ্র-কোপস্য কারণম্।
তাত্ত্বিকং যেন সন্তোষঃ সুধিয়াং সম্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৪০ ॥

দেবা হি দ্বিবিধাঃ প্রোক্তা-স্তত্রৈকে স্বর্গবাসিনঃ।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থ-সূক্ষ্মদেহ-ভৃতঃ সদা॥ ৪১ ॥

ত এব নরদেহেষু তদিন্দ্রিয়াণ্যধিষ্ঠিতাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তচ্চ সর্ব্বশাস্ত্র-সুসম্মতম্॥ ৪২ ॥

ত এব চেন্দ্রিয়দ্বারা নরভুক্ত-রসান্ সদা।
ভুঞ্জতে মন্যতে জীব-স্ত্বহং ভুঞ্জ ইতি ভ্রমাৎ॥ ৪৩ ॥

সন্ত্যক্তুং যততে জীবো ভোগঞ্চে মুক্তিলব্ধয়ে।
বাধন্তেঽলব্ধভোগা স্তে জীবং তদ্ বুধ্যতে বুধৈঃ॥ ৪৪ ॥

অত এবার্জ্জুনং প্রাহ ভগবান্ রণমূর্দ্ধনি।
তৎসংশয়-নিরাসায় কৃপালু র্ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৫ ॥

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥" ৪৬ ॥

এতচ্চ বুধ্যতে সর্ব্বৈ-র্মনুষ্যোচিত-বুদ্ধিভিঃ।
সংসারে ঘটতে নিত্যং নহি শাস্ত্রমপেক্ষতে॥ ৪৭ ॥

অধুনালোচ্যতে স্বর্গ-বাসিনাং বৃত্তমদ্ভুতম্।
ময়াগণয়তা নব্য-সভ্যানা মুপহাস্যতাম্॥ ৪৮ ॥

একেন বস্তুনা নান্যৎ পৃথিব্যাং সর্ব্বথা সমম্।
কুত্রাপি দৃশ্যতে বস্তু কেনাপি চ কদাপি চ॥ ৪৯॥

পরিমাণমুপাদানং শক্তির্জ্ঞানং তথাকৃতিঃ।
স্বভাবো ভাবনা চৈব সর্ব্বেষাং হি পৃথক্ পৃথক্॥ ৫০॥

বিয়দ্‌বর্ত্তিগ্রহাদীনাং পরিমাণাদয় স্তথা।
ন পার্থিবসমা এব বুধ্যতে চতুরৈশ্চ তৎ॥ ৫১॥

পরিমাণাদিভি স্তস্মা-ত্তত্তল্লোকনিবাসিনঃ।
বিভিন্না এব মর্ত্ত্যেভ্য-স্তত্রাপি নহি সংশয়ঃ॥ ৫২॥

যত্র যত্র হি লোকেঽস্তি মর্ত্ত্যাধিকতরং সুখম্।
বলং বিত্তং তথায়ুশ্চ সএব স্বর্গ উচ্যতে॥ ৫৩॥

তত্তল্লোকৌকসঃ সূক্ষ্মাঃ কামরূপধরাঃ সদা।
দীব্যন্তি সর্ব্বদা তস্মা-দ্দেবা স্তে সমুদীরিতাঃ॥ ৫৪॥

আগন্তুং নরলোকেঽপি শক্তাস্তেঽন্যৈরলক্ষিতাঃ।
পশ্যন্তি চ সদা মর্ত্ত্য-লোকং নির্ব্বাধচক্ষুষা॥ ৫৫॥

সূর্য্যঃ সমুচ্যতে যোঽসৌ সূর্য্যলোকপ্রবর্ত্তকঃ।
চন্দ্রশ্চ চন্দ্রলোকেশো বোধ্যমেবং যথাযথম্॥ ৫৬॥

সর্ব্বেষু দেবলোকেষু শ্রেষ্ঠ ঐন্দ্রো হি সর্ব্বথা।
ইন্দ্রশ্চ সুতরাং শ্রেষ্ঠ-স্তস্মাদিন্দ্র ইতীর্য্যতে॥ ৫৭॥

সূর্য্যলোকাদয়ঃ সর্ব্বে তদধীনাশ্চরন্তি হি।
অতশ্চ সর্ব্বদেবানা-মিন্দ্রো রাজেতি কথ্যতে॥ ৫৮॥

রাজশক্তিং যথা মর্ত্ত্যে রাজ্ঞঃ প্রতিনিধি র্ভজেৎ।
ততশ্চান্য স্ততশ্চান্য ইত্যল্পাল্পতরাং ক্রমাৎ ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মশক্তিং তথা ব্রহ্মা তত ইন্দ্রস্ততঃ সুরাঃ।
ততো নরা লভন্তে চ ক্রমাদল্পতরাং ভুবি ॥ ৬০ ॥

আত্মোপরিতনান্ যদ্‌বৎ সেবন্তে রাজকিঙ্করাঃ।
লভন্তে চ ততঃ কামান্ দণ্ডমর্হন্তি চান্যথা ॥ ৬১ ॥

তথোপরিতনান্ দেবান্ সেবমানা নরা ভুবি।
লভন্তে দেবদাক্ষিণ্যং দারুণং দণ্ডমন্যথা ॥ ৬২ ॥

ভগবানপি চাহৈত দর্জ্জুনং ভক্তিমদ্‌বরম্।
কর্ম্ম কর্ত্তুমনিচ্ছন্তং রুদন্তঞ্চ রণাজিরে ॥ ৬৩ ॥

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ৬৪ ॥

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥" ৬৫ ॥

দৃশ্যতে স্পষ্টমেবাত্র সাহায্যং শশিসূর্য্যয়োঃ।
ধরায়া অপি সাহায্যং প্রাপ্নুতস্তাবপি ধ্রুবম্ ॥ ৬৬ ॥

দণ্ডঃ সএব নির্ণীত উৎপাত আধিদৈবিকঃ।
অলব্ধপূজনৈঃ পূজ্যৈ-র্দেবৈঃ সম্পাদিতো যতঃ ॥ ৬৭ ॥

স্বযজ্ঞে বিহতে তস্মা-দিন্দ্রো যদুদবেজয়ৎ।
গোপালান বর্ষবাতাভ্যাং তদ্‌যুক্তমতএব হি ॥ ৬৮ ॥

মেঘাদেব ভবেদ্‌ বৃষ্টি-রিত্যনীশ্বরসম্মতম্‌।
বস্তুতো বিদ্যতে কিন্তু মেঘানামপি চালকঃ ॥ ৬৯ ॥

অচেতনং যথা যানং বাষ্পীয়ং চলতি ধ্রুবম্‌।
অপেক্ষতে নরং কিন্তু স্বোপরিস্থং সচেতনম্‌ ॥ ৭০ ॥

সত্যমেব তথা মেঘো বর্ষতীতি ন সংশয়ঃ।
চেতনশ্চালকঃ কশ্চিৎ তস্মূলেঽস্ত্যেব নিশ্চিতম্‌ ॥ ৭১ ॥

ইন্দ্রাদেশেন সূর্য্যোঽসৌ বাষ্পং কর্ষতি রশ্মিভিঃ।
স বাষ্পশ্চ ভবন্‌ মেঘো বর্ষতীন্দ্রপ্রচোদিতঃ ॥ ৭২ ॥

গ্রহতারাদয়ো যে চ দৃশ্যন্তে চঞ্চলাঃ সদা।
চেতনৈ শ্চালিতা এব নিয়মেন চলন্তি তে ॥ ৭৩ ॥

অতস্তদ্‌বিস্তরেণাল-মনয়ৈব দিশা বুধৈঃ।
বুধ্যতাং পরমাণ্বাদি বিশ্বং চেতনচালিতম্‌ ॥ ৭৪ ॥

স্বযজ্ঞে বিহতে ক্রুদ্ধো ব্রজনাশে যদোদ্যতঃ।
অভূদিন্দ্রস্তদা গোপাঃ শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ ॥ ৭৫ ॥

দুরহঙ্কার-মোহান্ধ ইন্দ্রো যং হন্তু মুদ্যতঃ।
সদ্ভক্তা নিরহঙ্কারা গোপাস্তং শরণং গতাঃ ॥ ৭৬ ॥

দম্ভিনাং প্রেমনম্রাণা-ঞ্চাতিভেদঃ পরস্পরম্‌।
কার্য্যতঃ ফলতশ্চৈব বুধ্যতে লীলয়ৈতয়া ॥ ৭৭ ॥

বলবন্তো যুবানোঽপি গোপাঃ প্রাণপরীপ্সবঃ।
সপ্তবর্ষশিশুং কৃষ্ণং নির্ভয়ং যযুরাশ্রয়ম্‌ ॥ ৭৮ ॥

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল॥ ৭৯॥

ভগবানপি দীনার্ত্ত-শরণাগতপালকঃ।
প্রতিজ্ঞাং স্বস্য সস্মার যামাহ পাণ্ডবং প্রতি॥ ৮০॥

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৮১॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" ৮২॥

ইহাপি চ তথৈবোক্তং স্বগতং শিশুনা সতা।
হরিণা তৎ সমাকর্ণ্য গোপানাং কাতরং বচঃ॥ ৮৩॥

"তস্মান্ মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥ ৮৪॥

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া বিষ্ণু-শ্ছত্রাকমিব বালকঃ॥" ৮৫॥

ততঃ সর্ব্বান্ সমাহূয় শীতার্ত্তব্রজবাসিনঃ।
পশুভি র্দ্রবিণৈঃ সার্দ্ধং তদধঃ স্থাতুমাদিশৎ॥ ৮৬॥

তেঽপি শ্রীভগবদ্বাক্য-বিশ্বস্তা বিবিশু র্দ্রুতম্।
সগোধনাঃ সবালাশ্চ শৈলাধো জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ৮৭॥

কেচিদেতন্ন মন্যন্তে মর্ত্ত্যশক্তিবিচিন্তকাঃ।
আত্মৌপম্যেন পশ্যন্তি বালব্রহ্ম যতো হি তে॥ ৮৮॥

তস্যৈব শাসনে গার্গি শূন্যে স্বর্গধরাদয়ঃ।
ভ্রমন্তীতি শ্রুতেরর্থং লীলয়াঽ দর্শয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৮৯ ॥

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
মুনিনা স্বপ্রতিজ্ঞৈষা প্রমিতা কৃষ্ণকার্য্যতঃ ॥ ৯০ ॥

স্বর্গমর্ত্ত্যাদয়ঃ শশ্বদ্ বিশালা যস্য শাসনে।
শূন্যে চরন্তি কিং চিত্রং তস্য তুচ্ছ-নগোদ্ধৃতিঃ ॥ ৯১ ॥

অথবা স্বেচ্ছয়া সৃষ্ট্বা শূন্যে গোবর্দ্ধনান্তরম্।
শৈলং বৃন্দাবনস্থঞ্চ মায়য়ান্তরধাপয়ৎ ॥ ৯২ ॥

যদিচ্ছয়া ক্ষণাদেব জগদুৎপদ্যতে পুনঃ।
লয়ং যাতি চ তস্যোত-ন্মায়াভর্ত্তুঃ কিমদ্ভুতম্ ॥ ৯৩ ॥

স্বেচ্ছাসর্ব্বসমর্থোঽপি সাধক-ধ্যানহেতবে।
কিঞ্চিদদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ শ্রুত্যুক্ত-ব্রহ্ম-শাসনম্ ॥ ৯৪ ॥

মানচিত্রমতিক্ষুদ্রং সম্যগালোচয়ন্ জনঃ।
বিশালপৃথিবী-সংস্থাং নির্ণেতুং ক্ষমতে যথা ॥ ৯৫ ॥

শৈলোদ্ধারং তথা ভক্তঃ কৃষ্ণস্যালোচয়ন্ মুহুঃ।
ব্রহ্মণোঽখিলধারিত্বং শ্রৌতং ধ্যাতুং ক্ষমেত হি ॥ ৯৬ ॥

বামাঙ্গং দুর্ব্বলং তত্র কনিষ্ঠা ভৃশদুর্ব্বলা।
তয়ৈব ধারয়ন্ শৈলং কৃষ্ণঃ সপ্তদিনং স্থিতঃ ॥ ৯৭ ॥

হস্তাধিষ্ঠাতৃদেবেন্দ্র-শক্ত্যা কার্য্যক্ষমা জনাঃ।
তেনেন্দ্রেণ বিরুদ্ধ্যেব কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ ॥ ৯৮ ॥

এতেন হি তদিচ্ছৈব বিনাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্।
সর্ব্ব-কর্ম্মকরীত্যেতৎ দর্শিতং হরিণা স্বয়ম্॥ ৯৯ ॥

সপ্তাহান্তে সুরেন্দ্রেণ ভগ্নদর্পেণ সংহৃতে।
বাতবর্ষে হরি র্গোপান্ গৃহং যাতুং সমাদিশৎ॥ ১০০ ॥

পুরেন্দ্রপ্রেরিতো বহ্নি-র্বায়ুশ্চ নিজশক্তিতঃ।
ব্রহ্মদত্তং তৃণং দগ্ধুং নাসীচ্চালয়িতুং ক্ষমঃ॥ ১০১ ॥

ইতি কেন শ্রুতাবস্তি কথা যা ভগবান্ স্বয়ম্।
অর্থতো দর্শয়ামাস তামেব নিজলীলয়া॥ ১০২ ॥

ইন্দ্রপ্রণোদিতা মেঘা পবনাঃ প্রবলা অপি।
সলজ্জা ইব তে সর্ব্বে প্রতিজগ্মু র্যথাগতম্॥ ১০৩ ॥

গোপাশ্চ কৃষ্ণসন্দিষ্টা সস্ত্রীবালাঃ সগোধনাঃ।
নির্ভয়াঃ কৃষ্ণচিত্তাশ্চ গৃহং স্বং স্বং যযু র্মুদা॥ ১০৪ ॥

অস্থাপয়দ্ যথাস্থানং শৈলেন্দ্রং ভগবানপি।
অলক্ষ্যোৎপাটচিহ্নং ত-মভগ্নোদ্ভিচ্ছিলাদিকম্॥ ১০৫ ॥

অতঃপরমতোঽপ্যেক-মাশ্চর্য্যমভবদ্ ব্রজে।
যৎ সমাধাতুকামোঽহং গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্॥ ১০৬ ॥

অথবা যৎ শ্রুতিঃ প্রাহ সর্ব্বমানশিরোমণিঃ।
ব্যাসশ্চাবর্ণয়ৎ তত্র মম কৈবোপহাস্যতা॥ ১০৭ ॥

"গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ॥ ১০৮ ॥

বিবিক্ত উপসংগম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥" ১০৯ ॥

বিদ্যতে হি সুবিস্পষ্ট-মেতদ্ বৃত্তং শ্রুতাবপি।
অনায়াসেন তদ্ বেদ্ধুং শক্নুবন্তি সুমেধসঃ ॥ ১১০ ॥

ব্রহ্মণঃ সবিধে দৃষ্ট্বা বহ্নিবাষ্বোঃ পরাভবম্।
ইন্দ্রোঽতিলজ্জিতশ্চান্ত-শ্চিন্তামাপ দুরত্যয়াম্ ॥ ১১১ ॥

ঊর্দ্ধাকাশে তদাপশ্যৎ সহসা স্ত্রিয়মদ্ভুতাম্।
সৈব তং বোধয়ামাস ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিতাম্ ॥ ১১২ ॥

ততোঽতিলজ্জিতো ভগ্ন-দর্প ইন্দ্রস্তদাজ্ঞয়া।
সর্ব্বেশ্বরং পরং ব্রহ্ম সদ্ভক্ত্যা শরণং যযৌ ॥ ১১৩ ॥

এষ কেন-শ্রুতাবস্তি বৃত্তান্তো বর্ণিতঃ স্ফুটম্।
স এব দিব্য-বৃত্তান্তঃ প্রকটোঽভূৎ পুনর্ব্রজে ॥ ১১৪ ॥

স্বধ্যানার্থং স্বয়ং ব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তিঃ কৃপাপরঃ।
অদর্শয়দ্ধরিঃ সাক্ষাৎ স্বলীলাং শ্রুতি-সম্মতাম্ ॥ ১১৫ ॥

ইন্দ্রমবোধয়ন্নারী যা হি সর্ব্বোপরি-স্থিতা।
সুরভিঃ সৈব গোলোকে সদ্‌বিদ্যা ধর্ম্মসূঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৬ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বমুপাদিশ্য সৈবেন্দ্রমাগমদ্ ব্রজে।
লজ্জিতং সুরবর্য্যঞ্চ নিনায় কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥ ১১৭ ॥

ইন্দ্রোঽপি ভগবৎপাদং নত্বা স্তুত্বা পুনঃ পুনঃ।
তেনানুকম্পিতঃ প্রাগাৎ স্বলোকং হৃষ্ট-মানসঃ ॥ ১১৮ ॥

প্রণতিং ব্রহ্মণি প্রাহ ত্রিদশানাং যথা শ্রুতিঃ।
কুরুক্ষেত্রে স্বনেত্রেণ দদর্শচ তথার্জ্জুনঃ ॥ ১১৯ ॥

"অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্‌ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধ-সঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥" ১২০ ॥

অতীতে চেন্দ্রিয়াতীতে শাস্ত্রমাপ্তবচো বিনা।
কিমন্যৎ সম্ভবেন্মানং লৌকিকে বিষয়েঽপি চ ॥ ১২১ ॥

ইতোঽপি কৃষ্ণলীলায়াং যেষামপ্রত্যয়ো ভবেৎ।
তমেব শরণং কালে তে যাস্যন্তি সুরেন্দ্রবৎ ॥ ১২২ ॥

উৎসৃজতি নিগৃহ্লাতি বর্ষং শ্রীভগবান্‌ স্বয়ম্‌।
তচ্ছক্ত্যৈব সুরাঃ সর্ব্বে শক্তিমন্ত ইতি স্থিতম্‌ ॥ ১২৩ ॥

বামস্য যঃ সপ্তসমঃ কুমারঃ
কনিষ্ঠয়োদ্ধৃত্য গিরিং করস্য।
দণ্ডায়মানো দিনসপ্ত তস্থৌ
স মাং সদা পাতবিতা ব্রজস্য ॥ ১২৪ ॥

গোবর্দ্ধনধরে গোপ-বালরূপেশ্বরে হরৌ।
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌ ॥ ১২৫ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে গিরিধারণ-লীলামৃতম্‌।

নন্দোদ্ধার লীলামৃতম্।

ভক্তবৎসলমাপদ্যে নন্দনন্দনমীশ্বরম্।
ভক্তবৎ সলিলেশোঽপি স্বয়ং যং শরণং গতঃ ॥ ১ ॥

"একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥ ২ ॥

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ৩ ॥

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ।"
এষা ভাগবতী গাথা বিবিচ্যতে যথামতি ॥ ৪ ॥

অদ্ভুতবৎ প্রতীতাপি ঘটনৈষা স্বভাবজা।
সারগ্রহ-স্বভাবৈর্হি সুখং সম্বুধ্যতেঽচিরাৎ ॥ ৫ ॥

স্নানাশনাদি-কার্য্যেষু স্বভাববিহিতেষ্বপি।
নিয়মোঽস্তি পুনঃ শাস্ত্রে নিষেধ-বিধি-নামকঃ ॥ ৬ ॥

স্বীক্রিয়তে স চেদানীং নব্য-বিজ্ঞান-পারগৈঃ।
ইষ্টানিষ্ট-ফলং তত্র পরীক্ষ্য পরিতঃ সদা ॥ ৭ ॥

নিশাস্নানং নিষিদ্ধং হি স্রোতস্বিন্যাং বিশেষতঃ।
নিশাস্নানে ভবেৎ শ্লেষ্মা নদ্যাঞ্চ মহতী বিপৎ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মৈক-জীবনো নন্দো বিপৎপাতানপেক্ষকঃ।
শুদ্ধ-ধর্ম্মানুরোধেন রাত্রৌ স্নাতুং সমম্বগাৎ ॥ ৯ ॥

বার্দ্ধক্য-দুর্ব্বলো নন্দ উপবাস-কৃশস্তথা।
অতো ভৃত্যাশ্চ রক্ষার্থং তেন সার্দ্ধং যযুঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥

অতিষ্ঠন্ রক্ষকাস্তীরে জলে তু নন্দ একলঃ।
ব্যগাহতাতি-দৌর্ব্বল্যাৎ পতিতোঽদর্শনং গতঃ ॥ ১১ ॥

নানৈসর্গিকমত্রাস্তি কিঞ্চিদপ্যদ্ভুতং তথা।
কথা বরুণ-ভৃত্যস্য হ্যদ্ভুতা সা বিবিচ্যতে ॥ ১২ ॥

একয়া ব্রহ্মশক্ত্যা হি শক্তিমদখিলং জগৎ।
শ্রুত্যা ভগবতা চৈব প্রোক্তমেতৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্ববস্তুষু সাস্ত্যেব চেতনেষু জড়েষ্বপি।
বৃহৎক্ষুদ্র-পদার্থেষু তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

চিদ্যুক্তা সা হ্যধিষ্ঠাত্রী দেবতেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।
অধিষ্ঠাতা বৃহদ্বাধে জলেশো বরুণো মতঃ ॥ ১৫ ॥

সাগরাভিমুখীনাস্তু নদীনাং ক্ষুদ্রশক্তয়ঃ।
সুতরাং বরুণাধীনা তস্য ভৃত্যাস্ততো মতাঃ ॥ ১৬ ॥

উক্তঞ্চ জগদীশেন কৃষ্ণেন রণমূর্দ্ধনি।
"ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্-ময়াভূতং চরাচরম্ ॥" ১৭ ॥ ২

স্রোতো-বেগেন ভৃত্যেন বরুণস্যৈব তদ্ ধ্রুবম্।
নীতো নন্দো ন সন্দেহঃ সত্যমেব মুনের্বচঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বদেহানধিষ্ঠায় বিষ্ণস্তে দেবতা যথা।
দেবলোকে তথা সন্তি দেবা স্তে সূক্ষ্ম-দেহিনঃ॥ ১৯॥

অন্যৈরলক্ষিতাস্তে চ ধরামায়ান্তি কার্য্যতঃ।
দৃশ্যন্তে যোগিভিশ্চান্যৈ-র্নরৈঃ কৃষ্ণ-কৃপান্বিতৈঃ॥ ২০॥

ভগবৎ-পিতরং দৃষ্ট্বা জলমগ্নং জলেশ্বরঃ।
আনীতং নিজ ভৃত্যেন নিনায় নিজমন্দিরম্॥ ২১॥

দেবানাং বসতি দিব্যা শক্তিশ্চ মানবাতিগা।
পূর্ব্বমালোচিতা তস্মা-ন্নন্দনীতির্নচাদ্ভুতা॥ ২২॥

ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণা এব যদাসন্ ব্রহ্ম-পারগাঃ।
তদা তে দৃষ্টবন্তশ্চ জগদ্ ব্রহ্ম-প্রচালিতম্॥ ২৩॥

অমন্যন্ত তদা সর্ব্বে ক্ষুদ্রাণি বা মহান্তি বা।
জগত্যাং সর্ব্বকার্য্যাণি কার্য্যন্তে ব্রহ্মণৈব হি॥ ২৪॥

ব্রহ্মণ্যেবার্পয়ন্ত স্তে জগৎ-কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ।
দেবে বা ব্রহ্মণঃ শক্তৌ সমাসন্ শান্তচেতসঃ॥ ২৫॥

নীতো নন্দস্ততো যচ্চ কিঙ্করেণ পয়ঃ-পতেঃ।
ইত্যুক্তং মুনিনা সর্ব্বং নির্ব্বাধং সত্যমেব তৎ॥ ২৬॥

অধুনালোচ্যতে নন্দো-দ্ধারণং বরুণালয়াৎ।
শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকং তচ্চ নানৈসর্গিকমদ্ভুতম্॥ ২৭॥

নন্দস্যানুচরা নন্দ-মদৃষ্ট্বোচ্চৈ র্যদা হরিম্।
আজুহুবু স্তদা গত্বা ভগবানাবিশজ্জলম্॥ ২৮॥

সদ্রূপেণ সদা যোঽস্তি সর্ব্বত্রাপি জলে স্থলে।
কিং চিত্রং বা স্বয়ং তস্য কালিন্দী-জল-বেশনম্ ॥ ২৯ ॥

জলে বসন্তি যচ্ছক্ত্যা সর্ব্বদা জলজন্তবঃ।
লীলা-বিগ্রহিণ স্তস্য কিং চিত্রং জলবেশনম্ ॥ ৩০ ॥

বৃন্দাবনে তিরোভূয় বরুণস্যালয়ে পুনঃ।
আবির্ভূতঃ স্বয়ং কৃষ্ণো লীলামাত্রস্তু মজ্জনম্ ॥ ৩১ ॥

বরুণস্য চ দেবস্য দিব্য-সূক্ষ্ম-শরীরিণঃ।
নৈব চিত্রা স্তুতিস্তস্মাৎ সত্যমেব মুনের্ব্বচঃ ॥ ৩২ ॥

যন্ন পশ্যামি চক্ষুর্ভ্যাং তন্ন বিশ্বসিমি ক্বচিৎ।
ইতি চার্ব্বাক-শিষ্যাণা-মত্যদ্ভুত-দুরাগ্রহঃ ॥ ৩৩ ॥

দেবেন পূজিতস্তত্র সংস্তুতো বন্দিতশ্চ সঃ।
তদ্দত্তং পিতরং নীত্বা ভগবান্ ব্রজমাব্রজৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাবোঽভাবঃ সুখং দুঃখং বিপৎ সম্পন্মৃতির্জ্জনিঃ।
ভবন্তি ভুবনে নিত্য-মীশ্বরাদেব নিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥

মৃতপ্রায়ো নরঃ কশ্চিৎ কথঞ্চিদ্ যদি জীবতি।
ঈশ্বরো মাং ররক্ষেতি বদত্যেব স্বভাবতঃ ॥ ৩৬ ॥

পার্থায় দত্তবান্ কৃষ্ণো দিব্যনেত্রং কৃপাময়ঃ।
এবম্ভূতং ততোঽপশ্যৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যং পৃথাসুতঃ ॥ ৩৭ ॥

সোঽপশ্যৎ স্তুবতো দেবান্ কৃষ্ণমানতকন্ধরান্।
নাদ্ভুতা হি ততঃ কৃষ্ণে বরুণস্য নতিঃ স্তুতিঃ ॥ ৩৮ ॥

ততশ্চ ব্রজমধ্যেঽপি যদ্ বৈকুণ্ঠ-প্রদর্শনম্ ।
আশ্চর্য্যং নৈব তচ্চাপি বিশ্বরূপ-প্রদর্শিনঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্যোদরে সদা সন্তি চতুস্পাদা বিভূতয়ঃ ।
নাদ্ভুতং তস্য ভক্তেভ্যো বৈকুণ্ঠাদি-প্রদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥

ইচ্ছাময়স্য ভক্তেচ্ছা-পূরণং যুজ্যতে চ তৎ ।
ভক্তেচ্ছা-পূরণং তস্য প্রতিজ্ঞাতং ব্রতং যতঃ ॥ ৪১ ।

লোকধর্ম্মমনাদৃত্য নন্দঃ ক্লেশমুপাগতঃ ।
দেবেন রক্ষিতশ্চাপি হরিভক্তি-সমাদরাৎ ॥ ৪২ ॥

রক্ষন্তি ভগবদ্ভক্তান্ সর্ব্বদা সর্ব্বসঙ্কটাৎ ।
সাবধানাঃ সুরাঃ সর্ব্বে শিক্ষেয়মত্র সুস্ফুটা ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণভক্তং ন শক্নোতি নিগ্রহীতুং সুরোঽপি সন্ ।
নিজ-ভক্তমবত্যেব স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি স্থিতম্ ॥ ৪৪ ॥

গোপঞ্চ দেবার্চ্চিত-পাদপদ্মং
মর্ত্ত্যঞ্চ মৃত্যু-গ্রসনাবিতারম্ ।
বালঞ্চ লোকাতিগ-বীর্য্যবন্তং
বন্দে নরাকারধরং পরেশম্ ॥ ৪৫ ॥

দেবার্চ্চিতপদে গোপ-বালকে পিতৃপালকে ।
ভবেদ্ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত দেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে নন্দোদ্ধার-লীলামৃতম্ ।

রাস-লীলামৃতম্।

শোভতে রাসসংরক্তঃ কৃষ্ণঃ কামতমোহরঃ।
মানসে যং সদা পশ্যেৎ স্বুরারাধ্যতমো হরঃ ॥ ১ ॥

রূপিণী হ্লাদিনী শক্তিঃ শরণং মম রাধিকা।
যৈবৈকা ভগবৎ-প্রেম্ণা সর্ব্বভক্তবরাধিকা ॥ ২ ॥

শ্রীনন্দনন্দনং নত্বা গোপীজনমনোহরম্।
তৎকৃপাসম্বলেনৈব তল্লীলালোচ্যতে ময়া ॥ ৩ ॥

শ্রীরাধাং তৎসখীশ্চৈব বন্দে সন্নত-মস্তকঃ।
যাসাং হৃদাসনে নিত্য-মাসীনো নন্দনন্দনঃ। ৪ ॥

ক্বাহং মোহতমিস্রান্ধঃ ক রাসঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
চাপলেনৈব তল্লীলা-মুদ্যতোঽহং বিলোচিতুম্ ॥ ৫ ॥

অথবা গুরুপাদাব্জ-মধুশোধিত-দুর্দ্দৃশঃ।
অদৃশ্য-দর্শনঞ্চাপি সম্ভবেদেব কস্যচিৎ ॥ ৬ ॥

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যং বিদিতং সকলৈরপি ॥ ৭ ॥

গোপবালাশ্চ তং সর্ব্বাঃ প্রাপদ্যন্তৈকমানসাঃ।
তমেব সেবিতুং প্রেম্ণা মধুরেণ মহীয়সা ॥ ৮ ॥

তদর্থঞ্চ সমাচেরু-ব্র্তং দেব্যর্চ্চনং মহৎ।
মাসমেকং যতাহারা বালা অপি সুপেশলাঃ ॥ ৯ ॥

নিরীক্ষ্য ভগবাংস্তাসাং রাসাস্বাদে হ্যযোগ্যতাম্।
যোগ্যতাপ্রাপ্তয়ে কালং বর্ষৈকমদিশৎ পুনঃ ॥ ১০ ॥

বস্ত্রহরণলীলায়া-মেতদালোচিতং ময়া।
স্মরণার্থং তদেবাত্র কিঞ্চিদাভাষিতং পরম্ ॥ ১১ ॥

অতীতে বর্ষ একস্মিন্ যদা রাকা ভবত্তিথিঃ।
ব্যাকুলা অভবন্ বালা রাসলীলাতিলালসাঃ ॥ ১২ ॥

ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্তর্হৃদয়স্থিতঃ।
রন্তুমৈচ্ছৎ স্বয়ঞ্চাপি স্বতৃপ্তোঽপি সর্ব্বথা ॥ ১৩ ॥

পূর্ণস্যাপি ভবেদিচ্ছা প্রেমৈকবশবর্ত্তিনঃ।
এতৎ প্রেমরহস্যং হি ভক্তানামেব গোচরম্ ॥ ১৪ ॥

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥" ১৫ ॥

আনন্দবিগ্রহস্যাপি রিরংসেত্যদ্ভুতং ধ্রুবম্।
তথাপি সম্ভবেদ্বাঞ্ছা প্রেমৈক-বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৬ ॥

রন্তুমিচ্ছত্যকামোঽপি চিন্ময়োঽপি চ খাদতি।
বিতৃষ্ণঃ পিবতীত্যেতৎ প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ১৭ ॥

স্বভক্তেভ্যো নিজানন্দ-দিৎসৈব মানবাকৃতেঃ।
কৃষ্ণস্য ব্রহ্মণো বোধ্যা রিরংসা নতু পার্থিবী ॥ ১৮ ॥

আত্ম-নিবেদনেচ্ছৈব নরাকার-পরাত্মনি।
গোপীনাঞ্চ নতু স্বাসা-মিন্দ্রিয়ারামকামনা॥ ১৯॥

অতোঽত্র কামগন্ধোঽপি শঙ্কনীয়ো নহি ক্বচিৎ।
গোপীনাং প্রেমরূপাণাং কৃষ্ণস্য চ সুখাকৃতেঃ॥ ২০॥

তত্র শ্রীস্বামিপাদানাং পদ্যমস্ত্যতি-সুন্দরম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থ-শ্রীকৃষ্ণ-জয়লক্ষণম্॥ ২১॥

"ব্রহ্মাদি-জয় সংরূঢ়-দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতি র্গোপী-রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ॥" ২২॥

টীকায়াং স্বয়মুত্থাপ্য পূর্ব্বপক্ষং স্বয়ঞ্চ তৈঃ।
সিদ্ধান্তিতং সমীচীনং রসতত্ত্ববিশারদৈঃ॥ ৩॥

দৃশ্যতে রাসলীলায়াং কামো মায়ান্ধদৃষ্টিভিঃ।
ন শুদ্ধ-মানসৈরেষ তৎসিদ্ধান্তোঽতিসুন্দরঃ॥ ২৪॥

অত্রার্থে ভগবদ্‌বাক্য-মপ্যস্তি তৎপ্রমাপকম্।
কুরুক্ষেত্ররণারম্ভে যদুক্তমর্জ্জুনং প্রতি॥ ২৫॥

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥" ২৬॥

অকামত্বপ্রমাণায় লীলায়াস্তত্ত্ববিদ্‌বরৈঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ সাটোপং শ্রীধরস্বামিভিঃ স্বয়ম্॥ ২৭॥

তত্তদবসরেঽহঞ্চ দর্শয়িষ্যে যথামতি।
নৈর্ম্মল্যং রাসলীলায়া-স্তৎপদাঙ্কানুসারতঃ॥ ২৮॥

তত্ত্বস্তু রাসলীলায়াঃ কামজয়-প্রদর্শনম্।
ইতি তৈরেব ব্যাখ্যাতং তন্ময়ালোচ্যতেঽধুনা ॥ ২৯ ॥

স এবহি রসঃ প্রোক্তো বিষ্ণুঃ সর্ব্বসুখাত্মকঃ।
তং লব্ধ্বা পরমানন্দী ভবেজ্জীব ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০ ॥

রসরূপস্য তস্যৈব মূর্ত্তস্য জীবভূতয়া।
প্রকৃত্যা শুদ্ধয়া যোগো যথার্থো রাস উচ্যতে ॥ ৩১ ॥

বিস্মৃত্যানন্দরূপং তং ভগবন্তং তদংশকম্।
আত্মানঞ্চ গুণৈর্মুগ্ধো জীবঃ সীদতি সর্ব্বদা ॥ ৩২ ॥

হিত্বা চ পরমানন্দং বহিরন্তঃ স্থিতং সদা।
আনন্দলিপ্সয়া নিত্যং ভোক্তুমিচ্ছতি ভৌতিকম্ ॥ ৩৩ ॥

সৈবেচ্ছা প্রবলীভূতা কাম ইত্যভিধীয়তে।
তৎকামচালিতো জীবোঽতৃপ্তো ধাবতি সর্ব্বতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভাগ্যেনৈব যদা জীবো রসরাজং তমৃচ্ছতি।
তত্রৈব রমতে নিত্যং কামশ্চাপি প্রশাম্যতি ॥ ৩৫ ॥

স এব চ তদা কামঃ প্রেমরূপধরঃ পুনঃ।
আনন্দবিগ্রহে মগ্নো ভবেন্মুগ্ধশ্চ নিশ্চলঃ ॥ ৩৬ ॥

যদানন্দে সমালব্ধে মনস্তৃপ্যতি সর্ব্বথা।
তত্রৈব দর্পিণো দুষ্ট-মদনস্যাপি মোহনম্ ॥ ৩৭ ॥

অতএব পরানন্দ-রস-সান্দ্রসুবিগ্রহঃ।
কৃষ্ণোঽভিধীয়তে নিত্যং নাম্না মদন-মোহনঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দবিগ্রহে কৃষ্ণে ইতরানন্দনিগ্রহে।
মদনোঽপি ভবেন্মুগ্ধ-স্তত্র কোবাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

তমেব ভগবন্তং যে সেবন্তে প্রেমসাধকাঃ।
সমাপ্তসর্ব্বকামেষু কামস্তেষপি ন প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

কামে হ্‌ পরতে শান্তি-র্জীবানাং সর্ব্বসম্মতা।
সূষ্ঠূক্তং স্বামিভিস্তস্মা-দ্রাসলীলা নিবৃত্তিদা ॥ ৪১ ॥

শৃঙ্গারস্যাপদেশেন বস্তুতো রাসমাশ্রিতা।
পঞ্চাধ্যায়ী ধ্রুবং মুক্তি-পরেতি স্বামিভির্মতম্‌ ॥ ৪২ ॥

অয়মাত্মা ন সংলভ্যঃ সাধনানাং শতৈরপি।
এষ যং বৃণুতে লভ্য-স্তেনৈবেতি শ্রুতের্বচঃ ॥ ৪৩ ॥

ব্রতশেষদিনে বালাঃ কৃষ্ণসঙ্গমকামযন্‌।
তথাপি নাপ্নুবন্নস্থ বৃণোতি তাঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪৪ ॥

স্বলাভে ব্রজবালানাং সামর্থ্যং বীক্ষ্য সম্প্রতি।
বংশীস্বনেন তাঃ সর্ব্বা আচকর্ষ নিজান্তিকে ॥ ৪৫ ॥

"দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্ত-মখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্‌।
বনঞ্চ তৎ কোমল গোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌ ॥" ৪৬ ॥

অত্র কিঞ্চিৎ সমালোচ্যং বংশীতত্ত্বং সুদুর্গমম্‌।
সুধিয়াং সুখবোধায় ব্রজলীলাবলম্বনম্‌ ॥ ৪৭ ॥

শব্দাখ্যং নিগু´ণং ব্রহ্ম কেবলং নাদমাত্রকম্।
নির্ব্বিশেষং সমং শুদ্ধং স্বরাদিবর্ণবর্জ্জিতম্॥ ৭৮ ॥

সগুণ-ব্রহ্মসম্বন্ধং যদা তল্লভতে পুনঃ।
তদৈব সগুণং শব্দ-ব্রহ্ম তৎ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

সম্ভবঃ প্রণবাদীনাং বেদানাং হি ততো ভবেৎ।
এতদ্ধি বিদিতং সর্ব্বৈ-র্বেদবিদ্ভিঃ সুধীবরৈঃ ॥ ৫০ ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রশ্রী-ভগবদ্‌বিগ্রহো যথা।
তদ্‌বংশী সচ্চিদানন্দ-নাদসান্দ্রা তথা ধ্রুবম্ ॥ ৫১ ॥

একমেবাদ্বয়ং জ্ঞানং যথা প্রতীয়তে ত্রিধা।
ব্রহ্মাত্মা ভগবৎ কৃষ্ণ ইত্যুপাসকভেদতঃ ॥ ৫২ ॥

একএব তথা নাদঃ সাধকানাং বিভেদতঃ।
ত্রৈবিধ্যেন প্রতীয়েত ভাবুকৈর্বু´ধ্যতে হি তৎ ॥ ৫৩ ॥

সমষ্টিব্যষ্টি-দেহান্ত-র্গতো যঃ প্রণবধ্বনিঃ।
নির্ব্বিশেষো ি রাস্বাদো জ্ঞানিভিরনুভূয়তে ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞানাক্তভক্তিমদ্ভিস্তু সএব শ্রূয়তে যথা।
শঙ্খস্বনোঽতিগাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্যগুণসংযুতঃ ॥ ৫৫ ॥

অমিশ্রপ্রেমবদ্ভিস্তু সএব গীতিবৎ পুনঃ।
স্বাদ্যতে মধুরাস্বাদো ভাগ্যেনৈব জনৈশ্চিরাৎ ॥ ৫৬ ॥

জলং দুগ্ধং যথাক্ষীরং ক্রমান্মিষ্টতরং ভবেৎ।
প্রণবাদিত্রয়ং তদবদ্ ভবেন্মিষ্টতরং ক্রমাৎ ॥ ৫৭ ॥

অতএব হি লীলায়াং মথুরাদ্বারকাদিষু।
শঙ্খঃ কৃষ্ণকরে ভাতি সংমিশ্রভক্তিধামসু ॥ ৫৮ ॥

ব্রজে তু ভগবান্ কৃষ্ণো বিশুদ্ধপ্রেমধামনি।
অধরে মুরলীং ধৃত্বা গীত্যাকর্ষতি গোপিকাঃ ॥ ৫৯ ॥

মূলেঽস্তি যদ্ "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।
তত্ত্বার্থ উচ্যতে তত্র লীলার্থঃ স্ফুটএবহি ॥ ৬০ ॥

জ্ঞানার্থত্বং "দৃশো" "বাম" শব্দার্থঃ সুন্দরঃ স্মৃতঃ।
সারাসারদৃশস্তস্মাদ্ ভক্তা বাম-দৃশো মতাঃ ॥ ৬১ ॥

তেষামেব মনঃ কৃষ্ণ-গীতির্হরতি সদ্ধিয়াম্।
কৃষ্ণাপ্তি-মন্ত্ররূপাসৌ নির্গতা মুরলীমুখাৎ ॥ ৬২ ॥

বেদমূলং যথা মন্ত্রো হরতি জ্ঞানিনাং মনঃ।
প্রথমং নির্গতঃ শুদ্ধঃ প্রণবো হি বিধের্মুখাৎ ॥ ৬৩ ॥

অতস্তৎপদ্য-শেষাংশা-টীকাকৃদ্ভক্তিমদ্বরৈঃ।
বিশ্বনাথৈঃ সুদুর্ব্বোধং কামবীজং সমুদ্ধৃতম্ ॥ ৬৪ ॥

অতঃ শ্রীব্রজবালানাং কৃষ্ণসাধনসদ্গুরুঃ।
কৃষ্ণবংশ্যেব বোদ্ধব্য-মিত্যপি প্রেমকোবিদৈঃ ॥ ৬৫ ॥

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"
ইত্যেব ভগবদ্গীতে বোদ্ধব্যঃ সারসংগ্রহঃ ॥ ৬৬ ॥

অতএব তৃণীকৃত্য গোপ্যো ধনজনাদিকম্।
ধর্ম্মঞ্চ লৌকিকং কৃষ্ণ-মীয়ু গীতানুসারতঃ ॥ ৬৭ ॥

"নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোল-কুণ্ডলাঃ ॥ ৬৮ ॥

কামএব ভবেৎ প্রেম-রূপধৃক্ কৃষ্ণ-মোহিতঃ।
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং স্মরণীয়মিহাপি তৎ ॥ ৬৯ ॥

মূলোক্তানঙ্গশব্দার্থঃ প্রেমৈব সঙ্গতস্ততঃ।
উভয়োরপ্যনঙ্গত্বা ন্নতু কামঃ কদাচন ॥ ৭০ ॥

দৃশ্যন্তে কৃষ্ণলীলায়াং শব্দা যে কাম-বাচকাঃ।
বোদ্ধব্যাস্তে বুধৈস্তস্মাৎ প্রেমার্থাঃ সর্ব্ব এবহি ॥ ৭১ ॥

যদন্যোন্যমবিজ্ঞাপ্য কৃষ্ণান্তিকং সমাযযুঃ।
অন্যোন্য-বঞ্চনান্নৈব জনবিঘ্নভিয়ৈব তৎ ॥ ৭২ ॥

অসাপত্ন্যায় তাশ্চক্রু-স্তথেতি স্বামিভি র্মতম্।
তচ্চ সাধু যতঃ কোষে সাপত্ন্যং শত্রুতা মতা ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণার্পিত-মনঃ-প্রাণ-পত্য-পত্য-গৃহাদিষু।
শুদ্ধসখ্যাসু গোপীষু বঞ্চনং নহি সম্ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥

অথবাতিসমুল্লাসাৎ পরস্পরং ন সস্মরুঃ।
শ্রীমৎসনাতনৈরেবং ব্যাখ্যাতমতিসুন্দরম্ ॥ ৭৫ ॥

যা পুরা মিলিতা এব কৃষ্ণার্থং ব্রতমাচরন্।
অন্যোন্যং বঞ্চয়েয়ুস্তা অধুনৈতন্ন সম্ভবম্ ॥ ৭৬ ॥

অনপেক্ষ্য গৃহং দেহং ধনং ধর্ম্মঞ্চ লৌকিকম্।
যা কৃষ্ণাভিসৃতিঃ সৈব ভগবৎপ্রেমলক্ষণম্॥ ৭৭॥

মুনিনা তৎ ত্রিভিঃ শ্লোকৈ-র্দর্শিতং ব্রজযোষিতাম্।
স্বামিপাদৈশ্চ তে শ্লোকা আভাষিতাস্তথৈবহি॥ ৭৮॥

শ্রুত্বৈব কৃষ্ণগীতং তা হিত্বা কর্ম্ম ত্রিবর্গদম্।
কৃষ্ণমভ্যসরন্নেষ আভাষঃ স্বামি-সম্মতঃ॥ ৭৯॥

"দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চি-দ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাব মনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥ ৮০॥

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চি দশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্॥ ৮১॥

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ॥' ৮২॥

আদ্যপদ্যেঽর্থসন্ত্যাগো দ্বিতীয়ে ধর্ম্মবর্জ্জনম্।
তৃতীয়ে কামহানঞ্চ মুনিনা দর্শিতং ক্রমাৎ॥ ৮৩॥

বৃণুতে যং স্বয়ং কৃষ্ণঃ স বিঘ্নৈর্নাভিভূয়তে।
এতচ্চ দর্শিতং শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ ততঃ পরম্॥ ৮৪॥

'তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ৮৫॥

মাধুর্য্য-প্রেমসারাসু গোপীষু কতিচিৎ পুনঃ।
রাসেপ্সবোঽপি সংরুদ্ধা গৃহমধ্যে স্ববন্ধুভিঃ॥ ৮৬॥

"অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্‌ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥" ৮৭॥

গোপীনাং ফলবৈষম্য-সমাধানমভীপ্সুনা।
ময়া স্বমতি-পর্য্যন্ত-মত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে॥ ৮৮॥

কৃষ্ণাসক্তা ব্রজে গোপ্যো যা আসন্ বহুসংখ্যকাঃ।
নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধনৈরিতি তা দ্বিধা॥ ৮৯॥

নিত্যসিদ্ধাঃ পুরৈবোক্তা রাধাপ্রকরণে ময়া।
তা এব লোকশিক্ষার্থং প্রাকট্যং গোকুলে গতাঃ॥ ৯০॥

তাশ্চৈব ব্রতমাচেরুঃ পতিং লব্ধুং জগৎপতিম্।
কৃষ্ণাভিন্নস্বরূপা হি নিতরাং নির্ম্মলাশয়াঃ॥ ৯১॥

নির্ব্বিঘ্নং প্রযযুস্তা হি কৃষ্ণান্তিকমবারিতাঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা মায়াগন্ধবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৯২॥

জীবা যে সাধনৈঃ প্রাপ্তাঃ কৃষ্ণসঙ্গতিযোগ্যতাম্।
অভবন্ গোপিকাস্তে চ গোপীভাবেন ভাবিতাঃ॥ ৯৩॥

মতাঃ সাধন-সিদ্ধাস্তা ভাগতস্তা অপি দ্বিধা।
তত্র পূর্ব্বোক্তনিত্যাভ্য একাঃ কিঞ্চিদ্‌বয়োঽধিকাঃ॥ ৯৪॥

ব্যূঢ়া অপ্যনপত্যাস্তাঃ কিঞ্চিদুদ্ভিন্নযৌবনাঃ।
নিত্যসিদ্ধা ইবাতীব সর্ব্বথা নিরহংমমাঃ॥ ৯৫॥

প্রায়ঃ সমবয়স্কত্বাৎ সমানুরাগতশ্চ তাঃ।
পূর্ব্বোক্তনিত্যসিদ্ধাভিঃ পরং সখ্যমুপাগতাঃ॥ ৯৬॥

বারিতা অপি তা এব সমুল্লঙ্ঘ্য স্ববান্ধবান্।
কৃষ্ণাসারা যযুঃ কৃষ্ণ-সঙ্গীতাকৃষ্টমানসাঃ॥ ৯৭॥

তাসাং পত্যাদয়ঃ কিন্তু যোগমায়াবিমোহিতাঃ।
মন্যন্তেস্ম ভৃশং তুষ্টাঃ স্বদারান্ স্ববশে স্থিতান্॥ ৯৮॥

দৃশ্যন্তে বহবো ভক্তা যে সংসারে স্থিতা অপি।
ধূলিং সংসারনেত্রেষু ক্ষিপ্ত্বা কৃষ্ণমুপাসতে॥ ৯৯॥

অপরা যাশ্চ গোপ্যস্তা ব্যূঢ়াশ্চাতিবয়োঽধিকাঃ।
জাতাপত্যাশ্চ নির্ব্বিণ্ণা ঈষদক্ষতবাসনাঃ॥ ১০০॥

আধিক্যাদ্ বয়সঃ প্রেম্ণঃ কিঞ্চিদল্পত্বতঃ পুনঃ।
ন সখ্যং লেভিরে পূর্ব্ব-বালাভিঃ সহ সর্ব্বথা॥ ১০১॥

বিনা সঙ্গেন নিত্যানাং তৎসখীনাঞ্চ সাধকঃ।
কৃষ্ণং মধুরভাবেন সংলব্ধুং কোঽপি ন ক্ষমঃ॥ ১০২॥

পরাভূতা স্ততো বিঘ্নৈ-রেতা রাসং নচাপ্নুবন্।
অন্তঃ কৃষ্ণং সমাস্বাদ্য জীবন্মুক্তা ইবাভবন্॥ ১০৩॥

"দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ-তীব্র-তাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্ব্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ১০৪॥

তমেব পরমাত্মানং জার-বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহু গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ-বন্ধনাঃ॥" ১০৫॥

তৎক্ষণাৎ পুণ্যপাপানাং সংক্ষয়ঃ সম্ভবেৎ কথম্।
ইতি চেৎ কস্যচিৎ প্রশ্ন-স্তৎসমাধানমুচ্যতে॥ ১০৬॥

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।"
ইতি স্থিতে বিনা ভোগং পুণ্যপাপক্ষয়ো নহি ॥ ১০৭ ॥

যাবৎপরিমিতং পুণ্যং পাপং বা সঞ্চিতং ভবেৎ ।
তাবন্মিতেন সৌখ্যেন দুঃখেন বা ক্ষিণোতি তৎ ॥-১০৮॥

শ্রীকৃষ্ণধ্যানজং সৌখ্যং কোটিব্রহ্মসুখাধিকম্ ।
অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পুণ্যরাশিঃ ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥ ১০৯ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদজং দুঃখং বাড়বাগ্নিশতাধিকম্ ।
অতস্তৎক্ষণ-ভোগেন পাপরাশিশ্চ নশ্যতি ॥ ১১০ ॥

বস্তুত স্তৃণজন্মাপি দুর্ল্লভং ব্রজধামনি ।
গন্ধেঽপি পুণ্যপাপানাং কিমু গোপকুলোদ্ভবঃ ॥ ১১১ ॥

লেশেঽপি পুণ্যপাপানাং যদি মুক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ।
আনন্দমূর্ত্তিনা সার্দ্ধং রাসক্রীড়া কুতঃ পুনঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি স্বমধুরপ্রেম-দুর্ল্লভত্বং প্রদর্শিতম্ ।
চক্রিণা হরিণৈবৈতা নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ ॥ ১১৩ ॥

শুভাশুভ-ক্ষয়ে মুক্তি-রিতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ।
জীবন্মুক্তিরতস্তাসা-মেবাসীদ্ যোগিনামিব ॥ ১১৪ ॥

পরমাত্মস্বরূপং তা অবাপ্তা স্তত এবহি ।
নহি কৃষ্ণস্বরূপস্তু পরমানন্দবিগ্রহম্ ॥ ১১৫ ॥

মমতাভাসসত্ত্বাচ্চ পতিপুত্রগৃহাদিষু ।
আভাসো জারভাবস্য সঙ্গতো ভগবত্যপি ॥ ১১৬ ॥

পত্যাদৌ মমতাভাস-ব্যবধানবশাৎ তদা।
কৃষ্ণসঙ্গতিমপ্রাপ্য লেভিরে তৎক্ষয়েঽন্যদা ॥ ১১৭ ॥

যস্তাসাং মমতাভাসঃ পতিপুত্রগৃহাদিষু।
স এব বস্তুতো দিষ্টো নিমিত্তং স্বজনাদিকম্ ॥ ১১৮ ॥

জীবন্মুক্তিস্তথা শ্রুত্বা গোপীনাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
সবিস্ময় ইবাপৃচ্ছ-ন্মুনিবর্য্যং নৃপোত্তমঃ ॥ ১১৯ ॥

"কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরম-স্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১২০ ॥

যেন কেনাপি ভাবেন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশিতম্।
ধ্রুবো হেতু র্ভবেন্মুক্তে-রিতি তত্র শুকোত্তরম্ ॥ ১২১ ॥

শ্রীধরস্বামিভিশ্চাপি সদৃষ্টান্তং সহেতুকম্।
ভাবার্থদীপিকায়াং ত চ্ছুকবাক্যং সমর্থিতম্ ॥ ১২২ ॥

"উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১২৩ ॥

নৃণাং নিশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১২৪ ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহ মৈক্যং সৌহৃদমেব বা।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥" ১২৫ ॥

বুদ্ধিং নাপেক্ষতে বস্তু-শক্তিরিত্যস্তি নিশ্চয়ঃ।
অজ্ঞাতোঽপি দহেদ্ বহ্নি-র্বুধ্যতে সকলৈরপি ॥ ১২৬ ॥

মর্ত্ত্যোঽপ্যমরতাং যাতি বিষবুদ্ধ্যামৃতং পিবন্।
নশ্যত্যেবামৃতং মত্বা পিবন্ মূঢ়ো হলাহলম্॥ ১২৭॥

অতো হ্যনাবৃতব্রহ্ম-ঘনমূর্ত্তিং জগৎপতিম্।
আসন্ মুক্তা হৃদা ধৃত্বা পত্যন্তরধিয়াপি তাঃ॥ ১২৮॥

বস্তুতঃ পতিপুত্রাদি-বতীনাং প্রবয়ঃস্ত্রিয়াম্।
ন সম্ভবেৎ শিশৌ কৃষ্ণে কদাচিজ্জারধীরপি॥ ১২৯॥

অতঃ শ্রীভগবৎপ্রেম তাসামাসী ন্ন সংশয়ঃ।
ঈষদন্যমনস্কেন জারভাবো মুনের্মতঃ॥ ১৩০॥

পতিপুত্রাদয়োঽস্মাকং কৃষ্ণএব নচাপরে।
ইতি বুদ্ধি র্দৃঢ়া যাসা মনন্যমমতা তথা॥ ১৩১॥

সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহাস্বাদং প্রাপুস্তা স্তত এব হি।
মোক্ষানন্দাদপি স্বাদু-তরং প্রেমৈকগোচরম্॥ ১৩২॥

বংশী-স্বরানুসারেণ তা হি কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্তু মনস্তাসাং বোদ্ধুং ভয়মদর্শয়ৎ॥ ১৩৩॥

"রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ॥ ১৩৪॥

তদ্যাত মা চিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত॥ ১৩৫॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥ ১৩৬॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভি র্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥ ১৩৭॥

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ॥" ১৩৮॥

রজন্যেষেতি পদ্যেন ভয়ং মৃত্যোঃ প্রদর্শিতম্।
ভর্ত্তুরিত্যাদিপদ্যাভ্যা-মধর্ম্মাদ্দর্শিতং ভয়ম্॥ ১৩৯॥

অস্বর্গ্যমিতিপদ্যেন নিন্দাভয়ং প্রদর্শিতম্।
কৃষ্ণেন লোকশিক্ষার্থং নিমিত্তীকৃত্য গোপিকাঃ॥ ১৪০॥

গোপীভি ঃকৃষ্ণচিত্তাভিঃ শ্রুত্বা ভগবদীরিতম্।
যদুক্তং তদ্ধি রাসস্য সাধুত্বে সাক্ষ্যমুত্তমম্॥ ১৪১॥

বুভুৎসূনাং প্রবোধায় তদুক্তেঃ সারমাহরন্।
গোপীনাং ভগবৎপ্রেম দর্শয়ামি যথামতি॥ ১৪২॥

"যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥"১৪৩॥

গোপ্যুক্তৌ বহবঃ শ্লোকাঃ পুরাণে সন্তি যদ্যপি।
তথাপি পদ্যমেতদ্ধি ভগবন্মুখবন্ধকম্॥১৪৪॥

শ্রীধরস্বামিভিশ্চৈতদ্ ব্যাখ্যাতং তত্ত্বসংগতম্।
তদ্ব্যাখ্যৈব ময়া চাত্র সুবোধায় বিতন্যতে॥১৪৫॥

ভো কৃষ্ণ ধর্ম্মবাগীশং জানীম ত্বাং বিলক্ষণম্ ।
মূঢ়ানাং নো মুখাৎ কিঞ্চি দ্ধর্ম্মতত্ত্বমথো শৃণু ॥ ১৪৬ ॥

যঃ পাতি সর্ব্বতঃ সম্যক্ স এব পতিরুচ্যতে ।
ঈশ এব জগৎপাতা ত্বমীশত্বাৎ পতির্ধ্রুবঃ ॥ ১৭৭ ॥

স্বপালনেঽক্ষমো জন্তুঃ কথমন্যপতি র্ভবেৎ ।
স পতি র্নামমাত্রেণ তত্ত্বেনোপপতি র্হি সঃ ॥ ১৪৮ ॥

জীবাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে ত্বমেক স্তৎপতিঃ পুমান্ ।
অতো বয়ং সমাপন্না ভবন্তং তাত্ত্বিকং পতিম্ ॥ ১৪৯ ॥

মৃত্যোরপি নিয়ন্তারং ত্বাং বয়ং পতিমাশ্রিতাঃ ।
ত্বদুক্তঘোরসত্ত্বেভ্যো ন বিভীমঃ কথঞ্চন ॥ ১৫০ ॥

অতঃ সেব্যঃ পতিত্বেন ত্বমেব নহি চাপরঃ ।
ততঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য বয়ং ত্বৎপাদমাশ্রিতা ঃ ॥ ১৫১ ॥

পতনাদুদ্ধরেদ্ যো হি সোঽপত্যমিতি কথ্যতে ।
ত্বামীশ্বরং বিনা কোঽপি সমুদ্ধর্ত্তা ন সম্ভবেৎ ॥ ১৫২ ॥

অপত্যত্বেন সংসেব্য-স্ত্বমেব তত এব হি ।
নাপরঃ পতনাদ্ ভীতঃ স্বয়ং পরমুখেক্ষকঃ ॥ ১৫৩ ॥

নিরুপাধি-হিতৈষী যঃ স এব সুহৃদুচ্যতে ।
ত্বামীশ্বরমৃতে পূর্ণ-কামং কো বা সুহৃদ্ ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥

কোঽপি স্বার্থমনুদ্দিশ্য নান্যস্য হিতমাচরেৎ ।
সুহৃত্ত্বেন ততঃ সেব্য-স্ত্বমেব কৃষ্ণ নাপরঃ ॥ ১৫৫ ॥

কিং বহূক্তেন সর্ব্বেষা-মাত্মা ত্ব মতএব হি।
ত্বাং বিনান্যস্য কস্যাপি সত্তাপি শ্রুতিবাধিতা ॥ ১৫৬ ॥

অধিষ্ঠানগুণে জ্ঞাতে যথা সর্পো নহি স্ফুরেৎ।
অধিষ্ঠানাত্মনীশে চ জ্ঞাতে ত্বয়ি তথা জগৎ ॥ ১৫৭ ॥

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তো বুধ্যতে বুদ্ধিমদ্‌বরৈঃ।
সর্ব্বং হিত্বা শ্রিতাস্ত্বাং হি বুদ্ধিমত্যাস্ততো বয়ম্ ॥ ১৫৮ ॥

ত্বয়ি প্রীতির্হি ভূতানাং সহজৈব ন কৃত্রিমা।
যত আত্মা ত্বমেবাত-স্ত্বয়ি প্রীতিঃ স্বভাবজা ॥ ১৫৯ ॥

স ত্বমাত্মা চিদানন্দ-রূপধৃগ্ রাজসে বহিঃ।
ত্বৎসেবয়া ততঃ সর্ব্ব-সেবা সিদ্ধা ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৬০ ॥

অনেবন্তত্ত্ববোধানাং পতিপুত্রাদিসেবনম্।
নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ ত্বদুক্তং যুক্তমেব হি ॥ ১৬১ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেকং শরণং গতাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মফলং মূর্ত্তং ন যাস্যামো গৃহং বয়ম্ ॥ ১৬২ ॥

ভক্তির্দাস্যঞ্চ সখ্যঞ্চ স্নেহশ্চ রতিরুত্তমা।
ত্বয্যেবাস্তু সদাস্মাক-মিচ্ছামোঽন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ১৬৩ ॥

এতেনৈব বিবুধ্যন্তাং রাসলীলারসং বুধাঃ।
ন বর্দ্ধয়িতুমিচ্ছামি পুনর্গ্রন্থকলেবরম্ ॥ ১৬৪ ॥

লীলেয়ং ভগবৎপ্রাপ্তেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি।
শৃঙ্গার-রসবার্ত্তাপি প্রাকৃতী নাত্র বিদ্যতে ॥ ১৬৫ ॥

গোপীবাক্যৈঃ পরাভূতঃ পরানন্দ-পরিপ্লুতঃ।
কৃষ্ণ আভীর-বালাভি-রারেভে রাস-খেলিতম্॥ ১৬৬॥

লজ্জিতা অভবন্ গোপ্যো বাসোহৃত্যা পুরা ভৃশম্।
প্রত্যাখ্যাতা স্তুতস্তা হি কৃষ্ণেনেতি তদোদিতম্॥ ১৬৭॥

অধুনা তু সবস্ত্রাস্তা অনুজগ্রাহ কেশবঃ।
কিমর্থমিতি চেৎ চোচ্যং তত্র কিঞ্চিৎ সমুচ্যতে॥ ১৬৮॥

অনন্যভাবনা গোপ্যো দধ্যুঃ কৃষ্ণং নিরন্তরম্।
নষ্টা চ বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং তেনৈব সর্ব্বথা॥ ১৬৯॥

ততো লজ্জাদিকং তাসা-মপযাতং তথাপি তাঃ।
লোকসংগ্রহমিচ্ছন্ত্যো দধুর্বাসাংসি গোপিকাঃ॥ ১৭০॥

সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ কৃষ্ণ-স্তদ্ বিদিত্বৈব সম্প্রতি।
তাভিঃ সহ সমারেভে বিহারং রাসলীলয়া॥ ১৭১॥

গোপীনাং বিষমা দৃষ্টি-স্তাসাং সম্যক্ তিরোহিতা।
তথাপি বীজরূপেণ স্বল্পাহস্তা স্থিতা হৃদি॥ ১৭২॥

ততো ব্রহ্মাদিসেব্যেন লব্ধ্বা কৃষ্ণেন খেলনম্।
কিঞ্চিদ্ গর্ব্বভরস্তাসা-মাসীদ্রাধাং বিনা হৃদি॥ ১৭৩॥

"এবং ভগবতঃ কৃষ্ণা-ল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহ্যধিকং ভুবি॥"১৭৪॥

দেহস্মরণমাত্রেণ কৃষ্ণোহদৃশ্যোহভবৎ তদা।
তাসাং দেহদৃশামেব রাধায়া নতু তৎক্ষণাৎ॥ ১৭৫॥

মনো ন ক্ষমতে স্মর্ত্তুং যুগপদ্ বিষয়দ্বয়ম্।
ন তিষ্ঠতি চ নিশ্চিন্তং বুধ্যতে তদ্ বুধৈ র্ধ্রুবম্॥ ১৭৬॥

যদা মনসি কৃষ্ণোঽস্তি নাস্ত্যন্যৎ তত্র নিশ্চিতম্।
কৃষ্ণশ্চাপসরত্যেব মনসোঽন্য-বিভাবিতাৎ॥ ১৭৭॥

অহন্তা মমতা যাব-দ্দেহে স্যাদ্দৈহিকে তথা।
অদৃশ্যো ভগবাংস্তাবদ্ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৭৮॥

ইতি তত্ত্বসূচিকেয়ং লীলা ভগবতা কৃতা।
গোপীনাং গর্ব্বমাপাদ্য স্বয়ঞ্চাভূৎ তিরোহিতঃ॥ ১৭৯॥

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" ১৮০॥

ইতি শিক্ষানুসারেণ দম্ভিমান্যসহিষ্ণবঃ।
হরিগানেঽপ্যনর্হাশ্চেৎ কিমু শ্রীহরিদর্শনে॥ ১৮১॥

তত্রাপি কিমু বক্তব্যং বিহারে হরিণা সহ।
তদ্যুক্তং গর্ব্বিতানাং যৎ শ্রীকৃষ্ণোঽদর্শনং গতঃ॥ ১৮২॥

অতএব কঠশ্রুত্যা বদন্ত্যা তদ্দুরাপতাম্।
ব্রহ্মাপ্তেঃ পদ্ধতিঃ প্রোক্তা ক্ষুরধারের দুর্গমা॥ ১৮৩॥

"তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥" ১৮৪॥

যদুক্তং মুনিবর্য্যেণ "তত্রৈবান্তরধীয়ত"।
তত্রায়ং বুধ্যতে স্পষ্ট-মভিপ্রায়ো হি তাত্ত্বিকঃ॥ ১৮৫॥

তত্রৈব ভগবানাসীৎ কৃষ্ণঃ সর্ব্বগতঃ সদা।
নেত্রেষু নাস্ফুরৎ তাসাং মদমানান্বিতেম্বিতি ॥ ১৮৬ ॥

প্রেমসংসিদ্ধজীবানা-মাদাবেবং ভবেদ্ধ্রুবম্।
ক্ষণেন ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ক্ষণেনাদর্শনং পুনঃ ॥ ১৮৭ ॥

পঞ্চাধ্যায্যাঃ সমাপ্তোঽত্র প্রথমশ্চ ক্ষয়ং গতম্।
গোপিকাহৃদয়াজ্ঞান-পঙ্কপর্ব্বাদ্যপর্ব্ব চ ॥১৮৮॥

ইতি শ্রীরাসলীলামৃতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ততো বৃন্দাটবীমধ্যে লতাপশুতরূন্ প্রতি।
গোপীনাং কৃষ্ণজিজ্ঞাসা তত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে ॥ ১৮৯ ॥

অন্বিষ্যন্তি বুধা ব্রহ্ম সন্মাত্রং স্থাবরেস্বপি।
নেতি নেতি ত্যজন্তোঽত-চ্ছ্রুতিবাক্যানুসারতঃ ॥ ১৯০ ॥

অন্বিষ্যন্তি তথা ভক্তা স্থাবরেম্বপি বিহ্বলাঃ।
চিদানন্দঘনাকারং কৃষ্ণমেতৎ কিমদ্ভুতম্ ॥ ১৯১ ॥

বিজ্ঞায়ৈব বুধা ব্রহ্ম গচ্ছন্তি চরিতার্থতাম্।
প্রেমিকাস্তু ঘনং ব্রহ্ম দিদৃক্ষন্তে স্বচক্ষুষা ॥ ১৯২ ॥

অতঃ শ্রীভগবানাহ সখায়মর্জ্জুনং প্রতি।
সূচয়ন্ ভক্তিমাহাত্ম্যং ভক্তানামাত্মদর্শনম্ ॥ ১৯৩ ॥

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি ॥" ১৯৪ ॥

লোকেঽপি দৃশ্যতে লোকঃ প্রিয়বিচ্ছেদকাতরঃ।
সমীপ্সতি জড়েভ্যোঽপি প্রিয়সংবাদমাত্মনঃ॥ ১৯৫॥

মেঘোঽপি কালিদাসেন যক্ষ-দৌত্যে নিয়োজিতঃ।
কবিকল্পিতগল্পোঽপি বস্তুতঃ সত্যএব সঃ॥ ১৯৬॥

শ্রীরামো ধীরবর্য্যোঽপি সীতা-বিচ্ছেদকাতরঃ।
পপ্রচ্ছ বিপিনে বৃক্ষাং স্তদ্বার্ত্তা মত্যধীরধীঃ॥ ১৯৭॥

মূর্ত্তানন্দং সমাস্বাদ্য যস্তেন বঞ্চিতো ভবেৎ।
তেনৈব বুধ্যতে হ্যেতদ্ গোপীনাং কৃষ্ণমার্গণম্॥ ১৯৮॥

তদিয়ং কৃষ্ণজিজ্ঞাসা নগাদীন্ প্রতি যোষিতাম্।
লীলাত স্তত্ত্বতশ্চাপি সঙ্গতা সঙ্গতা সতাম্॥ ১৯৯॥

অতঃ পরং গোপিকানাং কৃষ্ণলীলাবিড়ম্বনম্।
বর্ণিতং মুনিবর্য্যেণ তচ্চাপি সাধনোত্তমম্॥ ২০০॥

ধ্যেয়স্বরূপতাবাপ্তিঃ সমাধি র্ধাতুরুচ্যতে।
সবিকল্পাবিকল্পাখ্যা-ভেদেন সোঽপিচ দ্বিধা॥ ২০১॥

গোপিকানামিদং যদ্যৎ কৃষ্ণলীলা-বিড়ম্বনম্।
বুধ্যতাং কৃষ্ণচিত্তানাং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥ ২০২॥

যা যাতা যত্র লীলায়া-মত্যন্তাভিনিবিষ্টতাম্।
তদ্ভাবভাবিতা সৈব তৎস্বরূপাভবৎ স্বয়ম্॥ ২০৩॥

লোকেঽপি দৃশ্যতে কশ্চি দত্যন্তাভিনিবেশতঃ।
আত্মানমপরং মত্বা ক্ষণং তদ্ভাবমাপ্নুয়াৎ ২০৪॥

অতশ্চ গোপিকানাং যৎ কৃষ্ণলীলানুবর্ত্তনম্।
লোকত স্তত্ত্বতশ্চৈব নহি কিঞ্চিদসঙ্গতম্॥ ২০৫

প্রাক্ সম্যগ্ভগবৎপ্রাপ্তেঃ সাধকানাং ভবেদয়ম্।
ভাবঃ স চ সতামেব প্রেমিকাণাং সুগোচরঃ॥ ২০৬॥

ব্রজে যা গোপিকা আসন্ শ্রীমদ্ভগবতঃ প্রিয়াঃ।
তাসু সর্ব্বাসু রাধৈব জ্ঞেয়া সর্ব্বোত্তমোত্তমা॥ ২০৭॥

গোলোকবর্ণনে তচ্চ প্রসঙ্গাদ্ দর্শিতং ময়া।
গোলোকচারিণী সৈব ব্রজে প্রকটতাময়াৎ॥ ২০৮॥

রাধিকেতি চ তন্নাম নিত্যমিত্যপি দর্শিতম্।
অতস্তৎপুনরুল্লেখঃ সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজনঃ॥ ২০৯॥

যত্রানন্দ স্ততঃ প্রেম বুধ্যতে তদ্‌বুধৈ ধ্রুবম্।
যত্রানন্দময়ঃ কৃষ্ণো রাধা প্রেমময়ী ততঃ॥ ২১০॥

যা কৃষ্ণারাধনে শ্রেষ্ঠা নিরুক্তা সৈব রাধিকা।
অতো ভাগবতে নাস্তি তস্যা নামাত্র কা ক্ষতিঃ॥ ২১১॥

কৃষ্ণপ্রিয়েতি সম্প্রোক্তে রাধিকাপদ্যতে স্বতঃ।
উভয়োরপ্যভিন্নত্বাৎ শক্তি-শক্তিমতোঃ সদা॥ ২১২॥

গর্ব্বিতাভ্য স্তিরোভূয় গোপীভ্যঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
রাধয়ৈব সহ ক্রীড় ন্নাসীল্লীলারসপ্রিয়ঃ॥ ২১৩॥

তস্যা যাবন্ন গর্ব্বোঽভূ-দ্ভগবৎপ্রাপ্তিসম্ভবঃ॥
কৃষ্ণেন সঙ্গতা তাব-দাসীৎ সানন্দসংপ্লুতা॥ ২১৪॥

গর্ব্বিতা সাপি কৃষ্ণাংস-মারুরুক্ষুরভূদ্ যদা ।
নাপশ্যত্তৎক্ষণে তুষ্টা প্রেষ্ঠাপি কৃষ্ণবিগ্রহম্ ॥ ২১৫ ॥

তচ্চ পূর্ব্বং যথা জ্ঞানং কৃষ্ণাদর্শনকারণম্ ।
বিবৃতং তৎ পুনর্নাত্র দ্বিরাবৃত্ত্যা প্রয়োজনম্ ॥ ২১৬ ॥

ব্রজে সহচরাঃ সর্ব্বে শ্রীদাম-সুবলাদয়ঃ ।
আরোহন্তিস্ম কৃষ্ণাংসং রাধা তু বাধিতা কথম্ ॥ ২১৭ ॥

ইত্যেষা যদি কস্যাপি জিজ্ঞাসা জায়তে তদা ।
সুমহদ্ভাববৈষম্যং তেষাং তস্যাশ্চ বুধ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

সখীনাং সখ্যভাবো হি কৃষ্ণাংসারোহসাধকঃ ।
রাধায়াঃ সুমহান্ গর্ব্ব-স্তদংসারোহব ধকঃ ॥ ২১৯ ॥

পূর্ব্বং হরিপরিত্যক্তা গোপ্যোঽন্বিষ্যন্ত্য ঈশ্বরম ।
তৎপদাঙ্কান্ সমালোক্য তানেবান্বসরন্ মুদা ॥ ২২০ ॥

লোকেঽপি ভূমিসংলগ্ন-পদচিহ্নানুসারতঃ ।
করোতি সর্ব্বদা লোকঃ প্রনষ্টজনমার্গণম ॥ ২২১ ॥

তদ্বেঽপি ভক্তবর্য্যাণাং ত্রিতাপ-তাপিতাত্মনাম্ ।
কা গতিঃ কৃষ্ণলাভায় তৎপদানুগতিং বিনা ॥ ২২২ ॥

ততো রাধাপদাঙ্কাংশ্চ দৃষ্ট্বা যদ্যৎ সমব্রুবন্ ।
গোপিকা বুধ্যতাং তত্তৎ কেবলং রসপোষকম্ ॥ ২২৩ ॥

রাধামুদ্দিশ্য যাস্তাসাং বর্ণিতা মৎসরোক্তয়ঃ ।
তাশ্চাপি কৃষ্ণভক্তানাং ভূষণং নতু দূষণম্ ॥ ২২৪ ॥

মায়িকীমুন্নতিং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্ যদি কস্যচিৎ।
মৎ সরো জায়তে দোষঃ সএব নহি সংশয়ঃ॥ ২২৫॥

কৃষ্ণপ্রেমোন্নতিং দৃষ্ট্বা কস্যচিদ্ যদি কস্যচিৎ।
জায়তে মৎসরঃ সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ঃ স মৎসরঃ॥ ২২৬॥

অথ তা গোপিকাঃ কৃষ্ণ-মন্বিষান্ত্যা ইতস্ততঃ।
অপশ্যন্ বিপিনে স্বাসা' সমভাগ্যবতীং সখীম্॥ ২২৭॥

আরেভিরে তয়া সার্দ্ধং পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-মার্গণম্।
রুদত্যো বিলপন্ত্যশ্চ বৃন্দাবনবনান্তরে॥ ২২৮॥

"ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্র-জ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ॥ ২২৯॥

তন্মনস্কাস্তদালাপা স্তদ বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ॥" ২৩০॥

বনং বৃন্দাবনং নাম বোদ্ধব্যং দ্বিবিধং বুধৈঃ।
বহির্বৃন্দাবনং ভক্ত-হৃদি বৃন্দাবনস্তথা॥ ২৩১॥

পূর্ণশ্রীভগবৎপ্রেম-চন্দ্রচন্দ্রিকয়াঞ্চিতে।
হৃদ্বৃন্দাবিপিনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি বহিশ্চ তে॥ ২৩২॥

অভিমানান্ধসংছন্নে সংপশ্যন্তি ন যে হৃদি।
কৃষ্ণং তে নহি পশ্যন্তি বহির্বৃন্দাবনেঽপি চ॥ ২৩৩॥

ন বুধ্যতে স্ম গোপীভিঃ কৃষ্ণাদর্শনকারণম্।
অন্তস্তম স্ততঃ কৃষ্ণো বহিরন্বেষিতো বৃথা॥ ২৩৪॥

রম্যং বনং সমালোড্য স্বশক্ত্যেব হৃদীশ্বরম্‌।
কৃষ্ণং বহিস্করিষ্যাম ইতি তাসামভূত্তমঃ ॥ ২৩৫ ॥

ইদানীমভিলক্ষ্যৈব হৃত্তমো মূলবৈরিণম্‌।
তূর্ণং চূর্ণিতদর্পাভি-র্নিবৃত্তং কৃষ্ণমার্গণাৎ ॥ ২৩৬ ॥

অতো-মূলে তমঃশব্দো লীলায়াং ধ্বান্তবাচকঃ।
তত্ত্বে তু হৃদয়োদ্ভূত-দেহাভিমানলক্ষকঃ ॥ ২৩৭ ॥

তদানীং সাভিমনানা-মাসীদ্দেহস্মৃতিঃ পুনঃ।
অধুনানভিমানাস্তা নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ২৩৮ ॥

মোহিতা মায়য়া জীবাঃ সর্ব্বেষু সমমীশ্বরম্‌।
মন্যন্তে বিষমং শশ্বৎ স্বকর্ম্মফলভোগিনঃ ॥ ২৩৯ ॥

স্বদোষং পূর্ব্বমজ্ঞাত্বা গোপ্যঃ কৃষ্ণমদূষয়ন্‌।
স্বদোষমধুনা বুদ্ধ্বা তদ্‌গুণানেব তা জগুঃ ॥ ২৪০ ॥

"পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমন-কাঙ্ক্ষিতাঃ ॥" ২৪১ ॥

সুগমেঽপি চ পদ্যেঽস্মিন্‌ বোদ্ধব্যমস্তি তাত্ত্বিকম্‌।
তট্টীকায়াঞ্চ বোদ্ধব্যং বিদ্যতে তদ্‌বিবিচ্যতে ॥ ২৪২ ॥

পূর্ব্বং যত্রাভবদ্‌ গোপ-যোষিতাং কৃষ্ণসঙ্গতিঃ।
তত্রৈব পুনরাগত্য জগুস্তাঃ কৃষ্ণসদ্‌গুণান্‌ ॥ ২৪৩ ॥

কৃষ্ণাগমনমিচ্ছন্ত্যো নির্ব্বিণ্ণাঃ কৃষ্ণমানসাঃ।
ইতি শ্রীস্বামিপাদানাং টীকার্থস্তত্ত্বগর্ভকঃ ॥ ২৪৪ ॥

স্বস্বরূপে স্থিতো জীবো ব্রহ্মানন্দং সমশ্নুতে।
স্ববিচ্যুতো গুণৈর্ব্বদ্ধো দূয়তে চ দিবানিশম্॥ ২৪৫

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ সম্মতশ্চ পতঞ্জলেঃ।
জ্ঞায়তে স চ শাস্ত্রজ্ঞৈঃ সর্ব্বৈরেব ন সংশয়ঃ॥ ২৪৬

স্বস্বরূপে স্থিতা গোপ্যঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণমুপাগতাঃ।
ততস্তদ্-বিচ্যুতাঃ কৃষ্ণ-মদৃষ্ট্বা রুরুদু র্ভৃশম্। ২৪৭॥

অধুনা তু পুনস্তত্র স্বরূপে সমবস্থিতাঃ।
কৃষ্ণমেব জগুর্দধ্যু-র্বিস্মৃতা দেহদৈহিকম্॥ ২৪৮॥

যা নাড়ী সাত্ত্বিকী দেহে সুষুম্নেতি প্রকীর্ত্ত্যতে।
কালিন্দী সৈব বিজ্ঞেয়া বহির্বৃন্দাবনে নদা॥ ২৪৯॥

এতদ্ বৃত্তঞ্চ তন্ত্রেঽস্তি গৌতমীয়ে সুবিস্তৃতম্।
শ্রীমৎসনাতনৈশ্চাপি স্বটীকায়াং ধৃতঞ্চ তৎ॥ ২৫০॥

অতএব চ তত্তীরে কৃষ্ণঃ ক্রীড়তি সর্ব্বদা।
ততঃ কৃষ্ণঃ সমালভ্যঃ কালিন্দীতীরমাশ্রিতৈঃ॥ ২৫১॥

অতএব চ নির্ব্বিণ্ণাঃ শুদ্ধসত্ত্বাশ্চ গোপিকাঃ।
আশ্রিতা স্তন্নদীতীরং কৃষ্ণদর্শনবাঞ্ছয়া॥ ২৫২॥

পঞ্চাধ্যায্যাঃ সমাপ্তোঽত্র দ্বিতীয়শ্চ ক্ষয়ং গতম্।
গোপিকাহৃদয়াজ্ঞান-পঞ্চপর্ব্বদ্বিতীয়কম্॥ ২৫৩॥

ইতি শ্রীরাসলীলামৃতে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ততো গোপ্যো মিলিত্বৈব সুনির্ব্বিণ্নাঃ সরিত্তটে।
বিলেপুঃ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য বিস্মৃত্য দেহদৈহিকম্॥ ২৫৪॥

ন কশ্চিদ্ বিদ্যতে তত্ত্ব-বিচারস্তত্র যদ্যপি।
তথাপি সাধনালম্বি কিঞ্চিদ্ বক্তব্যমস্তি চ॥ ২৫৫॥

জ্ঞানী যোগী চ ভক্তশ্চ ত্রিবিধাঃ সাধকা মতাঃ।
স্বস্বপদ্ধতিমাশ্রিত্য তেঽন্বিষ্যন্তি পরং সুখম্॥ ২৫৬॥

একাকী যততে সিদ্ধ্যৈ জ্ঞানী রহসি সংস্থিতঃ।
তথৈব যততে যোগী প্রাণায়াম-পরায়ণঃ॥ ২৫৭॥

যতন্তে তু মিলিত্বৈব প্রেমিকাঃ প্রেমিকৈঃ সহ।
শ্রীমদ্ভগবতোঽপ্যত্র সম্মতির্দৃশ্যতে ক্রমাৎ॥ ২৫৮॥

"বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥২৫৯॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ২৬০॥

"যোগী যুঞ্জীত সতত মাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" ॥ ২৬১॥

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ২৬২॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥" ২৬৩॥

বিবিক্তং সেবতে জ্ঞানী যোগীচ কামতো ভয়াৎ।
ভজন্তি মিলিতা এব ভক্তা মদনমোহনম্ ॥ ২৬৪ ॥

রোদনঞ্চাপি গোপীনাং মুনিনা সারদর্শিনা।
সঙ্গীতমিতি যন্নাম্না নির্দ্দিষ্টং শোভনং হি তৎ ॥ ২৬৫ ॥

রোদনং বন্ধুবিত্তার্থং রোদনং হ্যেব দুঃখদম্।
কৃষ্ণার্থং রোদনং কিন্তু সঙ্গীতবৎ সুখপ্রদম্ ॥ ২৬৬ ॥

গোপী-রোদন-পদ্যানাং গ্রন্থবৃদ্ধিমনিচ্ছতা।
সমুদ্ধৃত্য ময়া মূলাৎ পদ্যদ্বয়ং প্রদর্শ্যতে ॥ ২৬৭ ॥

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ২৬৮ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥" ২৬৯ ॥

এষা গীতিঃ কুসংসার-নির্ব্বেদপ্রাপ্ত্যনন্তরম্।
প্রাক্ চ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তেঃ স্বাভাবিক্যেব সদ্ধিয়াম্ ॥২৭০॥

পঞ্চাধ্যায্যাস্তৃতীয়েন সার্দ্ধমাপ্তং সমাপনম্।
গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঙ্কপর্ব্ব-তৃতীয়কম্ ॥ ২৭১ ॥

ইতি শ্রীরাসলীলামৃতে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তা দৃষ্ট্বা গোপিকাঃ কৃষ্ণঃ স্বদর্শনসমুৎসুকাঃ।
প্রেমাকৃষ্টঃ স্বতন্ত্রোঽপি প্রাদুর্ভূতোঽস্বতন্ত্রবৎ ॥ ২৭২ ॥

"তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥" ২৭৩ ॥

দূরে ব্রহ্ম সমীপেচ সর্ব্বান্তর্ব্বহিরেব চ।
লীলয়া কৃষ্ণ এতস্যাঃ শ্রুতেরর্থমদর্শয়ৎ ॥ ২৭৪ ॥

ভ্রমতোঽপ্যখিলং বিশ্বং ব্রহ্ম দূরে দুরাত্মনঃ।
সমীপে শুদ্ধচিত্তস্য স্বগৃহে বসতোঽপি চ ॥ ২৭৫ ॥

অন্বিষ্য সর্ব্বতো গোপ্যো নাপুঃ কৃষ্ণং মদান্বিতাঃ।
অধুনা নির্মদাস্তাস্তু প্রাপুস্তং স্বয়মাগতম্ ॥ ২৭৬ ॥

সহসা পরমানন্দ-রূপং মদনমোহনম্।
দৃষ্ট্বা তা যুগপৎ সর্ব্বা ভোক্তুমৈচ্ছন্ সসম্ভ্রমম্ ॥ ২৭৭ ॥

কৃষ্ণদর্শনসম্ভূত আনন্দো গোপযোষিতাম্।
তৈরেব বুধ্যতে কৃষ্ণো যে দৃষ্টোঽন্তর্ব্বহিঃ স্থিতঃ ॥ ২৭৮ ॥

স চ শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ সদৃষ্টান্তং প্রদর্শিতঃ।
বহুধা বিবৃতশ্চাপি স্বামিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ২৭৯ ॥

"সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোক-পরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ।
জহু র্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ।" ২৮০

বহ্বর্থাঃ স্বামিভির্দিষ্টা যদ্বেত্ত্যুক্ত্বা যতো যতঃ।
তত্র তত্রৈব বোদ্ধব্য-শ্চরমস্তৎ-সুসম্মতঃ ॥ ২৮১ ॥

তন্ময়াশ্রিত্য তেষাং তং চরমার্থং বিতন্যতে ।
তদভিপ্রায় এতস্মিন্ সুধীসন্তুষ্টয়ে পুনঃ ॥ ২৮২ ॥

জাগরে স্থূলদেহেঽস্মিন্ স্থূলৈরেবেন্দ্রিয়ৈ র্বহিঃ ।
স্থূলভুঙ মোদতে জীব-স্তদভাবে চ ক্লিশ্যতি ॥ ২৮৩ ॥

স্বপ্নেঽসৌ সূক্ষ্ম-দেহে চ জীবঃ সূক্ষ্মৈস্তথেন্দ্রিয়ৈঃ ।
আস্বাদ্য বিষয়াভাসং মোদতে দূয়তে তথা ॥ ২৮৪ ॥

নিরিন্দ্রিয়ে কারণেতু সুষুপ্তৌ জীব একলঃ ।
অন্তর্মুখঃ পরিষ্বজ্য প্রাজ্ঞমেতি সুনির্ব্বৃতিম্ ॥ ২৮৫ ॥

সুষুপ্তি-সাক্ষিণং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য জীবো যথা ভবেৎ ।
সুনির্ব্বৃতা স্তথা গোপ্য আসন্ শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গতাঃ ॥ ২৮৬ ॥

সমাধিস্থঃ সুষুপ্তো বা হৃদ্যেব সুখমশ্নুতে ।
অন্তঃ সুখস্তু গোপীনাং বহিশ্চ সুখবিগ্রহঃ ॥ ২৮৭ ॥

তাসাং কামোদ্ভবো দূরে গোপীনাং কৃষ্ণলাভতঃ ।
সর্ব্বকামোপশান্তিস্তু জাতেতি মুনিনোদিতম্ ॥ ২৮৮ ॥

"তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিধূত-হৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈ-
রচীক্লৃ-পন্নাসনমাত্ম-বন্ধবে ॥" ২৮৯ ॥

স্বামি-পাদ-পদাঙ্কানু-সারতঃ সংবিতন্যতে ।
মুন্যুক্তস্তত্র দৃষ্টান্তঃ সুখবোধায় সদ্ধিয়াম্ ॥ ২৯০ ॥

স্বচেষ্টয়া বনে কৃষ্ণ-মন্বিষ্যন্ত্যোহবলাঃ পুরা ।
কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিতাভি র্হি শ্রুতিভিঃ সহ সম্মিতাঃ ॥২৯১॥

ততো নির্ব্বেদমাপন্নাঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন-তৎপরাঃ ।
জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিতাভিশ্চো-পমিতাঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥ ২৯২ ॥

কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিতা বেদা নিষেধ-বিধি-বিপ্লুতাঃ ।
উপাদিশ্যাপি কর্ম্মাণি নচৈবোপরতিং গতাঃ ॥ ২৯৩ ॥

জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিতা বেদাঃ নিবৃত্তি-মার্গদেশিকাঃ ।
নির্দ্দিশ্য পরমং ব্রহ্ম নিবৃত্তাঃ পূর্ণতাং গতাঃ ॥ ২৯৪ ॥

গোপিকাশ্চ তথা কৃষ্ণং ন প্রাপুঃ কায়কর্ম্মণা ।
নির্ব্বিণ্ণাশ্চ ততঃ প্রাপুঃ পরাং শান্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥ ২৯৫ ॥

যজ্ঞাদি-শ্রৌত-কর্ম্মাণি কৃত্বা জীবঃ স্বচেষ্টয়া ।
ন ব্রহ্ম লভতে শান্তিং কদাপি নহি গচ্ছতি ॥ ২৯৬ ॥

নির্ব্বিণ্ণশ্চ ততঃ কালে ব্রহ্ম লব্ধ্বা সুখী ভবেৎ ।
ইতি সিদ্ধান্ত-সারোহি বুধ্যতে বেদবিদ্‌বরৈঃ ॥ ২৯৭ ॥

কৃতার্থা অপি গোপ্যস্তাঃ স্বোত্তরীয়-কৃতাসনাঃ ।
সিষেবিরে পুনঃ কৃষ্ণং যুক্তং তৎ প্রেমবর্ত্মনি ॥ ২৯৮ ॥

প্রেমিকা মুক্তিমাপ্ত্বাপি ভগবন্তমুপাসতে ।
এতৎ প্রেমরহস্যং হি প্রেমিকৈরেব বুধ্যতে ॥ ২৯৯ ॥

উবাচ তচ্চ সুস্পষ্টং নৃসিংহ-তাপনীশ্রুতিঃ ।
সম্মতং তচ্চ ধীমদ্ভিঃ স্বামিভিঃ শঙ্করৈরপি ॥ ৩০০ ॥

ততশ্চ গোপর মাণাং কৃষ্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
প্রশ্নোত্তর-কথা জাতা সদ্ভক্তচিত্ত-মোদকাঃ ॥ ৩০১ ॥

"ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্-বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥" ৩০২ ॥

এষ শ্রীব্রজবালানাং প্রশ্নোঽভিমান-গর্ভকঃ।
উত্তরং তত্র কৃষ্ণস্য মূলোক্তং দর্শ্যতে ময়া ॥ ৩০৩ ॥

"মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥ ৩০৪ ॥

"ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ৩০৫ ॥

"ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্ত-কামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ৩০৬ ॥

"নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ৩০৭ ॥

"এবং মদর্থোজ্ঝিত-লোক-বেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ৩০৮ ॥

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধু কৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্‌ দুর্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্‌ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥" ৩০৯ ॥

অনুগ্রহং প্রতীক্ষন্তে নিগৃহীতা অপি স্থিরাঃ।
যে ভক্তা ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১০ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য ভগবন্তমুপাসতে।
যে ভক্তা ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১১ ॥

সংসার-বন্ধনং ছিত্বা কৃষ্ণমেব ভজন্তি যে।
তমেব-ভগবন্তং তে প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৩১২ ॥

ঋণী তেষু ভবেৎ কৃষ্ণঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিতঃ।
ঋণী যস্য পদে শশ্বদ্‌ ব্রহ্মাপি সুরবন্দিতঃ॥ ৩১৩ ॥

এতাবদ্‌ গ্রন্থ-সন্দর্ভৈঃ স্পষ্টমেব প্রতীয়তে।
লীলয়াদর্শয়ৎ কৃষ্ণঃ স্বয়মেব স্বসাধনম্‌॥ ৩১৪ ॥

লীলেয়ং ভগবৎ প্রাপ্তেঃ সাক্ষাৎ সাধনমেব হি।
শৃঙ্গার-রস-বার্ত্তাপি প্রাকৃতী নাত্র বিদ্যতে॥ ৩১৫ ॥

পঞ্চাধ্যায্যাশ্চতুর্থোঽত্র সমাপ্তশ্চ ক্ষয়ং গতম্‌।
গোপিকা-হৃদয়াজ্ঞান-পঙ্ক-পর্ব্ব-চতুর্থকম্‌॥ ৩১৬ ॥

ইতি রাস-লীলামৃতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

এতাবতাপি লীলেয়ং শুদ্ধা ভাগবতী পুনঃ।
দৃশ্যতে যৈ রসদ্দৃষ্ট্যা দূরতস্তান্নমাম্যহম্‌॥ ৩১৭ ॥

তত*চাভি-নিবেশাখ্যাজ্ঞানস্থ শেষ-পর্ব্বণি।
নষ্টে প্রেম-স্বরূপাভিঃ সহ রাসোঽভবদ্ধরেঃ॥ ৩১৮॥

"তত্রারভত গোবিন্দো রাস-ক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈ-রন্যোন্যাবদ্ধ-বাহুভিঃ॥ ৩১৯॥

"রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৩২০॥

"প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্-বিমান-শত-সঙ্কুলম্॥ ৩২১॥

"ততো দুন্দুভয়ো নেদু-র্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্ যশোঽমলম্॥ ৩২২॥"

প্রসঙ্গং প্রাপ্য রাসার্থঃ প্রাগেব বিবৃতো ময়া।
শ্রীমৎসনাতনৈর্ভক্ত-শীর্ষণ্যৈঃ সচ সম্মতঃ॥ ৩২৩॥

রাসো রসকদম্বোঽয়ং যৌগার্থ স্তৈঃ কৃতো যতঃ।
স্বাদ্য-সর্ব্বরসানাঞ্চ সমষ্টী রাস এব হি॥ ৩২৪॥

রস্যতে স্বাদ্যতে যোঽসৌ রস ইত্যভিধীয়তে।
ইত্যলঙ্কার-কারাণাং ব্যুৎপত্তী রসশব্দগা॥ ৩২৫॥

মনোবাক্-কায়-সাধ্যানি যানি কর্ম্মাণি যে জনাঃ।
কুর্ব্বন্তি তেষু তেষাং বৈ প্রবৃত্তিঃ সুখ-লিপ্সয়া॥ ৩২৬॥

কুর্ব্বন্তস্তানি কর্ম্মাণি স্বাদ্যন্তে সুখমাত্রকম্।
অতো হি রস-শব্দার্থ আনন্দে পর্য্যবস্যতি॥ ৩২৭॥

আনন্দাঃ সন্তি যাবন্তো ভৌমা দিব্যাশ্চ ভোগজাঃ।
ধ্যানজা জ্ঞানজাশ্চৈব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব এব তে ॥ ৩২৮ ॥

আনন্দস্যোপজীবন্তি মাত্রাং তস্যৈব জন্তবঃ।
ইত্যস্তি পরম-ব্রহ্ম সমুদ্দিশ্য শ্রুতের্বচঃ ॥ ৩২৯ ॥

আনন্দা যদি সর্ব্বে স্যু ব্র্হ্মণ্যেব তদা কিমু।
বক্তব্যং তৎ প্রতিষ্ঠায়াং কৃষ্ণে তে সন্তি সর্ব্বদা ॥ ৩৩০ ॥

তমেব কৃষ্ণমাশ্রিত্য গোপীনামুৎসবো হি যঃ।
রসকদম্বরূপোঽসৌ রাসইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৩১ ॥

সাধ্যতে রাসশব্দশ্চ রসশব্দাৎ কৃতে ঘঞি।
তত্রাপি রাসশব্দোঽসৌ রসকদম্ববাচকঃ ॥ ৩৩২ ॥

রাসো হি নর্ত্তকীবৃন্দ-যুক্তো নৃত্য-বিশেষকঃ।
ইত্যর্থঃ স্বামিনাং বাহ্য-স্তাত্ত্বিকস্তু পুরোদিতঃ ॥ ৩৩৩॥

নর্ত্তকীনৃত্যরূপো যো রাসো বাহ্য উদীরিতঃ।
তন্মিষেণ পরানন্দ--পরোঽয়ং রাস ঐশ্বরঃ ॥ ৩৩৪ ॥

স্বামিভিঃ পূর্ব্বমুক্তং হি রাসলীলা-বিড়ম্বনম্।
তত্ত্বস্তু তন্মিষেণৈব কামজয়-প্রদর্শনম্ ॥ ৩৩৫ ॥

গোপীনাং নিত্যসিদ্ধানাং সিদ্ধানাং সাধনৈস্তথা।
মূর্ত্তানন্দরসাস্বাদো রাসার্থস্তাত্ত্বিকস্ততঃ ॥ ৩৩৬ ॥

জীবানাং পুংশরীরেঽপি গোপীভাবভৃতাত্মনাম্।
হৃদ্‌ব্রজে রাসলালেয়ং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩৭ ॥

ততস্তে চিন্ময়ং লব্ধ্বা গোপীদেহমনশ্বরম্।
গোলোকে সহ কৃষ্ণেন রমন্তে নিত্যমেব হি ॥ ৩৩৮ ॥

তামেব বিমলাং লীলাং বনে বৃন্দাবনে বিভুঃ।
ভক্তচিত্ত-বিনোদার্থং ভক্তাধীনোঽভিনীতবান্॥ ৩৩৯ ॥

আনন্দো নরনারীণাংনৃত্যগীতরতোদ্ভবঃ।
ভোগানন্দেষু সর্ব্বেষু মর্ত্ত্যেঃ মিষ্টতমো মতঃ ॥ ৩৪০ ॥

তন্মিষেণ ততো লোকে শ্রীমদ্ভগবতা কৃতম্।
অপ্রাকৃতপরানন্দ-সন্দোহ-দিক্ প্রদর্শনম্ ॥ ৩৪১ ॥

ততো দৃষ্টান্তিতঃ শ্রুত্যা তৈনৈব ভগবদ্রসঃ।
তস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ো দৃশ্যতাং দর্শ্যতে ময়া ॥ ৩৪২ ॥

পরিষ্বক্তঃ স্ত্রিয়া মর্ত্ত্যো বিস্মরেদ্ বাহ্যমন্তরম্।
জীবশ্চ বিস্মরেৎ সর্ব্বং পরিষ্বক্তস্তথাত্মনা ॥ ৩৪৩ ॥

প্রবিষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণ-স্তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
নৃত্যতিস্মেতি যত্তচ্চ তস্মিন্ সঙ্গতমেব হি ॥ ৩৪৪ ॥

একএব স্থিতস্তাভিঃ প্রেমরূপাভিরচ্যুতঃ।
প্রত্যেকং সর্ব্বতঃ স্বস্যা দৃষ্টঃ সর্ব্বগতো হি সঃ ॥ ৩৪৫ ॥

একস্যাপি সতস্তস্য ব্রহ্মণো বহুতা শ্রুতৌ।
বহুত্র দৃশ্যতে তস্মাদ্ বিস্ময়ো নাত্র কশ্চন ॥ ৩৪৬ ॥

যুগপচ্ছতভক্তৈর্হি শতদেশ-গতৈরপি।
ভগবানদ্ভুতৈশ্বর্য্যো দৃশ্যতে স্ব-স্ব সন্নিধৌ ॥ ৩৪ ॥

বিশেষত ইতঃ পূর্ব্বং গোপিকা যুগপদ্ ব্রতম্।
আশ্রিতা যুগপৎ সর্ব্বা বব্রু র্নন্দ-সুতং পতিম্॥ ৩৪৮॥

ভক্তেচ্ছা-বশগঃ শ্রীমান্ ভগবানপি তৎ পুনঃ।
গোপীনাং বাঞ্ছিতং রাসে যুগপৎ সমপূরয়ৎ॥ ৩৪৯॥

এক এব বহূনাং যো বাঞ্ছিতং সংপ্রযচ্ছতি।
তং ভজন্ শান্তিমাপ্নোতি জীব এতচ্ছ্রুতের্মতম্॥ ৩৫০॥

রাসো মণ্ডল-বন্ধেন যদাসীত্তেন সূচিতম্।
স্বশক্তেঃ স্বস্যচানন্ত্যং শ্রীকৃষ্ণেনেতি বুধ্যতে॥ ৩৫১॥

মণ্ডলস্যাদিরন্তশ্চ নির্ণেয়ো নহি কৈরপি।
তদভিপ্রায়িকা তস্যা দ্রচনা মণ্ডলস্য হি॥ ৩৫২॥

অন্যোন্যাবদ্ধবাহূনাং স্ত্রীপুংসাং মণ্ডলস্থিতৌ।
শোভাধিকা ভবেদেতৎ কারণং বাহুমেব হি॥ ৩৫৩॥

অখণ্ডং ভগবদ্রাস-মণ্ডলং সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
পুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তদপ্যাদ্রিয়তে ময়া॥ ৩৫৪॥

"যোজনাযুত-বিস্তীর্ণং তত্রৈব রাস-মণ্ডলম্।
অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মাণং বর্ত্তুলঞ্চন্দ্রবিম্ববৎ॥ ৩৫৫॥

যোজনাযুত-মানং যৎ পুরাণে সম্প্রকীর্ত্তিতম্।
আনন্ত্য-বোধকং তচ্চ মণ্ডলস্যেতি বুধ্যতে॥ ৩৫৬॥

যত্তত্র নৃত্যগীতাদি স্তনালম্ভনচুম্বনে।
তৎসর্ব্বং রসপোষার্থ-মিতি বোধ্যং সুধীজনৈঃ॥ ৩৫৭॥

জলক্রীড়া-বনক্রীড়ে তদভিপ্রায়িকে ধ্রুবম্।
তচ্চাগ্রে ভবিতা ব্যক্তং শ্রীমন্মুনি-মুখাদপি॥ ৩৫৮॥

কৃতবান্ ভগবান্ লীলাং মর্ত্ত্যলোকে নিজেচ্ছয়া।
ক্বচিদ্ভৌতেন দেহেন ক্বচিদ্ বা চিন্ময়েন চ॥ ৩৫৯॥

চিদ্দেহেনৈব কৃষ্ণেন রাসলীলা কৃতা ধ্রুবম্।
গোপীভিঃ প্রেমরূপাভি রতো রতৌ ন সৌরতম্॥ ৩৬০॥

"এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ॥"৩৬১॥

চিন্ময়ে ভগবদ্দেহে ভৌতিকং নাস্তি সৌরতম্।
এতেন রাসলীলায়াং কামো নাস্তীতি দর্শিতম্॥ ৩৬২॥

সংযতেন্দ্রিয়-বেগানাং যোগিনামূর্দ্ধরেতসাম্।
ভক্তানামপি কামিন্যাং ন ভবেৎ সৌরতোদ্ভবঃ॥ ৩৬৩॥

চিদানন্দঘনাকারে তদা যোগেশ্বরেশ্বরে।
কা বা সৌরতবার্ত্তাপি কৃষ্ণে মদনমোহনে॥ ৩৬৪॥

শ্রীমদ্ভগবতো বোধ্যো বিহারো দ্বিবিধো বুধৈঃ।
তন্ময়া সূচিতং পূর্ব্ব মধুনা তদ্ বিতন্যতে॥ ৩৬৫॥

গোলোকে নিত্যলীলায়াং শুদ্ধশক্তি-সমন্বিতঃ।
বিহরন কৃষ্ণরূপেণ স্বানন্দমশ্নুতে স্বয়ম॥ ৩৬৬॥

তদ্‌বিহারে ন সঙ্কল্পো নচ কিঞ্চিৎ ফলান্তরম্।
বিদ্যতে নিত্যসংশুদ্ধ-স্বানন্দাস্বাদনাদৃতে ॥ ৩৬৭ ॥

নারম্ভো ন সমাপ্তিশ্চ তদ্‌বিহারস্য বর্ত্ততে।
দেশতঃ কালতশ্চাপি নিত্যশ্চাসৌ স্বরূপতঃ ॥ ৩৬৮ ॥

তদ্‌বিহারে হি নিত্যো যো রত্যাখ্যো ভাব উত্তমঃ।
আদ্যত্বাৎ পরমত্বাচ্চ স আদ্যো রস উচ্যতে ॥ ৩৬৯ ॥

স্বষ্টেরাদৌ বিহারশ্চ শ্রীমদ্ভগবতোঽপরঃ।
প্রকৃতীক্ষকরূপেণ শক্ত্যা ত্রিগুণয়া সহ ॥ ৩৭০ ॥

তদ্‌বিহারে সিসৃক্ষাস্তি ফলঞ্চ জগদুদ্ভবঃ।
তদ্‌বিহারকথৈবোক্তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জ্জুনং প্রতি ॥ ৩৭১ ॥

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩৭২ ॥"

তত্রাপি নর-দুর্ব্বোধ্যো ভাবো যো রতিনামকঃ।
জগতঃ কারণত্বাচ্চ সোঽপ্যাদ্যো রস উচ্যতে ॥ ৩৭৩ ॥

দ্বাবেব দর্শিতৌ লোকে বিহারৌ হরিণা স্বয়ম্।
আদ্যো বৃন্দাবনে দ্বার-বত্যান্তু দর্শিতোঽপরঃ ॥ ৩৭৪ ॥

লিঙ্গভেদবতাং নারী-নরাণাঞ্চ রতোদ্ভবঃ।
রসোঽপি জন্মহেতুত্বাদ্ জীবস্যাদ্যো রসো মতঃ ॥ ৩৭৫ ॥

জননেন্দ্রিয়-তৃপ্তীচ্ছা-প্রধানত্বাদয়ং রসঃ।
ভৌতদেহোদ্ভবত্বাচ্চ ভুবনেঽশ্লীলতাং গতঃ ॥ ৩৭৬ ॥

সিসৃক্ষামাত্র-মুখ্যত্বাৎ প্রকৃতীশ্বর-যোগজঃ।
অভৌতরূপজত্বাচ্চা-নশ্লীলোঽপি ন নির্ম্মলঃ॥ ৩৭৭॥

গোপীকৃষ্ণবিহারেতু সিসৃক্ষা নাস্তি নাপিচ।
ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তীচ্ছা ততস্তজ্জো রসোঽমলঃ॥ ৩৭৮॥

সামান্যেনাদ্যনামানো যদ্যপ্যেতে রসাস্ত্রয়ঃ।
প্রত্যেকং নাম বোদ্ধব্যং তথাপ্যেষাং পৃথক্ পৃথক্॥৩৭৯॥

শৃঙ্গারো নরনারীণা-মাদ্যশ্চ প্রকৃতীশয়োঃ।
গোপিকাকৃষ্ণয়োর্বোধ্যো মধুরশ্চিৎশরীরয়োঃ॥ ৩৮০॥

মধুরং রসমাস্বাদ্য নিবৃত্তিং যান্তি মানবাঃ।
প্রসিদ্ধাস্তি ততো বাণী "মধুরেণ সমাপয়েৎ"॥ ৩৮১॥

গোপীনাং কৃষ্ণসংযোগে নৈবান্যোঽভূৎ প্রযোজকঃ।
ন বিবাহো ন মন্ত্রশ্চ সম্প্রদাতাচ লৌকিকঃ॥ ৩৮২॥

অনন্যাপেক্ষি যৎপ্রেম তদেব ব্রজযোষিতাম্।
এক এবাভবদ্ধেতু-র্ভগবৎ-পতিলব্ধয়ে॥ ৩৮৩॥

রুক্মিণী-প্রভৃতীনান্তু সকামানাং বরস্ত্রিয়াম্।
বিবাহে সর্ব্বমেবাসীদ্ যল্লোকে শাস্ত্রসম্মতম্॥ ৩৮৪॥

গোপীষু কৃষ্ণভক্তাসু নিষ্কামাসু বহ্বপি।
একস্যামপি সঞ্জাত একোঽপি নহি গর্ভজঃ॥ ৩৮ ॥

মহিষ্যঃ সুষুবুঃ পুত্রান্ দশৈকামপি কন্যকাম্।
প্রত্যেকং ভগবদ্ভুক্তাঃ সকামাস্তা যতোঽভবন্॥ ৩৮৬॥

বৃন্দাবনে ন শোকোঽভূদ্ বন্ধুবিত্ত-বিয়োগজঃ।
একস্যা অপি গোপীষু কৃষ্ণৈকবিত্তবন্ধুষু॥ ৩৮৭॥

পক্ষেতু রুক্মিণী জাতা প্রদ্যুম্নহরণাদ্ ভৃশম্।
শোকার্ত্তা সত্যভামাচ সত্রাজিদপমৃত্যুতঃ॥ ৩৮৮॥

সহসা নাশয়িত্বা চ কৃষ্ণো যদুকুলং মহৎ।
অদর্শয়ৎ সকামানাং সংসারক্ষণসংস্থিতিম্॥ ৩৮৯॥

অতো দ্বারবতীলীলা সংসারার্থ-প্রদর্শিকা।
ব্রজলীলাতু ভক্তানাং পরমানন্দসূচিকা॥ ৩৯০॥

ব্রজেঽপি রাসলীলেয়ং সর্ব্ব-লীলোত্তমোত্তমা।
নরলীলেব সঞ্জাতা ভক্তি-হীনেষু জন্তুষু॥ ৩৯১॥

অতত্ত্বচিন্তকা মর্ত্ত্যা মন্যন্তে মলিনাং ততঃ।
পরানন্দপরাং লীলাং রাসাখ্যামতি-নির্ম্মলাম্॥ ৩৯২॥

তেষামেব প্রবোধায় নৃপবর্য্যেণ সদ্গুরুঃ।
সসম্ভ্রমং শুকঃ পৃষ্টো ভক্ত-বর্য্যো পরীক্ষিতা॥ ৩৯৩॥

"সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ৩৯৪॥

"স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরেদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্॥ ৩৯৫॥

"আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥" ৩৯৬॥

তত্র সচ্চিদ্-ঘনে কৃষ্ণে ধর্ম্মোঽধর্ম্মোঽপি বা কুতঃ।
ইতি কৈমুত্য-ন্যায়েন মুনি র্নৃপমবোধয়ৎ ॥ ৩৯৭ ॥

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ৩৯৮ ॥

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩৯৯ ॥

"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো-যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ ॥ ৪০০ ॥

"কুশলাচরিতৈরেষা-মিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৪০১ ॥

"কিমুতাখিল-সত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্য-দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৪০২ ॥

"যৎ পাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্ত-বপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥" ৪০৩ ॥

সর্ব্বেভ্য এব ভূতেভ্য-স্তেজসা বলবত্তমঃ।
বহ্নিরেতৎ সুবিজ্ঞাতং ভূতলে সকলৈরপি ॥ ৪০৪ ॥

স দগ্ধ্বা সর্ব্বভূতানি শুদ্ধাশুদ্ধানি তেজসা।
তিষ্ঠত্যেব স্বয়ংশুদ্ধো হীয়তে ন হি তেজসা ॥ ৪০৫ ॥

জ্ঞানরূপস্তথা বহ্নিঃ স্বজ্যোতিষাখিলং দহন্।
ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকং দ্বন্দ্বং স্বয়ং তিষ্ঠতি নির্ম্মলঃ ॥ ৪০৬ ॥

তদ্‌ব্রহ্মজ্ঞানমাপন্না জীবা যে সমদর্শিনঃ।
তেজীয়াংসঃ সমুচ্যন্তে তে সর্ব্বে নিরহং-মমাঃ ॥ ৪০৭ ॥

অজ্ঞান-সম্ভবা ভাবা ধর্ম্মাধর্ম্মাদয়ো হি তান্।
ন স্পৃশন্তি বিনশ্যন্তি প্রত্যুত স্বয়মেব হি ॥ ৪০৮ ॥

ব্রহ্মবিৎসু ন লেপোঽস্তি কৃতানামপি কর্ম্মণাম্।
যথাপাং পৌষ্করে পত্রে শ্রুতিরাহেতি সুস্ফুটম্ ॥ ৪০৯ ॥

পুনঃ পুনরুবাচেদং ভগবাংশ্চ রণাঙ্গণে।
অর্জ্জুনংপ্রতি তৎসর্ব্বং গীতায়ামস্তি বর্ণিতম্ ॥ ৪১০ ॥

ব্রহ্মবিৎসু ন লেপঃ স্যাদ্ যদ্ব্যনুষ্ঠিত-কর্ম্মণাম্।
স নাস্তি কিমু বক্তব্যং তদ্‌ব্রহ্মঘন-বিগ্রহে ॥ ৪১১ ॥

যৎ-কৃপালব্ধ-বিজ্ঞানা লিপ্যন্তে নহি কর্ম্মভিঃ।
জীবা অপি স্বয়ং তস্মিন্ কৃষ্ণে কর্ম্মফলং কুতঃ ॥ ৪১২ ॥

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"
ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং গীতাবিদ্‌বিদিতং হি তৎ ॥ ৪১৩ ॥

পাপা এব ন পাপাঃ স্যুঃ পাপাস্তু পাপদর্শিনঃ।
লোকেঽপি সুতরাং পাপ-তমাঃ কৃষ্ণেঽঘদর্শিনঃ ॥ ৪১৪ ॥

অবিদ্যা-বশগাঃ পাপং চরন্ত্যালোচয়ন্তি চ।
তং কথং সংস্পৃশেৎ পাপ-মবিদ্যা যদ্‌বশে স্থিতা ॥ ৪১৫ ॥

দর্শিতং কৃষ্ণনৈর্ম্মল্যং সত্যামপি পরস্ত্রিয়াম্।
পরস্ত্রী বস্তুতো নাস্তি পূর্ণস্যেতি প্রদর্শ্যতে ॥ ৪১৬ ॥

"গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়ন-দেহভাক্ ॥" ৪১৭ ॥

যথা বহ্নি র্জগত্যস্মিন্ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতঃ সদা।
সর্ব্বরূপো ভবন্ ভাতি বহিশ্চাপি ততঃ পৃথক্ ॥ ৪১৮ ॥

তথৈকঃ পুরুষঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বান্তঃ সর্ব্বরূপধৃক্।
বহিশ্চ বর্ত্ততে নিত্য-মিত্যুবাচ কঠশ্রুতিঃ ॥ ৪১৯ ॥

"পরমাত্মা-দ্বয়ানন্দ-পূর্ণঃ পূর্ব্বং স্ব-মায়য়া।
স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ৪২০ ॥

ব্রহ্মাদ্যুত্তম-দেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ।
মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্ ॥" ৪২১ ॥

ইতি পঞ্চদশীকার-সিদ্ধান্তোঽপি চ দৃশ্যতে।
তদ্‌গ্রন্থে বৈদিকে সর্ব্ব-সুধীবর্য্য-সমাদৃতে ॥ ৪২২ ॥

চিন্মাত্র-ব্রহ্মরূপেণ যঃ সদা সর্ব্বরূপধৃক্।
চিদানন্দঘনাকারঃ স কৃষ্ণোঽয়ং বহিঃস্থিতঃ ॥ ৪২৩ ॥

প্রাকৃতাপ্রাকৃতা চেতি লীলা ভগবতো দ্বিধা।
অত্র তে স্মরণীয়ে দ্বে রাসলীলা-বুভুৎসুভিঃ ॥ ৪২৪ ॥

স্বাংশেন হি জগদ্ভূত্বা সুখ-দুঃখ-সমন্বিতম্।
ক্রীড়তি স্বেচ্ছয়া শশ্ব-ল্লীলৈষা প্রাকৃতা মতা ॥ ৪২৫ ॥

"বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ।"
ইতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যং সুস্পষ্টমর্জ্জুনং প্রতি ৪২৬ ॥

তদ্‌বিভুতেশ্চতুর্থাংশ ইদং ভূতময়ং জগৎ।
ত্রিপাদাঃ প্রকৃতেঃ পারে স্ফুটমিত্যাহ চ শ্রুতিঃ ॥ ৪২৭

ত্রিপাদ্ ভূতের্বিলাসো হি প্রকৃতেঃ পরতঃ স্থিতঃ।
স এবাপ্রাকৃতী লীলা নিত্যানন্দ-পরিপ্লুতা ॥ ৪২৬ ॥

নির্ব্বাণ-ন্যক্করীং লীলাং তাং নিনীষুঃ পদাশ্রিতান্।
ব্রজে দীব্যতি দেবেশঃ স্বনিত্য-শক্তিভিঃ সহ ॥ ৪২৭ ॥

পরস্ত্রী-সঙ্গজো দোষ-স্তৎকৃতঃ পরমাত্মনঃ।
পরনার্য্যেব নাস্ত্যস্য সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতঃ ॥ ৪২৮ ॥

ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া এব পরকীয়া ন কেবলম্।
পরকীয়স্তু কৃষ্ণস্য নিখিলং ব্রজমণ্ডলম্ ॥ ৪২৯ ॥

পরকীয়ো ব্রজাবাসঃ পরকীয়া ব্রজেশ্বরী।
মাতা নন্দঃ পিতাচৈব পরকীয়ো ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৪৩০ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-লীলায়াং রামশ্চ রোহিণীসুতঃ।
পরকীয়ো হি কৃষ্ণস্য ভ্রাতা ভগবতস্তথা ॥৪৩১॥

সখায়ঃ পরকীয়াশ্চ শ্রীদামাদ্যা ব্রজার্ভকাঃ।
গোপজাতি স্তথা তস্য পরকীয়ৈব গোকুলে ॥৪৩২॥

গোচারণঞ্চ তৎকর্ম্ম পরকীয়ং ন সংশয়ঃ।
বেশ-ভূষাদিকং সর্ব্বং পরকীয়ং ব্রজে বিভোঃ ॥ ৪৩৩ ॥

জগত্যাং নাস্তি সম্বন্ধঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
সত্যো নিত্যস্তু সম্বন্ধো জীবানাং পরমাত্মনা ॥ ৪৩৪ ॥

মায়য়া মোহয়িত্বা স্বান্ জীবান্ প্রেষ্ঠ্য পরাশ্রয়ে।
যোজয়িত্বা পরৈঃ সার্দ্ধং পরো ভূত্বা স দীব্যতি ॥ ৪৩৫ ॥

এষা তস্য জগল্লীলা বেদান্তেঽপি প্রকীর্ত্তিতা।
ব্রহ্মণা কীর্ত্তিতা চাপি শ্রীমদ্ভাগবতে তথা ॥ ৪৩৬ ॥

"ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুন র্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥৪৩৭॥

জগল্লীলা হরেরেষা নিরাদ্যন্তা প্রবর্ত্ততে।
হিত্বাত্মানং হরিং সর্ব্বে বিক্রীড়ন্তি পরৈঃ সহ ॥৪৩৮॥

বহু ভাগ্যৈ র্যদা যে তু জ্ঞাত্বৈত দাশ্রয়ন্তি তম্।
তদা তান্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বান্তিকং নয়তি স্বয়ম্ ॥ ৪৩৯ ॥

এত ন্মুক্তিপরং জ্ঞানং বিশুদ্ধং করুণাময়ঃ।
প্রত্যক্ষং দর্শয়ামাস শ্রীকৃষ্ণোঽভিনয়ন্ ব্রজে ॥ ৪৪০ ॥

অয়ং হি ব্রজলীলায়াং পরকীয়ো রসো মতঃ।
প্রাপিতোঽতি পবিত্রোঽপি কদর্য্যত্বমকোবিদৈঃ ॥ ৪৪১ ॥

অভিপ্রায়োঽত্র কৃষ্ণস্য পৃষ্টো রাজ্ঞা পরীক্ষিতা।
মুনে র্যদুত্তরং তত্র তন্ময়ালোচ্যতেঽধুনা ॥ ৪৪২ ॥

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥"৪৪৩॥

রসজ্ঞা ভাবুকা ভক্তা হ্যনপেক্ষ্য রতেঃ কথাম্।
রসমাত্রং সমাস্বাদ্য গচ্ছন্তি চরিতার্থতাম্ ॥ ৪৪৪ ॥

অতঃপরো ভবেৎ কো বা-নুগ্রহো ভগবৎ-কৃতঃ।
মর্ত্যেঽবতীর্য্য যদ্ভক্তান্ স্বরসং স্বাদয়েৎ স্বয়ম্ ॥ ৪৪৫ ॥

শৃঙ্গার-রস-বুদ্ধ্যাপি যঃ শৃঙ্গার-রসপ্রিয়ঃ।
শৃণুয়াদ্ভগবল্লীলাং সোঽপি কালে তমেষ্যতি ॥ ৪৪৬ ॥

বস্তুশক্তিঃ সদা জ্ঞান-নিরপেক্ষেতি বুধ্যতে।
বুধৈঃ সর্ব্বৈ স্তথা লোকে সকলৈরবুধৈরপি ॥ ৪৪৭ ॥

প্রভাবো ভগবন্নাম্নঃ স্কান্দেঽস্তি বর্ণিতঃ স্ফুটঃ।
হেলয়াপি বদন্নাম জনো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪৮ ॥

"মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল-নিগম-বল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥" ৪৪৯ ॥

হেলয়াপি বদন্নাম জনো মুক্তিমিয়াদ্ যদি।
খেলয়াপি বদন্নাম-কথং মুক্তিং লভেত ন ॥ ৪৫০ ॥

অভক্তির্ভক্তি-শাস্ত্রে চেদ্ জ্ঞানমাশ্রিত্য দর্শ্যতে।
বৈদান্তিকোঽপি সিদ্ধান্তঃ কৃতঃ পঞ্চদশীকৃতা ॥ ৪৫১ ॥

"সংবাদি ভ্রমবদ্ ব্রহ্ম-তত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।
উত্তরে তাপনীয়েঽতঃ শ্রুতোপাস্তি রনেকধা ॥ ৪৫২ ॥

মণিপ্রদীপ-প্রভয়ো র্মণি-বুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যা-জ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থ-ক্রিয়াং প্রতি ॥৪৫৩॥

দীপোঽপবরকস্যান্ত র্বর্ত্ততে তৎপ্রভা বহিঃ॥
দৃশ্যতে দ্বার্য্যথান্যত্র তদ্বদ্দৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ৪৫৪ ॥

দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণি-বুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণি-বুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ ৪৫৫ ॥

ন লভ্যতে মণি র্দীপ-প্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাশ্যং লভ্যেতৈব মণির্মণেঃ ॥ ৪৫৬ ॥

দীপ-প্রভা-মণি-ভ্রান্তির্বিসংবাদি-ভ্রমঃ স্মৃতঃ।
মণি-প্রভা-মণি-ভ্রান্তিঃ সংবাদ-ভ্রম উচ্যতে ॥ ৪৫৭ ॥

স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা মুক্তিফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তি-ফলপ্রদা" ॥ ৪৫৮ ॥

স্বাভাবিক্যেব জীবানা-মচ্ছিন্নানন্দলব্ধয়ে।
বাঞ্ছাস্তি প্রযতন্তে চ তদর্থং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৪৫৯ ॥

তত্র কেচিত্তদর্থঞ্চ ভগবন্তমুপাসতে।
সাক্ষাদানন্দ-চিন্মূর্ত্তিং চতুরা বিরলা হি তে ॥ ৪৬০ ॥

তল্লিপ্সয়া পুনঃ কেচি-ল্লীলাং ভগবতো জনাঃ।
প্রাকৃতী মভিমত্যৈব শৃণ্বন্তি চ পঠন্তি চ ॥ ৪৬১ ॥

কেচিচ্চ ভব-বার্ত্তায়া-মিচ্ছন্তি পরমং সুখম্।
কায়েন মনসা বাচা তামেবালোচয়ন্তি চ ॥ ৪৬২ ॥

পরমানন্দ লাভায় ভগবন্তং শ্রয়ন্তি যে।
সম্মার্গবর্ত্তিনাং তেষাং তল্লাভে নহি সংশয়ঃ ॥ ৪৬৩ ॥

মত্বাপি প্রাকৃতীং লীলাং শুদ্ধাং ভাগবতীং জনাঃ।
লভেরন্নেব সংবাদি-ভ্রমগাঃ সুখবিগ্রহম্‌ ॥ ৪৬৪ ॥

শক্তিশ্চ ভগবন্নাম্নঃ স্বীকৃতাঽদ্বৈতবাদিনা।
তেন তচ্চাপি সংগৃহ্য ময়াত্র দর্শ্যতে পুনঃ ॥ ৪৬৫ ॥

'জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্‌।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সংবাদি-ভ্রমো মতঃ ॥'' ৪৬৬ ॥

সম্ভবেৎ শাস্ত্রমানং কি-মিতোঽপি বলবত্তরম্‌।
অন্যথা মননেনাপি ভগবৎ-প্রাপ্তি-সাধনে ॥ ৪৬৭ ॥

শৃঙ্গাররসবুদ্ধ্যাপি শৃণ্বন্তো ভগবৎ-কথাঃ।
পঠন্তশ্চাপ্নুবন্ত্যেব ভগবন্তমতো ধ্রুবম্‌ ॥ ৪৬৮ ॥

মানুষং দেহমিত্যস্য ব্যাখ্যা বোধ্যা নরাকৃতিম্‌।
উপক্রমোপসংহারা-ভ্যাসদৃষ্ট্যা সুধীজনৈঃ ॥ ৪৬৯ ॥

অমর্ত্ত্যোঽবতরন্‌ মর্ত্ত্যে ভূতানুগ্রহবাঞ্ছয়া।
চিত্রং যদ্দশচক্রেণ ভূতোঽভূদ্‌ ভগবানপি ॥ ৪৭০ ॥

সুখেপ্সবস্তু যে কেচিদ্‌ ভৌমং ভোগ্যমুপাসতে।
বঞ্চিতাস্তে ভবন্ত্যেব বিসংবাদিভ্রমানুগাঃ ॥ ৪৭১ ॥

কৃষ্ণলীলামুদাহৃত্য যদি কশ্চিদতত্ত্ববিৎ।
পরনার্য্যাং প্রসজ্যেত নিরয়স্তস্য নিশ্চিতঃ ॥ ৪৭২ ॥

যে কেচিদ্ ভক্তভাণেন পাষণ্ডবেশিনস্তথা।
কুর্ব্বন্তি নহি সংস্পৃশ্যা তেষাং ছায়াপি সজ্জনৈঃ॥ ৪৭৩॥

নিরস্য ভগবৎকৃষ্ণ-পরস্ত্রীসঙ্গসংশয়ম্।
ততঃ সন্দর্শিতং কৃষ্ণ-মহৈশ্বর্য্যং মুনীশ্বরৈঃ॥ ৪৭৪॥

"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥" ৪৭৫॥

যস্যাজ্ঞাবর্ত্তিনী মায়া সর্ব্বাসম্ভবসাধিকা।
তৎকার্য্যে বিস্ময়ঃ কো বা কো বাস্তি তত্র সংশয়ঃ॥ ৪৭৬॥

যশোদাপি গৃহাভ্যন্তঃ-শয্যায়াং সুপ্তমেব হি।
শ্রীকৃষ্ণং মন্যতে স্মেতি বোদ্ধব্যং বুদ্ধিমদ্বরৈঃ॥ ৪৭৭॥

এতেন বুধ্যতে গোপ্যো বভূবুর্দ্বিবিধা ইতি।
তত্রৈকাঃ প্রাকৃতা ভোতা শ্চিন্ময্যশ্চ তথাপরাঃ॥ ৪৭৮॥

গৃহেষু প্রাকৃতাস্তস্থু শ্চিন্ময্যো রাসমণ্ডলে।
সর্ব্বশক্তিময়ে কৃষ্ণে নহি কিঞ্চি দসম্ভবম্॥ ৪৭৯॥

ততঃ শ্রীমুনিবর্য্যেণ রাসশ্রবণ-পাঠয়োঃ।
দর্শিতং যৎ ফলং তচ্চ সমুদ্ধৃত্যাত্র দর্শ্যতে॥ ৪৮০॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ-
শ্রদ্ধান্বিতোঽনু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" ৪৮১॥

স্বরূপশক্তিভিঃ সার্দ্ধ-মানন্দঘনরূপিণঃ।
কৃষ্ণস্য নিত্যলীলেয়ং তত্র কামকথা কুতঃ ॥৪৮২ ॥

যদ্রূপসাগরে কামো দুরন্তোঽপি নিমজ্জতি।
কুতঃ কামোদ্ভবস্তস্মিন্ কৃষ্ণে মদনমোহনে ॥ ৪৮৩ ॥

কো নাম মদনস্তাসু ব্রজবালাসু মোহিতঃ।
যৎপ্রেম-সাগরে মগ্নঃ স্বয়ং মদনমোহনঃ ॥ ৪৮৪ ॥

সর্ব্বতো নির্ম্মমত্বং যৎ মমত্বঞ্চ পরং হরৌ।
গোপীত্বং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং নাভীরীত্বন্তু লৌকিকম্ ॥ ৪৮৫ ॥

তৎকাম-দমনীং লীলাং শৃণ্বংশ্চ বর্ণয়ন্ মুহুঃ।
আশু কামং হিনোত্যেত-ন্ন চিত্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮৬ ॥

ন কৃষ্ণো মানুষো ভৌতো মানুষ্যশ্চ ন গোপিকাঃ।
তল্লীলা সুতরাং শুদ্ধা মোক্ষদা নতু মানবী ॥ ৪৮৭ ॥

সারার্থঃ সর্ব্ববেদানাং দর্শিতো হরিণা স্বয়ম্।
অভিনীয় মহারাসং জীবানাং মুক্তিহেতবে ॥ ৪৮৮ ॥

"মুক্তি র্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।
ইতি বেদান্তনির্দ্দিষ্টং বিদ্যতে মুক্তিলক্ষণম্ ॥" ৪৮৯ ॥

জীবাঃ প্রকৃতয়ো নিত্যা-শ্চিন্ময়া দুঃখ-বর্জ্জিতাঃ।
সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সদা তাসা-মানন্দঘনবিগ্রহঃ ॥ ৪৯০ ॥

বিস্মৃত্য স্ব-স্ব-রূপং তাঃ কৃষ্ণমায়াবিমোহিতাঃ।
ভৌতং দেহং সমাশ্রিত্য মন্যন্তে স্বান্তদাত্মিকাঃ ॥ ৪৯১ ॥

স্ব-সেব্যং পরমানন্দং হিত্বা দুঃখমশাশ্বতম্।
সেবন্তে ভৌতিকং বস্তু সুখেপ্সয়া দিবানিশম্ ॥ ৪৯২ ॥

ইদমেবান্যথারূপং জীবানাং সচ্চিদাত্মনাম্।
কারণং সর্ব্বদুঃখানাং তদ্ধিত্বা মুক্তিমশ্বিয়াৎ ॥ ৪৯৩ ॥

স্বকীয়াঃ প্রকৃতীরিত্থং কৃত্বা কৃষ্ণঃ স্বমায়য়া।
পরকীয়াঃ পুনর্ব্বেদ-বাচাহ্বয়তি তাঃ পুনঃ ॥ ৪৯৪ ॥

ইমাং ভাগবতীং লীলাং পণ্ডিতঃ কো ন বুধ্যতে।
গীতোপনিষদো যো হি পঠত্যভিনিবেশবান্ ॥ ৪৯৫ ॥

যদি কশ্চিন্ন বুধ্যেত তদর্থং ভগবান্ স্বয়ম্।
কৃপালু র্দর্শয়ামাস তদর্থং লীলয়া ব্রজে ॥ ৪৯৬ ॥

কৃত্বা স্বাঃ প্রকৃতী রাধা-প্রমুখাঃ পরদারবৎ।
বংশীস্বনেন চাহূয় স্বান্তিকং পুনরানয়ৎ ॥ ৪৯৭ ॥

লক্ষণানি দশোক্তানি পুরাণস্য মহর্ষিভিঃ।
লক্ষণং চরমং তত্র নির্দ্দিষ্টমাশ্রয়াভিধম্ ॥ ৪৯৮ ॥

"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥" ৪৯৯ ॥

আশ্রয়ঃ কীর্ত্তিতো যস্মা-ত্তত্র মুক্তেরনন্তরম্।
তস্মাদাশ্রয় এবাসৌ মুক্তেরপি মহত্তরঃ ॥ ৫০০ ॥

আশ্রয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
বিশ্বেষামাশ্রয়ত্বেন ব্যাখ্যাতঃ স্বামিভিস্তথা ॥ ৫০১ ॥

"দশমে দশমং লক্ষ্য-মাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্‌।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥" ৫০২॥

আশ্রিতাশ্রয়তাং স্বস্য স্বজগদ্ধামতাং তথা।
ব্রজে চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আত্মনঃ পরধামতাম্‌॥ ৫০৩॥

দর্শয়ন্‌ স্বোদরে বিশ্বং জনন্যৈ জগদীশ্বরঃ।
ব্যজ্ঞাপয়ৎ সুবিস্পষ্টং জগদ্ধামত্বমাত্মনঃ॥ ৫০৪॥

বিপদ্ভ্যঃ স্বাশ্রিতান্‌ রক্ষ-ন্নসকৃদ্‌ব্রজবাসিনঃ।
স্বস্য চাদর্শয়ৎ কৃষ্ণ আশ্রিতাশ্রয়তাং পুনঃ॥ ৫০৫॥

স্বানন্দং স্বাদয়ন্‌ গোপীঃ কৃষ্ণো রাসমিষেণচ।
অদর্শয়ৎ সদানন্দং পরধামত্বমাত্মনঃ॥ ৫০৬॥

যাগো যোগস্তপো ধ্যানং ভক্তির্জ্ঞানঞ্চ তাত্ত্বিকম্‌।
যদর্থং বিহিতং সোঽয়ং রাসো বিশ্বফলাৎ ফলম্‌॥ ৫০৭॥

অতঃ শ্রীভগবদ্রাস-লীলা কামবিমর্দ্দিনী।
নিবৃত্তিদায়িনী চৈব নির্ব্বিবাদমিতি স্থিতম্‌॥ ৫০৮॥

পঞ্চাধ্যায়ী সমাপ্তেয়ং গোপ্যোঽজ্ঞানমতীত্য চ।
প্রেম্নাপুঃ পরমানন্দং মধুরেণ সবিগ্রহম্‌॥ ৫০৯॥

ক্ষমতামপরাধং শ্রী-শ্রীরাধা-বল্লভো মম।
যন্নির্ম্মলা ময়া স্পৃষ্টা তল্লীলাতিমলীমসা॥ ৫১০॥

ক্ষমন্তামপরাধং মে শ্রীরাধাদিব্রজাঙ্গনাঃ।
যন্নীচেন ময়া স্পৃষ্টং তৎ কৃষ্ণপ্রেম নির্ম্মলম্‌॥ ৫১১॥

ক্ষমতামপরাধং মে কালোঽসৌ দুর্জ্জয়ঃ কলিঃ।
যদ্‌বসন্‌ বিষয়ে তস্য তদ্‌বৈরিস্তুতিমাচরম্‌॥ ৫১২ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্‌ পরিত্যজ্য কৃষ্ণমেব শ্রয়ন্তি যে।
মূর্ত্তানন্দেন তেনৈব মোদন্তে তে ইতি স্থিতম্‌॥ ৫১৩ ॥

বিভ্রদ্রূপং মদন-দমনং দীব্যদাভীরবালা-
মালামধ্যে যুগপদবলা-যুগ্মমধ্যে চ খেলন্‌।
রাধাকান্তো রতিরসময়ীং নির্ম্মলাং রাসলীলাং
ব্রহ্মানন্দাদপি সুখতরাং ভাতু তন্বন্‌ মদন্তঃ॥৫১৪॥

রাধা রাসেশ্বরী সা মধুররসময়ী কৃষ্ণভক্ত্যেকদাত্রী
তস্যাঃ সখ্যশ্চ সর্ব্বাস্তদনুগতহৃদঃ কৃষ্ণসেবৈকসারাঃ।

শ্রীরাধাবল্লভ-শ্রীচরণ সরসিজ-প্রেমলেশস্য লেশং
সঞ্চার্য্যেমং সুদীনং জনমতিপতিতং সন্ততং শোধয়ন্তু ॥৫১৫॥

ঈশে বংশীধরে কৃষ্ণে অবলাকুলনাশনে।
ভবেদ্‌ ভাগ্যবতামেব বিশ্বাসঃ শাশ্বতঃ সতাম্‌॥ ৫১৬ ॥

ইদং শ্রীবাসুদেবস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ভবতু প্রীতয়ে নিত্যং তল্লীলাঙ্কিতপুস্তকম্‌॥ ৫১৭ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামিনা বিরচিতে
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে রাসলীলামৃতম্‌॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত

প্রভুপাদ-

শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-

ভাগবতাচার্য্য-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

১৪।২।১ বাহির মির্জাপুর রোড,—গড়পার কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল।

মেট্‌কাফ্ প্রেস,

৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৩১ সাল।

মঙ্গলাচরণ।

যম-ভয় যায় দূরে যাহার শরণে।
শরণ লইনু সেই নীরদ-বরণে॥
অরে অন্ধ মন যদি চাহিস নয়ন।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম মধু কর আহরণ॥
কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণমন প্রেমে মাতোয়াল।
শরণ আমার সেই শচীর দুলাল॥
স্বরব্রহ্ম-বংশীরূপে মাতায় ভুবন।
শরণ আমার সেই শ্রীবংশীবদন॥
বেদ বিরচিলা বিধি কৃপায় যাঁহার।
সেই বাসুদেব শুধু শরণ আমার॥
গোলোকপতির গুণ গাবে মর্ত্ত্য নর।
অবোধ হইয়া করি দুরাশায় ভর॥
অথবা উচ্ছিষ্টভোজী পাবেই আহার।
আমি ত উচ্ছিষ্টভোজী সুধী-সবাকার॥
নারায়ণ নরোত্তম নর ব্যাস বাণী।
এ সবে নমিয়া আলোচিবে জয় বাণী।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।

গোলোক-লীলামৃত।

* নমো ভগবতে বাসুদেবায়। *

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামের নাম গোলোক। তিনি অনাদিকাল হইতে নিজ নিত্যধামে নিত্যই বিরাজিত আছেন। ব্রহ্মসংহিতা-নামক অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে—"যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা হইয়াও আপন অংশস্বরূপ চিদানন্দ-রসময় শক্তিগণকে লইয়া গোলোক-নামক নিত্যধামে নিত্য বিরাজিত আছেন, আমি সেই শ্রীগোবিন্দের ভজনা করি"। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত বাক্যানুসারে গোলোকধামে ভগবানের নিত্যাবস্থান অবগত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন গোপালতাপনী শ্রুতিতে গোলোক, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীদিগের বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত আছে; এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সমুদায় উদ্ধৃত করা অসম্ভব। যাঁহারা সবিস্তরে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখিবেন। গোলোক ধাম চিন্ময়; সুতরাং প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুতে দেখিবার বিষয়

নহে। জ্ঞানাঞ্জন-শোধিত প্রেমনেত্রেই উহা দেখিতে পাওয়া যায়; ঐ প্রেমনেত্রের অপর নাম চিদিন্দ্রিয়; ঐ চিদিন্দ্রিয়ই চিদ্‌বস্তু দেখিবার সাধন। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণেও বলিয়াছেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও নিত্যধাম বৈকুণ্ঠধাম, তাহারও পঞ্চাশৎ কোটি যোজনের পরে গোলোক।

ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যক্রিয়ার এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ও ব্রতাদি কাম্যক্রিয়া-কলাপের প্রারম্ভে যে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আচমন করিয়া থাকেন, উহাও অতীন্দ্রিয় ভগবদ্ধামের পরিচায়ক। তাহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই—"জ্ঞানিগণ আকাশে প্রসারিত দৃষ্টির ন্যায় অপ্রতিহত দিব্য-চক্ষুতে বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন।" স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে আপন চিন্ময় ধামের পরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখ অর্জ্জুন! যে স্থানে সূর্য্যা-লোক, চন্দ্রপ্রভা ও অগ্নিজ্যোতির প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে স্থান নিজালোকেই আলোকিত এবং যে স্থানে গমন করিলে জীবগণকে আর জন্ম মৃত্যু অনুভব করিতে হয় না তাহাই আমার পরম ধাম।" সচ্চিদানন্দময় ঐ ভগবদ্ধামের অবধি নাই। উহা আপন অসীম স্বরূপে অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অনন্ত-বিসারিত। শ্রুতিতে কথিত আছে—"এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ভগবদ্‌ভূতির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ যৎকিঞ্চিন্মাত্র এবং ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ প্রকৃতির বাহিরে তাঁহার ত্রিপাদ অর্থাৎ অনন্ত বিভূতি।" স্বয়ং ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"আমি মদীয় একাংশদ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত

করিয়া রহিয়াছি।” ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ভগবদ্ধামের অনন্ততা নষ্ট হয় না, কারণ ভগবদ্ধাম চৈতন্যময় এবং ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্যেরই প্রাকৃতিক পরিণাম। যেমন জলেরই বিকার ফেনাদি অপার জলরাশির বক্ষে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ চৈতন্যেরই বিকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত চৈতন্যসাগরে অনুক্ষণ ভাসিতেছে। অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডও গোলোক; গোলোক ভিন্ন স্থান নাই, তবে অনাবৃত বিশুদ্ধ চৈতন্যময় ধামই গোলোক এবং গুণাবৃত মলিন চৈতন্যময় স্থানই ব্রহ্মাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চিদাকার সনাতন আনন্দময় ও অসীম ভগবদ্ধামই ভগবদিচ্ছায় একাংশে গুণযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিগুণেরই অল্পতা ও আধিক্য-বশতঃ ব্রহ্মলোক হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম হইয়া আসিয়াছে। গুণাবরণ উন্মোচিত হইলেই আনন্দময় বিশুদ্ধ গোলোক প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বস্তুত ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত আমরা সকলেই গোলোকেই অবস্থান করিতেছি। যাঁহারা সাধন-বলে গুণাবরণ উন্মোচন করিতে পারেন, তাঁহারা আপনাদিগকে গোলোকেই অবস্থিত দেখেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মেই অবস্থান করে। ব্রহ্ম ও গোলোক একই বস্তু। রামানুজ প্রভৃতি ভক্ত ভাষ্যকারদিগের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞান-পক্ষপাতী শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতি-সম্মত বৈষ্ণবধাম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার গীতাভাষ্যেও পুনঃ পুনঃ বৈষ্ণবধামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"গো" শব্দের অর্থ কিরণ অর্থাৎ জ্যোতিঃ এবং "লোক" শব্দের অর্থ ভুবন, এই নিমিত্তই জ্যোতির্ম্ময় ভগবদ্ধামের নাম 'গোলোক' হইয়াছে এবং এই নিমিত্তই উহার অন্য কোনও প্রকাশকের প্রয়োজন নাই। যেমন সূর্য্য আপনিই আপনার প্রকাশক,—অন্য কোনও পার্থিব আলোক সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ জ্ঞানালোকে আলোকিত গোলোক-ধামের অন্য কোনও প্রকাশক সম্ভবে না; উহা নিজালোকেই আলোকিত হইয়া সূর্য্যাদি অখিল লোক প্রকাশিত করিতেছে। মানবের মধ্যেও ভাগ্যক্রমে যাঁহার জ্ঞাননেত্র প্রস্ফুরিত হয়, তাঁহার আর চর্ম্মচক্ষু বা সূর্য্যালোকের প্রয়োজন হয় না, তিনি চর্ম্মচক্ষু নিমীলিত করিয়া, এক স্থানেই উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই নিমিত্তই জ্ঞানমূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেবের ভ্রূমধ্যস্থ জ্ঞাননেত্র প্রদীপ্ত সুতরাং অপর নেত্রদ্বয় নিমীলিত। আলোক-বাচক কোনও শব্দ শ্রবণ করিলেই আমরা সূর্য্যাদির আলোক মনে করিয়া থাকি; কিন্তু জ্ঞানালোক তাহা বা তদ্রূপ নহে; সাধন ভিন্ন উহার স্বরূপ ধারণা করা যায় না।

গোলোকধাম তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব এই প্রাকৃতিক ত্রিগুণের অতীত। তথায় তমোগুণ নাই, সুতরাং মৃত্তিকাদি স্থূল পদার্থও নাই, রজোগুণ নাই; সুতরাং অভাব-পূরণার্থ ক্রিয়াকলাপের চাঞ্চল্যও নাই এবং সত্ত্বগুণ নাই; সুতরাং আত্মোন্নতির নিমিত্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরও নাই। কালের অধিকার না থাকায় সেখানে জন্ম, জন্মান্তরাস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, হ্রাস ও ধ্বংস

নাই। উহা অনাদিকাল হইতে একই ভাবে অবস্থিত আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত একই ভাবে থাকিবে। তথায় কোনও প্রকার দুঃখ বা দুঃখমিশ্রিত সুখের সম্ভাবনা না থাকায়, সর্ব্বদাই শান্তি ও নিত্যানন্দের নিত্যলীলা। সেখানে আকাশ নাই, সুতরাং অবকাশোত্থ শব্দও নাই; কিন্তু অবকাশানপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ মধুরস্বর ও মনোহর বাক্যালাপ আছে; সেখানে বায়ু নাই, সুতরাং বায়ুমূলক স্পর্শও নাই; কিন্তু নিত্য-সুখকর শৈত্যানুভব আছে; সেখানে তেজ নাই, সুতরাং তেজোগুণ রূপও নাই; কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে; সেখানে জল নাই, জল-স্বভাব রসও নাই; কিন্তু অমৃতাধিক চিদানন্দ-রসের অনপায়ী আস্বাদন আছে; তথায় ভূমি নাই; ভূমিধর্ম্ম গন্ধও নাই; কিন্তু চিত্তোন্মাদক অবিচ্ছিন্ন অভৌম সৌরভ আছে। সেখানে কর্ম্মেন্দ্রিয় নাই, কিন্তু যদৃচ্ছাকৃত লীলাময় কর্ম্ম আছে; সেস্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই; অথচ অপ্রতিহত অনন্ত-বিসারিত বিজ্ঞান আছে। সেখানে অভিমানাত্মক অহঙ্কার নাই, কিন্তু নিরভিমান সেব্য ও সঙ্কোচশূন্য সেবক আছে; তথায় অনবস্থিত বিকল্পাত্মক মন নাই, কিন্তু আনন্দনিষ্ঠ ঐকান্তিক মনন আছে; তথায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অথচ অবিচলিত অসন্দিগ্ধ বিবেচনা আছে। সেখানে কদর্য্যের প্রতিযোগী সুন্দর নাই, এবং তিক্তের প্রতিযোগী মধুর নাই, কিন্তু ভাবময় মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আছে। ফলতঃ উহা ভাবের রাজ্য, রসের আলয় ও নিত্যানন্দের আধার।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্যাস-বিরচিত বেদান্তদর্শনের শেষ সূত্র ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে শ্রুত্যুক্ত ব্রাহ্মী পুরার পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্বসমক্ষে শ্রুতিবাক্য প্রকাশ করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ; বেদাদি শাস্ত্রবাক্যেও আমার অবিচলিত বিশ্বাস; অতএব শঙ্করোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য অবিকল উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইলাম না; এজন্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ ভাষায় ব্যক্ত করিলাম—"প্রজাপতি ব্রহ্মার সুবিস্তীর্ণ জ্যোতির্ম্ময় লোকে সোমবর্ষী অশ্বত্থবৃক্ষ, সাগর-সদৃশ চিন্ময় সরোবর ও পরম সমৃদ্ধি-শালী ব্রহ্মভবন শোভা পাইতেছে।" অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রায়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার পুরীও জ্যোতির্ম্ময়; অতএব প্রজাপতিরও পতি স্বয়ং ভগবানের নিত্যধাম যে জ্যোতির্ম্ময়, ইহা শাস্ত্রসেবী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার্য্য। গীতোক্ত পরম ধাম, ও শ্রুত্যুক্ত পরম পদ একই অর্থের প্রকাশক, উভয় শাস্ত্রই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধামের অনপনেয় প্রমাণ।

ঐরূপ চিদানন্দময় নিত্যধামে আনন্দঘনবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাঙ্গোপাঙ্গস্বরূপ স্বজনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বানন্দাস্বাদনের আদান প্রদান করিয়া থাকেন;—তাহার বিরাম নাই। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ঘনাবস্থা বা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ সাধারণ জীবের ধারণার বিষয় না হইলেও, শাস্ত্রসম্মত এবং প্রেমিক ভক্তের প্রত্যক্ষ অনুভূত। স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া-ছেন—"আমি ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতের, সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক আনন্দের প্রতিষ্ঠা"। সর্ব্বলোক-সমাদৃত টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামী ভগবদ্বাক্যস্থ "প্রতিষ্ঠা" শব্দের ব্যাখ্যায়

ঘনীভূত ব্রহ্মই বলিয়াছেন। সর্ব্ববেদের সারস্বরূপ গায়ত্রী-মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জগৎ-প্রসবিতা দেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তেজ ধ্যান করি।" ইহাতেও ভগবদ্‌বিগ্রহের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সূর্য্যের তেজ বলিলে, সূর্য্য ও তেজ পৃথক্ পদার্থই বুঝিতে হয়, সেইরূপ গায়ত্রীমন্ত্রোক্ত "দেবের তেজ" এই বাক্যেও দেব ও তেজ এই দুই শব্দে পৃথক্ পদার্থই প্রতীয়মান হয়।

টীকাকার শ্রীধরস্বামী সূর্য্যের ও সূর্য্যপ্রভার দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আরও বিশদভাবে বলিয়াছেন—"যেমন উত্তাপের ঘনীভূত পিণ্ডই সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। যেমন ধনী ও ধন, গুণী ও গুণ এক পদার্থ নহে, সেইরূপ তেজস্বী ও তেজ একই পদার্থ হইতেই পারে না। যিনি তেজস্বী, তিনিই তেজ—এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অসঙ্গত ও অশাস্ত্রীয়। ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলে, শাস্ত্রানুসারে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হয়। অতএব গীতোক্ত "প্রতিষ্ঠা" এবং গায়ত্র্যুক্ত "দেবের" এই দুই পদ যে ভগবদ্‌বিগ্রহই প্রতিপাদন করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মসংহিতাকারও গোবিন্দ-ভজনের ছলে ভগবদ্‌বাক্যের ও শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিশদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত পৃথিব্যাদি অসংখ্য বিভূতির অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত অনন্ত, অশেষভূত অখণ্ড পরব্রহ্ম যাঁহার প্রভামাত্র, আমি সেই গোবিন্দের ভজনা করি।" আরও শ্রুতি বলিয়াছেন—"আচার্য্য, বুদ্ধি ও বিদ্যার সাহায্যে কেহ কখনই পরমাত্মার

দর্শন পায় না; সেই পরমাত্মা যাহাকে কৃপা করেন, তাহার নিকটেই তিনি নিজতনু প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্থলে তনু-শব্দ স্পষ্টই আছে; অতএব ভগবদ্‌বাক্যের এবং শ্রুতি-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, সন্মাত্র, চিন্মাত্র ও আনন্দমাত্রের অতিরিক্ত সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থ অন্য পদার্থের সংমিশ্রণে ঘন হয় এবং অসংমিশ্রণেও ঘন হইয়া থাকে। জল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলে ঘন হয় এবং অমিশ্রিত জলও ঘন হইয়া শিলোপলে পরিণত হয়। সেইরূপ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সৎ, চিৎ, আনন্দও প্রকৃতির গুণসংযোগে স্থূলতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয় এবং ত্রিগুণের অসংযোগেও ঘনাকার ধারণ করে; ঐ ঘনীভূত বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ, আনন্দই ভগবদ্-বিগ্রহের উপাদান। যেমন জলে ও জলোপলে বস্তুগত কিছুই বিশেষ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মে ও ভগবানে বস্তুগত কোনও পার্থক্য নাই; ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, ভগবান্‌ও সচ্চিদানন্দ; তবে, ব্রহ্ম নিরাকার, ভগবান্ সাকার এইমাত্র ভেদ। যেমন জল স্বভাবতই শীতল, আবার ঘন হইলে অধিকতর শীতল হয়, সেইরূপ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম আনন্দকর হইলেও, আনন্দঘন-ভগবদ্-বিগ্রহ যে, অধিকতর আনন্দকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এই নিমিত্তই প্রেমিক ভক্তগণ সাক্ষাৎসেবায় ভগবদানন্দের আস্বাদন পাইয়া ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়া থাকেন।

চিদানন্দঘন ভগবদ্-বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার বসনভূষণাদিও

চিদানন্দঘন। যেমন ভৌতিক ভূমণ্ডলস্থ ভৌতিক মানবগণের অলঙ্কারাদিও ভৌতিক, সেইরূপ চিন্ময়ধামস্থ চিদ্‌বিগ্রহের অলঙ্কারাদিও অবশ্যই চিন্ময়। যদিও নিখিলসৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহে সৌন্দর্য্যসম্পাদক অলঙ্কারাদির প্রয়োজন নাই' তথাপি মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, পত্র, পুষ্প ও ময়ূরপুচ্ছাদি যে যে সুন্দর পদার্থে যে যে সৌন্দর্য্য আছে, প্রেমভরে শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করিলেই, ভগবানের প্রত্যেক অঙ্গে সেই সেই সৌন্দর্য্য যথাযোগ্য সেই সেই পদার্থরূপে, প্রেমিকের প্রেমনেত্রে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে।—ভাবুকের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; সুতরাং সত্য এবং সত্য বলিয়াই সত্যদর্শী মহর্ষিগণ ঐরূপেই ভগবানের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

পরব্রহ্মের রূপের বিষয় আলোচিত হইল, এক্ষণে তাঁহার নামের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত। শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত কৃষ্ণনামের নিরুক্তার্থ এইরূপ,—"কৃষ্‌ ও মূর্দ্ধন্য ণ, এই উভয়ে মিলিত হইয়া 'কৃষ্ণ'শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।" কৃষ্‌ শব্দের অর্থ ভূ অর্থাৎ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং মূর্দ্ধন্য ণএর অর্থ নির্ব্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ অতএব কৃষ্ণ ও মূর্দ্ধন্য ণ এর মিলনের অর্থ অস্তিত্ব ও পরমানন্দের মিলন। মূর্দ্ধন্য ণএর জ্ঞানার্থ বা চৈতন্যার্থও অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় ; সুতরাং অস্তিত্ব, চৈতন্য ও পরমানন্দের মিলনের নামই, 'কৃষ্ণ', অর্থাৎ যে বস্তুতে চৈতন্য ও পরমানন্দের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেই বস্তুই কৃষ্ণ। শ্রুতিতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই পরব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; কৃষ্ণনামক

বস্তুও সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; অতএব শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু; সুতরাং ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করা এবং কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করা একই কথা; অধিকন্তু কৃষ্ণনামে পরমানন্দস্বরূপ পরম রসের অধিকতর আস্বাদন পাওয়া যায়।

পরমাত্মস্বরূপ পরমেশ্বর রূপবান্ হইলেও, প্রাকৃত দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন; তিনি যাহাকে কৃপা করেন, তাহার সম্মুখে আপন অপ্রাকৃত তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদিও শ্রুতির অনেক স্থলে তাঁহাকে অরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কোনও প্রকার রূপ নাই, শ্রুতির এরূপ অভিপ্রায় নহে; প্রাকৃত ভৌতিক রূপ নিষেধ করাই শ্রুতি-বাক্যের অভিপ্রেত। দর্শনেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয়ের নাম রূপ; ভগবানের রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; নতুবা একই শাস্ত্রে একই বস্তুকে একবার অরূপ আবার স্থানান্তরে তনুমান্ বলিলে, বিরুদ্ধবাদের সামঞ্জস্য দুর্ঘট হইয়া উঠে। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রহ্মের তনু আছে কিন্তু রূপ নাই, অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘনবিগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা চর্ম্ম-চক্ষুর গোচর নহে। যাজ্ঞবল্ক মৈত্রেয়ীকে বলিলেন— "অরে আত্মাই জীবের দ্রষ্টব্য।" ইহাতে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, যেমন প্রাকৃত রূপাতিরিক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত বিগ্রহ আছে, সেইরূপ অপ্রাকৃত বিগ্রহ দর্শনের উপযুক্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও আছে। নতুবা যাহার রূপ নাই, তাহা দ্রষ্টব্য হইবে

কিরূপে? এবং যাহা অতীন্দ্রিয়, তাহা দর্শন করিবার সাধনই বা কি? ঐরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে, শিরোহীনের শিরঃপীড়ার ন্যায়, অরূপের দর্শন নিতান্ত হাস্যজনক ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। আরও, অপ্রাকৃত বিগ্রহ স্বীকার না করিলে, "চরণ নাই, কিন্তু চলেন; হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করেন;" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের গতি কিরূপ হইবে? ঐ সকল এবং ঐরূপ বিরুদ্ধার্থক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, বুঝিতেই হইবে যে, ভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট শ্রীবিগ্রহ আছে—অথচ নাই; অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন বিগ্রহ আছে,—মনুষ্যাদির ন্যায় অস্থি-মাংসাদিময় প্রাকৃত শরীর নাই। লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে কায়ক্লেশে সমস্ত বিরুদ্ধবাদেরই এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারা যায়; কিন্তু যেখানে মুখ্যার্থের বাধা সেইখানেই লক্ষণা; মুখ্যার্থের বাধা না থাকিলে লক্ষ্যার্থ করিবার ব্যবস্থা নাই। "দেবদত্ত গঙ্গায় বাস করিতেছে" বলিলে অগত্যা লক্ষণার আশ্রয়ে গঙ্গা শব্দের অর্থ গঙ্গাতীরই করিতে হয়, কেননা গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথ-খাতস্থ জল; জলে মনুষ্যের বাস সম্ভবেনা; কিন্তু সর্ব্বসম্ভব পরমেশ্বরে অসম্ভাবনা কি আছে? বরং যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই অসংখ্য আকারবিশিষ্ট বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতে পারে, তাঁহার নিজের আকার নাই, ইহাই অসম্ভব; অপৌরুষেয় অভ্রান্ত শাস্ত্রের এরূপ সিদ্ধান্ত সুধীগণের অনুমোদিত হইতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা অত্যন্ত নিরাকারবাদী' তাঁহারাও প্রার্থনার সময়ে পরব্রহ্মের কর-চরণাদি উল্লেখ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের বিনা চেষ্টায় পরম

সত্য আপনিই বাহির হইয়া পড়ে; ইহাও ভগবদ্‌বিগ্রহের অন্যতম প্রমাণ। যেমন জলমগ্ন মনুষ্য স্থলস্থ বস্তু দেখিতে পায় না, সেইরূপ মায়ামগ্ন মনুষ্য মায়াতীত শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। আবার যেমন ঐ জলমগ্ন মনুষ্য জল হইতে উত্থিত হইলেই স্থলের বস্তু দেখিতে পায়, সেইরূপ মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়া অতিক্রম করিলেই মায়াতীত বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয়। জলচর জলের বস্তু দেখে, স্থলচর স্থলের বস্তু দেখে, ইহাই সাধারণ পার্থিব নিয়ম; তদ্ভিন্ন এক প্রকার উভচর জীব আছে; তাহারা যেমন স্থলে সেইরূপ জলেও দেখিতে পায়। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য মায়াতীত ধাম দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু মায়াতীত গোলোকবাসিগণ মায়াতীত বস্তু ও মায়িক পদার্থ উভয়ই দেখিতে পায়। যাহারা সূক্ষ্ম দেখিতে পায়, তাহারা স্থূল দেখিবেই, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ ভাগবতী তনুর কথা দূরে থাকুক, ঐশ্বর রূপ দর্শন করিবার জন্যও অর্জ্জুনের দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল।

রূপ দুই প্রকার; স্থূল ভৌতিক রূপ ও সূক্ষ্ম ভাবরূপ। ঐ উভয় রূপ পরস্পর সংশ্লিষ্ট; স্থূল বিনা ভাব ও ভাব বিনা স্থূল থাকিতেই পারে না। ভাবরূপও দুই প্রকার; নিত্য ও নশ্বর। কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ্, সমুদায় পদার্থেরই গভীরতম অন্তস্তলে এক অনির্ব্বচনীয় চিদানন্দের ভাব সমভাবে বিদ্যমান আছে—উহা নিত্যভাব। ঐ নিত্যভাবই প্রকৃতির গুণকার্য্য আশ্রয় করিলে, গুণকার্য্যের বহুতা বশতঃ বহুভাবে প্রতীয়মান হয়। ঐ প্রাকৃতিক বহুভাবের নাম নশ্বর ভাব। ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ

মানবহৃদয়ে শৃঙ্গারাদি নশ্বর নবরসের ভাব, পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বদাই সমুদিত হইয়া থাকে ; কিন্তু অনশ্বর আনন্দময় ভাব অস্ফুটভাবে সমস্ত নশ্বর ভাবের আধাররূপে আছেই আছে। অন্য রসের কথা দূরে থাকুক, বিরক্তি-জনক বীভৎসরসের, বুদ্ধি-বিনাশক রৌদ্ররসের ও হৃদয়-বিদারক করুণরসেরও মূলে সেই আনন্দময় নিত্যভাব অস্ফুটভাবে বিদ্যমান থাকে ; ইহা ভাবনা-নিপুণ সুরসিক চিন্তাশীল ব্যক্তি অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন। জাগ্রদবস্থার কথা দূরে থাকুক, প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থাতেও জীব নিরালম্বন নির্ম্মল অস্ফুট আনন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ও সুধীগণের অনুমোদিত। ঐ অস্ফুট আনন্দই আনন্দময় কোষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও বেদান্ত দর্শনে, মানবশরীর পঞ্চ ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ঐ শেষোক্ত আনন্দময় কোষই সমস্ত অস্থায়ী আনন্দময় ভাবের আধারস্বরূপ নিত্যভাব। উপনিষদে বলিয়াছেন,—"অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় কোষের বা নিত্য আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা" অর্থাৎ আধার এবং গীতোপনিষদে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমি-ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।" এক্ষণে শাস্ত্রোক্ত বিচারসিদ্ধান্তে (হিসাব নিকাসে) স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যেমন সমস্ত পার্থিব পদার্থের অন্তর্গত অনতিস্ফুট উত্তাপের প্রতিষ্ঠা আকাশব্যাপী সূর্য্যকিরণ এবং সূর্য্যকিরণের প্রতিষ্ঠা মূর্ত্তিমান্ সূর্য্যমণ্ডল ; সেইরূপ জগদন্তর্গত অস্ফুট আনন্দময় ভাবের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বিগ্রহবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

সাধারণ মনুষ্য স্থূলরূপ অবলম্বন না করিয়া, আনন্দময় ভাবরূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই নিমিত্ত সুচতুর সাধক প্রথমাবস্থায় গুরুরূপে সত্ত্বস্বভাব সিদ্ধভক্ত ও উপাস্যরূপে পাষাণাদি-নির্ম্মিত আনন্দ-জনক ভগবদ্-বিগ্রহ অবলম্বন করিয়া সাধনার সূচনা করিয়া থাকেন। যিনি ঐরূপ উপাসনা করিতে করিতে স্থূলের অন্তর্গত আনন্দময় ভাবের আকার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি বেদোক্ত "সর্ব্বং ব্রহ্ম" বা গীতোক্ত "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" প্রত্যক্ষ অনুভব করেন এবং তিনিই আনন্দঘন কৃষ্ণরূপ দর্শন করিবার অধিকারী হইতে পারেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনধিকারে স্থূল পরিত্যাগ করিয়া মৌখিক ভাবোপাসনার ভাণ করে, তাহার 'ইতোভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ' হইয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তি অভিমানভরে আপনাকে উন্নত দেখাইতে গিয়া আপনিই চিরদিনের নিমিত্ত পরমানন্দ আস্বাদনে বঞ্চিত হয়।

ভৌতিক পদার্থ একই সময়ে দুইরূপ হয় না, বা হইতে পারে না; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় একই সময়ে স্থূল, সূক্ষ্ম, অণু, বৃহৎ প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিতে সমর্থ। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—"পরব্রহ্ম স্থূলও নহেন, অণুও নহেন; অথচ স্থূল ও অণু, তাঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট বর্ণ নাই, অথচ তিনি নিত্যই শ্যামসুন্দর ও অরুণ-নয়ন।" শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা; সুতরাং তাঁহাতে অসম্ভাবনা কিছুই নাই। শ্রুতিতে ভগবান্‌কে শ্যামবর্ণ বলিয়াছেন; বাস্তবিকই তিনি শ্যামবর্ণ। অধিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিলে সকল বর্ণই নেত্র-নিপীড়ক হয়; কিন্তু শ্যামবর্ণ দীর্ঘকাল দর্শনেও সেরূপ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না। অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গার

রসকে শ্যামবর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং রস-তত্ত্বজ্ঞ ভাবুক ভক্তগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব শৃঙ্গার-রসের বর্ণ শ্যাম হইলে, ভগবান্ সুতরাং শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ নেত্রের পীড়াদায়ক হয় না, আনন্দের আস্বাদনেও কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না; সুতরাং আনন্দের শ্যামবর্ণই সুসঙ্গত; ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন, সুতরাং নব-নীরদ-শ্যাম। রাসলীলা-প্রসঙ্গে শৃঙ্গার-রসের বিষয় আলোচিত হইবে; অশ্লীল বোধে সহসা ঘৃণা করিবার প্রয়োজন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে পবস্থান করেন, এ কথা শুনিলে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই আপাততঃ মনে হয়; কেননা নিবাস অপেক্ষা নিবাসী ক্ষুদ্রতর হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম ও লৌকিক সিদ্ধান্ত; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম নাই। প্রাকৃত জগতের নিয়ম এইরূপই বটে; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, চিন্ময় ভগবদ্ধামে গুণময়ী প্রকৃতির নিয়ম প্রচলিত নাই। অপ্রাকৃত ধামের ন্যায় তাঁহার বিগ্রহও অনন্ত—পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াও অনন্ত, অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারে অনন্ত, ভক্তের প্রেমে পরিচ্ছিন্ন। যাহা মানবী শক্তির অসাধ্য, মনুষ্য তাহাই অসম্ভব বলিয়া মনে করে; কিন্তু অনন্তশক্তি জগদীশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় পৃথিবী একটু পরমাণু-পরিমিত স্থানমাত্র; তাহারই মধ্যে মনুষ্য-নামক জীব কীটাণুর ন্যায় বিচরণ করে; আমরা কীটাণু হইয়া অনন্ত মহিম-ময়ের মহিমা কিরূপে বুঝিব? তবে, এই মাত্র স্মরণ রাখা উচিত যে, সমস্ত অসম্ভব যাঁহাতে সম্ভবে, তিনিই ভগবান্।

সাধকের ভাব বা অধিকার-ভেদে একই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম তত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। জ্ঞানিগণ তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপূর্ব্বক সচ্চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে অনন্ত অসীম বলিয়া অনুভব করেন; পক্ষান্তরে প্রেমিক ভক্তগণ সেই চিদানন্দস্বরূপ অসীম অনন্ততত্ত্বকেই নিজ হৃদয়-পরিমিত প্রেমানুরূপ ভুবনমোহন রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ধামে কালের অধিকার নাই; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর; তাঁহার সুকুমার শ্রীবিগ্রহ নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পদকমল মধুর-স্বন মণিময় নূপুরে পরিশোভিত এবং কটীতট সুবর্ণবর্ণ ধটীপটে পরম রমণীয়। তাঁহার গলদেশে বিমল বনফুলের মালা; অধরে অমৃতবর্ষিণী মোহন মুরলী এবং সুন্দর নাসায় সিতচন্দনের সুন্দর তিলক শোভা পাইতেছে। তাঁহার মস্তক সুনীল সুকোমল সুচিক্কণ কেশকলাপে, তদুপরি বিচিত্রবর্ণ ময়ুরপুচ্ছে সুশোভিত এবং সর্ব্বাঙ্গ কেয়ূরবলয়াদি ভূষণোত্তমে বিভূষিত। তিনি আপন অঙ্গপ্রভায় অখিল ভুবন উদ্ভাসিত করিয়া পত্রপুষ্প-পরিশোভিত চিন্ময় কদম্বমূলে ত্রিভঙ্গভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। তিনি স্বয়ং আনন্দময় হইয়াও বামাঙ্গ-সঙ্গিনী শ্রীরাধার সংস্পর্শে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন করিতে-ছেন; শত শত চিদ্রূপিণী নর্ম্মসখী নির্নিমেষনয়নে ঐ অনুপম যুগলমিলন নিরীক্ষণ করিতেছে। নিখিল সৌন্দর্য্যের, অলোক-লাবণ্যের ও সনাতন শান্তির আধারস্বরূপ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলে, কোটি কন্দর্পের দর্পও দূরীভূত হয়। এইরূপে পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শত শত প্রেমরূপ শক্তিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া, আনন্দময় গোলোকধামে নিত্যই বিরাজমান রহিয়াছেন।

ভগবানের শত শত শক্তিগণের মধ্যে মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার জীবন। মহাভাবরূপিণী রাধিকা প্রতিনিয়তই রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাধনা অর্থাৎ আরাধনা করেন, এই নিমিত্তই তাঁহার সার্থক নাম "রাধিকা"; তাঁহার এ নাম নিত্য, কাহারও কল্পিত নহে। "রাধিকা" নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বুঝিলে বুঝা যায় যে, যিনিই অনুক্ষণ অনন্যচিত্তে ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই "রাধিকা" নামের অধিকারী কিন্তু রাধার ন্যায় গাঢ়তম কৃষ্ণানুরাগ অন্য কাহারও হয় নাই,—হইবেও না; সেইজন্য তাঁহাতেই "রাধিকা" নাম নিত্য নিরূঢ়। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা, ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত; জগতেও উহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং পুরুষ সেব্য, প্রকৃতি সেবিকা, পুরুষ রাধ্য, প্রকৃতি রাধিকা। অতএব প্রেমরূপিণী পরমাপ্রকৃতি রাধিকা প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। যেমন মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা নিত্যই ভগবানের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐ হ্লাদিনী শক্তির শতসহস্র বৃত্তিও মূর্ত্তিমতী হইয়া অনুক্ষণ শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত একত্র অবস্থান করেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতি সাধনই ইহাঁদের একমাত্র অভিপ্রেত এবং ইহাঁরা সর্ব্বদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাকার্য্যেই নিরত; এই নিমিত্ত ইহাঁরা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখী বা সহচরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রীরাধার ও সখীদিগের সেবায় ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ভগবানের সেবা করিয়া তাঁহাদের ততোধিক আনন্দ হইয়া থাকে।

নিজানন্দেই নিত্যপ্রীত পরমেশ্বরের আবার সেবাজন্য প্রীতি কিরূপ, তাহা প্রেমিক রসিক ও ভাবুক ভক্তগণই বুঝিবেন, অন্যে বুঝিবেন না।

আনন্দ ভিন্ন কেহ ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না; আনন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দ্বারা অখিল জগতের গোপ্তা অর্থাৎ রক্ষক। এই নিমিত্ত তিনি নিত্যই গোপ এবং তাঁহার শ্রীরাধা প্রভৃতি সহচরীগণ নিত্যই গোপী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের স্বরূপাংশ বলিয়া তাঁহাদের নিত্যলীলার সহকারি-মাত্রই গোপ বা গোপী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—"নিখিল জীবগণ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় পরমানন্দের আভাসমাত্র আশ্রয় করিয়া জীবিত আছে।" অতএব যখন ভগবদানন্দের আভাস ভিন্ন জীবের জীবন-রক্ষার উপায় নাই, তখন তিনিই যে রক্ষক, গোপ্তা বা নিত্যগোপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিন্ময়ধামে আনন্দময় ভগবান্ প্রেমরূপ গোপীগণে মিলিত হইয়া, নিত্যই যে পরম রসাস্বাদের আদান প্রদান করেন, তাহারই নাম "রাসলীলা" বা প্রেমানন্দের আনন্দময় সম্মিলন। কারণ, ঐ পরমরস বা পরমানন্দই সকল রসের বা সর্ব্ববিধ আনন্দের আধার।

যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম এবং যেখানে প্রেম, সেই খানেই আনন্দ; আনন্দ ভিন্ন প্রেম হয় না এবং প্রেম ভিন্নও আনন্দ নাই; আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি শ্রীরাধা; সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই রাধা এবং যেখানে রাধা, সেইখানেই কৃষ্ণ; কৃষ্ণ ভিন্ন রাধা বা রাধা

ভিন্ন কৃষ্ণ থাকিতেই পারে না, ইহা বেদান্ত-সিদ্ধ। যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যমিলিত প্রেমানন্দের মূর্ত্তি প্রাকৃত নরনারীর ন্যায় অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া মনে করে, তাহারাই ভ্রান্তি-প্রযুক্ত সুপবিত্র প্রেমানন্দের সুপবিত্র সম্মিলনে অপবিত্র অশ্লীলতার কালিমা অর্পণ করিয়া, আত্মনাশই করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে প্রেম ভিন্ন আনন্দ নাই, আনন্দ ভিন্ন প্রেমও নাই, এই শাস্ত্রসম্মত নিত্যসিদ্ধ নিগূঢ় প্রেমানন্দের তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে পারেন, সেই ভাগ্যবান্ ভাবুকগণই প্রেমানন্দের মূর্ত্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত পবিত্র সম্মিলন হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন বড়ই মধুর—মধুরাদপি মধুর—তাহার উপমা নাই; পক্ষান্তরে এরূপ দুর্ব্বোধ্য বিষয়ও আর দ্বিতীয় নাই; ইহা কর্ম্মীর কর্ম্মের, জ্ঞানীর জ্ঞানের এবং যোগীর যোগেরও দুঃস্পৃশ্য। ইহা একমাত্র প্রেমিক সাধকের আস্বাদনের সামগ্রী; মাদৃশ প্রেমগন্ধহীন অসাধক ব্যক্তির আলোচনার বিষয় নয়; তথাপি চপলতা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

সেই অদ্বিতীয় সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ বস্তুই পরম তত্ত্ব। জ্ঞানিগণ ঐ পরম তত্ত্বকেই সত্তা-প্রধান ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, যোগিগণ চৈতন্য-প্রধান পরমাত্মা বলিয়া ধ্যান করেন এবং প্রেমিকগণ আনন্দ-প্রধান বিগ্রহবান্ ভগবান্ বলিয়া সেবা করেন। আবার কর্ম্মিগণ ঐহিক ধনপুত্রাদি ও পারত্রিক স্বর্গাদির কামনায় নানা দেবতারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। সকলেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুসারে যাহা করেন, তাহাই

তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত ; কিন্তু আনন্দঘন ভগবানের উপাসনা জীবমাত্রেরই সহজ। এস্থলে "সহজ" শব্দের লোক-প্রসিদ্ধ অর্থ "অনায়াস-সাধ্য" নহে—তাহা সহ-জ অর্থাৎ স্বাভাবিক। জীব মাত্রেই জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ কেবল কৃষ্ণানুসন্ধানই করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—মূর্ত্তিমান আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ, জীবও আনন্দব্যতীত অপর কিছুই চাহে না; আনন্দ ভিন্ন বাঁচেও না; অথচ আনন্দ কাহাকে বলে. আনন্দ কোথায় আছে এবং আনন্দ কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা তাহারা জানে না; সেই জন্য স্ত্রী, পুত্র, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব পদার্থের মধ্যে আনন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশা করে। যদি কেহ মূর্ত্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপকে ধরিতে পারিত, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদি চাহিত না, ইহা স্থির। জীবের এরূপ বলবতী আনন্দ-লিপ্সা কেন? তাহা বুঝিবার জন্য জীবের স্বরূপ আলোচনা করিবার চেষ্টা করি; তাহাতে রাধা-স্বরূপও পরিস্ফুট হইবে।

যেমন একই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরমতত্ত্ব সত্তা-প্রধান হইলে ব্রহ্ম, চৈতন্য-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান্, সেইরূপ ঐ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বস্তু প্রেম-প্রধান হইলেই শুদ্ধ জীব। সত্তা-স্বরূপ বস্তু নির্ব্বিশেষ-ভাবে থাকিতে পারে, এবং আছেও—চৈতন্য-স্বরূপ বস্তু আপনাতেই আপনি পরিস্ফুট; পরন্তু অপর কেহ আস্বাদন না করিলে, "আনন্দ" শব্দই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং আনন্দের থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত শ্রুতি বলিতেছেন—"পরব্রহ্ম আপনাকে অসৎ বলিয়া

মনে করিলেন” এবং “বহু হইতে অভিলাষী হইলেন।” মনে করা বা অভিলাষী হওয়া বাহুল্যমাত্র; কেননা, লীলাই যে, আনন্দের স্বভাব এবং আনন্দই যে লীলার আস্বাদ্য, এ কথা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারেন। মনুষ্য আনন্দ-প্রণোদিত হইয়াই ক্রীড়া করে এবং ক্রীড়া করিয়া আনন্দই আস্বাদন করিয়া থাকে—ইহা সর্ব্বলোক-বিদিত। কোনও প্রকার অভাব বোধ হইলে, তাহার পূরণ জন্য স্বতই ইচ্ছা হইয়া থাকে; পূর্ণানন্দ-স্বরূপ ভগবানের কোনও প্রকার অভাব নাই; সুতরাং ইচ্ছাও নাই। তিনি নিজেই প্রতিনিয়ত নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত আছেন, কিন্তু সে আনন্দ অপরিস্ফুট; লীলা-ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হয় না; সেই জন্য তিনি যে অহৈতুক আত্ম-প্রেমে আত্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, সেই স্বনিষ্ঠ প্রেমাংশ শত শত ভাগে বিভক্ত করিয়া, নিজাংশ দ্বারা নিজানন্দ আস্বাদন করেন; ইহাই তাঁহার অপ্রাকৃত নিত্যলীলা এবং ঐ সমস্ত অপ্রাকৃত প্রেম-প্রধান ভগবদংশই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের নিত্য-লীলা-পরিকর। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দ-ঘন, উহাদের রূপও সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন; কিন্তু প্রেম-প্রধান বলিয়া প্রেমময় এবং ভগবানের আনন্দাস্বাদনী শক্তি বলিয়া প্রেমময়ী। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি যত প্রকার প্রেমে বিমলানন্দ আস্বাদন করা যায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দ পরিস্ফুট করিবার জন্য বা বিচিত্রভাবে আস্বাদন করিবার জন্য, ঐ সর্ব্বপ্রকার প্রেম ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করিয়া, আবার একাধারে সমুদয় প্রেমও প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ

সমুদায় প্রেমের একাধারের নামই শ্রীরাধা। মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত ভাষায় "প্রেম" শব্দের অর্থ করিতে হইলে বলিতে হয় "ভাল বাসা"। ভালবাসায় ঈশ্বরাংশ জীব ইশ্বরাংশ জীবকে যেমন বশীভূত করিতে পারে, তেমন আর কিছুতেই পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অংশের স্বভাব দেখিয়া রাশির স্বভাব বুঝা যায়;—অগ্নিকণার স্বভাব দেখিয়া অগ্নিরাশির স্বভাব বুঝিতে পারা যায়। ভগবদংশ জীব প্রেমেই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বজীবাধার আনন্দ-বিগ্রহ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণও প্রেম-রূপিণী শ্রীরাধার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত অনুগত;—তিনি রাধা ছাড়িয়া থাকিতেই পারেন না;—মধুর, মধুর, মধুরাদপি মধুর!!

যখন অচিন্ত্যলীলাময় গোলোকপতির অহৈতুকী ইচ্ছায় বা অনাদি অমোঘ নিয়মে অনন্তচিন্ময় গোলোকধামের একাংশ ত্রিগুণ-সংযোগে মলিন ও স্থূল হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইল, তখন গোলোকস্থ চিদানন্দময় অসংখ্য কৃষ্ণাংশ শুদ্ধজীবেরও কিয়দংশ ঐ অমোঘ নিয়মেই শরীর নামক মলিন স্থূল ভূতের আবরণে আবৃত হইয়া কারাগৃহস্থ বন্দীর ন্যায় তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং তথায় দীর্ঘাবস্থানে ও কারাধ্যক্ষ ত্রিগুণময় মনের পুনঃ পুনঃ প্ররোচনায় ঐ আবরণকেই 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া ভালবাসিতে লাগিল; কিন্তু চিরপরিচিত ও চিরাস্বাদিত আনন্দের প্রতি প্রেম অন্তরে অন্তরে সংস্কাররূপে রহিয়া গেল। এই জন্য মলিন জীব বাস্তবিক যাহা চাহে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারে না;—চাহে আনন্দ, কিন্তু মনের উপরোধে পড়িয়া ভৌতিক পদার্থের জন্য লালায়িত। ঐ স্বাভাবিক

আনন্দ-লিপ্সাই কৃষ্ণ-প্রেমের সংস্কার এবং ঔপরোধিক পদার্থ-প্রিয়তাই কাম অর্থাৎ মনের উপরোধে বা শ্রবণমধুর-মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অনিত্য পদার্থের যে কামনা করে, ঐ কামনাই কাম। যখন এই কারাবদ্ধ জীবই বহু জন্মের ভজন সাধনে ও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে কৃষ্ণানন্দের যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন পাইবে, তখন আর কামের কুমন্ত্রণা শুনিবে না; তাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই নিরুপম রূপ সাগরে ডুবিয়া যাইবে; তখন জীব 'গোপী' হইবে —তখন জীব 'রাধা' হইবে;—ইহলোকেই—এই শরীরেই—অন্তরে অন্তরে 'রাধা' হইবে। আমি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নহি; সুতরাং আলো জ্বালিলে অন্ধকার সরিয়া যায়, কি উহা নিজেই আলো-স্বরূপ হইয়া যায়, তাহা জানিনা এবং আমি প্রেমিক ভক্ত নহি; সুতরাং প্রেমের আবির্ভাবে কাম পলাইয়া যায়, কিংবা নিজেই প্রেমস্বরূপ হইয়া যায়, তাহাও জানি না; কিন্তু ঠিক জানি, যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার নাইই এবং যেখানে প্রেম বা প্রেমময়ী শ্রীরাধা সেখানে কাম-গন্ধও নাই, কাম্যবস্তু নাই—থাকিয়াও নাই,—অগ্নিদাহে ভস্মীভূত বিষধরের ন্যায় থাকিয়াও নাই।—সেখানে আছে—সুবিমল প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিমলানন্দ,—নিখিলানন্দের আধার আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। ইহাই প্রেমানন্দঘন রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন। মধুর মধুর মধুরাদপি মধুর !!

গোলোকে এই মধুরাদপি মধুর যুগলমিলন অনাদিকাল হইতে প্রতিনিয়তই বিরাজমান। প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা কখনও আনন্দময় কৃষ্ণসাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হন, কখনও বা

উন্মগ্ন হইয়া সেবানন্দ আস্বাদন করেন। যেমন শ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন, সেইরূপ "রাধা-কৃষ্ণ নামও পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন। মধুর ভাবের মূর্ত্তি শ্রীরাধাদি গোপী-দিগের ন্যায়, মুর্ত্তিমান্ বাৎসল্য ভাবও নন্দযশোদাদি নাম ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় ভাবে আনন্দ-বিগ্রহের সেবা করিয়া, পরমানন্দ লাভ করেন এবং সবিগ্রহ সখ্যভাবও শ্রীদাম-সুবলাদি-নামক শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়া, সখ্যোচিত হাস্য-পরিহাসাদি দ্বারা সাক্ষাৎ পরমানন্দেরও আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকেন। তত্রত্য তরু লতাদিও চিন্ময়; তাহারা নিরন্তর ফল-পুষ্পের ভার মস্তকে লইয়া দাসবৎ নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদমন্ত্রের প্রণেতা শান্ত-স্বভাব ঋষিগণ চিন্ময় বিহগাকারে ঐ সকল চিৎ-পাদপের শাখায় উপবেশন-পূর্ব্বক শ্রুতি মনোহর সুমধুর স্বরে সামগানের ন্যায় ভগবানের স্তুতিগান করিতেছেন। ধর্ম্মময়ী গোরূপিণী সুরভি স্বকীয় সার স্বরূপ প্রেমদুগ্ধে পরম গোপালকে পরিতুষ্ট করিয়া শত শত সন্তান-সন্ততির সহিত নিয়তই আনন্দ ধামে বিচরণ করিতেছেন। মধুরাদি যে যে ভাব জগতে কেবল অশরীর ভাব মাত্র, গোলোকে ঐ সকল ভাব মূর্ত্তিমান্ এবং পরমানন্দ-সেবায় নিত্য নিরত। সকল ভাবই আনন্দের অনুগামী; আনন্দ ভিন্ন কোনও ভাবের উদয়ই হয় না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন; সুতরাং ভাবময় আনন্দের রাজ্যে সমুদায় ভাবই সশরীরে সবিগ্রহ পরমানন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় মথুরা-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে নিজ লীলা প্রকট করেন, তখন গোলোকস্থ

সমস্ত লীলা-সহকারিগণকেও তথায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা কায়মনোবাক্যে ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়া জীবগণকে প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অতি তুচ্ছ বিষয়ানন্দের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া, ধনজনাদির সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই প্রীতি সাধন করিয়া থাকেন; তাহাতেই তিনি আপনাকে পরম প্রীত ও চরিতার্থ মনে করেন। তিনি শিক্ষা বা দীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া, স্বাভাবিক অনুরাগ ভরেই ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার সখীগণও তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া, অনুক্ষণ অনন্যচিত্তে উভয়েরই সন্তোষ সাধন করেন। প্রেমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐরূপ ভগবৎ-প্রেমকেই 'গোপীভাব' বলিয়া বর্ণনা করেন; ঐ গোপীভাবই ভক্তগণের নিকট 'রাগাত্মিকা ভক্তি' বলিয়া পরিচিত।

প্রেমরূপিণী শ্রীরাধার আনুগত্য ভিন্ন কেহ কখনই কৃষ্ণলাভে সমর্থ হয় না; কারণ শ্রীরাধাই প্রেমের আধার এবং প্রেম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ পাওয়াও অসম্ভব। এই জন্যই প্রেমতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুষ্যের মধ্যেও যাঁহারা গোপী-ভাবে ভগবানের ভজনা করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ ভাবের প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণলাভে সমর্থ হন এবং দেহান্তে নিজ ভাবের অনুরূপ চিন্ময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

এইরূপে পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবান্ হরি চিদানন্দময় নিজ নিত্য

ধামে আপনারই স্বরূপরূপিণী গোপীদিগের সহিত নিত্যই নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। সেখানকার সকল দেহই চিদ্‌ঘন; যেমন তরল জলে জলঘন জলোপল সকল ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ চিন্ময়ধামে চিদ্‌ঘন বিগ্রহ সকল বিচরণ করে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে উত্তরোত্তর শতগুণিত আনন্দের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, আনন্দবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদায় আনন্দের আধার-স্বরূপ। মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"যখন শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ব্রহ্ম নিশ্চয়ই আনন্দময়" এবং শ্রুতিতে আছে—'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ।" আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ বেদান্তসূত্রের ও শ্রুতিবাক্যের মূর্ত্তিমান্ অর্থস্বরূপে বিরাজমান; ঐ মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দের আভাসই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপজীব্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ রূপ ভাবুকেরই ভাব্য, প্রেমিকেরই প্রাপ্য এবং রসিকেরই আস্বাদ্য; অভাবুক, অপ্রেমিক ও অরসিক দেবতারাও উহা অনুভব করিতে পারেন না। আমার ন্যায় অল্প বুদ্ধি অভাবুক, অপ্রেমিক ও অরসিক মনুষ্যের উহাতে হস্তার্পণ করাই ধৃষ্টতা মাত্র। আমি কাহাকেও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি না; কোনও প্রকারে ভগবন্নাম আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। হেলায় শ্রদ্ধায় কৃষ্ণনাম করিলেও সদ্‌গতি হয়; ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং আমার ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস।

ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা-রমণ।
গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ।

অপার্থিব পীতধটী উজলে সুন্দর কটী

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে অঙ্গ অতি সুশোভন !

অপার্থিব বিভূষায় শ্যাম তনু শোভা পায়

মুখর নূপুরে শোভে যুগল চরণ।

শিরে পিচ্ছচূড়া ভায় অধরে মূরলী গ্যায়

অপরূপ রূগে-গানে ভুলায় ভুবন।

ভাব রে হৃদয়ে সদা রাধিকা-রমণ।

গোলোকে বিরাজে নব-বারিদ-বরণ ॥

গোলোক বিহারী হরি ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্।

তাঁহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্ ॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত—

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে গোলোকলীলামৃত।

অবতার-লীলামৃত।

স্ব-রূপে যে ধেনু পালে, হয়ে অবতার
নানারূপে পালে ধরা নমি পদে তার ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে স্বয়ং বলিয়াছেন—"হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সেই সময়ে আমি অবনীতে অবতীর্ণ হই; সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধু-দিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।" ভগবানের বাক্যই অবতার-বাদের অকাট্যপ্রমাণ; অতএব কার্য্যবশতঃ সময়ে সময়ে ভগবদবতার হইয়া থাকেন ইহা স্থির। সকল সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না; কখনও অংশে কখনও বা অংশাংশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কার্য্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া, তিনি তদনুরূপ রূপে অবতারের অবতারণা করেন; এই নিমিত্তই অবতারদিগের মধ্যে অংশ ও অংশাংশরূপ তারতম্য হয়। যখন ভগবানের কিঞ্চিৎ অংশ ভগবদিচ্ছায় প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ আশ্রয় করে, তখন সেই সেই অংশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রনামে অভিহিত হন। ইঁহারা গুণাবতার; ইঁহাদের শরীর সূক্ষ্ম এবং ইঁহারাই যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। অলৌকিক বলশালী মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ অংশাবতার মধ্যে

পরিগণিত। ইঁহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া, অলৌকিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকেন। যখন অনন্তশক্তি ভগবানের একতম শক্তির কিয়দংশ ভগবদিচ্ছায় কোনও ভাগ্যবান্ মনুষ্যে আবিষ্ট হয়, তখন তিনিও অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কপিল প্রভৃতি মুনিগণ ও পৃথু প্রভৃতি রাজগণ এই শ্রেণীর অবতার।

শাস্ত্রের অভিপ্রায় আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ভগবান্ হইতে উদ্ভূত জীবমাত্রই ভগবদবতার। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—অবতার অসংখ্য। শ্রুতিতে আছে—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—'আমি বহু হইব'; অতএব যখন তিনিই বহু হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহার অবতার; সুতরাং অবতার অসংখ্য। একটি রজতমুদ্রাও ধন বটে, কিন্তু যাহার একটিমাত্র মুদ্রা আছে, তাহাকে কেহই 'ধনী' বলে না; যাহার প্রভূত মুদ্রা থাকে, সেইব্যক্তিই ধনী বলিয়া অভিহিত হয়। জীবমাত্রই ঈশ্বরাবতার হইলেও, যাঁহাতে অত্যল্প ঐশী শক্তি প্রকাশ পায়, তাহাকে অবতার বলা হয় না; পরন্তু যাঁহাতে প্রচুর পরিমাণে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়, তিনিই অবতার বলিয়া গণনীয়। বস্তুতঃ একমাত্র পরমেশ্বরই বহু হইয়া আপনার উপর, আপনার দ্বারা, আপনার সহিত, আপনিই ক্রীড়া করিতেছেন—ইহাই জগতের রহস্য। কৃপাময় পরমেশ্বর নিজ মায়াদ্বারা নিজ অংশ স্বরূপ জীবগণকে মুগ্ধ করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্বারা ঐ সকল জীবকে অজ্ঞান হইতে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি আপন অংশ-স্বরূপ, স্বতৃপ্ত জীবকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় উৎপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ অন্ন পানাদিদ্বারা, ক্লেশের শান্তি বিধান করিতেছেন।

তিনি একাংশে রোগীর ন্যায় হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করেন, অপরাংশে চিকিৎসক হইয়া আরোগ্যদান করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন লীলায়, শ্রীবৃন্দাবনে তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। এইরূপে নিজাংশস্বরূপ সুখময় জীবগণকে শতশত দুঃখে নিপীড়িত করিয়া, আবার নিজাংশ জীবদ্বারা দুঃখের প্রতি বিধান করাই তাঁহার কার্য্য বা সৃষ্টিলীলা।

জগতে যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, সে সকলেরই মূল কারণ অবিদ্যা; ভগবান্ তাহারও প্রতিকারের উপায় বিধান করিয়াছেন। তিনি নিজাংশ বিধাতার মুখদ্বারা নিজ নিশ্বাসাত্মক বেদ বহিষ্কৃত করিয়া, নিজাংশ গুরুদ্বারা নিজাংশ জীবকে ঐ বেদ উপদেশ দেন। জীব অবিদ্যাবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হইলেও, ঐ বেদার্থ অবগত হইয়া, নিজস্বরূপ স্মরণপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে। জীবের বুদ্ধি আপাততঃ তিন প্রকার; কর্ম্ম-প্রবণ, জ্ঞান-প্রবণ ও প্রেম-প্রবণ। জীবের বুদ্ধির প্রকার-ভেদে বেদ-পাঠও সুতরাং তিন প্রকার। যদিও অনেক শিষ্য একই আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করে, তথাপি শিষ্যদিগের বুদ্ধিভেদে বেদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। যাঁহাদের বুদ্ধি কর্ম্ম-প্রবণ তাঁহারা কর্ম্মফল-স্বরূপ স্বর্গাদিই সার বিবেচনা করিয়া, তদর্থে যাগযজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা করেন এবং ক্ষুদ্র স্বর্গসুখ লাভ করিয়া, ভোগান্তে আবার মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের বুদ্ধি জ্ঞান-প্রবণ, তাঁহারা জ্ঞানফল নির্ব্বাণ মুক্তিকেই পরমার্থরূপে বুঝিয়া, তাহার নিমিত্তই যত্ন করেন, ইঁহাদের আনন্দের কথা দূরে থাকুক, ইঁহারা সুখের আশায়

অনন্ত ব্রহ্মসাগরে আপন অস্তিত্বও হারাইয়া ফেলেন। আর যাঁহাদের বুদ্ধি প্রেম-প্রবণ, তাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব পরমানন্দমূর্ত্তি অনুভব করেন এবং 'সারাদপি সার' জানিয়া তাহারই জন্য ভজন সাধন করেন; পরে ভৌতিকদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময়দেহ লাভ করিয়া চিন্ময় গোলোকধামে অনন্তকালের জন্য আনন্দমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যলীলায় নিরত হয়েন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোনও একজন আত্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে এবং সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে, হয় ত, একজন আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারে।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেম-সাধক ভগবদ্ভক্ত অতি বিরল; প্রেম-সাধন অতি কঠিন বলিয়াই বিরল। ভগবান্ নিজ ভক্তির কাঠিন্য সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই ভগবৎপ্রেমের দুর্ল্লভতা বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্ বলিলেন,—"অর্জ্জুন! যিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত, যিনি প্রণষ্ট বিষয়ের জন্য শোক করেন না, যিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখেন না এবং সর্ব্বভূতে যাঁহার সমভাব, তিনিই আমার প্রতি পরাভক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেম লাভ করিতে পারেন।" ঐরূপ ভগবৎ-প্রেম যে বেদের নিগূঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত পুরুষার্থের চরমপুরুষার্থ, তাহাও ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন। তিনি প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে সমস্ত গীতা উপদেশ দিয়া উপসংহার-কালে বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু; অতএব এখন তোমার পরম মঙ্গলের

নিমিত্ত তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রের গুহ্যাদপি গুহ্য অভিপ্রায় বলিতেছি, শুন—আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই অর্চ্চনা কর এবং আমাকেই প্রণাম কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণাগত হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে পরিত্রাণ করিব। সাবধান হইও; যাহার তপস্যা নাই, যাহার ভক্তি নাই এবং যাহার গুরুসেবা নাই, তাহাকে এই গুহ্যতম কথা বলিওনা; তপস্বী, ভক্ত ও গুরুসেবী হইয়াও যে ব্যক্তি মনুষ্যজ্ঞানে আমার উপর দোষারোপ করে, তাহাকে কদাচ এ কথা বলিও না।"

সুগূঢ় ও সুদুর্লভ বস্তু সকলে সহজে পায় না; ভগবৎপ্রেমের তুল্য সুগূঢ় ও ভগবৎসেবার তুল্য সুদুর্লভ আর কিছুই নাই; তাহা ভগবদ্‌বাক্যেই প্রতিপাদিত হইল; এই নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রতি যুগেই স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন না এবং প্রতিযুগেই সুগূঢ় প্রেমতত্ত্ব প্রকাশও করেন না। বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে, দ্বাপরের শেষে কলির প্রারম্ভে কৃপাময় কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যাঁহাকে প্রীত করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং নিজ প্রীতির সাধন বলিয়া না দিলে, অন্য কেহই তাহা বলিতে পারেনা এবং বলিলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। নিজপ্রীতির সাধন নিজে বলিয়া দিলেই উপযুক্ত হয়। এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নস্বরূপা নিজ হ্লাদিনী শক্তিকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া, প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন এবং তদ্দারাই আপন প্রীতিসাধনের সদুপায় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

সৎ, চিৎ ও আনন্দমাত্র বস্তুর নাম ব্রহ্ম ;—ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ এবং যাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়, হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম ;—ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এবং ব্রহ্ম একই বস্তু ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানেই প্রকাশিত হইয়া থাকে ; ইহাই শ্রুতি-সম্মত বেদান্ত-দর্শনের সিদ্ধান্ত। মহামতি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ঐ একই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, আপন আপন অভিপ্রায়ের অনুকূল নানাপ্রকার অর্থে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। ফলতঃ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে জগৎকারণ, এ বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য আছে। ঐ নির্ব্বিশেষ সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ জগৎকারণ ব্রহ্মের ঘনীভূত ভাব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহই ভগবান্। ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম দুই প্রকার,—শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্রই শব্দব্রহ্ম ; উহাই বেদরূপ শব্দময় মহাবৃক্ষের বীজ এবং ভগবান্ শ্রীহরির সুমধুর নামই উহার ফল। আর সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রূপময় মহাবৃক্ষের বীজ বা কারণ এবং অপ্রাকৃত আনন্দঘন কৃষ্ণরূপই উহার ফল অর্থাৎ নামের সার কৃষ্ণনাম এবং রূপের সার কৃষ্ণরূপ। বীজে ফল নাই ; কিন্তু ফলে বীজ আছেই। অতএব প্রণবে কৃষ্ণনাম নাই ; কিন্তু কৃষ্ণনামে প্রণব আছে এবং পরব্রহ্মে কৃষ্ণরূপ নাই, কিন্তু কৃষ্ণরূপে পরব্রহ্ম আছেই। বীজ জ্ঞেয়,—ফল আস্বাদ্য। সুতরাং প্রণব ও পরব্রহ্ম জ্ঞেয়, এবং কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপ আস্বাদ্য।

অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রসময় কৃষ্ণনামের ও আনন্দ-ঘন-কৃষ্ণ-রূপের আস্বাদন হয় না; কিন্তু কৃষ্ণনামের ও কৃষ্ণরূপের উপাসনায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়;—বরং নীরস প্রণব-সাধন অপেক্ষা অনায়াসে হয়। সেই নিমিত্তই অল্পায়ু ও অল্পবুদ্ধি কলিজীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া, আনন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাধারে ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব, জ্ঞেয় ও আস্বাদ্য এবং ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে বহুকালের পর মথুরামণ্ডলে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন; এবং এই নিমিত্তই তিনি অন্যান্য অবতারদিগের মধ্যে পরিগণিত নহেন—তিনি সর্ব্বাবতারের মূলস্বরূপ অবতারী।

তারে লইনু শরণ
যাহার শরণে রহে নিখিল ভুবন।
বিধাতা করে সৃজন, পালে বিশ্ব নারায়ণ;
সংহারে পুরারি যার পেয়ে কৃপা-কণ।
মৎস্য কূর্ম্ম আদি সবে, বলী যার বল-লবে
কপিলাদি যার জ্ঞানে, জ্ঞানী সুধীগণ।
তারে লইনু শরণ
যাহার শরণে রহে নিখিল ভুবন।

সকলের সেব্য কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান্॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অবতারলীলামৃত।

জন্ম-লীলামৃত।

কংসের শমন, সাধু জনের সহায়।
কে বা সে বিচিত্র শিশু, নমামি তাহায়॥

এক্ষণে আমি সেই নিত্যলীলাময়ের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সমন্বিত মর্ত্ত্যলীলার আলোচনা করিতে উদ্যত হইলাম। যিনি নিত্যই সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী চিত্তাধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় বাসুদেব এবং যিনি গোলোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মথুরায় লীলা-বিগ্রহধারী চিদানন্দমূর্ত্তি বসুদেব-নন্দন বাসুদেব। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ আনন্দঘন; কিন্তু কেহ কেহ উহা অস্থিমাংসময় মানবদেহ বলিয়া মনে করে; কেহ কেহ ভগবল্লীলার গূঢ়রহস্য অনুশীলন না করিয়া, তাঁহাকে চোর, লম্পট ও ধূর্ত্ত প্রভৃতি অসদ্‌বিশেষণে বিশেষিত করে; কেহ কেহ কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে আদর্শ-মনুষ্য বলিয়া কথঞ্চিৎ সম্মান প্রদান করেন; কেহ কেহ লীলার বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যবলে বাস্তবলীলার উপর কল্পিত আধ্যাত্মিক বা রূপকার্থের আরোপ করেন; আবার কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার ঐশ্বরিক কার্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না; ইঁহাদের সিদ্ধান্ত সর্ব্বাপেক্ষা হাস্যোদ্দীপক। উত্তাপহীন অনলের ন্যায় ঐশ্বরিক-কার্য্যহীন ঈশ্বর কিরূপ এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিবার হেতু কি, তাহা তাঁহারাই বুঝিতে পারেন।

আধুনিক সুসভ্য সুধীগণ অলৌকিক, পবিত্র লীলার অসম্ভাবনা, কদর্য্যতা ও অশ্লীলতা আশঙ্কা করিয়া ঐ ঐ অংশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করেন ; কিন্তু সুনির্ম্মল অভ্রান্ত আর্য্যশাস্ত্রের উপর লেখনীসঞ্চালনের পূর্ব্বে, ভগবল্লীলা যে ভাবে বর্ণিত আছে, ঠিক সেই ভাবে রাখিয়া লীলার সম্ভাবনা, সাধুতা ও পবিত্রতার সমর্থন করা যায় কিনা, তাহাই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অবশ্য, স্থানে স্থানে আধ্যাত্মিক বা রূপক বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু যেখানে ঐরূপ বর্ণনা আছে, সেখানে স্পষ্টই আছে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, এ বিশ্বাস যাঁহাদের আছে, তাঁহারা জীবহিতার্থ অবতীর্ণ ঈশ্বরের ঐশ্বরিক কার্য্যে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। চির-ব্রহ্মচারী সত্ত্বগুণাবলম্বী পরমর্ষিগণ যোগবলে ভগবল্লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আপ্ত বাক্যই অতীত বিষয়ের প্রমাণ। অতএব মুনিবাক্যে অনাদর করিয়া শাস্ত্রের স্বকল্পিত অর্থ করিলে সত্যার্থ সুস্থির হইতে পারেনা। কারণ প্রকৃতির গুণভেদে মনুষ্যের মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে সুতরাং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও ভিন্ন ভিন্ন মানবের দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন। অতএব আমি মুনিবাক্যের মুখ্যার্থ ই বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিব। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি বেদব্যাস প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তদনুসারে তাঁহার ঈশ্বর-চরিতই প্রদর্শন করিয়াছেন ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চরিত শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর-চরিতের অনুরূপ কিনা, তাহাই অনুসন্ধান করা উচিত। তাহা না করিলেই অলৌকিক কৃষ্ণ-চরিতের উপর অবিশ্বাস

ও অনাস্থা হয়। যে ভাবেই হউক, যিনি কৃষ্ণ-কথার আলোচনা করেন, তিনিই আমার প্রণম্য; অতএব আমি ঐ সকল কৃষ্ণ-বিচারকদিগকে প্রণাম করিয়া, যথামতি শ্রীকৃষ্ণলীলার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমিও রজোগুণে উন্মত্ত ও তমোগুণে বিমোহিত; আমারও ব্রহ্মচর্য্য বা যোগবল নাই; তথাপি সুমধুর কৃষ্ণ-লীলা যথাশক্তি আস্বাদন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শাস্ত্রানুসারে ভগবল্লীলা তিন প্রকার। তিন প্রকার ধামে ঐ তিন প্রকার লীলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম গোলোকলীলা; আমি ক্ষমতানুসারে শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমেই উহার বিষয় আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ভক্তহৃদয়স্থ লীলা; ঐ লীলা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শিববাক্যে সূচিত হইয়াছে। মহাদেব ঋষিযজ্ঞে নিজশ্বশুর দক্ষকে প্রণাম করেন নাই; তাহা শুনিয়া গৌরী অভিমান করেন, সেই অভিমান-ভঞ্জনের নিমিত্ত মহাদেব বলেন—"দেখ গৌরি! হৃদয় রজঃ ও তমোগুণ-শূন্য হইয়া, বিশুদ্ধসত্ত্বময় হইলে, ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বময় হৃদয়কে বসুদেব বলে, ঐ বসুদেবে অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের বিকাশ হয়; এই নিমিত্তই তাঁহার নিত্যনাম "বাসুদেব"। আমি প্রতিনিয়তই সেই হৃদয়-বিহারী বাসুদেবের নিকট প্রণত আছি। অতএব আমার আর কাহাকেও বাহ্য প্রণাম করিবার প্রয়োজন নাই।" ভক্তানুভূত এইরূপ হৃদয়স্থ লীলাকেই 'আধ্যাত্মিক লীলা' বলে। ভগবান্ কখন কখনও সচ্চিদানন্দবিগ্রহে লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়া মর্ত্ত্যলোকেও লীলা করিয়া থাকেন; তাহাই তৃতীয়

লীলা। আমি ভক্তগণের পরিতৃপ্তির জন্য এখন ঐ লীলার আলোচনা করিব। যদিও ভগবানের পার্থিব লীলাই আমার আলোচনার বিষয় তথাপি ব্রজলীলার অলৌকিক রসাস্বাদনই আমার বিশেষ লক্ষ্য। যদিও ব্রজলীলায় রজোরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের রুচি নাই, তথাপি শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণের উহাতে আনন্দ হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে অসংখ্য অবতারের মধ্যে সংক্ষেপে কতকগুলির পরিচয় দিয়া পরিশেষে বলিলেন,—"ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অংশ, কেহ বা অংশাংশ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ইঁহারা সকলেই যুগে যুগে দৈত্য-দলিত লোক-সকলের রক্ষা বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্যাস-বাক্যে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ব্রহ্ম বা স্বয়ং ভগবান্। মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে সমস্ত পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব পুরাণের কথা প্রমাণ নহে—একথা বলিবার উপায় নাই। মহামুনি বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ব্রহ্মোচিত আচরণ প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজ প্রতিজ্ঞাত বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। আমি সাধারণ লোকের সুখবোধের জন্য সেই ব্যাসবাক্যেরই কেবল বিশদ অনুবাদ করিব। এই দুরূহ কার্য্যে গুরুকৃপাই আমার একমাত্র ভরসা।

মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণাবির্ভাবের সূত্রপাতেই বলিলেন,—"পৃথিবী শত শত বলদৃপ্ত রাজদৈত্যদিগের শত শত সৈন্যভারে আক্রান্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক করুণস্বরে রোদন করিতে

করিতে ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন এবং আপনার দারুণ দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা ধরণীর দুঃখের কথা শুনিয়া মহাদেব ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত পৃথিবীকে লইয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে বেদোক্ত পুরুষসূক্ত মন্ত্রদ্বারা দেবদেব কামপূরক পরমপুরুষ নারায়ণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিধাতা নারায়ণোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দেবতাদিগকে বলিলেন,—"হে দেবগণ। নারায়ণ যাহা বলিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি বলিলেন,—পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীহরি ইতঃ-পূর্ব্বেই পৃথিবীর ক্লেশের বিষয় অবগত হইয়াছেন। সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ নিজ কালশক্তির দ্বারা ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত যতদিন মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ অংশে অবনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ততদিন অবস্থান কর। স্বয়ং ভগবান্ও বসুদেবের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন; অতএব দেব-কামিনীগণও তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করুন।" এ সকল কথা পাঠ বা শ্রবণ করিলে, আপাততঃ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত কথা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া কিছুকাল মনন করিতে হয়; মনন করিলে, আর অসম্ভাবনার অবকাশ থাকে না।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া চৈতন্যস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া থাকিলেন"। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি চেতন পদার্থের কথা দূরে থাকুক, বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ এবং মৃত্তিকা,

কাষ্ঠ ও জলাদি জড়পদার্থেরও অন্তরে অন্তরে চৈতন্য রহিয়াছে; ঐ চৈতন্য, সকল পদার্থে সমভাবে থাকিয়াও বাহিরে কোথাও অল্প কোথাও বা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পদার্থান্তর্গত ঐ চৈতন্যই অধিষ্ঠাতা দেব বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকা, জল, কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতি জড়পদার্থে আপাততঃ চৈতন্য লক্ষিত না হইলেও শাস্ত্রসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক বুধগণের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। ঐ চৈতন্য বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পদার্থে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রূপে অবস্থিত আছে; পৃথিবীস্থ ও অন্যান্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রস্থ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিভক্ত চৈতন্য আছে, সেইরূপ পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রের অন্তর্গত এক এক অবিভক্ত সমষ্টিচৈতন্যও আছে। ঐ সকল সমষ্টিচৈতন্যই ঐ সকল গ্রহনক্ষত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঐ সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বদাই সকলের পাপপুণ্য প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। যাঁহারা এই পরম সত্য অনুভব বা বিশ্বাস করিতে পারেন, অসৎকার্য্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে না। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আর্য্যসন্তানগণ ঐ সর্ব্বানুস্যূত ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, সূর্য্যাদিগ্রহ, অগ্ন্যাদিভূত, গঙ্গাদি নদী ও অশ্বত্থাদি বৃক্ষকেও পূজা ও প্রণাম করিতেন এবং এখনও অনেকে করিয়া থাকেন। স্থূল দৃষ্টিতে আপাততঃ পৃথিবী মৃন্ময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার অন্তরে এক চৈতন্যময়ী পৃথিবী আছেই আছে; তিনিই মৃন্ময়ী পৃথিবীর চিন্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মনুষ্যাদি জীবগণ পৃথিবীরই এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ;

অতএব যেমন মানবের একাঙ্গে বেদনা হইলে সর্ব্বশরীরই অসুস্থ হয়, সেইরূপ মানবের ক্লেশে পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে, ক্লেশানুভব করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অথবা যেমন পুত্রের অসুখে পিতামাতাও অসুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ নিজাঙ্গজাত পুত্রস্থানীয় মানবের অসুখে চৈতন্যরূপিণী ভূতধাত্রী ধরিত্রী অধীরা হইতেই পারেন। সেই জন্য যখন কংসাদি দুর্দ্দান্ত দৈত্যদিগের উৎপীড়নে সজ্জন-সমাজ উৎপীড়িত হইল, ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিল এবং অধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল, তখন মানবনেত্রের অদৃশ্য প্রকৃত 'গো' অর্থাৎ ধরাধিষ্ঠাত্রী দেবী গোরূপে সূক্ষ্মদেহধারী বিধাতার নিকট গমন করিয়া, পাপ-বিষাক্ত স্বকায় কুৎসিত অঙ্গের চিকিৎসাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে স্বাস্থ্যবিধানের নিমিত্ত আবেদন করিলেন। মানবগণ বিপন্ন হইয়া, ধন-জনাদিদ্বারা নানা প্রকার প্রতিকারের চেষ্টা করিয়াও যখন কৃতকার্য্য না হয়, তখন অগত্যা বিধাতার শরণাগত হয়, ইহা স্থূল পৃথিবীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। বৃথা তর্ক না করিয়া, আস্তিক্য বুদ্ধির সহিত অন্তর্দৃষ্টিতে অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে, এ সকল বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। অতএব চৈতন্যরূপিণী ধরাধিষ্ঠাত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক সময়োচিত রূপ ধারণ করিয়া, সূক্ষ্মলোকে গমন-পূর্ব্বক সূক্ষ্ম জীবের সহিত সূক্ষ্মভাবে কথোপকথন করিবেন, ইহা কোনও রূপেই অসম্ভব নহে। আর্য্যসন্তানদিগের সাংসারিক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই গোমূলক, অতএব গো-রক্ষায় ধর্ম্মরক্ষা হয় এবং ধর্ম্মরক্ষায় শান্তিরক্ষা হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার

নিকট আত্মরক্ষা অর্থাৎ ইঙ্গিতে ধর্ম্মরক্ষাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা রজোগুণের অধিষ্ঠাতা; সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যেই তাঁহার অধিকার; রক্ষাকার্য্যে তাঁহার অধিকার নাই। সত্ত্বাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুই রক্ষাকার্য্যের অধিকারী; এই নিমিত্ত ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া, অসীম সত্ত্বরূপ ক্ষীরসাগরে শয়ান নারায়ণের নিকট গমন করিতে বাধ্য হইলেন। জগদীশ্বরের জগৎ-রাজ্য পরিদর্শনে ব্রহ্মাই রাজ-প্রতিনিধির ন্যায় প্রধান কর্ম্মচারী; সুতরাং তাঁহার আদেশানুসারে বা ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রাদি দেবতারাও গমন করিয়াছিলেন। এক একটী মানবদেহের আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে, এ বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায়। মনঃসংবলিত জীব যে বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন। নিখিল জীবের সমষ্টিই ব্রহ্মা; সুতরাং ব্রহ্মাকে ক্ষীরসাগরে গমনোদ্যত দেখিয়া, মূর্ত্তিমান্ দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাহার পর ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার মুখে পৃথিবীর আবেদন শ্রবণ করিয়া, আকাশবাণীতে, সত্বরেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইবে, ইহা জানাইয়া সকলকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। এ কথাও এই ঘোর নিরীশ্বর যুগের পক্ষে উপকথাই বটে; কিন্তু এখনও মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে অনশনে কোনও দেবমন্দিরে পড়িয়া থাকিলে, আকাশে প্রত্যাদেশ শুনিতে পাওয়া যায়; তবে ব্রহ্মা যে, বিষ্ণুর প্রত্যাদেশ শুনিবেন, ইহা বিচিত্র কি?

মানবদেহের আভ্যন্তরিক ব্যাপার আলোচনা করিলেও এ

সকল বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তমোগুণ হইতে রজোগুণ উৎপন্ন হয়, রজঃ হইতে সত্ত্ব, সত্ত্ব হইতে ব্রহ্মানুভব এবং ব্রহ্মদর্শন হইলেই শান্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"যেমন পার্থিব দারুর ঘর্ষণে প্রথমে ধূম, তাহার পর অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং ঐ অগ্নি হইতেই বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে; সেইরূপ তমঃ হইতে রজঃ, রজঃ হইতে সত্ত্ব এবং সত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মদর্শন হয়।" এখানেও পাপরূপ তমোগুণে সমাচ্ছন্ন ধরণী রজঃস্বভাব ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন; ব্রহ্মা ধরণীর সহিত সত্ত্বস্বভাব বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং বিষ্ণু গুণাতীত স্বয়ং ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ আধ্যাত্মিক কার্য্য-প্রণালী যেমন দেহের মধ্যে হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবলোকে দেহবান্ দেবতাদিগেরও সূক্ষ্মভাবে কার্য্য-কলাপ চলিয়া থাকে। এ বিষয় স্থানান্তরে আরও বিশদভাবে আলোচিত হইবে। দেবতারা মনুষ্যদেহে অধিষ্ঠান করিয়া, যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাকেই আধ্যাত্মিক বলে। অতএব সূক্ষ্ম শরীরে দেবতাদের কার্য্যকলাপ, প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের সহিত ভগবানের আবির্ভাব এবং নরদেহে আধ্যাত্মিকভাবে ঐ সকলের স্ফূর্ত্তি; ইহার একটিও মিথ্যা নহে।

অতঃপর বসুদেবের বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে; তাহাতে কোনও অসম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কংসের প্রতি দৈববাণী আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কখনও কখনও কাহারও মনে অচিরভাবি অমঙ্গল স্বতই সূচিত হইয়া থাকে, এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

বিশেষতঃ নিত্যভীত দুষ্টলোকদিগের এরূপ হইয়াই থাকে; সর্ব্বলোক-শত্রু কংসের তাহাই হইয়াছিল—তাহাই দৈববাণী। বামনেত্র-স্ফুরণাদিও লোক-প্রসিদ্ধ অশুভ-সূচক। দৈবতত্ত্বের আলোচনা করিলে, ঐ সকলও দৈব ইঙ্গিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অথবা লীলাময় ভগবানই স্বলীলা-সিদ্ধির নিমিত্ত কংসকে সত্যসত্যই ঐরূপ আকাশবাণী শুনাইয়াছিলেন—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানে কিছুই অসম্ভব নহে। ফলতঃ আস্তিক্য-বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে, কংসের প্রতি দৈববাণী অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে না।

ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ব্রহ্মাকে আকাশবাণীতে বলিয়াছিলেন—"বসুদেব-গৃহে পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন; অতএব তাঁহার প্রীতিসাধনের জন্য দেবনারীগণ নিজ-নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হউন।" নারায়ণের বাক্যেও বুঝিতে পারা যায় যে, স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মই বসুদেব-নন্দন হইয়াছিলেন। ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাদশ শ্লোকের ভাষ্যে ভাষ্যকার-চূড়ামণি শঙ্করাচার্য্য বাসুদেবের নিরতিশয় ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন এবং আনন্দগিরিও ঐ ভাষ্যের অর্থ আরও বিশদ করিয়া দিয়াছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ আনন্দস্বরূপ এবং তাঁহার নামও আনন্দস্বরূপেরই পরিচায়ক, গোলোক-প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ভগবানের জন্মও যে, তাঁহার আনন্দস্বরূপের পরিচায়ক, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

ভগবানের আবির্ভাব দুই প্রকার, নৃসিংহাদির ন্যায় সহসা অদ্ভুত আবির্ভাব এবং ভক্তদ্বারা লৌকিকের ন্যায় প্রতীয়মান আবির্ভাব। মহাত্মা বসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বের অবতার এবং দেবী দেবকী সত্ত্ববৃত্তির বা ভক্তির আধার; সুতরাং উপযুক্ত পতির উপযুক্ত পত্নী। ভক্তি-ভাবিত বিশুদ্ধ সত্ত্বেই যে, ভগবানের বিকাশ হয় ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং সাধকমাত্রেই ইহা বুঝিতে পারেন। তাহাই লীলা করিয়া দেখাইবার জন্য ভক্তাধীন ভগবান্ সত্ত্বাবতার বসুদেবের ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েন। বসুদেব ও দেবকী সভয়চিত্তে ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কংস-কারাগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। যখন কংস-হস্তে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ষট্‌পুত্র বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন, ইহাই মহর্ষি বেদব্যাস লিখিয়াছেন এবং ইহাই ভক্তযোগী সর্ব্বজ্ঞ শুকদেব প্রচার করিয়াছেন। ভাগবতে আছে—"ভক্তের অভয়দাতা ভগবান্‌ও পরিপূর্ণ স্বরূপে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন। বিলাসাসক্ত সুদুরাশয় কংস মূর্ত্তিমান্ সংসার বা সংসারাসক্তির অবতার; সুতরাং সর্ব্বদাই ভগবদ্‌বিরোধী। যে ব্যক্তি সংসারকে কারাগৃহ ভাবিয়া ভীতচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ষট্‌পুত্র-বিনাশে অনুতপ্ত হইয়া, পরিশেষে শ্রীহরির দর্শনলাভ করেন; ইহাই এই লীলার অন্তর্গত সুগূঢ় শিক্ষা। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমি একটি তত্ত্ববোধক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি।

সৃষ্টির সময়ে ব্রহ্মার মন হইতে মরীচি-নামক ঋষি উৎপন্ন

হয়েন। মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মনের অবতার। ঐ মনোবতার মরীচির ছয় পুত্র হয়। মনেতেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও মনোভোগ্য বিষয়-সমষ্টি, এই ষড়্‌বিধ ভোগবাসনা হইয়া থাকে; সুতরাং মনোবতারের ছয়পুত্র, ছয় বিষয়ানুরাগের অবতার। উহারা পিতামহ ব্রহ্মাকে কন্যাসক্ত দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল; তাহাতে ব্রহ্মা কুপিত হইয়া 'মর্ত্ত্য লোকে জন্মগ্রহণ কর' বলিয়া অভিসম্পাত করেন। পরে তাঁহারা রোদন করিতে করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, ব্রহ্মা কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন—"আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অন্যথা হইবার নহে; তবে যে কোনও স্থানে জন্মগ্রহণ না করিয়া ভগবন্মাতা দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিবে; পরে কংসহস্তে বিনষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার এইস্থানে থাকিতে পারিবে। ভোগাবতার ঐ ছয় মরীচিপুত্রই শাপভ্রষ্ট হইয়া দেবকীজঠরে জন্মগ্রহণ করে। এই পৌরাণিকতত্ত্ব আলোচনা করিলেই কৃষ্ণাবির্ভাবের হেতু বুঝিতে পারা যায়। যিনি সংসারকে কারাগারের ন্যায়, ক্লেশাগার মনে করিয়া, সর্ব্বদা সভয়ে কালযাপন করেন, তাঁহারই ষড়্‌বিধ ভোগানুরাগ নষ্ট হয় এবং তিনিই ভগবান্‌কে উৎপাদন করিতে পারেন। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলোকে এই অমূল্য গুহ্যতম উপদেশার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই সংসারাবতার কংসের কারাস্থিত সন্তপ্ত বসুদেব ও দেবকীর ভোগাবতার ষট্‌পুত্র বিনাশ করাইয়া, স্বয়ং তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েন।

ভগবৎ-শক্তি যোগমায়া দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ করিয়া, গোকুলস্থ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিলে, নগরবাসিগণ

মনে করিল, দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়াছে। এ কথা শুনিলে আপাততঃ অসম্ভব ও অশ্রদ্ধেয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু এরূপ ঘটনা জগতে নিত্যই ঘটিতেছে। যাঁহারা জন্মান্তর মানেন, তাঁহাদের ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। কোনও গর্ভবতী নারীর গর্ভস্রাব হইলে, ঐ গর্ভ যে, তৎক্ষণাৎ অন্য শরীরে গর্ভরূপে পরিণত হয়, ইহা ত শাস্ত্রসম্মত সম্পূর্ণ সত্য! নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ সন্তান এক জন্মেই দুই উদরে উৎপন্ন হইল। পৃথিবীতে যে এরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই অসাধ্য-সাধিনী যোগমায়ারই কার্য্য। যে মায়া ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে জীবকে সর্ব্বদাই যোনি হইতে যোন্যন্তরে লইয়া যাইতেছেন, সেই মায়াই ভগবদাদেশে দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া, রোহিণীর উদরে লইয়া গেলেন; ইহা আবার বিচিত্র কি?

জীবের জন্ম সম্বন্ধে বেদান্তের যেরূপ সিদ্ধান্ত. ভগবান্ লীলা করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন; অন্যে ইহা শুনিয়া উপহাস করিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা বেদান্ত-নিরূপিত মায়াতত্ত্ব আলোচনা করিয়া জগদ্ব্যাপার অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমানন্দের সহিত ইহা স্বীকার করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"দেবকীর ষট্‌পুত্র বিনষ্ট হইলে এবং সপ্তমগর্ভ রোহিণীতে নীত হইলে, ভক্তবৎসল ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রকাশমান হইলেন। পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব আপন হৃৎপদ্মে যেরূপ রূপ-দর্শন করিতে-ছিলেন, সেই অপরূপ রূপ দেবকীকে শ্রবণ করাইলেন্ অর্থাৎ

গুরু যেমন শিষ্যকর্ণে রূপাভিব্যঞ্জক ইষ্টমন্ত্র প্রদান করেন, সেইরূপ বসুদেব আপন মনোদৃষ্ট কৃষ্ণরূপ মন্ত্ররূপে দেবকীর কর্ণে অর্পণ করিলেন। শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রসকল বীজনামে অভিহিত; কারণ সদ্গুরুকর্ত্তৃক সৎক্ষেত্রে সমুপ্ত ঐ বীজমন্ত্র-সাধনেই দেবতাস্বরূপ প্রকাশিত হয়। বসুদেব-দত্ত ভগবদ্ভাবই দেবকীর অলৌকিক গর্ভবীজ হইল। অতএব স্ত্রীপুরুষের সহবাসে ও শোণিত-শুক্রসংযোগে দেবকীর গর্ভ হয় নাই; সুতরাং স্পষ্টই বুঝিতে হইবে যে, দেবকীর গর্ভ হৃদয়েই হইয়াছিল,—উদরে হয় নাই। মহর্ষি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। মহর্ষি বলিয়াছেন,—"যিনি পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে নিত্য-বিরাজিত, শূরনন্দন বসুদেব সেই পরমাত্মার মূলস্বরূপ কৃষ্ণরূপ, দীক্ষা-প্রণালীতে দেবকীকে অর্পণ করিলেন; দেবী দেবকীও পূর্ব্বদিক্-সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নিজ হৃদয়স্থিত পরমাত্মার পরমানন্দময় পরমরূপ আপন হৃদয়ে ধারণ করিলেন।" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"মনোদ্বারাই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে।" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবকী হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, ঐ শ্রুতির অর্থই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন।

দেবকীর গর্ভ যে, অলৌকিক, অথচ শাস্ত্র-যুক্তিসম্মত, তাহা প্রদর্শিত হইল। অন্তর্বিকাশের ন্যায় ভগবানের বহির্বিকাশও যে, অলৌকিক ও শাস্ত্রসম্মত, এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—"যেমন পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, সেইরূপ পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিল-ভূতস্থিত ভগবান্ দেবরূপিণী দেবকীর সমীপে আবির্ভূত হইলেন।" যোগিবর

শুকদেব বলিলেন—"ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন " ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের প্রাকৃত জন্ম হয় নাই, উহা তাঁহার আবির্ভাব। কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তির নাম জন্ম, আর নিত্যসিদ্ধ বস্তুর সহসা বহিঃপ্রকাশের নাম আবির্ভাব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকল স্থানে সকল শরীরেই নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহার এইরূপ প্রকাশকে জন্ম বলা যায় না,—তাহা আবির্ভাব মাত্র। কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আপনার অপ্রাকৃত জন্মের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম যথার্থ অবগত হইতে পারে, তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না; সে ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" টীকাকার-শিরোমণি শ্রীধরস্বামী ভগবদুক্ত দিব্যশব্দের 'অলৌকিক' অর্থ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার-কুঞ্জর শঙ্করাচার্য্যও দিব্য শব্দের অর্থ 'অপ্রাকৃত' করিয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় মাতৃকুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই,—আবির্ভূতই হইয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্বমহাজন-সম্মত।

শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার প্রাণস্বরূপ সেই পরম ভাগবত গৌরাঙ্গ-প্রিয় রূপ-গোস্বামী লঘুভাগবতামৃত নামক নিজগ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারও অনুবাদ করিয়া দেখাইতেছি।—"মহাবিষ্ণু যাঁহার বিলাসরূপ, সেই লীলা-পুরুষোত্তম বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরের শেষে স্বয়ং আবির্ভূত হইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে সঙ্কর্ষণকে প্রকটিত করেন; পরে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে প্রকটিত করিতে অভিলাষী হইয়া,

প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। অনিরুদ্ধ নামক ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ ঐ সময়ে বসুদেবের হৃদয়স্থিত লীলা-পুরুষোত্তমে মিলিত হইয়া থাকেন। তৎপরে ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপে বসুদেবের হৃদয় হইতে দেবকীর হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ করেন। ঐ চিদানন্দময় ভগবদ্বিগ্রহ দেবকীর হৃদয়স্থিত বাৎসল্য-রসস্বরূপ প্রেমানন্দামৃতে লালিত হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে থাকেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীর মহানিশায় দেবকীর হৃদয় হইতে তিরোভূত হইয়া কারাগাররূপ সূতিকা-গৃহস্থ দেবকীশয্যায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে জননী দেবকী প্রভৃতি সকলেই মনে করেন, এই শিশু অনায়াসেই উদর হইতে নিঃসৃত হইল।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে, পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ যে, আনন্দঘন, এবং তাঁহার আবির্ভাব যে, অপ্রাকৃত তদবিষয়ে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের অপেক্ষা কি আছে? শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দঘন বিগ্রহে চর্ম্মমাংসাদি সপ্তধাতুর সম্বন্ধ মাত্র ছিল না, শাস্ত্রানু-সারে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, চতুর্ভুজ ও বসনভূষণে বিভূষিত হইয়াই ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হইয়া এইরূপ রূপই দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি তোমার শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কিরীটালঙ্কৃত শান্তরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি; অতএব হে বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুজরূপে আমাকে দর্শন দাও।"

ভাষ্যকারকুঞ্জর শঙ্করাচার্য্যও নিজকৃত 'গীতাভাষ্যে বসুদেব-গৃহোদ্ভূত ভগবানের ঐরূপ রূপ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে গীতার একাদশ অধ্যায়স্থ পঞ্চাশত্তম পদ্যের শাঙ্করভাষ্য দেখিতে পারেন। প্রাকৃত শিশু সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব ভগবান্ যে, চিদ্ভূষণে ভূষিত হইয়া চিদাকারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা স্থির।

ভগবদাবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীর যে সকল পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া কংস হস্তে নিহত হয়, তাহারা প্রাকৃত সন্তান; কর্ম্মদোষে গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রসূত হইয়াছিল। জগতে এরূপ লোকও কদাচিৎ দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহারা পুনঃ পুনঃ বহুপুত্র বিনষ্ট হওয়ায় ভাগ্যক্রমে সংসারের অসারতা বুঝিয়া ভগবানেই মনোনিবেশ করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ও ঐরূপ শরণাগত মুমুক্ষু ভক্তদিগের সুদৃঢ় সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া থাকেন। কংসদ্বারা বসুদেব ও দেবকীর পুত্রগণকে বিনাশ করাইয়া, ঐ অমূল্য তত্ত্বোপদেশ প্রদান করাই ভগবানের এই লীলার অভিপ্রায়।

অনন্তর ভগবান্, পিতামাতার প্রার্থনায় আপনার তত্ত্বপরিচয় প্রদান করিয়া, চতুর্ভুজ ঐশ্বররূপ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক দ্বিভুজ প্রাকৃত শিশুর ন্যায় হইলেন এবং আপনাকে গোকুলে রাখিবার জন্য বসুদেবকে আদেশ করিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে। পিতামাতার প্রার্থনা উপলক্ষ্যমাত্র; ভগবানের নিজেরই দ্বিভুজ হইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহাকে ব্রজে যাইতে

হইবে; ব্রজধাম বিশুদ্ধ প্রেমের ভূমি; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ 'ভগবান্' নহেন; প্রেমের রাজ্যে ভগবান্ সখা, পুত্র ও পতি; সুতরাং প্রেমময় ব্রজমণ্ডলে যাইতে হইলে, তাঁহাকে দ্বিভুজ হইতেই হইবে; সেই জন্য তিনিই অন্তর্য্যামিরূপে বসুদেব ও দেবকীকে ঐরূপ প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন।

যদিও বসুদেব কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলবদ্ধ ছিলেন, তথাপি মুক্তিদাতার ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ কারাগারের দ্বার স্বতই মুক্ত এবং শৃঙ্খল অপনীত হইল; বসুদেব শিশুরূপী পরমেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া অনায়াসে নির্গত হইলেন। ঐ সময়ে ঘন ঘন বারি বর্ষণ হইতেছিল; যমুনাও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু অনন্তশক্তি ভগবানের অনন্তশক্তির প্রভাবে বৃষ্টির জল কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে স্পর্শ করিতে পারিল না। যাঁহার অনন্তশক্তির একাংশ পৃথিবী প্লাবিত করিতেছিল, তাঁহারই অনন্তশক্তির অপর একাংশ বসুদেবের ছত্র হইয়া দাঁড়াইল। প্রবল-প্রবাহবতী সুবিস্তৃতা যমুনাও সুপ্রশস্ত রাজপথের ন্যায় হইয়া গেল। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরবাহনে আরোহণ করিয়া, রাজধানী হইতে বৃন্দাবিপিনে ক্রীড়া করিতে যাইতেছেন। যমুনা ও বর্ষার বারি তাঁহারই প্রজা; তাঁহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া, তাঁহারই আজ্ঞায় তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত আছে; অতএব তাহারা যে তাঁহার প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হইবে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

কেনোপনিষদে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার কথা স্মরণ করুন;— স্বয়ং অগ্নি ব্রহ্মদত্ত একটি সামান্য তৃণও দগ্ধ করিতে এবং স্বয়ং

বায়ুও উহা পরিচালিত করিতে সমর্থ হন নাই। গিরিধারণ লীলার প্রসঙ্গে আমি এ বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বলিব। এখন জানিয়া রাখুন, যাঁহার সমক্ষে অগ্নি তৃণ দগ্ধ করিতে পারেন নাই এবং পবনও উহা পরিচালিত করিতে পারেন নাই, সেই মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্মই জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া, ঐ বিষয়টি অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। শ্রুতিতে আছে,—তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়, তাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বারি বর্ষণ করে এবং তাঁহারই ভয়ে মৃত্যু জীবের প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—“হে অর্জ্জুন!” যে সূর্য্যতেজ জগৎ প্রভাসিত করে, এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ দেখিতে পাও, সে সমুদায় আমারই তেজ জানিও”। যাঁহারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা শাস্ত্র যুক্তি মানেন এবং অবতারবাদে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোনও শক্তিই কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে বাধা দিতে পারে না। অতএব মৃদ্ বিকার শৃঙ্খলাদির রোধিনীশক্তি এবং যমুনা-জীবনের ক্লেদিনী-শক্তি বসুদেবকে বাধা দিতে পারিল না, ইহাতে বিস্ময়ের লেশমাত্রও নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাদ্বারা মনুষ্যকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, তাহার কুত্রাপি বাধাবিঘ্ন হয় না।

অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এক এক স্থানে এক এক বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই সেই অনৈক্যের মীমাংসা করিবার জন্য অনেক টীকাকার যুগভেদের সাহায্য লইয়া থাকেন, কিন্তু আমার তাহাতে তৃপ্তি হয় না। এই বসুদেবের যমুনাপার সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে ও ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, বসুদেব ভগবান্‌কে ক্রোড়ে লইয়া যমুনাতীরে আসিবামাত্র যমুনার জল জানুপরিমিত হইয়া গেল এবং বসুদেব অনায়াসে পার হইয়া গেলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে মার্গ প্রদান করিয়াছিল সেইরূপ যমুনা বসুদেবকে মার্গ প্রদান করিল। আমি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে "মার্গ" শব্দের মুখ্যার্থ ধরিয়া লিখিয়াছিলাম, "প্রবল প্রবাহবতী সুবিস্তৃত যমুনাও সুপ্রশস্ত রাজপথের ন্যায় হইয়া গেল।" বর্ত্তমান সংস্করণে তাহাও রাখিয়াছি, কিন্তু অন্যান্য পুরাণের সহিত পার্থক্য দেখিয়া মনের তৃপ্তি না হওয়ায় ঐক্য রাখিবার চেষ্টা করিলাম।—শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে মার্গ দিয়াছিল সেইরূপ যমুনা বসুদেবকে মার্গ দিল।" এখানে 'মার্গ," শব্দের অর্থ ঠিক "রাস্তা" না করিয়া "গমনোপায়" করিলেই সামঞ্জস্য হয়। সমুদ্র শুষ্ক হইয়া রামচন্দ্রকে রাস্তা দেয় নাই, সেতুবন্ধন দ্বারা গমনোপায় বলিয়া দিয়াছিল। বসুদেব গুপ্তভাবে যাইতেছেন, সেতু বন্ধন করিতে তাঁহার সময় নাই, সহকারীও নাই সুতরাং, যমুনা বসুদেবের গমন-পথে জানুপরিমিত জল ধারণ করিয়া পারের উপায় করিয়া দিল। এইরূপ অর্থ করিলে রামচন্দ্রের সহিত দৃষ্টান্তও সুসঙ্গত হয় এবং অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যও থাকে। ফলতঃ যমুনার ইহাতে

কর্ত্তৃত্ব নাই; বসুদেবের বক্ষঃস্থিত বাসুদেবের ইচ্ছাতেই ঐরূপ হইয়াছিল। যদি সেই সময়ে অন্য কেহ সুযোগ পাইয়া গুপ্তভাবে বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যমুনা পার হইতে যাইত, তবে সে নিশ্চয়ই নিমগ্ন হইয়া মরিত। আমি দুই অর্থই সন্নিবেশিত করিলাম; পাঠক ও সাধকবর্গের মধ্যে যাঁহার যাহাতে তৃপ্তি হয় তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন। বোধ হয় দ্বিতীয় অর্থই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত।

অনন্তর বসুদেব গোকুলে উপস্থিত হইয়া, যশোদার গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তিনিও একটী কন্যা প্রসব করিয়া নিদ্রায় অভিভূত আছেন। সুযোগ বুঝিয়া, বসুদেব আপন ব্রহ্ম-পুত্রকে যশোদার শয্যায় শয়ান রাখিয়া এবং যশোদার মায়া-কন্যাকে বক্ষে লইয়া মথুরায় গমন করিলেন এবং আপনিই কারাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনিই আপন পদে শৃঙ্খল নিবদ্ধ করিয়া দিলেন,—দিবেন বৈ কি; তিনি যে ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া মায়াকে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন! সুতরাং আপনিই আপন হস্তে আপনাকে বদ্ধ করিলেন।

ভগবানের জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কথা এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে বিবৃত করা হয় নাই, তাহা এইবার বলিতেছি।—নব্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অশাস্ত্রীয় অসংলগ্নকথা অত্যন্ত প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেকধারী নিরক্ষর বাবাজীদিগের ত কথাই নাই, অনেক সাক্ষর সজ্জাতীয় বৈষ্ণবগণও বলিয়া থাকেন, যখন কংসকারাগারে দেবকীর হৃদয় হইতে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই সময়ে ব্রজধামে

যশোদার গর্ভ হইতে আর এক পূর্ণ ভগবান্ প্রকটিত হইয়াছিলেন; বসুদেবের আনীত ভগবান্ প্রকৃত পূর্ণ ভগবানে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন"। শ্রীমদ্ভাগবতে ত একথা নাইই; বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি যে যে গ্রন্থে ভগবানের জন্মকথা আছে, কোথাও ঐ কথার আভাস মাত্রও নাই। দ্বিকৃষ্ণবাদিগণ নিজমত সমর্থনের জন্য অসার উদাহরণ দিয়া বলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দের আত্মজ এবং নন্দের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হইয়াছে বটে, কিন্তু পালিত পুত্রকেও পুত্র ও আত্মজ প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সূতজাতীয় অধিরথের ও তৎপত্নী রাধার পালিত পুত্র কর্ণকে সূতপুত্র, সূতাত্মজ এবং রাধেয় ও রাধাপুত্র বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, সীতাকে জনকাত্মজা, জনকদুহিতা, জনকনন্দিনী ইত্যাদি নামেই অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব ব্রজেশ্বরী যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের জনয়িত্রী বলিবার জন্য ঐরূপ উদাহরণ দেওয়ায় দ্বিকৃষ্ণবাদীদিগের অভিলাষ সিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাঙ্কিত কোনও শাস্ত্রেই ঐরূপ কথা নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞদিগের শীর্ষস্থানীয় প্রভুপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার প্রণীত লঘুভাগবতামৃত নামক বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে দ্বিকৃষ্ণবাদীদিগের বাক্য-মাত্র-প্রচারিত ঐরূপ সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব যশোদার গর্ভজাত আবার এক অতিরিক্ত কৃষ্ণ স্বীকার করিলে

কেবল শাস্ত্র অগ্রাহ্য হয় এমন নহে, পরন্তু শ্রীরূপ গোস্বামীর পবিত্র লেখনীতে সঞ্চারিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিকেও অবমাননা করা হয়। আরও, দুই কৃষ্ণ স্বীকার করিলে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ হইতে অনেক শ্লোক উঠাইয়া দিতে হয়। ইহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা এই ত্রিধামের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনেরই মহিমা অধিক, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ পরিকরদিগের মধ্যে বৃন্দাবনীয় পরিকরদিগেরও গৌরব সর্ব্বোচ্চ। যদি যশোদাকে কৃষ্ণজননী না বলা হয় তবে যশোদার অপেক্ষা দেবকীর গৌরব অধিক হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কা করিয়াই দ্বিকৃষ্ণবাদিগণ ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া আবার এক নূতন কৃষ্ণের সৃষ্টি করিতে চাহেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরীর পালিত পুত্র হইলেই দেবকী অপেক্ষা তাঁহার গৌরব অধিকতর হয়; বাৎসল্য রসের তত্ত্ব বুঝিলে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে। কিরূপে তাহা বুঝিতে পারা যায়, সে বিষয় আমার প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চমাধ্যায়ে পরকীয় রসের আলোচনা পাঠ করিলেই পাঠক ও সাধকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখিতে হইবে যে, তত্ত্বদর্শন করিলে, বসুদেব ও দেবকী যেমন ভগবানের নিত্যপিতা ও নিত্যমাতা; নন্দ ও যশোদাও সেইরূপ তাঁহার নিত্যপিতা ও নিত্যমাতা। তবে, বসুদেব ভগবানের নিত্যজনক ও দেবকী নিত্যজননী; আর নন্দ ভগবানের নিত্যপালক ও যশোদা তাঁহার নিত্যপালিকা। জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিতে ভগবানের বিকাশ এবং

বিশুদ্ধ প্রেমে তাঁহার পোষণ ও আস্বাদন, এই অপ্রকট নিত্য-লীলার তত্ত্ব বুঝিলেই আর বৃন্দাবনীয় প্রকটলীলায় ভগবান্‌কে যশোদারও গর্ভজাত বলিয়া একটা নূতন দলাদলির সৃষ্টি করিয়া গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রবৃত্তিই হইবে না। তত্ত্বে, মথুরাবাসিনী দেবকী জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি এবং ব্রজবাসিনী যশোদা বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমের মূর্ত্তি।

ইতি পূর্ব্বে যখন কংস আকাশবাণী শুনিয়া দেবকীর মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল, তখন ধার্ম্মিকবর বসুদেব, "তোমাকে দেবকীর গর্ভজাত সমস্ত সন্তান অর্পণ করিব" এই বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বসুদেবের সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? তিনি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও এরূপ মিথ্যাচরণ করিলেন কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কথাই বটে। কিন্তু একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে পাপ নাই বরং ধর্ম্মই আছে; ইহা লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রের নৈতিক ব্যবস্থা। তত্ত্ব দর্শন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বসুদেব মিথ্যা শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া, পরম সত্য বস্তুই রক্ষা করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ; বসুদেব-তনয় সেই ব্রহ্মেরই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট চিন্ময় বিগ্রহ। সুতরাং বসুদেব পরম সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাভারতের উদ্‌যোগ-পর্ব্বে আছে—"সত্যেই কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং কৃষ্ণেই সত্য প্রতিষ্ঠিত, অতএব কৃষ্ণই পরম সত্য এবং এই জন্যই কৃষ্ণের অপর একটি নাম, সত্য।" এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহাকে জানিতে

পারিলে দশদিক্ সত্যময় হইয়া যায়, বসুদেব মিথ্যা শব্দের উচ্চারণে পাপ কংসকে বঞ্চনা করিয়া, সেই সত্যাদপি সত্যই রক্ষা করিয়াছিলেন। যিনি সংসার-রূপ কংস-কারায় আবদ্ধ থাকিয়াও সংসারকে বঞ্চনা করিয়া হৃদয়-গোকুলে গোপনে সত্য স্বরূপ ভগবান্‌কে রাখিতে পারেন, তাঁহার অধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্, তিনিই মুক্তির অধিকারী।

ইহার পর আর একটী বিস্ময়-কর ব্যাপার ঘটিল—যখন কংস দেবকী-কন্যা-বোধে যশোদার কন্যাকে শিলোপরি নিক্ষেপ করে, তখন ঐ কন্যা আকাশে উত্থিত হইয়া, কংসের ভাবী মৃত্যুর সূচনা করিয়া অদৃশ্য হইল। এ বিষয় আপাততঃ বিস্ময়-জনক মনে হয় বটে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"ঐ কন্যা স্বয়ং যোগমায়া।" তাহা হইলে আর বিস্ময়ের কথাই নাই; কারণ অসাধ্য-সাধিনী শক্তির নাম মায়া; সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় কোনও কার্য্যই বিস্ময়কর নহে। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম যখন মূর্ত্তিমান্, তখন শক্তিরূপিণী তৎকিঙ্করী মায়াও মূর্ত্তিমতী। জ্ঞান দ্বারাই মায়ার ধ্বংস হয়; অনধিকারে বলপূর্ব্বক মায়াকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, নিজেরই মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে; ইহাও এই লীলার গূঢ় রহস্য।

ভগবৎসম্বন্ধে সকলই অলৌকিক। নিত্যসিদ্ধের জন্ম, সচ্চিদানন্দের আকার, অনাদির শৈশব, গোলোকবিহারীর মর্ত্ত্য-লীলা এবং ষড়ৈশ্বর্য্যশালীর গো-চারণ প্রভৃতি সমস্তই অলৌকিক। অলৌকিক হইলেও ঋষিবাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহাতে সমস্ত অসম্ভবই সম্ভব।

অতএব, অতঃপর আমি শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কার্য্যসম্বন্ধে কেবল শাস্ত্র দেখাইয়াই নিরস্ত হইব,—সম্ভবাসম্ভবের বিচারার্থ অত্যধিক চেষ্টা করিয়া কালক্ষেপ করিব না। ইচ্ছা করিয়া না বুঝিলে, কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারে না; বিশেষতঃ ভগবৎসম্বন্ধীয় বিষয় বুঝাইবার বা বুঝিবার নহে; উহা কেবল বিশ্বাসের বিষয়।

তারে ভাব্‌রে আমার মন।
(তারে) চিন্‌তে গেলে চিরকালেও চিন্‌বি না কেমন।
অপরূপ শিশুসাজে আপন ইচ্ছায় সাজে
বিধাতার বড় কিন্তু বয়সে সে জন।
আসি মথুরা মণ্ডলে বসুদেবে পিতা বলে
জগতের পিতা কিন্তু বেদের বচন।
ভক্তিতে ভজিলে পরে জীবের জনম হ'রে
আপনি জনমে কিন্তু কি জানি কেমন।
চিদানন্দ ধামে রয় দেবের দেবতা হয়
নরাকারে নরলোকে করে বিচরণ।
তারে ভাব্‌রে আমার মন।
চিন্‌তে গেলে চিরকালেও চিন্‌বি না কেমন।
ব্রহ্মমূর্ত্তি কৃষ্ণ, তাঁর বিচিত্র বিকাশ।
যাহার সৌভাগ্য সেই সাধুর বিশ্বাস।

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে জন্ম-লীলামৃত।

অসুর-সংহার-লীলামৃত।

বিশ্বপিতা নন্দসুত শিশু-দৈত্য দলে।
শরণ লহরে তার পদ-শতদলে॥

জ্ঞানিগণ জ্ঞানদ্বারা সত্তামাত্র পরব্রহ্ম অনুভব করিতে পারেন কিন্তু ঐ জ্ঞান যদি প্রেম-মিশ্রিত হয়, তবে সবিগ্রহ ব্রহ্মও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম-মিশ্রিত জ্ঞানে সবিগ্রহ পরব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হইলেও ঐশ্বর্য্য-বোধজন্য ভয় ও সঙ্কোচের অন্তরায় থাকায়, সাধকের অবাধ আনন্দ হয় না। প্রেম প্রগাঢ় হইলে, জ্ঞান তাহাতেই আচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া মনে হয় না; তখন মনে হয়,—তিনি আমার সখা, তিনি আমার পুত্র বা তিনি আমার পতি। ঐরূপ ভাব হইলে ভয় বা সঙ্কোচের সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং তখন সাধকের অবাধ পরমানন্দ।

বসুদেব ও দেবকীর প্রেম জ্ঞান-মিশ্রিত, এই নিমিত্ত তাঁহারা আনন্দময় ভগবানকে উৎপাদন করিয়াও বাৎসল্য ভাবের সেবা-জন্য বিমলানন্দ আস্বাদনে সমর্থ হইলেন না। অমিশ্র প্রেমের আধার-স্বরূপ ব্রজবাসিগণই ভগবৎ-সেবা-সুখের অধিকারী হইলেন। একই সাধকের, প্রথমে জ্ঞানমিশ্র প্রেম উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে

উহাই অমিশ্র প্রেমে পরিণত হয়; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই সাধকের ঐ দুই প্রকার ভাব অভিনয় করিয়া সুস্পষ্ট দেখাইবার নিমিত্ত দুই ভাবের দুই সম্প্রদায় ভক্তের অবতারণা করিলেন। ক্রম-সাধন দ্বারা একই ভক্তের ক্রমে ক্রমে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের উদয় হয়। শান্ত অপেক্ষা দাস্য, দাস্য অপেক্ষা সখ্য, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ ব্রজমণ্ডল প্রধানতঃ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবেরই লীলা-ক্ষেত্র; অতএব ভগবানের ব্রজ-লীলাই অন্যান্য লীলা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-দায়িনী। ব্রহ্মাদি-দেবতারাও যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই অখিল পূজ্য পরমেশ্বরে সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাব যে, পরমানন্দ-প্রদ, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রজের ভাব দেবতাদিগেরও দুর্ব্বোধ্য; আমি মন্দমতি মনুষ্য হইয়াও কেবল আত্মতোষের নিমিত্তই তাহাতে হস্তার্পণ করিলাম,—অপর কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রজধাম সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র। সেখানে ঈশ্বর 'ঈশ্বর' নহেন; নিখিল ভুবনের ঈশ্বর সেখানে সখা, পুত্র ও পতি। যেমন রাজমিত্র, রাজমাতা ও রাজমহিষী রাজাকে 'রাজা' বলিয়া ভয় করে না, সেইরূপ শ্রীদামাদি গোপবালক, যশোদাদি প্রাচীনা গোপী এবং শ্রীরাধাদি-নবীনা গোপী, জগদীশ্বরকেও পূজা বা ভয় না করিয়া, তাঁহাকে সখা, পুত্র ও পতি বলিয়াই দেখিতেন। যেমন অগ্নিকণার স্বভাব দেখিয়া অগ্নিরাশির স্বভাব বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ

চিদংশ জীবের প্রকৃতি দর্শনে চিদ্‌ঘন ভগবানের প্রকৃতিও জানা যাইতে পারে। আমরা জগতে দেখিতে পাই, প্রেমে যেমন জীব জীবের বশীভূত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; অতএব নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমই ভগবদ্‌-বশীকরণের একমাত্র মহামন্ত্র বা মহৌষধ। সেই জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রজবাসীর প্রেমে মুগ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদিগের প্রগাঢ় প্রেমের বশীভুত হইয়া, তাঁহাদের আনন্দ উৎপাদনের নিমিত্ত বাল্যকালে যে যে লীলা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কংস-প্রেরিত দস্যুদিগের বিনাশ একটী অন্যতম বিস্ময়কর কার্য্য। আমি প্রথমে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

অনাদিকাল হইতে সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। উহাদের পরস্পর বাধ্যবাধকসম্বন্ধ; অর্থাৎ উহারা পরস্পর পরস্পরকে পরাভুত করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। সত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে, ভগবদ্‌ভক্তি জন্মায়; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে ভোগবাসনা বলবতী হয় এবং তমোগুণের প্রভাবে জীবের হিংসাদি অতিনীচ প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। দেবতারা সাত্বিক-স্বভাব, অসুরেরা রাজস-স্বভাব এবং রাক্ষসেরা তামস-স্বভাব; এই নিমিত্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। সাত্বিকাদি স্বভাবের তারতম্যানুসারে মনুষ্যের মধ্যেও দৈব-প্রকৃতি, আসুর-প্রকৃতি ও রাক্ষস-প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। রাজস ও তামস প্রকৃতির মনুষ্যেরাই পার্থিব অসুর ও পার্থিব রাক্ষস; ভগবানের প্রতি ও ভগবদ্‌ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ উহাদের প্রকৃতিগত।

পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান্ যখন যখন্ যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তৎসঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি তাঁহার একান্ত ভক্ত এবং কতকগুলি তাঁহার ঘোর বিরোধী মনুষ্যও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সংসারে সর্ব্বদাই যে সকল রাজসী ও তামসী চিন্তা ভগবচ্চিন্তার বিঘ্ন উৎপাদন করে, উহারাই সংসাররূপ আধ্যাত্মিক কংসের আধ্যাত্মিক চর এবং যে সকল আত্মীয় বা অনাত্মীয় মনুষ্যাদি হইতে ভগবদুপাসনার ব্যাঘাত হয়, তাহারাও আধিভৌতিক কংসের আধিভৌতিক চর। ঐ সকল মনুষ্যের মধ্যে যাহারা রজঃ-স্বভাব, তাহারা নররূপী অসুর এবং যাহারা তামস-স্বভাব তাহারাই নরাকার রাক্ষস। ভগবান্ স্বয়ং, দৃশ্য বা অদৃশ্যরূপে স্বভক্তের ঐ সকল অন্তরায় অপনীত করিয়া থাকেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া অভিনয় পূর্ব্বক তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। ভোজরাজ কংস মূর্ত্তিমান সংসার বা সংসারের অবতার। সংসারনাশন ভগবানের আবির্ভাব ও ভক্ত কর্ত্তৃক ভগবদুপাসনা তাহার অসহ্য ; সুতরাং ভগবান্‌কে বিনাশ করিয়া পৃথিবী হইতে ভগবদুপাসনা উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত গোকুলে হিংসা-স্বভাব দৈত্যদিগকে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন, এখনও পৃথিবীতে কংসের ন্যায় কংসের অভাব নাই।

ঐ সকল কংসচর মায়াবলে পশুপক্ষ্যাদির রূপ ধারণ করিয়া, ব্রজমণ্ডলে উপদ্রব আরম্ভ করে। অসুরেরা স্বভাবতই কামরূপী ; অতএব উহাদের নানারূপ ধারণ করা বিচিত্র নয়। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, অণিমাদি

অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে কামরূপ ধারণ করাও একটী সিদ্ধি; অতএব ধারণাবলে মনুষ্যও ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে, সুতরাং কংস-চরদিগের নানারূপ ধারণ করা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আরও, কূটনীতি-বিশারদ ছলনা-চতুর রাজগণ সুকৌশলে পশুপক্ষীদিগকেও চর-কার্য্যে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদের সাহায্যে শত্রুসংহার করিয়া থাকে,—এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, কখনও বা দেখিতেও পাওয়া যায়। যাঁহারা স্বভাবতই অবিশ্বাস-রোগে আক্রান্ত তাঁহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই। কিন্তু ঋষিবাক্য অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে এ সকল চিন্তা করা উচিত।

দুরাত্মা কংস কৃষ্ণ-বিনাশের নিমিত্ত যাহাদিগকে ব্রজধামে পাঠাইয়াছিল, রাক্ষসী পূতনাই তাহাদের অগ্রবর্ত্তিনী। রাজ্য-লোলুপ অনেক রাজাসুর কৌশলে চরদ্বারা সুকুমার শত্রুসুতের প্রতি বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নিতান্ত বিরল নহে। অতএব ভোগসর্ব্বস্ব কংস পূতনা দ্বারা যশোদা-নন্দনের প্রতি বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব; আর ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর স্তনদংশনে একটা সামান্য রাক্ষসীকে বিনাশ করিলে, এ বিষয়েও অসম্ভাবনার অবকাশই নাই। মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন—"চন্দ্র সূর্য্যাদি-সংবলিত-নিখিল জগৎ তাঁহারই প্রভায় প্রভাসিত এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্।" অতএব যিনি পূতনাকে প্রাণশক্তি দিয়াছেন, তিনিই আবার তাহা হরণ করিলেন, ইহাতে অসম্ভাবনার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব শ্রুতিসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত ঋষিবাক্যে অর্থান্তরের

প্রয়োজন নাই। যদি অসম্ভাবনা না থাকে তবে শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেই রূপই থাকায় দোষ কি? মহর্ষি বেদব্যাস পূতনার মৃতদেহ বর্ণনায় অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। হইতে পারে উহা অতিরঞ্জিত; কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিবেচনা করা উচিত যে, অল্পবিস্তর অতিরঞ্জিত না করিলে, বর্ণনীয় বিষয়ের রসপুষ্টি হয় না। অতএব রস-পুষ্টির নিমিত্ত স্থলবিশেষে অতিরিক্ত বর্ণনার প্রয়োজন হয়। রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ঐরূপ বাহুল্য বর্ণনায় দোষের পরিবর্তে সৌন্দর্য্যই দর্শন করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, পৃথিবীতে এরূপ গ্রন্থ নাই, যাহাতে কিছু না কিছু অতি রঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব পূতনার মৃতদেহ সম্বন্ধে যদি বাহুল্য বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা অনুমোদন করাই উচিত।

পূতনা সম্বন্ধে আমার নিজের যেরূপ সিদ্ধান্ত, তাহাও একবার আলোচনা করি। শাস্ত্রে পূতনা নামে এক প্রকার বালগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। অলোক-শক্তিশালিনী পূতনা উৎকট রোগরূপে শিশু-শরীরে আবিষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন বিনাশ করে। পৃথিবীস্থ কোনও কোনও মানবী ঐ পূতনার মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, তাহার ন্যায় শিশু-ঘাতিনী শক্তি লাভ করে। অভিচার মন্ত্রদ্বারা, কিম্বা বিষাক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা বিষময় দৃষ্টিদ্বারা শিশুসন্তান বিনাশ করাই ইহাদের স্বভাব। আর একপ্রকার বালগ্রহ আছে, তাহার নাম ডাকিনী; অনেক ইতর-জাতিয়া নারী ডাকিনী-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিচার করিয়া থাকে; তাহাদিগকে প্রচলিত ভাষায় ডাইনী

বলে। "ডাকিনী" নামের অপভ্রংশে "ডাইনী" নাম চলিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ দুই প্রকার নারীর ব্যবসায় একই প্রকার; সুতরাং ঐ দুই শ্রেণীই ডাইনী। তৎকালে মথুরা নগরীতে কংসপালিত পূতনারই শিশু-সংহার-কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক প্রতিপত্তি ছিল। সেই জন্য রাজনীতি-বিশারদ ভোজরাজ কংস অনায়াসে লীলা-শিশু যশোদানন্দনের সংহার-বাসনায় প্রথমেই ডাইনী পূতনাকে প্রেরণ করে। পূতনার প্রকৃত নাম বকী; কিন্তু পূতনা-সিদ্ধ বলিয়া এবং অভিচার কার্য্যে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলে তাহাকে ক্রুর দেবতা সাক্ষাৎ পূতনার ন্যায় মনে করিত এবং পূতনা নামেই আহ্বান করিত। এখনও পৃথিবীর স্থানে স্থানে ডাইনী বা পূতনা অনেক আছে, এখনও কুল-কামিনীগণ নিজ নিজ শিশু সন্তানদিগকে ডাইনীর দৃষ্টি হইতে সাবধানে রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাচীন-কালের ডাইনীগণ পূতনা ও ডাকিনীর ন্যায় শূন্যে বিচরণ ও কামরূপ ধারণ প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিত; এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের সাত্ত্বিকী শক্তির ন্যায় তাহাদের তামসী শক্তিও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; সুতরাং সে কালের স্বাভাবিক বিষয় এক্ষণে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব হইয়াছে।

আমি সত্যদর্শী মহর্ষির বাক্য অণুমাত্রও মিথ্যা মনে করি না; অতি প্রাচীন কালে আর্য্য মহর্ষিদিগের সমসময়ে মনুষ্যের বল, বুদ্ধি, পরমায়ু, এক্ষণকার মনুষ্যদিগের অপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ তখন সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা সদভিপ্রায়ে এবং তামসিক প্রকৃতির লোকেরা

অসদভিপ্রায়ে আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়া দৈবশক্তি সঞ্চয় করিত। এখন আর সে চর্চ্চাই নাই; সুতরাং অলৌকিকী দৈবশক্তির কথা উপহাস-জনক অলীক উপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি, সেই সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত "প্রেমময় শ্রীবৃন্দাবনে গোপনারী যশোদার শিশু হইয়া মধুর বাল্যলীলা প্রকাশ করেন; ভবিষ্যতে সাধকগণ তাঁহার বাল্যলালা ও কৈশোর লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া পাছে তাঁহাকে সামান্য নরশিশু মনে করে, সেই জন্য তিনি বাল্য ও কৈশোর-লীলার মধ্যে মধ্যে আপন অলৌকিক ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি মহর্ষি ভগবানের সেই সেই ঐশ্বরিক কার্য্য অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবানের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনই মহর্ষির প্রধান উদ্দেশ্য; পূতনার দেহ বর্ণনা করা তাহার পরিপোষক অঙ্গমাত্র। পূতনার আকার যদিও অতিরঞ্জিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, বর্ণনীয় মূল বিষয় অতিরঞ্জিত হয় নাই। ভগবান্ যখন পূতনা বধ করেন, তখন তাঁহার লীলাবয়স একমাস মাত্র। অজাতদন্ত একমাসের শিশু স্তনদংশনে একটা সামান্য নারীকে বিনাশ করিলেও তাহা অদ্ভুত; কিন্তু স্বয়ং ভগবানে অদ্ভুত কিছুই নাই, তিনি নিজেই অদ্ভুত। পূতনা যতই প্রবলা হউক, তাহাকে বিনাশ করা ভগবানের পক্ষে কিছুই নহে, তথাপি লীলার অনুরোধে শিশু হইয়াছেন বলিয়াই অদ্ভুত রসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অদ্ভুত রসের স্থায়ীভাব বিস্ময় এবং এস্থলে একমাস বয়স্ক অসীম

পরাক্রমশালী যশোদানন্দন ঐ রসের আলম্বন। বিরোধী কংসচরগণ যতই বৃহৎ ও পরাক্রমশালী হইবে, শিশুরূপী ভগবানের অন্তর্নিহিত বিস্ময়কর ঐশ্বর্য্য ততই অভিব্যক্ত হইবে, মানবগণ মায়াশিশু ভগবানকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারিবে। রসতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি এই অভিপ্রায়েই যদি পূতনার দেহ অতিরঞ্জিত করিয়া থাকেন, ভালই করিয়াছেন। অভাবুক অরসিক ভিন্ন আর সকলেরই উহাতে আনন্দই হইবে। অতএব উহা ভূষণ,—দূষণ নহে। যে সকল কংসচর ভগবান্‌কে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সুধীগণ উহাদের সকলেরই বৃত্তান্ত এইরূপেই বুঝিয়া লইবেন। আমি গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিলাম না।

আনন্দের অন্তরায় তিন প্রকার, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। আনন্দময়ের অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত ব্রজধামে ঐ তিন প্রকার উপদ্রবই হইয়াছিল। ইহাতে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি," এই সুপ্রসিদ্ধ মহাজন বাক্যের অর্থ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ব্রজে যে সকল উপদ্রব হইয়াছিল তন্মধ্যে পূতনা, বক, বৎস, শকট ও অঘাসুর প্রভৃতির উপদ্রব আধিভৌতিক; ইন্দ্রকৃত শিলাবর্ষণাদি আধিদৈবিক এবং ঐ দুই প্রকার উপদ্রব-জন্য ব্রজবাসীদিগের অশান্তিই আধ্যাত্মিক উপদ্রব। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের ঐ ত্রিবিধ উপদ্রব অপনোদন করিয়া দেখাইলেন যে, যাহারা অসংশয়ে আমার উপর নির্ভর করিতে পারে আমি সেই ঐকান্তিক ভক্তগণের সকল দুঃখ [illegible] দূর করিয়া থাকি। আরও দেখাইলেন, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই আমার

প্রভাব অব্যাহত। দুর্জ্জয় কালিয়কে দমন করিয়া জলে, পূতনা-দিকে বিনাশ করিয়া স্থলে এবং তৃণাবর্ত্তকে বিনাশ করিয়া আকাশে আপন অবাধ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিলেন। যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করেন তাঁহারা বেদপুরাণোক্ত ব্রহ্মশক্তির সহিত কৃষ্ণশক্তির ঐক্য বুঝিয়া লইবেন।

অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির অন্তর্গত এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধরা মণ্ডলের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অত্রত্য সমস্ত পদার্থই আকার প্রকারে পরস্পর বিভিন্ন। এক জাতীয় বস্তুর মধ্যেও সকলে সর্ব্বাংশে সমান নহে। একটি বৃক্ষের সহিত সর্ব্বাংশে সমান আর একটি বৃক্ষ নাই এবং একটি মনুষ্যের সহিতও সর্ব্বাংশে সমান দ্বিতীয় মনুষ্য দেখা যায় না। যেমন বাহ্যাকারে একটির ন্যায় আর একটি মনুষ্য নাই, সেইরূপ আভ্যন্তরিক প্রকৃতিও সকলের সমান নহে। ঋষিবাক্যের সমালোচনা করিয়া দোষ গুণ বিচার করা অনেকের স্বভাব, কিন্তু আমার প্রকৃতি ঋষিবাক্যের একটিও অমূলক মনে করিতে চাহে না। দোষই হউক, গুণই হউক, সেই জন্যই পূতনাকে লইয়া এত অধিকক্ষণ অতিবাহিত করিলাম।

সময়ের গতি অবিচ্ছিন্ন ; কেহ কিছু করিলেও সময় যাইবে, না করিলেও যাইবে। তবে, অকারণে সময় অতিবাহিত করাই দোষের হয় ; সদুদ্দেশে সময় অতিবাহিত করিলে দোষের হয় না। পূতনার বিষয় আলোচনা করিতে যে সময় অতিবাহিত হইল, বোধ হয় তাহা সদুদ্দেশেই হইয়াছে,—সকারণেই হইয়াছে।

অতএব দোষাবহ হয় নাই। গুণগ্রাহী পাঠকের নিকটে অবশ্যই ইহার সুবিচার হইবে।

তুমি ত দয়াল অতি,
তবু হ'লোনা তোমাতে রতি।
শিশু বেশ ধরি মারি সুর-অরি
রাখিলে ব্রজ-বসতি।
তোমার বিনাশ করি অভিলাষ
মরিল যত কুমতি;
অরাতি নিধন হেরি সুরগণ
বরষে কুসুম ততি।
করুণা নিধান কর কৃপা দান
ওহে ভকতের গতি।
তুমি ত দয়াল অতি
তবু হ'লো না তোমাতে রতি।

শিশু সাজি দৈত্য নাশ করে ভগবান।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যবান॥

ইতি—শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অসুর সংহার লীলামৃত।

চৌর্য্য-লীলামৃত।

ব্রহ্ম কৃষ্ণ চোর, ঋষি কৃষ্ণের খাতায়।
লেখা আছে, নমি নমি আমি তায় তায়॥

এক্ষণে আমি ভগবানের চৌর্য্যলীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা শুনিলে অসার-দর্শীদিগের অতীব অবজ্ঞা এবং সারদর্শীদিগের পরমানন্দ হইয়া থাকে। পরমানন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপালু হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রুত্যুক্ত নিজতত্ত্ব নিজেই অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন এবং পরবর্ত্তী জীবগণের মুক্তির নিমিত্ত বেদব্যাসের হৃদয়ে জ্ঞানশক্তি সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা আপনার লীলা আপনিই পুরাণাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাস প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি ব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, অতএব ব্যাসবাক্য ও ভগবদ্ বাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীকৃষ্ণই আনন্দময় মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে জীবের মুক্তি হয় না, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে। যখন শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না, তখন কৃষ্ণলীলা না বুঝিলে যে, মুক্তির উপায়ান্তর নাই, ইহাই স্থির হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাতে আপন ব্রহ্মত্বই দেখাইয়াছেন. সুতরাং মানবচরিত্রের

দৃষ্টান্তে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনা করিলে পদে পদেই সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মচরিত্রের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে সংশয়ের অবকাশই থাকেনা। নিকষাঙ্কিত রজতরেখার আদর্শে স্বর্ণের পরীক্ষা হয় না; সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হইলে নিকষাঙ্কিত সুবর্ণরেখাকেই আদর্শ করিতে হয়। সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র চরিত্র সমালোচনা করিতে হইলে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মচরিত্রই আদর্শরূপে অবলম্বন করা উচিত!

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, "জগতে নানা বস্তু নাই; যে ব্যক্তি নানা বস্তু বলিয়া মনে করে, সেই পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যেখানে অন্য কিছুই শুনা যায় না, অন্য কিছুই দেখা যায় না এবং অন্য কিছুই জানা যায় না তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমাকে সর্ব্বময় বলিয়া জানে এরূপ মনুষ্য অতি দুর্ল্লভ; বহুজন্মের সাধনায় কোনও মনুষ্য আমাকে সর্ব্বময় বলিয়া বুঝিতে পারে। যাঁহারা বিনয়শীল বিদ্বান ব্রাহ্মণে, গাভীতে, হস্তীতে, কুক্কুরে ও চণ্ডালে একমাত্র ব্রহ্মসত্তা দর্শন করেন তাঁহারাই পণ্ডিত। হে অর্জ্জুন! কি সাত্বিক কি রাজসিক, কি তামসিক, সমুদায় ভাবই আমা হইতে উৎপন্ন; আমি ঐ সকলে নাই, কিন্তু ঐ সকল ভাব আমাতে আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, সুতরাং নির্ম্মল; অতএব অভেদদর্শী ব্যক্তিগণ মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও ব্রহ্মেই অবস্থান করেন এবং অবিচ্ছিন্ন সুখানুভব করিয়া থাকেন। যিনি প্রিয়লাভে আনন্দিত ও অপ্রিয় সংঘটনে উদ্বিগ্ন নহেন সেই স্থিরবুদ্ধি সুধীব্যক্তি ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন। এই

সকল শ্রুতি-বাক্য ও ভগবদ্বাক্য মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে পুনঃ পুনঃ কেবল সমদর্শনেরই উপদেশ দিতেছে, অতএব যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করেন, তিনিই মুক্তির অধিকারী; পক্ষান্তরে ভেদদর্শীর সংসারবন্ধন অনিবার্য্য। প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনায় যাঁহার অনুরাগ বা বিদ্বেষ হয় না, তিনিই মুক্তির অধিকারী। যিনি চৌরে, বদান্যে, পণ্ডিতে, মূর্খে, পুত্রে ও অমিত্রে সমদর্শন করিতে পারেন তাঁহার সর্ব্বদাই সুখ; সমদর্শন ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই চরম ব্রহ্মজ্ঞান অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমরূপিণী গোপীদিগের দধিক্ষীরাদি সর্ব্বস্ব সর্ব্বদা অপহরণ করিতেন এবং গোপীগণের হাস্যগর্ভ তিরস্কারেও সঙ্কুচিত বা ভীত না হইয়া হাস্য করিতেন। যখন দেখিতেন, গোপীগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইলেন না তখন অধিকতর ক্ষীরাদি হরণ করিয়া বানর-দিগকে প্রদান করিতেন, তাহাতেও গোপীদিগের বিরক্তি না দেখিলে অধিকতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিতেন,—দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতেন, গৃহমধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন, অসময়ে বৎসদিগের বন্ধন খুলিয়া দিতেন এবং কখনও বা নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া যাইতেন।

গোপীদিগের সমতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই তিনি সর্ব্বদা ঐরূপ অসহ্য উপদ্রব করিতেন, কিন্তু গোপীগণ, বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আনন্দময়ের আনন্দময় উপদ্রবে পরমানন্দই পাইতেন। যশোদার নিকট পরিহাসময় আবেদন-বাক্যই তাঁহাদের হৃদ্গত আনন্দের পরিচায়ক। প্রেমতত্ত্ব-বিশারদ

মহর্ষি বেদব্যাস কৃষ্ণোপদ্রবে গোপীদিগের হৃদ্‌গত আনন্দ কৌশলে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণের মনোহর কৌমার-দৌরাত্ম্য দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া পরিহাসার্থ বাহ্যরোষ প্রকাশ পূর্ব্বক যশোদার নিকটে গিয়া আবেদন করিলেন, যশোদে! তোমার আদরের গোপাল আমাদিগকে উদ্‌বাস্ত করিল। অসময়ে বৎসদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পলায়; কিছু বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, উদূখলাদির উপর দাঁড়াইয়া শিক্যস্থিত ক্ষীর সর হরণ করিয়া খায়, আপনি খাইতে না পারিলে বানরদিগকে খাওয়ায়, পরিশেষে ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায়। যদি কোনও দিন চুরি করিবার কিছু না পায়, সেদিন নিদ্রিত শিশুদিগকে কাঁদাইয়া পলায়ন করে। উপরিস্থিত দুগ্ধভাণ্ড হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে না পারিলে যষ্টিদ্বারা উহার নিম্নে ছিদ্র রচনা করিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া ভাণ্ডনিঃসৃত দুগ্ধ পান করে। অন্ধকার গৃহেও তাহার অসুবিধা হয় না; অঙ্গস্থিত মণিময় অলঙ্কারের প্রভায় গৃহ আলোকিত হইয়া যায়। ইহার উপর আবার গৃহমধ্যে মলমূত্রও ত্যাগ করে। তোমার গোপাল গোপনে চুরিবিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়াছে। আমরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেই তৎক্ষণাৎ গিয়া ঐসকল উপদ্রব করে। তুমি কি উহাকে শাসন করিবে না?” নন্দমহিষী যশোদা গোপীদিগের ঐসকল কথা শুনিয়া তাহাদের মনের ভাব বুঝিলেন, সুতরাং নিজপুত্রকে তিরস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত হাসিতে লাগিলেন।

অন্যের কৃত দৌরাত্ম্য কাহারও প্রীতিকর হয় না, কিন্তু মহর্ষি বলিলেন, কৃষ্ণের দৌরাত্ম্য রুচির অর্থাৎ মনোহর; ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যশোদানন্দনের দৌরাত্ম্যে গোপীদের আনন্দই হইত। তত্ত্বদর্শী টীকাকার শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যাস্থলে এই চৌর্য্যলীলার গূঢ় তত্ত্বার্থ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতেই বাহির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যখন গোপীগণ ভগবান্‌কে "চোর চোর" বলিয়া আক্রোশ করিতেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, তোরাই চোর, আমিই গৃহস্বামী"। ভগবানের ঐরূপ বাক্য আপাততঃ দুরন্ত বালকের হাস্যজনক ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু উহার গূঢ় অভিপ্রায় বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত; কারণ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বামী তিনি সকল গৃহেরই স্বামী। চোর দুই প্রকার;—লৌকিক চোর ও তাত্ত্বিক চোর। পরধনহারীকে লৌকিক চোর বলা যায়, আর যে ব্যক্তি জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্টধন তাঁহার দরিদ্র সন্তান-দিগের সাহায্যার্থ অর্পণ না করিয়া নিজগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে, শাস্ত্রানুসারে ও যুক্ত্যনুসারে সেইই তাত্ত্বিক চোর। পরধনহারীর পাপ অতি সামান্য, সুতরাং রাজদণ্ড ভোগ করিলেই তাহার পাপক্ষয় হয়; কিন্তু দরিদ্রের দুঃখের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যে ব্যক্তি কেবল আপনিই ধন সঞ্চয় করে, সে চোরের চূড়ামণি; তাহার মুক্তি কখনই হয় না।

শাস্ত্রে আছে, যৎপরিমিত ধনে যাহার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয়, তৎপরিমিত ধনই তাহার নিজস্ব; যে ব্যক্তি তদতিরিক্ত ধন "আমার" বলিয়া অধিকার করে, সেইই যথার্থ চোর; তাহার

দণ্ড হইবেই হইবে।" এই নিমিত্তই, যে গোপীর গৃহে প্রচুর দধি দুগ্ধ থাকিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চোর বলিতেন। স্বয়ং ভগবান্ও বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে কৃপা করি, প্রথমেই তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লই।" দধিদুগ্ধাদিই গোপজাতির সর্ব্বস্ব। অতএব লৌকিক স্থূল নীতির দিকে দৃষ্টি না করিয়া তত্ত্বদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৌর্য্যলীলার উপলক্ষ্যে গোপীদিগের ধৈর্য্য ও সমতা পরীক্ষা করিয়া জগতে সমদর্শনরূপ সার তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের ক্ষীরসর হরণ করিয়া বানরদিগকে অর্পণ করিতেন; ইহাও পরম তত্ত্বজ্ঞানেরই উপদেশ বুঝিতে হইবে। তিনি দেখাইলেন,—আমিই একজনের ধন হরণ করিয়া অপরকে দান করি; আমিই পরব্রহ্ম, স্বেচ্ছায় বহুরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে এইরূপ লীলা করিয়া থাকি। জগতে আমি ভিন্ন দাতা নাই এবং আমি-ভিন্ন চোরও নাই। আমিই চোর হইয়া হরণ করি এবং আমিই দাতা হইয়া দান করি; ইহা আমার গুণময়ী লীলা। কৃপাময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিখিল শাস্ত্রের সার এই পরমতত্ত্ব দেখাইবার নিমিত্তই গোপীদিগের দধিদুগ্ধ হরণ করিয়া বানরদিগকে প্রদান করিতেন। নিত্যনিরঞ্জন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই নিগূঢ়তম চৌর্য্যবিহার রত্নাকর স্বরূপ, জ্ঞানিগণ ইহার অন্তঃস্তল হইতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ পরম রত্ন আহরণ করেন, ভক্তগণ বাল্যলীলাময় পরমানন্দ আস্বাদন করেন আর জ্ঞানভক্তিহীন সাধারণ মানব ইহাতে কেবল কলঙ্কস্বরূপ শম্বুকই দেখিতে পান।

শ্রুতিতে বলিয়াছেন, সকলই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই; একমাত্র পরব্রহ্মই আপন ইচ্ছায় বহুরূপ ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন।" স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জীবের সুখবোধের নিমিত্ত তাহাই অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। অতএব সর্ব্বময় ভগবান্‌কে তস্কর মনে করার কথা দূরে থাকুক, মানব-রূপী তস্করকেও তস্কর মনে করা অজ্ঞানের কার্য্য। যখন জীব বহুসৌভাগ্যের ফলে মনুষ্য-তস্করকেও ব্রহ্ম অর্থাৎ কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারিবে, তখনই তাহার মুক্তি; অন্যথা মুক্তি নাই।

সজ্জনগণের স্মরণ রাখা উচিত যে, নীতিবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা এই উভয় বিদ্যাই বিভিন্ন-বিষয়িণী। নীতিবিদ্যা সংসারীর উপযুক্ত, আর যাঁহারা মুক্তির কামনা করেন, তত্ত্ববিদ্যাই তাহাদের প্রয়োজনীয়। নৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে ভগবান্‌কে চোর বলিয়া মনে হইবে এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে মনুষ্য-চোরকেও ভগবান্ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ভগবানের ব্রজলীলা তত্ত্বোপদেশপূর্ণ সুতরাং অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য; নৈতিক বুদ্ধিতে আলোচনা করিলে উহা মালন বলিয়া মনে হইবে। বেদাদিশাস্ত্রে শব্দদ্বারা যে ব্রহ্মচরিত্র নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই শ্রীবৃন্দাবনে লীলাময় কৃষ্ণচরিত; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন সুপবিত্র কৃষ্ণচরিত্রও লোকে নরচরিত করিয়া তুলিতে চাহে।

পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া যাহাদের হিত-সাধনের জন্য স্বয়ং চৌর্য্য পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, তাহারাই

তাঁহাকে চোর বলিয়া কলঙ্কিত করিতে লাগিল।—অহো দুঃখ! ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, "মূঢ়েরা আমার মনুষ্যাকার দেখিয়া আমাকে মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করে, আমার পরমস্বরূপ বুঝিতে পারে না। লোকে কথা প্রসঙ্গে বলে, "যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।" ভগবানই এই প্রচলিত প্রাচীন কথার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইলেন। বোধ হয় ইহাও কৃষ্ণের ইচ্ছা।

কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে।
আয়ুরবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে।
গোপিকার ননীচোর গোকুলে গোপ-কিশোর
ভজ তারে পারে যাবি তাহারই কৃপায় রে।
এ নদীতে ছটা চোর শান্তি চুরি করে তোর
চোরের সন্ধান চোর বিনা কেবা পায় রে।
কি করিলি ভবনদী পারের উপায় রে।
আয়ু রবি অস্তাচলে যায় পায় পায় রে।

পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্, ননী চুরি করে।
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেবগোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে চৌর্য্যলীলামৃত।

মৃদ্ভক্ষণ-লীলামৃত।

——:০:——

উদরে ব্রহ্মাণ্ড তবু পেট নাহি ভরে।
মাটি খায়, সে শিশুরে নমি ভক্তিভরে॥

অধিকক্ষণ একই রসের আস্বাদনে কাহারও সুখ বোধ হয় না; এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সুমধুর বাল্যলীলার মধ্যেই স্বকীয় অসীম ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে অভিলাষ করিলেন। এই মৃদ্ভক্ষণ লীলার অন্তরে অমূল্য তত্ত্বোপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা তাহাই যথাসাধ্য বিবৃত করিয়া সর্ব্ব-সধারণকে প্রদর্শন করিতে সমুদ্যত হইলাম।

প্রেমই আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়বস্তু; ব্রজভূমি সেই প্রেমের আকর। এই নিমিত্ত একদিন তিনি বাৎসল্য প্রেম পরিপুষ্ট করিয়া তৎসঙ্গেই তত্ত্বমূলক অসীম ঐশ্বর্য্য দেখাইতে অভিলাষ করিলেন। তিনি ব্রজবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সুধাবোধে প্রেমময় ব্রজের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন। সহচর বালকেরা যশোদার নিকট গিয়া বলিল, মা! তোমার গোপাল মাটি খাইয়াছে। বস্তুতঃ উহা সেই চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণেরই কথা। তিনিই মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলেন, আবার তিনিই যশোদার নিকট বলিবার নিমিত্ত অন্তর্য্যামিরূপে ব্রজবালকদিগকে প্রেরণ করিলেন। যশোদা ঐ বিষয়ের

সত্যাসত্য জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উহা স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত সহচরদিগের উপরেই মিথ্যাবাদী বলিয়া দোষারোপ করিলেন।

বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য রক্ষার ছলে আপন ব্রহ্মত্ব প্রদর্শনই মৃদ্ভক্ষণ অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্য। সঙ্গিগণের উপর দোষারোপ করিয়া নিজদোষ অপনয়ন করা আদরপালিত অশান্ত বালকের স্বভাব। ভগবান্ তাহাই করিয়া বাল্যলীলার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিলেন, ইহাই এই লীলার বাহ্যার্থ। বাহ্যার্থ হইলেও রসজ্ঞ ভক্তগণ নীরস তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান না করিয়া ইহা হইতেই পরানন্দ রস আস্বাদন করেন। তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দার্থ মিথ্যা হইলেও, ভগবান্ উহারই দ্বারা পরম সত্যেরই ইঙ্গিত করিলেন। যাঁহার অন্তরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত অর্থাৎ যাঁহার উদরের বাহিরে কোনও বস্তু নাই, তিনি আবার কি ভক্ষণ করিবেন! এবং যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বিহীন এবং আত্মানন্দেই পরিতৃপ্ত তিনি আবার কি জন্যই বা ভক্ষণ করিবেন। ইহাই এই লীলার অভিপ্রেত এবং ইহাই শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মের অন্যতম লক্ষণ। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শিশুচ্ছলে যে শব্দগত মিথ্যা বলিয়াছিলেন তাহা পরমার্থতঃ সম্পূর্ণ সত্য এবং নিজ সঙ্গিগণকে যে, মিথ্যাবাদী বলিয়াছিলেন, তাহাও সুতরাং পরমার্থতঃ সত্য। বাৎসল্যময়ী কৃষ্ণজননী অদান্ত সন্তানের বাক্যে বিশ্বাস করিলেন না; তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখমধ্যে মৃত্তিকার চিহ্ন আছে কিনা, তাহাই দেখিতে চাহিলেন। ভগবান্ বলিলেন, মা? যদি ইহাদিগকে সত্যবাদী এবং আমাকে

মিথ্যাবাদী বলিয়া তোমার মনে হইয়া থাকে তবে, এই আমি মুখব্যাদান করিতেছি; আমার মুখে মৃত্তিকার চিহ্ন আছে কিনা প্রত্যক্ষ দেখ।

এই বলিয়া ভগবান্ মুখব্যাদান করিলে নন্দমহিষী যশোদা ব্রহ্মস্বরূপ সন্তানের ক্ষুদ্রোদর মধ্যেই সেই শ্রুতিসিদ্ধ পরম সত্য দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, শিশুসন্তানের ক্ষুদ্রোদরে সপ্তদ্বীপ, সপ্ত সিন্ধু, সমস্ত নদী, সকল পর্ব্বত এবং বন-জনপদ-সংবলিত পৃথিবীমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। দেখিলেন, দশ দিক্ ও আকাশাদি পঞ্চভূত কৃষ্ণের উদরেই রহিয়াছে। দেখিলেন, চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ও অসংখ্য তারাগণ-সংবলিত জ্যোতিশ্চক্র পুত্রের সঙ্কীর্ণ উদর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। আবার দেখিলেন, সত্বাদি তিন গুণ,শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় মন, জীব, কাম, কর্ম্ম ও স্বভাব প্রভৃতি জগতের মূলতত্ব সকলও কৃষ্ণের অন্তরেই অবস্থিত। কেবল ইহাই নহে, পরিশেষে সন্তানের উদর মধ্যে আবার একটি ব্রজমণ্ডল, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণসমীপে অপর একটি যশোদাকেও দেখিতে পাইলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মাতৃসন্নিধানে যাহা দেখাইলেন, তাহা অবিকল শ্রুতিবাক্যেরই অভিনয়। যাহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থিত থাকে এবং যাহাতেই লীন হয়, তাহাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্থূলও নয় অণুও নয় অথচ স্থূল ও অণু দুইই, ইত্যাদি যে সকল ব্রহ্মলক্ষণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে; ভগবানের এই লীলা দর্শন বা শ্রবণ করিলে, তাহারই প্রত্যক্ষ অর্থ ভিন্ন

আর কিছুই মনে হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকেও বিশ্বরূপ দেখাইয়া ছিলেন, এখন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদান্ত দর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশীতে অবিকল এই কথাই আছে, "যেমন সুনির্ম্মল দর্পণে বৃহদাকাশ-স্থিত জগতের প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, সেইরূপ চিদানন্দঘন ব্রহ্ম-স্বরূপে অনন্ত আকাশের সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশমান রহিয়াছে। উপনিষৎ, বেদান্ত দর্শন ও গীতার প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় অশ্রদ্ধা করিতে পারেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানই দেখাইলেন, পরন্তু যাঁহাকে দেখাইলেন, সেই বাৎসল্য রূপিণী যশোদা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে বিভীষিকাই দেখিলেন। তিনি শিশুসন্তানের উদরে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ভয়-বিহ্বল-চিত্তে ও কম্পিত কলেবরে কতই আশঙ্কা করিলেন। পরিশেষে যদিও একবার কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া সংশয় করিলেন কিন্তু তাহা তাঁহার অগাধ বাৎসল্য সাগরে তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইল। বাৎসল্যময়ী যশোদা ও সখ্যময় অর্জ্জুন উভয়েরই ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শনে সন্তোষের পরিবর্ত্তে ভয়ই হইয়াছিল কিন্তু বিশ্বরূপের প্রতিসংহারে যশোদা কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ পুত্রভাবে এবং অর্জ্জুন সখ্যভাবেই দর্শন করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ভগবান্ স্বয়ং ঐশ্বর্য্য দেখাইলেও প্রগাঢ় বাৎসল্য ও সংরূঢ় সখ্যের নিকট অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, ইহাই বাৎসল্য ও সখ্যের অত্যদ্ভুত মহিমা। যেমন রাজার মাতা এবং রাজার সখা রাজাকে পুত্র ও সখা বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন, রাজা বলিতে চাহেন

না সেই রূপ যে সমস্ত সাধক প্রেমসাধনে ভগবানকে পুত্রভাবে বা মিত্র ভাবে ধারণা করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে পরমানন্দকর পুত্র ভাবে বা মিত্রভাবেই দেখিতে চাহেন, সঙ্কোচকর ঈশ্বরভাবে দেখিতে চাহেন না সুতরাং পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুত্ববোধক সম্বোধনও করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্ভক্ষণ লীলা করিয়া যেমন প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান দেখাইলেন, সেইরূপ ভগবৎপ্রেমের অদ্ভুত মহিমাও প্রকটিত করিলেন। সুবিশাল ব্রহ্মজ্ঞান অসীম প্রেমসাগরে বিম্বের ন্যায় কখনও ভাসমান হয় এবং তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যায়। প্রেমের মহিমা দেখাইবার নিমিত্ত প্রেমতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসও প্রেমময়ী যশোদাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণ বেদোক্ত মন্ত্রে যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গোপনারী যশোদা সেই পরম পুরুষকে নিজপুত্র বলিয়া স্থির করিলেন,—যশোদাই ধন্যা।

জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি লইয়া চিরকালই বিতণ্ডা চলিতেছে। কেহ বলেন জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন যোগই শ্রেষ্ঠ এবং কেহ বলেন, ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান। সাধারণ মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, মহানুভব ভাষ্যকার ও টীকাকারদিগের মধ্যেও এইরূপ মতভেদ বহুকাল হইতেই উঠিয়াছে। এক্ষণে যাঁহার উপর যাঁহার অনুরাগ তিনি তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। অবশ্য, আমিও অন্যতম মতের পক্ষপাতী; কিন্তু এস্থলে আমার নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াই নিরস্ত রাহলাম।

যদি প্রয়োজন বোধ করি, তবে যথাস্থানে তাহা অভিব্যক্ত করিব।

কে চিনিবে বল তায়

আনন্দ-সদন নিত্য নিরঞ্জন

কেন বৃন্দাবনে মাটি খুঁটি খায়।

হ'য়ে সত্যময় মিথ্যা কথা কয়

কেন এত ভয় গোপী যশোদায়।

কেমনে কি জানি দুধের বাছনি

ত্রিভুবন আনি উদরে দেখায়!

নাহি বিশেষণ সরে না বচন

লইনু শরণ সে রাঙ্গা পায়।

কে চিনিবে বল তায়

আনন্দ-সদন নিত্য নিরঞ্জন

কেন বৃন্দাবনে মাটি খুঁটি খায়।

শিশুবেশে হরি বিশ্ব ধরেন উদরে।

বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে মৃদ্ভক্ষণ-লীলামৃত।

দামোদর-লীলামৃত।

অন্তর বাহির হীন তবু বাঁধা যায়।
নমি তারে, মা যশোদা বেঁধেছিল যায় ॥

যাঁহার অন্ত নাই, তিনি বদ্ধ হন, প্রথমতঃ ইহাই আশ্চর্য্য! আবার, রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হন, ইহা আরও আশ্চর্য্য! আবার, একটা গোপনারীর হস্তে বদ্ধ হন, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্য! কঠোপনিষদে বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম আশ্চর্য্য, এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতাও আশ্চর্য্য।" অতএব ব্রহ্মঘন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা যে, আশ্চর্য্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যদি দ্রষ্টা, বক্তা ও শ্রোতা সকলেই আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়, সুতরাং দুষ্প্রাপ্য হইলেন, তবে কিরূপে জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হইবে? জীব মুক্তি পাইবেই বা কিরূপে? যদিও ব্রহ্মবাচক শাস্ত্র আছে বটে, তথাপি শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ জ্ঞানই হইয়া থাকে; ধ্যান ভিন্ন অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না এবং রূপ ভিন্ন ধ্যানও হয় না, ইহা স্থির। এই নিমিত্তই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সবিগ্রহে অবতীর্ণ হইয়া, আপনার অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃতলীলা পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। মনুষ্যের নিকট যাহা অসম্ভব, ভগবানের তাহা স্বাভাবিক। যাহা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা ভগবানেরও অসাধ্য হইলে, মনুষ্য ও ভগবানে বিভিন্নতা কি? এই সকল কথা স্মরণ না রাখিয়া

কৃষ্ণলীলার আলোচনা করিলেই নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হয়।

বেদবাক্যানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, পরব্রহ্ম একই সময়ে অস্থূল ও অনণু এবং স্থূল ও অণু। তাহা হইলে, সবিগ্রহ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অসীম হইয়াও ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তের নিকট বদ্ধ হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? ভক্তকৃত বন্ধনে ভগবানের যেরূপ প্রীতি হয়, ষোড়শোপচারের সহিত পূজাতেও সেরূপ হয় না। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকৃত বন্ধন জন্য সেই পরম প্রীতিলাভের ঐকান্তিক লোভে, পৃথিবীতে প্রেমের প্রভুত মহিমা প্রকাশ করিবার বাসনায় এবং তৎসঙ্গেই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিবার অভিলাষে বাল্যচাপল্যের ছলে প্রেমময়ী যশোদার নিকটে অত্যধিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন! প্রেমময়ী যশোদাও বাৎসল্যের প্রবল প্রভাবে ভগবান্‌কে আত্মজভাবে নিজস্ব মনে করিয়া, বন্ধন করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি গৃহ হইতে রজ্জু আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তনয়ের ক্ষুদ্রোদর বেষ্টন করিয়া যেমন গ্রন্থিবন্ধন করিতে যাইবেন, অমনি দেখিলেন, তাঁহার রজ্জু দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল। পুনর্ব্বার দীর্ঘতর রজ্জু আনিয়া পূর্ব্বরজ্জুর সহিত সংযুক্ত করিলেন; তাহাও গ্রন্থিবন্ধন কালে দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইল! তৃতীয়বার তৃতীয় রজ্জু আনিলেন তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না,—রজ্জুর অবস্থা পূর্ব্বের মতই হইল। যশোদার প্রতিজ্ঞা বা ঐকান্তিক বাসনা,—কৃষ্ণকে বাঁধিতেই হইবে,—তাহার চপলতা দূর করিতেই হইবে, সুতরাং গৃহের প্রায় সমস্ত রজ্জুই ক্রমে ক্রমে আনিয়া

ফেলিলেন, তথাপি দুই অঙ্গুলির কিছুতেই পূরণ হইলনা। তখন যশোদার নিজ শক্তির উপর এবং নিজ রজ্জুর উপর ঘৃণা জন্মিল। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ দেখিলেন,—জননীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে এবং অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; কেবল লজ্জার অনুরোধে অনিচ্ছায় বন্ধন-চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তখন ভক্তবৎসল আর থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং কৃপা করিয়া আপনিই আপনার বন্ধন স্বীকার করিয়া লইলেন। যদিও মুনিবর বলিয়াছেন,—"ভগবান্ কৃপা করিয়া বদ্ধ হইলেন" তথাপি আমার মনে হয় যে, সে কৃপা ভগবানের ইচ্ছাধীন কৃপা নহে; যশোদার ঐকান্তিক প্রবল প্রেমই তাঁহাকে বলপূর্ব্বক কৃপা করাইয়াছিল। কেননা, ইহার পরেই শুকদেব আবার বলিয়াছেন—"ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার বশীভূত, সেই সর্ব্বেশ্বরও ভক্তের যে, সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন,—ইহাই তিনি লীলা করিয়া দেখাইলেন"।

কেহ কেহ এই দামোদর-লীলার বাস্তবতা স্বীকার না করিয়া, ইহাতে এক প্রকার অভিনব আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ করেন। তাঁহারা বলেন,—"যশোদা সাত্ত্বিক বুদ্ধি, রজ্জু প্রেম, কৃষ্ণ পরমাত্মা এবং হৃদয় ব্রজমণ্ডল।" এই ব্যাখ্যা অতি সুন্দর ও সত্য; আমিও এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী; কিন্তু লীলা অস্বীকার করিলে এরূপ ব্যাখ্যা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বলিয়া মনে করি। দেহ আশ্রয় করিয়া যাহা থাকে, তাহাই আধ্যাত্মিক; দেহ ভিন্ন আধ্যাত্মিকের স্থান কোথা? যদি কেহ ক্রোধ করিয়া কাহাকেও প্রহার করে, সেরূপস্থলে ক্রোধই প্রহারের আধ্যাত্মিক

কর্ত্তা, ইহা সত্যই; কিন্তু দেহ ভিন্ন ক্রোধের সত্তাই নাই; অতএব ঐরূপস্থলে ক্রোধকে ধরিয়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে, দেহের সঙ্গে ক্রোধও অলীক হইল। ঐরূপ যদি কেহ বিশুদ্ধ প্রেমে ভগবান্‌কে অন্তরে বাহিরে প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমই ভগবৎপ্রাপ্তির কর্ত্তা, তাহা সত্যই; কিন্তু ভক্তের দেহ অস্বীকার করিলে, প্রেমের স্থান কোথা? দেহ মিথ্যা বলিলে, প্রেমও কেবল আকাশ-কুসুমের ন্যায় শব্দ মাত্র হইয়া গেল। দেহের ভাব বা আচরণ দেখিয়াই ক্রোধ, প্রেম বা অন্য কোনও আভ্যন্তরিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সৎ কিংবা অসৎ যে কোনও ভাবের ধ্যান করিতে হইলে, সেই ভাবময় একটি দেহ আপনা আপনিই হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে, তবে সেই ধ্যেয় ভাবের অনুভব হইবে। অভাবুকের নিকটে ভাবের আকার নাই, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ ভাবুক, তাঁহারা ভাবের আকার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা ত সাধারণ ভাবের কথা; অনন্তভাব যাঁহার অন্তর্গত, সেই ভাবময় ভগবান্ শ্রীহরি চিদানন্দবিগ্রহে শ্রীবৃন্দাবনলীলার নায়ক হইয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছানুসারে কখনও চিদানন্দ-দেহে কখনও বা ভৌত দেহেও ক্রীড়া করিতেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার ইচ্ছাময়ী লীলার সহকারী; সুতরাং ব্রজলীলায় যেমন তিনি নিজে রূপবান্, সেইরূপ তাঁহারই ইচ্ছায় যশোদাও রূপিণী এবং বন্ধনরজ্জুও রূপবিশিষ্ট। অতএব যদিও ভগবান্ যশোদার প্রেমেই বদ্ধ হইয়াছিলেন; তথাপি বন্ধনের নিমিত্তস্বরূপ রজ্জু স্বীকার করিতেই হইবে।

বন্ধনকালে যশোদার সকল রজ্জুই দুই অঙ্গুলি ন্যূন হইয়াছিল ; একবারও এক অঙ্গুলি বা তিন অঙ্গুলি ন্যূন হয় নাই। এক্ষণে আমি তাহারই কারণ আলোচনা করিতেছি। যতক্ষণ অহন্তা ও মমতা অর্থাৎ এই দেহটী আমি এবং এই সকল বস্তু বা ব্যক্তি আমার, এইরূপ ধারণা বলবতী থাকে, ততক্ষণ ভগবান্‌কে বন্ধনের কথা দূরে থাকুক, ধ্যান করাও অসম্ভব। যশোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—আমিই কৃষ্ণকে বাঁধিব এবং আমার রজ্জুদ্বারাই বাঁধিব ; সেইজন্যই বাঁধিতে পারিলেন না ; ঐ অহন্তা ও মমতা দুইটীই প্রতিবন্ধ হইল। যখন আপন ক্ষমতার উপর ও আপন রজ্জুর উপর তাঁহার ঘৃণা হইল, তখন অহন্তা ও মমতা দূরে পলায়ন করিল এবং তখনই দুই অঙ্গুলি রজ্জু আসিয়া ঐ দুইএর শূন্য আসন অধিকার করিল ;—রজ্জু পূর্ণ হইয়া গেল—ভগবান্‌ও বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। দুঃশাসন-কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ চিন্তা করিলে, এ বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। বন্ধনকালে যশোদার রজ্জু ন্যূন হইয়াছিল, কিন্তু আকষণকালে দ্রৌপদীর বস্ত্র বৰ্দ্ধিতই হইয়াছিল। যশোদা আপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল না ; আর দ্রৌপদী সেই বিষম দুঃসময়ে করুণস্বরে কেবল 'হা গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, সুতরাং অনন্তস্বরূপ ভগবান্ গোবিন্দ দ্রৌপদীর বস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন ; বস্ত্রও সুতরাং অনন্ত হইয়া গেল। যদিও সখ্য-প্রধানা দ্রৌপদী অপেক্ষা বাৎসল্যময়ী যশোদা অত্যধিক উচ্চস্থানীয়া, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ অহঙ্কারিতা ও নিরহঙ্কারিতার ফল প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্তই ঐরূপ লীলা

করিয়াছিলেন। আরও তিনি পূর্ব্বে মৃত্তক্ষণ-লীলায় আপন অন্তঃপূর্ণতা দেখাইয়া, দামোদর-লীলায় বহিঃপূর্ণতা দেখাইলেন এবং ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্ত যেমন প্রেম-রজ্জুতে হৃদয়-বৃন্দাবনে ভগবান্‌কে আবদ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ প্রগাঢ় প্রেমের বলে বহির্বৃন্দাবনে বাহ্য স্থূল রজ্জুতেও অবরুদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ঈদৃশ প্রগাঢ় প্রেম ব্রজবাসিনী নন্দমহিষী ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না; অথবা বাৎসল্যময়ী যশোদার কৃপা হইলে নিতান্ত অসম্ভবও নয়। সেই জন্যই প্রেমোন্মত্ত পরমর্ষি পরমোল্লাসে যশোদার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"গোপনারী যশোদা ভগবানের যেরূপ কৃপা লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং লক্ষ্মীও এরূপ কৃপা প্রাপ্ত হন নাই; কেননা ভগবানের এই মনোহর ব্রজভাব কেবল একমাত্র প্রেমেরই গ্রাহ্য;—জ্ঞানেরও নয়, যোগেরও নয়।"

জননী যশোদা যখন দেখিলেন,—চপল পুত্র বদ্ধ হইয়াও পলায়নের চেষ্টা করিতেছে, তখন তাঁহাকে একটা সুবৃহৎ উদূখলের সহিত বাঁধিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে গৃহকার্য্যে নিরত হইলেন। এ দিকে ভগবান্‌ও সেই বৃহৎ উদূখলের সহিতই সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পরব্রহ্ম উপবিষ্ট হইয়াও এবং শয়ান হইয়াও তদবস্থাতেই দূরে গমন করিতে পারেন"। শ্রীকৃষ্ণ নিজজননীকে দেখাইলেন এবং জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে, আমি বদ্ধ হইয়াও পলায়ন করিতে পারি।

নন্দভবনের দ্বারের সম্মুখেই দুইটী অর্জ্জুনবৃক্ষ বহুকাল হইতে দণ্ডায়মান ছিল। ঐ দুই বৃক্ষের মধ্যস্থলে অতি সঙ্কীর্ণ অবকাশ;

ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণ সেই সঙ্কীর্ণ পথেই প্রবেশ করিলেন। চিদ্‌ঘন ক্ষুদ্র বিগ্রহ প্রবেশ করিলেও দারুময় বৃহৎ উদূখল তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না; ঐ দুই বৃক্ষই স্বভাবের শাসনে তাহাকে বাধা দিল। বালক ভগবান্ বৃক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণে রুষ্ট হইয়া উদূখল আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম আকর্ষণেই সেই সুবৃহৎ বৃক্ষদ্বয় উন্মূল হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত ভূপতিত হইল। পূর্ব্বে জলময়ী যমুনা কৃষ্ণবাহক বসুদেবকে সহজেই পথ প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং যথাবৎ অবস্থিতই রহিলেন। কিন্তু বৃক্ষদ্বয় কৃষ্ণানুবর্ত্তী উদূখলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল; সুতরাং আপনারাই প্রাণ হারাইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার পক্ষে দুইটী বৃক্ষ উৎপাটন করা অসম্ভব নয়। অতএব এবিষয়ে অর্থান্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পাদপদ্বয়ের পতনকালে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল। পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মূল হইতে পরম সুন্দর দুইটী দেবমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া, ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। আপাততঃ ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কর্ম্মানুরূপ জন্মান্তর স্বীকার করিলে, ইহাতে অসম্ভাবনার কোনও কারণই নাই। মৃত্যুকালে দেহান্তর্গত সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ কর্ম্মানুরূপ দেহান্তর আশ্রয় করে। ঐ লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম হইলেও সর্ব্বদর্শী ভগবানের অদৃশ্য নয় এবং যোগিবর বেদব্যাসও যোগনেত্রে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নল-কূবর ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই পুত্র ছিল। উহারা উভয়েই

ধনমদে উন্মত্ত হইয়া সর্ব্বদাই অসদাচরণ করিত। দেবর্ষি নারদ উঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোকুলে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত করেন। উঁহারাই অসৎকর্ম্মের ফলে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় এবং দেবর্ষির কৃপাবলে ভগবদ্ধামে জন্মগ্রহণ করে। অসৎ কর্ম্ম করিলে, দেবতারাও বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হন। আবার দুঃখ-ভোগান্তে পাপকার্য্যের ক্ষয় হইলে বৃক্ষেরাও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রেই, বিচিত্র কর্ম্মের ফলে জীবের বিচিত্র দেহ-প্রাপ্তি স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। জগদ্-বিধাতা, দেবতা ও মনুষ্যদিগকে সদসদ্ বিবেচনা করিবার শক্তি দিয়াছেন; সুতরাং তজ্জন্য তাহারা দায়ী; তাহারা অসৎ কর্ম্মের ফলে নিকৃষ্ট যোনি এবং সৎ কর্ম্মের ফলে উৎকৃষ্ট যোনি পাইবেই। বৃক্ষ ও পশুপক্ষীদিগকে বিবেচনা শক্তি দেন নাই; সুতরাং তাহারা তজ্জন্য দায়ী নহে; তাহাদের দণ্ডস্বরূপ নিকৃষ্ট দেহ ভোগ হইলেই কর্ম্মক্ষয় হয় এবং ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্মলাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা ফলদাতা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কথা পৃথক্; কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা সদসদ্ জ্ঞানবান্ হইয়াও অসৎকর্ম্ম করিবে, তাহারা ঈশ্বরের অমোঘ নিয়মে দণ্ড পাইবেই। অজ্ঞান শিশুসন্তানকে গুরুতর অপরাধ করিতে দেখিয়াও, কোন্ পিতা তাহাকে দণ্ডদান করেন এবং জ্ঞানবান্ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র অন্যায় আচরণ করিলে, কোন্ পিতাই বা তাহাকে দণ্ড না দিয়া থাকেন?

ব্যাঘ্র প্রাণিহত্যা করে এবং বিড়াল দুগ্ধ অপহরণ করে, তাহাতে তাহাদের পাপ নাই, কারণ তাহাদের সদসদ্ বিবেচনা নাই; কিন্তু জ্ঞানবান্ মনুষ্য বা দেবতা যদি ঐরূপ আচরণ করে, অবশ্যই অধম যোনিরূপ উৎকট দণ্ড পাইবে। ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া, অবিশেষে সকলেরই স্বতঃ ক্রমোন্নতি স্বীকার করিলে, উপাস্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব কীট হইতে পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত অজ্ঞজীব পূর্ব্বকৃত পাপজন্য নিকৃষ্ট দেহ ভোগ করিয়াই ক্রমে ক্রমে বা একবারেই উৎকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হইতে পারে; পক্ষান্তরে মনুষ্য ও দেবতারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, উঠিতে পারিবে না; অধিকন্তু নামিতেও পারিবে, ইহা স্থির।

ভক্তবর নারদের কৃপায় স্থাবরাবস্থাতেও তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই। অতএব তাহারা পূর্ব্বজন্মের সুখসম্পত্তি ও আপনাদের দারুণ দৌরাত্ম্য স্মরণপূর্ব্বক অনুতপ্তচিত্তে আত্ম-মোচনের জন্য সর্ব্বদাই ভগবান্‌কে স্মরণ করিত; পরে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কৃষ্ণদর্শনে কৃতার্থ হইয়া বৃক্ষদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবদেহ প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ উহা প্রত্যক্ষ দেখিলেন; যোগিবর বেদব্যাসও যোগবলে জানিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন; ইহাতে অসম্ভাবনা নাই। তাহারা সেই সূক্ষ্ম দেহেই ভগবানের স্তব করিয়াছিল, ইহাও আশ্চর্য্য নয় এবং ভগবান্ যে, তাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা ত আশ্চর্য্য নয়ই। মনুষ্য যখন কোনও কার্য্য না করিয়া এবং কথা না কহিয়া একাকী অবস্থান করে,

তখনও তাহার মনে মনে নানা কথার আন্দোলন হয়, ইহা সকলেই জানেন, উহা সেই লিঙ্গ শরীরের কথা। সে কথা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। যাহারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে শ্রবণ করে, তাহারা সূক্ষ্মশরীরের সূক্ষ্মকথা শুনিতে পায় না; কিন্তু যিনি অকর্ণ হইয়াও শুনিয়া থাকেন, তিনি তাহা শুনিতে পান, ইহা শ্রুতি-সম্মত,—তিনিই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ। অতএব নলকূবর ও মণিগ্রীব যে, স্তব করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব এবং অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ যে, শুনিয়াছিলেন ও পরচিত্তজ্ঞ বেদব্যাস যে, জানিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দুই চারিজন ব্রজবালকও কৃষ্ণশক্তির প্রভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিল। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করাই ভগবানের স্বভাব ও প্রতিজ্ঞা। এই লীলায় যশোদার নিকটে বদ্ধ হইয়া এবং দেবদ্বয়ের বন্ধন মোচন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ আপন স্বভাবের পরিচয় দিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

যাঁহারা কোনও সদুপদেশের কিম্বা তত্ত্বদর্শনের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ভগবানের যথা-লিখিত লীলামাত্র শ্রবণ করিয়াই কিম্বা কীর্ত্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, সেই সকল সরলচিত্ত ভক্তের কথা পৃথক্, কিন্তু সকলে তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করেন না। অনেকে লীলার অভিপ্রায় অবগত হইতে চাহেন। প্রত্যেক শ্রীকৃষ্ণলীলায় সাধনসম্বন্ধীয় শিক্ষাও আছেই। যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন তাঁহাদের জন্যই লীলার অভিপ্রায় দেখাইতে হয়।

কি বিচিত্র ব্রজলীলা বুঝিতে না পারি
কি গুণে নির্গুণে গুণে বাঁধে নন্দনারী।

নিজে বদ্ধ উদূখলে বন্ধন ঘুচায়ে ছলে
কুবের সুত-যুগলে করে সুরপুর-চারী।

দৈবী মায়া গুণে যার বদ্ধ নিখিল সংসার
কি লাঞ্ছনা ব্রজে তার, ধন্য প্রেম বলিহারি।

পূরায়ে গোপীর কাম নিলে দামোদর নাম
আমারে কেন হে বাম, দয়া কর ভবতারি।

কি বিচিত্র ব্রজলীলা বুঝিতে না পারি
কি গুণে নির্গুণে গুণে বাঁধে নন্দনারী॥

জ্ঞানের অগম্য হরি প্রেমে বদ্ধ হয়।
যে করে বিশ্বাস তারে ভাগ্যবান্ কয়॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে দামোদর-লীলামৃত।

ব্রহ্মমোহন-লীলামৃত

স্ব-রূপ দেখায়ে মোহ নাশে বিধাতার!
চরায় নন্দের ধেনু জয় জয় তার ॥

বিশ্বপালক ভগবান্‌ও গোপরাজ নন্দের গোপালন করিয়া থাকেন এবং বেদকর্ত্তা ব্রহ্মারও ব্রহ্মসম্বন্ধে ভ্রম হয়; সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বিবেচনা করিতে হইবে, ঈশ্বরের অলৌকিক লীলা লোক-বুদ্ধির অগোচর; তাঁহাতে সকলই সম্ভবে। আরও, যিনি বেদান্ত-দর্শনে পরম সত্যের নিরূপণ করিয়াছেন, যিনি সত্যস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণের জ্ঞানাবতার, সেই মুনি-শিরোমণি বেদব্যাস মিথ্যা লিখিয়াছেন, এ কথা মনে করিলেও অপরাধ হয়। বিশ্বাসের সহিত সদ্‌বৈদ্যের ব্যবস্থাপিত ঔষধ সেবনই আরোগ্যাভিলাষী রোগীর কর্ত্তব্য; অতএব যাঁহারা ভীষণ ভবরোগে আক্রান্ত এবং শান্তিলাভে সমুৎসুক, সর্ব্বলোক-হিতৈষী ঋষিবরের বাক্যে বিশ্বাস করাই তাঁহাদের উচিত। যদি কেহ দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাস-বর্ণিত কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু আমি একবার ব্যাসবাক্যের সারাসার বুঝিবার চেষ্টা করিব।

প্রায় সকল দেশের সকল মহাপুরুষই প্রকারান্তরে অল্প

বিস্তর ধর্ম্মচর্চ্চা করিয়াছেন,—এখনও করিতেছেন; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব যতদূর অনুভব করিয়াছিলেন, এরূপ আর কোথাও কেহই করিতে পারেন নাই।

ঋষিদিগের সিদ্ধান্তানুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, যে, ভগবানের পার্থিব সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্যই সর্ব্বপ্রধান জীব; ধর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যেরই অধিকার এবং অন্যান্য স্থাবর জঙ্গম সমস্তই মনুষ্যেরই দেহরক্ষা ও ধর্ম্ম রক্ষার আনুকূল্যার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের উপকারার্থ যে সকল জীব সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে গোজাতিই সর্ব্ব-প্রধান। মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে গোজাতিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। মলমূত্রের দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হয় এবং তাহাতে মানবের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়া থাকে, কিন্তু গাভীর মল-মূত্রে দূষিত বায়ুও পরিষ্কৃত হয় এবং উহার ব্যবহারে অনেক অত্যুৎকট রোগও প্রশমিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত বস্তুতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ গাভার মলমূত্র সুপবিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোদুগ্ধে দেহের পুষ্টিসাধন ও চিত্তের সত্ত্বশোধন হইয়া থাকে; বিশেষতঃ গো-দুগ্ধ নরবালকদিগের জীবন স্বরূপ। দধি ক্ষীরাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ; বস্তু গোদুগ্ধ হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব গাভী পুত্র-পালনী জননীর তুল্য; সুতরাং মনুষ্যের মাতৃবৎ পুজনীয়। গোদুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয় তাহা দৈহিক ও মানসিক বলের প্রধান সাধন এবং ঘৃত দ্বারাই যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিতে আহুত

ঘৃতের গন্ধে বায়ু বিশোধিত হয় এবং ঐ অগ্নি হইতে উত্থিত ধূম মেঘরূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করে। অতএব গাভীই মনুষ্যের জীবন-ধারণ ও সত্ত্ব-শোধনের প্রধান হেতু। যাহা সত্ত্বশোধনের হেতু, তাহা সুতরাং ধর্ম্মরক্ষারও হেতু; কারণ সত্ত্ব-শুদ্ধিই ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। বৃষগণ গাভীতে সন্তান উৎপাদন করিয়া, গোজাতির বংশ রক্ষা করে; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বৃষই ধর্ম্মরক্ষার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এই নিমিত্ত "বৃষ" শব্দের অর্থ ধর্ম্ম—অভিধানেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায়, গাভী হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে চিত্তশুদ্ধি, এবং চিত্তশুদ্ধি হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব ধর্ম্মই জ্ঞানের অন্যতম প্রবর্ত্তক; এই জন্যই ধর্ম্মরূপ বৃষ জ্ঞানরূপ মহাদেবের বাহন হইয়াছে।

জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই জীবের মুক্তি; অতএব গোজাতি মনুষ্যের মুক্তিরও হেতু; সুতরাং গোজাতির রক্ষায় মনুষ্যের ইহকাল পরকাল উভয়ই রক্ষিত হয়, এবং গোজাতির অভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও অভাব হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই ভোজরাজ কংস বৈষ্ণবধর্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আপন কিঙ্করদিগকে গোহত্যায় নিযুক্ত করিয়াছিল। যে গোহত্যা করে, সেই ধর্ম্মহত্যা করে এবং যে গোরক্ষা করে, সেই ধর্ম্মরক্ষা করে। ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে, গোরক্ষক হইতেই হইবে, ইহাই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ ভক্তবর নন্দের গোরক্ষক অর্থাৎ 'গোপাল' হইলেন। ধর্ম্মরক্ষাই ভগবদবতারের প্রধান প্রয়োজন। ধর্ম্মনামে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট কোনও জীব বা পদার্থ নাই, সুতরাং ধর্ম্মের সাধন-রক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা। যাহারা গোরক্ষা করে, তাহারাই ভগবানের পরম প্রীতিভাজন; সেই জন্য স্বয়ং ভগবান্ ছলপূর্ব্বক গোপরাজ নন্দের গৃহে অবস্থান করিয়া গোচারণ করিয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা অনন্য-চিত্তে আমার উপাসনা করে, তাহাদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করিয়া থাকি।" গোজাতিই গোপদিগের যোগক্ষেম; অতএব ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তচূড়ামণি নন্দের যোগক্ষেম বহন করিয়া অর্থাৎ গোপালন করিয়া, আপন ভক্তবাৎসল্যও প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে গোপ, গোপী ও গাভীর বিষয় বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণিত আছে; ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিলে ঐ সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলেন,—গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করেন বলিয়া ভগবানের এই 'গোপ' উপাধি হইয়াছে। এ কথাও মিথ্যা নহে; তবে জানিতে হইবে যে, ভগবান্ অন্তর্য্যামী পরমাত্ম-স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণের পরিচালন করেন এবং গোপবালকরূপে ঐকান্তিক ভক্তের গোপালনও করিয়া থাকেন; সুতরাং উভয়থাই তিনি 'গোপ'। আবার তিনি যে, নিত্য গোপ, তাহার কারণ গোলোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠেন; আবার অনেক নব্যশিক্ষিত লোক লীলার উপর খড়্গহস্ত। তাত্ত্বিকার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল লীলার্থ ব্যাখ্যা করিলে, প্রকৃত উপাখ্যান হইয়া পড়ে এবং লীলা

অস্বীকার করিয়া তত্ত্ব মাত্র অবলম্বন করিলে, আকাশে অট্টালিকার ন্যায় নিরাস্পদ হইয়া উঠে,—রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের রসাস্বাদন হয় না, তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া লীলারস আস্বাদন করিলে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও আনন্দানুভব দুইই হইয়া থাকে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আদেশমাত্রে পরিচালিত, সেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত গোপবালক হইয়া ভক্ত-চূড়ামণি নন্দ ও যশোদাকে পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করেন এবং তাঁহাদের আদেশে রাখালবেশে গোচারণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, এ কথা শুনিলে যে অপার আনন্দ হয়, তাহা রসজ্ঞ ভক্ত ভিন্ন আর কে বুঝিবে? কেবল শ্রবণানন্দ নয়; সংসার সন্তাপ-সন্তপ্ত জীবের হৃদয়ে একটা সান্ত্বনাদায়িনী আশারও সঞ্চার হয়। এরূপ মনোহারিণী লীলাতেও অরুচির কারণ অনুসন্ধান করিলে দুরদৃষ্ট ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। আমি ভগবানের এই ব্রহ্মমোহনলীলা, তত্ত্বের সহিত আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা শ্রুতি সম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদন করিয়া, চৈতন্যরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। ঐ অণ্ড-প্রবিষ্ট ঈশ্বর-চৈতন্যই ব্রহ্মা অর্থাৎ জীব-সমষ্টি। ঐ জীবসমষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে পৃথক্ পৃথক্ জীব উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যখন বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে ব্রহ্মাই অধিষ্ঠাতা হইয়া আছেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-স্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহেও ব্রহ্মার অংশ, অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মা যে, কেবল ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতৃরূপেই আছেন তাহা নহে, তদ্ভিন্ন

তাঁহার হস্তপদাদিবিশিষ্ট রজোগুণ-প্রধান অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় দেহও আছে। তিনি ঐ চিন্ময় দেহে আপন অনুরূপ চিন্ময় লোকে অবস্থান করেন; ঐ লোকের নাম ব্রহ্মলোক। প্রশ্নোপনিষদে এই ব্রহ্মলোকের কথা স্পষ্টই আছে। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা অতএব তাঁহাতে যে অধিক পরিমাণে ঐশী শক্তি আছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা হইতেই সমস্ত দেব-নরাদির উৎপত্তি; সুতরাং ব্রহ্মার অন্তর্গত ঐশীশক্তি পর পর অধস্তন লোকে ও পর পর অধস্তন জীবে 'তম' 'তর' পরিমাণে আছেই আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং রজোগুণ প্রধান। রজোগুণ-প্রধান হইলে ভ্রান্তি থাকিতেই হইবে, অতএব ব্রহ্মারও ভ্রান্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, সুতরাং ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন সুর-নরাদিতে অল্পবিস্তর পরিমাণে ভ্রান্তি আছে, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। রজঃপ্রভাবে ব্রহ্মারও পরম-সত্য কৃষ্ণ-লীলায় সন্দেহ হওয়া সম্ভব, মনুষ্যের হইবে ইহা বিচিত্র কি? যখন শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরকে বিনাশ করেন, তখন অঘাসুরের জীবাত্মা তাহার দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভগবদ্‌বিগ্রহে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্রকায় গোপবালকের হস্তে প্রকাণ্ডাকার অঘাসুরের বিনাশ ও সেই ক্ষুদ্র দেহে অঘাসুরের জীবাত্মার প্রবেশ দেখিয়া ব্রহ্মার বিস্ময় হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে অন্যের অগোচরে গোকুলে আগমন করিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার গোকুলে আগমন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকের অবিশ্বাস হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে

চিন্তা করিলে, ইহাতে অবিশ্বাসের কারণ কিছুই নাই। চক্রবর্ত্তী রাজার উচ্চতর কর্ম্মচারীতে অধিকতর রাজশক্তি থাকে ইহা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-পতির প্রধানতম কর্ম্মচারী; সুতরাং তাঁহাতে অধিক পরিমাণে ঐশ্বরী শক্তি আছেই; তিনি সেই ঐশ্বরী শক্তির প্রভাবে অমানুষিক কার্য্য করিবেন ইহা বিচিত্র নয়। শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁহার সংশয় হয়, তাহাও বিচিত্র নয়; কারণ তিনি আত্ম-সৃষ্ট জীব-সমূহের সমষ্টি-মাত্র, অতএব জীবের স্বভাব দেখিয়া তাঁহারও স্বভাব কথঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা করিতে উদ্যত হইলেই, প্রথমে মনুষ্যের মনে দুইটী অন্তরায় উপস্থিত হয়; ইহা রজোগুণাক্রান্ত মানব-হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ। ক্রমাগত মনন অর্থাৎ চিন্তা করিলে, উহা দূরীভূত হয়। ঐ দুই অন্তরায়ের নাম অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা। জীব-সমষ্টি রজোগুণ-প্রধান ব্রহ্মারও কৃষ্ণকার্য্য-দর্শনে প্রথমেই ঐ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা-নামক অন্তরায় ঘটিয়াছিল। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণই জীব শিক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই খেলা খেলিয়াছিলেন।

একদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-বেশে ব্রজবালকদিগের সহিত গোচারণার্থ বনে গমন-পূর্ব্বক বৎসদিগকে তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে স্বচ্ছন্দে তৃণ ভক্ষণ করিতে দিয়া, আপনি সহচরগণের সহিত গৃহানীত অন্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ব্রজবালকগণ কমলকেশরের ন্যায় মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট, এবং স্বয়ং ভগবান্ কমলমধ্যস্থ কর্ণিকার ন্যায় মণ্ডলের মধ্যস্থলে

আসীন হইলেন; কিন্তু মণ্ডলস্থ প্রত্যেকেই দেখিল, আমিই কৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়াছি। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মের সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ, সকল দিকেই চক্ষু, সকল দিকেই মুখ ও সকল দিকেই কর্ণ।" সুতরাং প্রত্যেকেই ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে স্ব স্ব অভিমুখীন দেখিল, ইহা আশ্চর্য্য নহে।

শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণের সহিত ভোজনানন্দে তন্মনস্ক হইয়া আছেন, ইত্যবসরে সংশয়াকুল ব্রহ্মা কৃষ্ণপরীক্ষার্থ অলক্ষিতভাবে আগমন করিয়া, মায়া-প্রভাবে বৎসগণকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ভগবান্ ভোজনার্থ একগ্রাস অন্ন উত্তোলন করিয়াছেন, এমন সময়ে হঠাৎ বৎসদিগকে যথাস্থানে দেখিতে না পাইয়া, অন্বেষণার্থ একাকীই তদবস্থায় প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ব্রহ্মাও পুনর্ব্বার সেইরূপে আসিয়া ভোজন-নিরত রাখালগণকেও সেইরূপে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মার এইরূপ অসাধারণ শক্তি অদ্ভুত ও অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু অবিকল এইরূপ না হউক, এতাদৃশী শক্তি মনুষ্যের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও মনুষ্য পৈশাচী শক্তির প্রভাবে সতালক মঞ্জুষার অন্তর্গত বস্তু সর্ব্বসমক্ষে অলক্ষিত ভাবে অন্যত্র পরিচালিত করিতে পারে, এরূপ দেখা গিয়াছে। যাহা মনুষ্যে পারে, মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা বা তদপেক্ষা আশ্চর্য্যতম কার্য্য করিবেন, ইহা বিচিত্র কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎকথার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা আসিয়া অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় এবং নিরন্তর

মননদ্বারা উহা নিরাকৃত হয়; ব্রহ্মার এই কৃষ্ণপরীক্ষা ঐ মননেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়।

এ দিকে লীলাবালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে না পাইয়া, বিষণ্ণের ন্যায় পূর্ব্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন,— রাখালগণও তথায় নাই। অখিলদর্শী সকলই জানেন; সুতরাং ইহা ব্রহ্মারই মায়াজাল জানিয়া মায়েশ্বর মনে মনে হাসিলেন। যেমন কোনও উদারচিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আপন ভৃত্যকে ধনাপহরণ করিতে দেখিয়াও দরিদ্র বোধে দয়াপরবশ হইয়া অপহৃত বস্তু তাহাকেই অর্পণ করেন এবং ভাণ্ডারস্থ অপর বস্তু দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিয়া কৌশলে তাহাকে সৎশিক্ষাও দিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজভৃত্য ব্রহ্মার এইরূপ আচরণে উপেক্ষা করিয়া, আপন বিশ্বময় বিগ্রহ হইতেই সেইরূপ বৎস ও সেইরূপ রাখালগণকে আবিষ্কৃত করিলেন; ক্ষমতা থাকিতেও ব্রহ্মাপহৃত বৎস ও রাখালগণকে আনিতে ইচ্ছা করিলেন না। এইরূপ করিলে ব্রহ্মাও ক্ষণকাল আত্মগৌরব অনুভব করিবেন এবং ব্রজগোপী ও গাভীগণও আপন আপন পুত্র ও বৎসদিগকে পাইয়া আনন্দলাভ করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। তদ্‌ভিন্ন জননী যশোদার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার জন্য ব্রজগোপী ও গাভীদিগের বহুদিন হইতে বলবতী ইচ্ছা ছিল, পুত্র ও বৎসচ্ছলে তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করাই ভক্তবৎসল ভগবানের দ্বিতীয় অভিপ্রায়; "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়" এই শ্রুত্যর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শন-করাই তাঁহার তৃতীয় ও মুখ্য অভিপ্রায়। পরম্পরায় সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও এ সময়ে সমস্ত ব্রজধাম

সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইয়া গেল। সমুদায় বৎস ব্রহ্ম, সমস্ত রাখাল ব্রহ্ম, রাখালগণের বস্ত্র, অলঙ্কার, বিষাণ, বেণু, যষ্টি প্রভৃতি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ দেখাইলেন—আমিই কর্ম্ম, আমিই করণ, আমিই অধিকরণ, আমিই অপাদান ও আমিই সম্প্রদান। সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা বুঝিলেই মুক্তি হয় ইহা শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে। বেদাধ্যয়ন করিলে পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু ভগবান্ এই লীলা করিয়া অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় করিয়া দিলেন। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কৃষ্ণলীলা ধ্যান করা ভিন্ন আর উপায় নাই। অতএব কৃষ্ণলীলা যেমন ভক্তের আস্বাদনের সামগ্রী, সেইরূপ, জ্ঞানীর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের একমাত্র অবলম্বন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—“যদি জীব সাধনবলে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে, তথাপি তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, কেবল আমাকে পাইলেই আর জন্মমৃত্যুর মুখ দর্শন করিতে হয় না। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, যাহা কৃষ্ণোপাসনা তাহাই ব্রহ্মোপাসনা, কৃষ্ণোপাসনা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই পারে না। শাস্ত্র তিন প্রকার;—বেদ, জগৎ ও কৃষ্ণলীলা। শ্রবণের শাস্ত্র বেদ, বিচারের শাস্ত্র জগৎ এবং ধ্যানের শাস্ত্র কৃষ্ণলীলা; অর্থাৎ প্রথমে গুরুমুখে বেদ শ্রবণ করিয়া জগত্তত্ত্ব বিচার করিতে হয়, তৎপরে কৃষ্ণলীলা ধ্যান করিলেই অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে। ইহাকেই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কহে। ঐ তিন প্রকার সাধনের পরেই ভগবানে প্রেমভক্তি জন্মে,—জীব কৃতার্থ

হইয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ঐ প্রেমভক্তির কথাই বলিয়াছিলেন,—তিনি বলিয়াছিলেন,—যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহার শোক নাই, যাহার চিত্ত প্রসন্ন এবং যে ব্যক্তি সমদর্শী সুতরাং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শত শত বৎস ও শত শত রাখাল হইয়া এক বৎসর রহিলেন। প্রতিদিন আপনিই, আত্মস্বরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া, আত্মস্বরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, আত্মস্বরূপ বিষাণ, বেণু ও যষ্টি ধারণ করিয়া, আত্মস্বরূপ সহচরগণের সহিত আত্মস্বরূপ বৎসদিগকে লইয়া, গোচরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ব্রজগোপী ও গাভীদিগের নবজাত সন্তান ও নবজাত বৎস অপেক্ষা পূর্ব্বজাত সন্তান ও পূর্ব্বজাত বৎসদিগের প্রতি অধিকতর স্নেহ দেখা গিয়াছিল। তাহা ত হইবারই কথা, তখন অখিলাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণই যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্বসন্তান ও পূর্ব্ববৎস। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"এ সংসারে কেহই কাহাকেও ভালবাসে না; সকলেই নিজ নিজ আত্মাকেই ভালবাসে; 'সেই আত্মার প্রীতির নিমিত্তই পিতা, মাতা, পতি, পত্নী ও পুত্রগণ পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া থাকে।" শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাওয়া যায়, শুকদেব ঐ শ্রুত্যর্থ অবলম্বন করিয়াই পরীক্ষিৎকে এ বিষয় বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের দেহই প্রিয়; দেহের অনুরোধেই অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তি তাহাদের প্রিয় হয়। দেহ প্রিয় হইলেও আত্মার ন্যায় প্রিয় নহে; কারণ দেহ জীর্ণ

হইলেও বাঁচিবার আশা বলবতী থাকে; অতএব আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম; আবার সেই আত্মারও আত্মা এই শ্রীকৃষ্ণ জগতের মঙ্গলের জন্য নরাকার ধারণ করিয়াছেন।" পঞ্চদশী নামক বেদান্ত দর্শনেও ঠিক ঐ কথাই আছে। অতএব গোপী ও গাভীদিগের নবসন্তান ও নববৎস অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ পূর্ব্ব সন্তান ও পূর্ব্ব বৎসদিগকে অধিকতর স্নেহ করা, লোকদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক হইলেও বাস্তবিক সত্য; কারণ কৃষ্ণই প্রেমাবলম্বন আত্মা এবং সেই আত্মাই তখন তাঁহাদিগের পুত্র ও বৎস। ভগবান্ এই লীলায় ঐ পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যর্থই অভিনয় করিয়া দেখাইলেন।

মনুষ্য-পরিমাণে এক বৎসর ব্রহ্মার নিমেষ মাত্র। শ্রীবৃন্দাবনে এই ভাবে প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইল; কিন্তু ব্রহ্মা অপহৃত রাখাল ও বৎসগণকে মায়াবরণে আবৃত করিয়াই, রাখাল ও বৎসগণের অভাবে কৃষ্ণের দুর্দ্দশা দেখিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ গোচর-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, কৃষ্ণ সেই সকল রাখাল ও সেই সকল বৎস লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। ব্রহ্মার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন, এ কি? এ সকল কোথা হইতে আসিল? রাখাল ও বৎস সকলই ত হরণ করিয়াছি। ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই সহসা দেখিলেন,—আর সে রাখালগণ নাই, আর সে বৎসগণও নাই; তাহাদের স্থানে শঙ্খচক্রাদি-ধারী নবনীরদ-শ্যাম চতুর্ভুজ নারায়ণগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; এবং প্রত্যেক নারায়ণের নিকটে জয় বিজয়াদি পার্ষদ, নারদাদি ঋষি, প্রহ্লাদাদি ভক্ত ও

মূর্ত্তিমান্ মহদাদি তত্ত্ব ভক্তিভরে স্তব পাঠ করিতেছেন। পরিশেষে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন,—প্রত্যেক নারায়ণের চরণসমীপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

যাঁহাদের শাস্ত্রানুশীলন আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রকৃতি-জাত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভগবদৈশ্বর্য্যের একপাদ মাত্র; তাঁহার ত্রিপাদৈশ্বর্য্য প্রকৃতির বাহিরে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে আপনিই বৎস-বালাদি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আপন একপাদ বিভূতির আভাস দিয়াছিলেন। পরে সপরিকর শত শত নারায়ণ হইয়া প্রকৃতির বহিঃস্থিত আপন ত্রিপাদ বিভূতির প্রত্যক্ষ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। শা স্ত্রর আলোচনায় এবং ভগবানের এই লীলার দৃষ্টান্তে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল শক্তি ও যে সকল ভাব অতি সূক্ষ্ম নিরাকার রূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে সঞ্চারিত রহিয়াছে, সেই সকল শক্তি ও ভাব প্রকৃতির বাহিরে অপ্রাকৃত চিদ্‌ঘনাকারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট হইয়া নিত্যই বিরাজমান আছেন। কিঞ্চিৎ বিশ্বাস-মিশ্রিত বিচারের সহিত আলোচনা করিলে, ইহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা গীতানুরাগী তাঁহাদিগকে ইহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ বাসুদেব ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বাঙ্ময় বেদ বিকাশিত করিয়াছিলেন, এখন সেই বেদে তাঁহার সংশয় দেখিয়া, সেই বেদার্থই অভিনয় করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন ব্রহ্মা বুঝিলেন,—সকলই ব্রহ্মময়,—সকলই কৃষ্ণময়,—কৃষ্ণ ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। ইহাই অসম্ভাবনাকুল ব্রহ্মার মননানন্তর একতানস্বরূপ নিদিধ্যাসন।

গোচারণকারী গোপবালকের এই অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, ব্রহ্মা বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ উহা তাঁহার মূর্চ্ছা নহে, উহা সাধনাঙ্গের চরম ফল,—সমাধি। সহৃদয় সজ্জনগণ এখন শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর সহিত মিলাইয়া লইবেন ;—দেখিবেন,—যাঁহারা বাগ্‌বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া সাধনদ্বারা ব্রহ্ম-তত্ত্ব অবধারণ করিতে চাহেন, ব্রহ্মার ন্যায় তাঁহাদেরও ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অবস্থা হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল করুণাময় কৃষ্ণ বেদ-বিধাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। তখন ব্রহ্মা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন,— সে বালকগণ নাই, সে বৎসগণ নাই এবং সপরিকর সে সকল নারায়ণও নাই, কেবল একমাত্র নন্দ-গোপের গোপালক পুত্র আপন সহচর ও বৎসগণের অদর্শনে বিষণ্নমনে অন্নের গ্রাস হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিধাতা বেদে লিখিয়াছিলেন— "যাঁহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে অবস্থান করে এবং যাঁহাতেই লীন হইয়া যায়, তিনিই ব্রহ্ম ; এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়া নিজ বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিলেন ;—বুঝিলেন সেই ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা জগৎপূজ্য পরমেশ্বরের গোচারণ অতি অসম্ভব ; ও অপমানজনক বলিয়া অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্যই ভগবানের এই লীলা ;—ব্রহ্মা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি কাহারও গোচারণ করেন না, তিনি আপনিই আপনাকে চরাইয়া থাকেন ; ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের অচিন্ত্য রহস্য। তখন সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, নন্দগোপের

পুত্রকে ভক্তিভরে স্তব ও প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ভগবানের এই ব্রহ্ম-মোহন লীলা অভিনিবিষ্ট চিত্তে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সাধকের যাগযজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, যোগ, তপস্যা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধির পরে ভাগ্যক্রমে ভক্তির উদয় হয় এবং ভক্তির উদয় হইলেই সকল সাধনের চরম ফলস্বরূপ আনন্দঘনমূর্ত্তি অনুভূত হইয়া থাকে; সেই আনন্দঘন মূর্ত্তিই ভগবান বাসুদেব বা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান অর্জ্জুনকে সমস্ত সাধনের উপদেশ দিয়া পরিশেষে এই সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশই দিয়াছিলেন। যদি শ্রুত্যুক্ত পরতত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হয়, তবে কৃষ্ণলীলা ধ্যান ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যেমন আয়ুর্ব্বেদ, বৈদ্য, চিকিৎসা ও ঔষধ থাকিতেও মনুষ্য মরিয়া থাকে, সেইরূপ বেদ, গুরু, উপদেশ ও শাস্ত্রোক্ত কৃষ্ণলীলা থাকিতেও মনুষ্য মুগ্ধ হইয়া থাকে,—দৈবং হি বলবত্তরম্?

পরব্রহ্ম বাক্যের অগোচর, মনেরও অগোচর সুতরাং অবাচ্য ও অজ্ঞেয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পরব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, অতএব শ্রীকৃষ্ণও অবাচ্য ও অজ্ঞেয়; সুতরাং তাঁহার লীলাও অজ্ঞেয়। ভগবানের এই ব্রহ্মমোহন লীলা অতীব দুর্জ্ঞেয়। মাদৃশ মন্দমতির পক্ষে এই লীলার মর্ম্মোদ্ভেদ একান্তই অসম্ভব; তথাপি চপলতা বশতঃ সে বিষয়ে কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিলাম; ঘুণাক্ষরের ন্যায়ও কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্গত হইল কি না, তাহা বিচার করিবার কর্ত্তা সারগ্রাহী সুধীগণ।

কে হে তুমি বল আমারে
কত রূপ ধর কত খেলা কর
তাই ত চিনিতে পারি না তোমারে।

এখনি দেখিনু রাখালের সাজে চরাইছ ধেনু কাননের মাঝে
অধরে মুরলী সুমধুর বাজে সঙ্গে সখাগণ ঘেরি চারি ধারে।
আবার দেখিনু একি চমৎকার শত শত শিশু বাছুর-আকার
ধরেছ, চিনিতে সাধ্য আছে কার আপনি খেলিছ লয়ে আপনারে।
আবার দেখিনু শত নারায়ণ শঙ্খচক্রধারী শ্যামল-বরণ
তখনি আবার শ্রীনন্দনন্দন চরণে পতিত হেরি বিধাতারে।

কে হে তুমি বল আমারে
কতরূপ ধর কত খেলা কর
তাইত চিনিতে পারিনা তোমারে।

বিধিপূজ্য পরমাত্মা গোপের কুমার।
ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃতে ব্রহ্মমোহন-লীলামৃতে।

কালিয়দমন-লীলামৃত।

শরণ লহ রে কালিদমন-চরণ।
কালসর্প পিছে তোর করে বিচরণ॥

কালিয় সর্পের (কালি গোখুরা) আকার অসম্ভব বৃহৎ এবং তাহার বিষও বিষম তীব্র সুতরাং কালিয়ের উপর অনেকেরই মহাবিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কেহ রূপক নামক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে একেবারে অস্তিত্বহীন করিতে চাহেন। আমি নিরস্ত্র হইয়াও, কৃষ্ণের জীব বলিয়া, তাহাকে রক্ষা করিতে সাহস করিয়াছি। সাধ্যানুসারে বিপন্নকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টা করিয়াও যদি রক্ষা করিতে না পারে, তবে চেষ্টাকারীর দোষ নাই, ইহা মহাজনের উপদেশ। সেই জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

কালিয়জাতীয় একটী বৃহৎ সর্প বহুদিন হইতে রমণক নামক দ্বীপে সজাতীয়গণকে লইয়া বাস করিত। পরে গরুড়ের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া মথুরামণ্ডলস্থ যমুনার অন্তর্গত একটী সুগভীর হ্রদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিল। ইহার মধ্যে অসম্ভাবনা কিছুই নাই। পশু-পক্ষীদিগের স্বভাবই এইরূপ; তাহারা যেখানে বাস করে, যদি অন্যের উপদ্রবে বা খাদ্যাদির

অভাবে অসুবিধা ঘটে, তবে অন্যত্র গিয়া অবস্থান করিতে থাকে, ইহা স্বাভাবিক। সর্পজাতি ও পক্ষিজাতি প্রায়ই সমভক্ষক অর্থাৎ সর্পেরা যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে, তাহার মধ্যে অনেক বস্তু পক্ষীরাও ভক্ষণ করিয়া থাকে; এতএব খাদ্য লইয়া পক্ষীদিগের সহিত কালিয়দিগের বিবাদ হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পশুপক্ষীদিগের মধ্যে খাদ্য-লইয়া বিবাদ সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে। গরুড়জাতীয় পক্ষীগণ অত্যন্ত বৃহৎকায় ও বলবান, তাহাতে আবার তাহারা আকাশচারী; সুতরাং যখন খাদ্য লইয়া বিবাদ হইত, তখন কালিয়দিগকেই পরাস্ত হইতে হইত। এই নিমিত্ত নাগরাজ কালিয় অন্য উপায় না দেখিয়া সেস্থান পরিত্যাগপুর্ব্বক সগণে যমুনার হ্রদে আসিয়া বাস করে। এমন অনেক সর্প আছে, যাহারা জলেস্থলে বাস করিতে পারে।

পূর্ব্বে সৌভরি নামে এক ব্রাহ্মণ যমুনাতীরে তপস্যা করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই গরুড়কে যমুনাস্থ মৎস্য আহার করিতে দেখিয়া, মৎস্যদিগের প্রতি দয়া ও গরুড়ের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করেন,—"যদি গরুড় অদ্যাবধি আর কখনও যমুনায় প্রবেশ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে।" তদবধি গরুড় আর যমুনায় যাইত না; সুতরাং তত্রত্য জলচরগণ নির্ভয়ে তথায় বাস করিত। এই নিমিত্ত কালিয় গরুড়ের উপদ্রবে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণের সহিত যমুনায় বাস করে। এখন ভারতবর্ষে আর প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই; সুতরাং বিপ্রশাপের কথা

অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না; প্রত্যুত শুনিয়া উপহাসই করিবেন; তাহা জানি। কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত যে, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; যাঁহারা সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আশ্রয় করিয়াছেন,তাঁহাদের বাক্য অন্যথা হইবার নহে। তদ্ভিন্ন পতঞ্জলি বলিয়াছেন;—"যাঁহারা সত্যপ্রতিষ্ঠা অবলম্বন করিতে পারেন অর্থাৎ কখনই সত্য হইতে বিচলিত হয়েন না; তাঁহাদের বাক্য সফল হইবেই।" তখন সেইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের অভিসম্পাত ও আশীর্ব্বাদ সফল হইত।

বহুসংখ্যক বিষ-দূষিত জন্তু কোনও জলাশয়ে বাস করিলে, উহার জলও দূষিত হইয়া থাকে। তীব্রবিষ কালিয় বহুসংখ্যক সজাতি লইয়া যমুনাহ্রদে বাস করায়, যমুনার জল দূষিত হইয়াছিল, ইহাতে সম্বাভাবিকতা কিছুই নাই। ব্রজবাসিগণ যমুনার জল দূষিত দেখিয়া তাহা ব্যবহার করিতেন না এবং সর্পভয়ে সেদিকে যাইতেনও না, ইহাতে তাহাদের অনেক অসুবিধা হইত। এ পর্য্যন্ত বৃত্তান্তে অসম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। পুরাণে কালিয়-বিষের তীব্রতা যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে অতিরঞ্জন সহ্য করাই রসজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য। অসাধারণ তীব্রতা প্রদর্শনই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত। রসপুষ্টির জন্য ঐরূপ অত্যুক্তি দোষের নয়; বরং উহাতে বর্ণনীয় বিষয় বিশেষ হৃদয়স্পর্শী হয়। এ কথা আমি পুতনাপ্রসঙ্গেও বলিয়াছি।

কালিয়-সর্পের সুবৃহৎশরীর ও সহস্র মস্তক বড়ই অসম্ভব। ইহার সমাধানের নিমিত্ত যদি বলি যে, সর্ব্বশক্তিমান্

পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে সকলই সম্ভব, তাহা হইলেই চুকিয়া যায় কিন্তু এখনকার দিনে ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা বড়ই সাহসের কার্য্য। তবে ঋষিবাক্য একবারে উড়াইয়া দিতে আমার অণুমাত্র ইচ্ছা হয় না। কালিয়ের বৃহৎ শরীর সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ শৈলে ও সমুদ্রে সুবৃহৎ সর্প অনেকেই দেখিয়াছেন। এখন সহস্র মস্তক লইয়াই বিষম সমস্যা। লোকে বিবাদস্থলে বলিয়া থাকে 'কার এমন মাথার উপর মাথা যে, আমার বাটীতে প্রবেশ করিবে।" কাহারও মস্তকের উপর মস্তক থাকেনা; এতএব এস্থলে বিপক্ষের দুর্জ্জয়ত্বই অভিপ্রেত। বোধহয় গ্রন্থকার কালিয়ের অতি দুর্জ্জয়ত্ব দেখাইবার নিমিত্ত ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—"কালিয়ের একটী মস্তক কৃষ্ণ-পদভরে নিমগ্ন হইবামাত্র অমনি আর একটি উঠিতেছে। ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভগবৎপদভরে কালিয়মস্তক যতবার নিমগ্ন হয়, তত বারই সজাতি-প্রিয় অন্যান্য সর্পগণ ফণা বিস্তার করিয়া ভগবান্‌কে দংশন করিতে আসিতেছে, এবং ভগবান্‌ও তখনই তাহার মস্তকে দাঁড়াইতেছেন, আবার কালিয় উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহার মস্তকে যাইতেছেন, আবার একটি উঠিতেছে, আবার ভগবান্ তাহাকেও দমন করিতে-ছেন। ইতর জীবের মধ্যে এরূপ স্বাভাবিক সজাতিপ্রিয়তা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; একটির উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহার শতশত সজাতি আসিয়া বিরোধীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। কালিয়ের সজাতীয়গণ কালিয়কে নিগৃহীত দেখিয়া

শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ফণা ধরিয়াছিল; মহর্ষি বেদব্যাস সেই অভিপ্রায়েই কালিয়কে সহস্র-মস্তক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তির বলবিক্রমশালী নয় পুত্র থাকিলে, লোকে তাহাকে দশমস্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে; অথবা পুত্রাদি না থাকিলেও দুর্দ্দান্ত মনুষ্যকে, লোকে "একাই একশ" বলিয়া থাকে—এবং সেও আপনাকে দশমস্তক অথবা "একাই একশ" বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। অতএব কালিয়ের সহস্র মস্তকই থাকুক, উহার একটিও কাটিবার প্রয়োজন নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অসাধ্য কিছুই নাই; তিনি ভক্তবৎসল; সুতরাং ভক্তিভূমি বৃন্দাবনে জলাভাবে ভক্তগণের অত্যন্ত অসুবিধা দর্শনে দুর্দ্দান্ত কালিয়কে সগণে নির্ব্বাসিত করিলেন।

কালিয়-বৃত্তান্তে এখনও সাধারণ দৃষ্টিতে অনপনেয় অসম্ভাবনা রহিয়াছে। কালিয়পত্নীদিগের কৃষ্ণস্তুতি কে বিশ্বাস করিবে? বাস্তবিক ইহা বিশ্বাস করিবার বিষয় নহে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিতে আমার ইচ্ছা হয় না,—সাহসও হয় না। অতএব দেখি, ইহার কোনও সৎপন্থা আছে কিনা।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—বাক্যের অবস্থা চারিপ্রকার; ঐ চতুর্বিবধ অবস্থার নাম পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। ঐ প্রথমোক্ত পরাবস্থা মূলাধারেই থাকে, উহা বক্তারও অননুভূত। মূলাধার হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলে, উহাকে পশ্যন্তী বলে, তখন উহা বক্তার অনুভবের বিষয় হয়। তাহার পর কণ্ঠসমীপে উঠিলে উহার মধ্যমা নাম হয়, তখন উহা বক্তার সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, কিন্তু অন্যে বুঝিতে পারে না। তাহার পর বক্তার

বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বৈখরী, অর্থাৎ ভাষা বা বাক্যরূপে বহির্গত হয়। ঐ বৈখরী বা বাক্যই অপরে শুনিয়া বক্তার মনের ভাব বুঝিতে পারে। মনীষী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যোগিগণ পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাও শুনিতে পান ও বুঝিতে পারেন। যাহারা মূক অর্থাৎ বাক্‌-শক্তিবিহীন, তাহারা যখন মনের ভাব প্রকাশ করিবার বাসনা করে, তখন তাহাদের ভাষা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; বাগ্‌যন্ত্রের অভাব বশতঃ বৈখরী হইতে পারেনা; সুতরাং তাহারা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মনোভাব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। চতুর লোকই অঙ্গ-ভঙ্গি দেখিয়া মূকের মনোভাব বুঝিতে পারে; —নির্ব্বোধ বালক পারে না। পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীবেরও হর্ষ-শোকাদির কারণ উপস্থিত হইলে, বাগিন্দ্রিয়ের অভাব বশতঃ বৈখরীবাক্য প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু ঐ সময়ে তাহা-দেরও ভাষা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমাবস্থা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহা অব্যক্তভাবে মনে মনে বলিয়া থাকে। সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক্‌, মনীষী ব্রাহ্মণগণও নরেতর জীবদিগের ঐরূপ মনোগতবাক্য বর্ণে বর্ণে বুঝিতে পারেন, এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও যাঁহারা সাত্ত্বিক-স্বভাব, যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহাদের দয়াধর্ম্ম আছে, তাঁহারাও বাহ্য ভঙ্গি দেখিয়া উহার সারার্থ অনুভব করিতে পারেন।

যখন জগজ্জননী ত্রিগুণময়ী মহামায়ার রাজসিক ও তামসিক উপাসকগণ দেবীর পূজাকালে বলিদানার্থ পশু আনয়ন করিয়া দারুনির্ম্মিত ঘাত-যন্ত্রে আবদ্ধ করে, তখন ঐ আবদ্ধ পশু উচ্চস্বরে যে চীৎকার করে, তাহার অর্থ নাই কি?—নিশ্চয়ই

আছে। সে প্রাণ-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া কোনও অলৌকিক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে; সেই অলৌকিক সাহায্য-প্রার্থনাই ঈশ্বরের স্তব। উহা ঈশ্বর জানেন, মনীষিগণ বুঝেন এবং সাত্ত্বিক হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই উহার সারাংশ অনুভব করিতে পারেন। সে নিশ্চয়ই কোনও অনির্দ্দিষ্ট পুরুষের নিকট আপন প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে। বধের নিমিত্ত নিবদ্ধ পশু ত কাতরস্বরে প্রাণ ভিক্ষা করিবেই; এতদ্ভিন্ন এমন অনেক তির্য্যগ্‌জাতি দেখা যায়, যাহারা সজাতিসঙ্কট দেখিয়া সকলেই মনে মনে রোদন ও ভাব ভঙ্গি দ্বারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া বিপন্নের প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া থাকে। দলপতি কালিয়ের প্রাণ-সঙ্কট দেখিয়া তাহার সজাতীয় সর্পীগণ রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলভাবে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরের স্তব করিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিবে, ইহা বিচিত্র কি? সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ যে, তাহা শুনিতে পাইবেন এবং যোগিবর বেদব্যাস যে, জানিতে পারিবেন, তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? আমি যাহা পারি না, তাহা আর কেহই পারে না, আমি যাহা বুঝি না, তাহা আর কেহই বুঝে না, এরূপ সিদ্ধান্ত লঘুচিত্তের পরিচায়ক।

মহর্ষি বেদব্যাস সর্পীদিগের মনোভাব যেরূপ বুঝিয়াছিলেন তাহাই সালঙ্কারে বিস্তারপূর্ব্বক নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাবগ্রাহী মহর্ষি বেদব্যাস সর্পীদিগকে মানবীর ন্যায় বস্ত্রালঙ্কারে সাজাইয়াছেন, ইহা প্রকৃত না হইলেও দোষের নয়। মানবীর রোদন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মানব-পাঠকের যেরূপ করুণরসের আস্বাদন হয়, ইতর জীবের রোদনের কথায় সেরূপ হয় না, প্রত্যুত

অনেকের হাস্যরসের উদয় হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী পাঠকের বা শ্রোতার মনে যাহাতে করুণরসের উদ্রেক হয়, তাহাই মহর্ষির উদ্দেশ্য। সর্পজাতির বস্ত্রালঙ্কার নাই, এ কথা সকলেই জানেন। মহর্ষি যদি লিখিতেন,—সর্পীরা ফণা ধরিয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে স্তব আরম্ভ করিল, তাহা হইলে তাঁহার লোকহিতকর পবিত্র উদ্দেশ্য ভাসিয়া যাইত। মানব কিম্বা মানবীর আকার আরোপিত না করিলে, মানব কিম্বা মানবীর নিকট তির্য্যগ্‌ জাতির মনোভাব প্রকাশ করা যায় না। ভাবপ্রকাশই ভাবুক লেখকের উদ্দেশ্য এবং ভাবগ্রহণই ভাবুক পাঠক ও ভাবুক শ্রোতার কর্ত্তব্য। অতঃপর কালিয় পূর্ব্ববৎ এখানেও উপদ্রব দেখিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল। কালিয় চলিয়া গিয়াছে, যমুনার জলও নির্ম্মল হইয়াছে, এখন আর তাহার উপর রুষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই।

কতকগুলি ব্রজবালক কালিন্দীর বিষজল পানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করেন। এ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিবার নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কিছুই অসম্ভব নহে।

পঞ্চদশী নামক বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, যাহারা স্বভাবতই অশ্রদ্ধাশীল তাহাদের কাছে শাস্ত্রীয় কথা কহিতে নাই; যাঁহারা স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল তাঁহাদিগেরই শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে অধিকার। এ কথা খুব সত্য। অলৌকিক কৃষ্ণলীলা শুনিতে বা পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলে অগ্রে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা থাকিলে শাস্ত্রোক্ত সকল কথাই সুগম।

ধন্য তোমার লীলা খেলা ধন্য বৃন্দাবন
ভাব্‌তে গেলে ভাব-সাগরে ডুবে যায় হে মন।
তীব্র বিষধর অতি ভয়ঙ্কর
তাহার শিরেতে দিলে চরণ।
তব মনোগত কি বুঝিবে নর
কি তব করুণা কিবা পীড়ন॥

সর্প সরাইয়া সরিতে শোধিলে
মৃত সখিগণে দিলে জীবন॥
আপনার সাধ সব ত সাধিলে
এ দীনে করুণা কর এখন॥
ধন্য তোমার লীলা-খেলা ধন্য বৃন্দাবন।
ভাব্‌তে গেলে ভাব-সাগরে ডুবে যায় হে মন॥

দুরন্ত কালিয়ে দমে নন্দের নন্দন।
ইহাতে বিশ্বাস করে ভাগ্যবান্‌ জন॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে কালিয়দমন-লীলামৃত।

বস্ত্রহরণ-লীলামৃত

অনুচিত গোপীবাস-চোরে ভালবাসা।
অবাধ্য হৃদয় তারে দিতে চাহে বাসা॥

এক্ষণে আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সারদর্শী জ্ঞানী ভক্তগণ এই লীলা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন কিন্তু শব্দমাত্রদর্শী সাধারণ লোকের ইহাতে অত্যন্ত অরুচি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহাতে রূপকার্থ কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। ফলতঃ ভগবানের এই লীলা সাতিশয় দুর্ব্বোধ্য; আমি কেবল কৃষ্ণকথা আস্বাদন করিবার লোভেই ইহাতে হস্তার্পণ করিয়াছি, কাহারও নিকট প্রশংসা পাইবার আশা অতি অল্পই।

তত্ত্বদর্শী মহর্ষিদিগের বাক্য আলোচনা করিতে হইলে, অত্যধিক অভিনিবেশের প্রয়োজন। অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, অভিনিবেশ-সহকারে আলোচনা করিলে, বোধ হয়, ঋষিবাক্যে কাহারও অনাদর হইবার সম্ভাবনা নাই। আপাত-দৃষ্টিতে বস্ত্রহরণ অতি কুৎসিত বিষয় বলিয়াই মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্থির জানিতে হইবে যে, পরমার্থদর্শী মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য অসার বা অশ্লীল হইতে পারে না। মহর্ষি বলিয়াছেন,—"ব্রজ-

কুমারিকাগণ অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম হইতে পূর্ণ একমাস হবিষ্য ভোজন করিয়া নিয়মপূর্ব্বক কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।” অনূঢ়া বালিকাদিগকে কুমারী বলে; “কুমারী” শব্দের উত্তর অল্পার্থে “কন্” করিলে “কুমারিকা” শব্দ সিদ্ধ হয়, সুতরাং কুমারিকা বলিলে অত্যন্ত অল্পবয়স্কা বালিকা বুঝায়; অতএব ব্যাসবাক্যে বুঝিতে পারা যায় যে, পূজাকারিণী বালিকারা তখন অনূঢ়া ও অত্যন্ত অল্পবয়স্কা। শ্রীকৃষ্ণও তখন পৌগণ্ডবয়স্ক অর্থাৎ পঞ্চম হইতে দশম বৎসরের মধ্যবর্ত্তী। ইহাতেই অনুমান করা যায়, বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অল্পবয়স্কা, কেহ কেহ বা তাঁহার সমবয়স্কা। সরলা বালিকাদিগের ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালকের উপর ঐরূপ সুপবিত্র প্রগাঢ় অনুরাগের মধ্যে মলিনতা আছে, ইহা মনে করিলেও পাপ হয়। ব্যাসবর্ণিত ব্রজবালাদিগের পূজাপদ্ধতি আলোচনা করিলে, প্রাকৃত মলিন ভালবাসার পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত সুপবিত্র ভগবৎ-প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বালিকারা অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর করধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে, কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইতেন। অরুণোদয়-কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া, কাত্যায়নীর বালুকাময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক গৃহানীত গন্ধমাল্যাদিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতেন। পূজান্তে সকলেই প্রার্থনা করিতেন.—হে মহামায়ে মহাযোগিনি অধীশ্বরি দেবি কাত্যায়নি! শ্রীনন্দনন্দনকে আমার পতি কর।

নারী জাতির সাপত্ন্য-যন্ত্রণা যে, চিরকৌমার্য্য ও বৈধব্য অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু

ব্রজ-বালিকারা একই সময়ে, একই স্থানে, সমবেত হইয়া একই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক একই দেবীর নিকট একই পুরুষকে পতি-রূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত কামিনীদিগের এরূপ ভাবে প্রাকৃত পতি-কামনা অতীব অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যদি একজন পুরুষের প্রতি বহুনারীর অনুরাগ জন্মে, তবে তাহাদের প্রত্যেকেই অপরকে বঞ্চনা করিয়া গোপনে প্রার্থনা বা চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃত প্রণয়ের স্বাভাবিক প্রথা। কিন্তু ব্রজবালাদিগের আচরণ ঠিক তাহার বিপরীত। অতএব তাহাদের অনুরাগও বিপরীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনন্দঘন পুরুষের প্রতি অপ্রাকৃত অনুরাগ বা বিশুদ্ধ প্রেম। যাহারা বিবাহ কাহাকে বলে, পতি কাহাকে বলে এবং প্রণয় কাহাকে বলে, তাহা জানে না, সেই সকল সুকুমারী কুমারীদিগের একটী সুকুমার কুমারের উপর অকারণ অদম্য অনুরাগ অত্যন্ত অসম্ভব; সুতরাং ইহা প্রাকৃত প্রণয় নহে; ইহা বহুজন্মার্জ্জিত রাশি রাশি সুকৃতির ফলস্বরূপ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম।

যে দিন ব্রত পূর্ণ হইল, সেই দিন তাঁহারা যমুনায় গমন-পূর্ব্বক তীরে আপন আপন বস্ত্র রক্ষা করিয়া, বিবস্ত্রাবস্থায় পরমানন্দে জলে অবগাহন করিলেন। আজ তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই; তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন, যখন নির্ব্বিঘ্নে ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে, তখন আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবই। অতএব তাঁহারা পরমোল্লাসে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এদিকে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে তাঁহাদের প্রেমের পবিত্রতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিঃশব্দে তথায়

আগমন পূর্ব্বক তীরস্থ বস্ত্র সকল হরণ করিয়া নিকটস্থ কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস মিথ্যাও নহে এবং লৌকিক ক্রীড়াও নহে,—ইহা প্রত্যক্ষ পরম তত্ত্ব-জ্ঞানের চরম উপদেশ। এখন আমি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হইলেই জীবের ভয় অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হয়।" যতক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ লজ্জাও থাকে; সুতরাং বস্ত্রাবরণের প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় জ্ঞান দূর হইলে অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন হইলে, আর আবরণের প্রয়োজন হয় না। এই জন্য শুকদেব, সনকাদি ঋষি ও অবধূত ভরত উলঙ্গ ছিলেন; কারণ তাঁহাদের দ্বিতীয় জ্ঞান ছিল না, লজ্জাও ছিল না, সুতরাং বস্ত্রের প্রয়োজনও ছিল না। তাঁহাদিগকে অসভ্য অসদাচারী বলিয়া কেহ অবজ্ঞাও করে না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে দেখা যায়, জ্ঞানরূপী মহাদেবও দিগম্বর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে ঐ শ্রুত্যুক্ত পরম অদ্বয় জ্ঞান উপদেশ দিবার নিমিত্তই গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। সারদর্শী সুধীমাত্রেই বুঝিবেন যে, শুকদেব, সনকাদি ঋষি ও ভরত আপন আপন ইচ্ছায় বস্ত্রত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কৃপা করিয়া তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন। জীব ভগবন্মায়ায় মোহিত হইয়াই দ্বিতীয় জ্ঞান জন্য বস্ত্র গ্রহণ করে এবং ভগবৎ-কৃপায় সমদর্শন হইলেই বস্ত্র ত্যাগ করিয়া থাকে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ অমূল্য তত্ত্বোপদেশ পৃথিবীতে প্রচার

করিবার জন্য গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক কদম্ব-বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা সকলে এই কদম্ব-তলে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, নতুবা কিছুতেই বস্ত্র পাইবে না। গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; সুতরাং লজ্জায় উঠিতে পারিলেন না, জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াই পুনঃ পুনঃ বস্ত্র ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, পরম পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের লজ্জা ছিল না; সুবিস্তৃত যমুনা-তটে, পাছে অন্য কেহ দেখিতে পায়, এইজন্যই তাঁহাদের লজ্জা। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, জল হইতে না উঠিলে কৃষ্ণ কিছুতেই বস্ত্র দিবেন না, তখন অগত্যা সুকোমল করে নিজ নিজ যোনিদেশ মাত্রই আচ্ছাদন করিয়া উত্থিত হইলেন। ভগবানের হৃদয় কুসুম অপেক্ষাও কোমল এবং বজ্র অপেক্ষাও কঠিন।— তাঁহার হৃদয় এখন বজ্ররূপ ধারণ করিল। তিনি সরলা অবলাদিগকে "আহতা" অর্থাৎ ঈষদক্ষত-যোনি জানিয়া তাঁহাদের ঐরূপ সরলাচরণেও সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত ব্রতনাশের ভয় দেখাইয়া ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের হস্তাবরণও উৎসারিত করাইলেন। পরে হাসিতে হাসিতে বস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন,— হে অবলাগণ! তোমরা যে জন্য কাত্যায়নী ব্রত করিলে, তাহা আমি বুঝিয়াছি; আমার সহিত বিহারই তোমাদের অভিপ্রেত কিন্তু তোমাদের সে সময় এখনও হয় নাই; এখন গৃহে যাও, এক বৎসর পরে আমার সহিত রমণ করিবে। গোপীদিগের ইচ্ছা ছিল, তখনই কৃষ্ণের সহিত বিহার করেন; কিন্তু ভগবানের আদেশে আশ্বস্ত ও দুঃখিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ-লীলার উপরিভাগ অত্যন্ত অশ্লীল বলিয়া, অনেকেরই মনে হয়। অতএব ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমে অবিদ্যা বা মায়া ভগবদ্‌বিমুখ জীবের হৃদয় অধিকার করে, তৎক্ষণাৎ দেহাভিমান, রাগ, দ্বেষ, ও অভিনিবেশ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহাই জীবের বন্ধনের কারণ। যদিও ঐ সকল গুলিই বন্ধনের কারণ, তথাপি আদি কারণ এবং প্রধান কারণ মায়া বা অবিদ্যা। মায়াই অহঙ্কারাদি লইয়া ভগবদ্‌বিমুখ জীবকে অনুক্ষণ উৎপীড়িত করিতে থাকে। ঐ মায়া হইতেই জীবের বিষম বুদ্ধি হয় এবং ঐ বিষম বুদ্ধি হইতেই লজ্জাদি হইয়া থাকে। অতএব সকল অনর্থের মূল মায়া। ভগবানের শরণাগত না হইলে, মায়ার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমার দৈবী গুণময়ী মায়া অত্যন্ত দুর্জ্জয়, যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারাই মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়"।

ব্রজবালিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে রক্ষক-রূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নী পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভেদপ্রদর্শিনী মায়া সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই; সম্পূর্ণ মায়াক্ষয় না হইলেও আনন্দমূর্ত্তি ভগবানের সহিত জীবের সম্মিলন হয় না এবং এই জন্যই তাঁহারা সেই দিনেই কৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আদেশমাত্রেই, পাছে কেহ দেখে, এই ভয়ে লজ্জায় জল হইতে উঠিতে পারেন নাই; অনেক বাদানুবাদ করিয়া যদিও উঠিলেন.

তথাপি করদ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদন করিয়া উঠিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহাদের ভেদজ্ঞান প্রকাশ পাইল, সুতরাং মূর্ত্তিমান অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বের সহিত আলিঙ্গন হইল না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট মায়াকে যোনিনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ মায়াই আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান স্থান; আমি তাহাতে চিদ্‌বীর্য্য নিক্ষেপ করিলে জগতের উৎপত্তি হয়।" মায়ারূপ সূক্ষ্ম যোনি হইতে সূক্ষ্ম জগতের উৎপত্তি হয় এবং প্রসিদ্ধ ভৌতিক যোনি হইতে ভৌতিক জীবদেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোকপ্রসিদ্ধ স্থূল যোনি, সেই সূক্ষ্ম মায়া-যোনিরই ভৌতিক আকৃতি, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ত্রিগুণময়ী মায়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেই, কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই শুদ্ধ জীব বা ভগবানের পরা প্রকৃতিরূপে পরিণত হয় এবং আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া নিত্যানন্দ আস্বাদন করে। ইহাকেই বেদান্তে, পাতঞ্জলে ও পুরাণে জীবের স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন।

কিঞ্চিন্মাত্র মায়াসম্বন্ধ থাকিতে জীবের কৃষ্ণালিঙ্গন অর্থাৎ পরমানন্দের সহিত বিহার হইতেই পারে না। যাহার মায়াসম্বন্ধ আছে, তাহারই ভেদজ্ঞান আছে এবং যাহার ভেদজ্ঞান আছে,* সেই ব্যক্তিই লিঙ্গ গোপন করিতে চাহে; মায়াতীত ব্যক্তির গোপনীয় কিছুই নাই। কি নর, কি নারী, সকলেরই পক্ষে এই নিয়ম; অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া এস্থলে পুরুষের বিষয় আলোচনা করিলাম না। গোপীগণ করদ্বারা ভৌতিক যোনি

আচ্ছাদন করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের প্রকৃত মায়াযোনি প্রকাশ হইয়া পড়িল; সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ উন্মুলিত হয় নাই দেখিয়া, ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে "আহতা" দেখিয়া বস্ত্রসকল স্কন্ধে রাখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন"। ভাগবতের সর্ব্বপ্রধান টীকাকার শ্রীধরস্বামী ভগবদ্ বাক্যস্থিত "আহতা" শব্দের অর্থ "ঈষৎ অক্ষতযোনি" লিখিয়াছেন। স্বামীর টীকা অত্যন্ত নিগূঢ়, তাঁহার লিখিত "ঈষৎ অক্ষত যোনির" অর্থ ঈষৎ অক্ষত-মায়াই বুঝিতে হইবে। কেন না, যখন ভগবান্ গোপীদিগকে ঈষৎ অক্ষতযোনি বলিয়া বুঝিলেন তখন তাঁহাদের প্রসিদ্ধ যোনি করাবৃতই ছিল, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই; অতএব যোনি শব্দের অর্থ মায়াই শ্রীধর স্বামীর লক্ষ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মায়া বা অবিদ্যা ঈষদক্ষত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় নাই জানিয়া, নিজ অঙ্গসঙ্গের অযোগ্য বোধে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বিশুদ্ধভাবে শক্তি আরাধনায় বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সেইদিন বিহারও হইত, কেবল ঈষৎ অক্ষত অবিদ্যাই প্রতিবন্ধক হইল।

এ স্থলে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, ব্রজকুমারীগণ, ভগবানকে পতিভাবে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীনাম্নী যে শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি শান্তমূর্ত্তি সাত্ত্বিকী শক্তি;—ঐশ্বর্য্যশালিনী সাংসারিক-সুখদায়িনী রাজসী শক্তি, বা মদোন্মত্তা ভীমদর্শনা তামসী শক্তি নহেন। এখন প্রকৃত-

শাস্ত্রীয় উপাসনা নাই; এখনকার উপাসনা কুলক্রমাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে;—বস্তুতঃ উপাসনা ব্যক্তিগত,—কুলগত নহে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে যাঁহার যেরূপ ভাব, সেই ভাবের শক্তিই তাঁহার স্বাভাবিক উপাস্য। এখনকার শক্তিপ্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অভীষ্ট প্রতিমার ধ্যান করিতে করিতে সাধকের হৃদয় সেই প্রতিমার ভাবেই গঠিত হয়; তখন তিনি, সাত্ত্বিকই হউক, রাজসিকই হউক, কিম্বা তামসিকই হউক; আপন প্রবৃত্তির অনুরূপ কার্য্য সাধন করিতে পারেন। রামচন্দ্র দুর্গার অর্চ্চনা করিয়া রাবণবধে সমর্থ হইয়াছিলেন;—সরস্বতীর অর্চ্চনা করিলে সমর্থ হইতেন না। একলব্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমা ধ্যান করিয়া অসাধারণ ধনুর্দ্ধর হইয়াছিল;—বিদুরের প্রতিমা ধ্যান করিলে হইত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে দুর্গার স্তব করিতে আদেশ দিয়াছিলেন,—ষষ্ঠী বা মনসার স্তব করিতে বলেন নাই। দস্যুগণ তামসী শক্তির পূজা করিয়াই রাত্রিকালে গৃহস্থের গৃহ লুণ্ঠন করিতে যায়,—শীতলার পূজা করিয়া যায় না। অতএব যাঁহারা প্রতিমা পূজার রহস্য বুঝিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে, গোপীগণ পরমানন্দ মূর্ত্তি ভগবান্‌কে পাইবার জন্য বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকশক্তিরই অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; রাজসী বা তামসী শক্তির অর্চ্চনা করেন নাই।

ভগবানের বিহার দুই প্রকার। সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী মায়ার সহিত বিহার, এবং আনন্দঘন ভগবদ্রূপে

শুদ্ধজীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত বিহার। রাসলীলা-প্রসঙ্গে এ বিষয় বিস্তারপূর্ব্বক বলিব; এক্ষণে অবলম্বিত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিয়া সমাপ্ত করি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে আপন বিহারের অযোগ্য দেখিয়া তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য এক বৎসর অবসর দিয়া গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। স্ত্রীজাতি রমণের নিমিত্ত স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছে এবং পুরুষ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে; কামের অধিকার মধ্যে এরূপ দেখা যায় না; অতএব লৌকিক যুক্তি, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও নিরপেক্ষ সুগভীর ভাবনার সহিত আলোচনা করিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, বস্ত্রহরণলীলার মধ্যে কদর্য্য বা অশ্লীল বিষয় কিছুই নাই; কেবল আছে,—পরম তত্ত্বজ্ঞানের চরম ফল ভগবৎপ্রেমের কথা। কেবল লীলা দেখিলে ইহা চঞ্চল বালকের খেলা মাত্র; তত্ত্ব দেখিলে, ঈশ্বর-কর্ত্তৃক ভক্তের চরম পরীক্ষা। ইহার সুগূঢ় তত্ত্ব ভাবুকেই ভাবনা করিতে পারেন এবং ইহার অন্তর্নিহিত অলৌকিক রস রসিকেই আস্বাদন করিতে পারেন,—অন্যে পারে না।

আমি ভাবুক নহি, রসিকও নহি, তবে ভগবানের লীলা অপবিত্র, এ কথা মনে করিতেও আমার অঙ্গ কাঁপিয়া উঠে এবং ঋষিবাক্য মিথ্যা, ইহাও মনে হইলে আপনাকে অপরাধী মনে করি। তাই লীলার সম্ভাবনা ও পবিত্রতা দেখাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকি, এরূপ স্বভাব ভাল কি মন্দ তাহা জানি না, তবে, নিজের কার্য্য ও নিজের কথা ভাল বলিয়াই সকলের মনে হয়, ইহাও মিথ্যা নহে।

এ ত নহে শুধু বসন হরা।
মিছে অপবাদ ভুবন-ভরা।
তুমি সর্ব্বাধারে যে দেখিতে পারে
কার ভয়ে তার বসন পরা।
এই শিক্ষা সার দিতে গোপিকার
ছলেতে বসন হরণ করা।
শ্রীনন্দনন্দন নিত্য নিরঞ্জন
বৃন্দাবনে তুমি দিয়েছ ধরা।
প্রেমগন্ধ নাই ধরিতে না চাই
বসনের ভার ঘুচাও ত্বরা।
এ ত নহে শুধু বসন হরা।
মিছে অপবাদ ভুবন-ভরা।

পরব্রহ্ম হরে বস্ত্র ব্রজ-গোপিকার।
ইহাতে বিশ্বাস যার ভাগ্য বলি তার॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে বস্ত্রহরণ লীলামৃত।

অন্নভিক্ষা-লীলামৃত।

রমা-পতি চিদাকার হরি ভিক্ষা করে।
বুঝিতে না পারি তারে নমি যোড় করে॥

মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—"অনেকে পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও নিত্যানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম অনুসন্ধান না করিয়া, সামান্য স্বর্গসুখের আশায় মহা আড়ম্বরে যাগযজ্ঞ করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, স্বর্গ সুখই পরম শ্রেয়ঃ, ইহা অপেক্ষা সুখকর ও মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।" স্বয়ং ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"অকৃতজ্ঞ মূঢ়েরাই বেদের কর্ম্মকাণ্ডস্থ আপাত-মনোহর স্বর্গসুখের কথাতেই মুগ্ধ হইয়া যায় এবং বলিয়া থাকে,—স্বর্গসুখই সকল সুখের শেষ সীমা।"

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ উপরি উক্ত শ্রুত্যর্থ ও গীতার্থ প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত আবার এক নূতন লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থানের অদূরে কতকগুলি কর্ম্মী ব্রাহ্মণ স্বর্গলাভের বাসনায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ অনন্যচিত্তে কেবল কৃষ্ণ-চিন্তাই করিতেন এবং কৃষ্ণ-দর্শনের নিমিত্ত অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল হইয়াও ভক্তি-হীন পতি-গণের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিতেন না। ঐ সকল বিপ্র ও বিপ্রপত্নীদিগকে কৃপা করিবার নিমিত্ত কৃপাময় কৃষ্ণের কৃপাসিন্ধু উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। ঐ ভগবৎ কৃপাই ক্ষুধারূপ

ধারণ করিয়া, সহচর ব্রজবালকদিগকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিল। তাহারা চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন-ভিক্ষার্থ গমন করিল, এবং যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—“শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করিতে আসিয়া অত্যন্ত ক্ষুধাতুর হইয়াছেন; তাঁহারা কিঞ্চিৎ অন্নভিক্ষার্থ আমাদিগকে আপনাদের নিকট পাঠাইলেন, অতএব কিছু অন্নদান করুন। ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞেতেই উন্মত্ত, রাখালদিগের কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, ব্রজবালকেরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

সুখ দুই প্রকার - প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ; নশ্বর পার্থিব বা স্বর্গীয় সুখের নাম প্রেয়ঃ এবং সনাতন ব্রহ্মানন্দের নাম শ্রেয়ঃ। অল্প-দর্শী অজ্ঞান লোকেরা আপাত-রম্য ক্ষণস্থায়ী স্বর্গাদিসুখের জন্য কর্ম্ম করে এবং সুচতুর সুধীগণ স্বর্গাদিসুখ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সনাতন ব্রহ্মানন্দই বাঞ্ছা করেন। যজ্ঞনিরত সকাম বিপ্রগণ বুঝিলেন না যে, যিনি যজ্ঞ, যাজ্ঞিক ও যজ্ঞসাধন ঘৃতাদির অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা এবং যাঁহার প্রীতির জন্যই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সেই স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনিই আপন প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন। সেই জন্য তাঁহারা গোপবালকদিগের অন্ন প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম্মী ও নিষ্কাম ভক্তের বিভিন্নতা দেখাইবার জন্য এবং অপমান সহ্য করা ভিক্ষুকের কর্ত্তব্য, এই লৌকিক উপদেশ দিবার নিমিত্ত আপন সহচরদিগকে বিপ্রপত্নীদের নিকট পুনর্ব্বার ভিক্ষার্থ পাঠাইলেন।

তাহারাও কৃষ্ণাদেশে বিপ্রপত্নীদিগের নিকট গমন করিয়া ভগবানের নামোল্লেখ পূর্ব্বক অন্ন প্রার্থনা করিল। কৃষ্ণনাম কর্ণগোচর হইবা মাত্রই বিপ্রপত্নীগণ প্রেমে পুলকিত হইলেন, তাহার উপর তাঁহার ভিক্ষার কথা শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না; তৎক্ষণাৎ নানাবিধ সুস্বাদু ভক্ষ্যপূর্ণ অন্নপাত্র লইয়া কৃষ্ণসমীপে স্বয়ং গমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ইহাতেই সকাম কর্ম্মী ও নিষ্কাম ভক্তের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল, এবং ইহাও প্রদর্শিত হইল যে, ভগবৎপ্রেমে শিক্ষা, দীক্ষা, বয়স ও জাত্যাদির অপেক্ষা নাই। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্‌কে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের পত্নীগণ অশিক্ষিত হইয়াও কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"আমি মানবাকার ধারণ করিয়াছি বলিয়া মূঢ়েরা আমাকে চিনিতে পারে না"। একটী বিপ্রপত্নী আপন পতিকর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য তিনি কৃষ্ণ-সমীপে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মনোমালিন্যই তাঁহার অবরোধের মূলকারণ,—পতিগণ বাহ্য উপলক্ষ্য মাত্র; ইহা রাসলীলাপ্রসঙ্গে বিস্তারপূর্ব্বক বলা হইবে।

বিপ্রপত্নীগণ ভগবান্‌কে সেই সমস্ত ভক্ষ্যসামগ্রী অর্পণ করিলেন এবং আর গৃহে না গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যায় কালাতিপাত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন। পাছে ভগবান্ অস্বীকার করেন, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা বলিলেন,—আমাদের গৃহে যাইবার উপায় নাই, কেননা আমরা পতিনিষেধ লঙ্ঘন

করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, অতএব আমাদের পতিগণ আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। ব্রাহ্মণীগণ গৃহে যাইতে না পারিবার কারণ প্রদর্শন করিতে গিয়াই ধরা পড়িলেন ; তাঁহারা এখনও যে, কৃষ্ণলাভের অযোগ্যা,তাঁহাদের বাক্যেই তাহা প্রকাশ হইয়া গেল। ভগবান্ তাঁহাদের বাক্যেই বুঝিলেন এবং সকলেই বুঝিতে পারেন যে, যদি তাঁহাদের পতিগণ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা গৃহে যাইতে পারিতেন। অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় তাঁহারা রাসাভিলাষিণী গোপীদের ন্যায় কৃষ্ণলাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারেন নাই। ভগবান্ বলিলেন, —আমি বলিতেছি, তোমাদের পতিগণ তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন, অতএব গৃহে যাও এবং গৃহে থাকিয়া সর্ব্বদা আমার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিও,—আমাকে পাইবে। বিপ্রপত্নীগণ ভগবদাদেশে দুঃখিতচিত্তে অগত্যা গৃহে গমন করিলেন।

ভগবান্ স্বয় সখা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"যাহারা আমাতে মনঃপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক পরস্পর প্রেমোপদেশ প্রদান করে এবং আমার লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াই পরমানন্দের আস্বাদনে সন্তুষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, সেই বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" বিপ্রপত্নীদিগকে গৃহে গিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে বলায়, গীতোক্ত ঐ কথারই অর্থ প্রদর্শিত হইল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের দুর্ব্বুদ্ধি দেখিয়া ভগবানের দয়া হইয়াছিল ; ভক্তিমতী পত্নীদিগের সঙ্গ পাইয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইবে, এই অভিপ্রায়টি ভগবানের অন্তর্নিহিত ছিল এবং ব্রাহ্মণী পরিচারিণী রাখা

বৈশ্যের কর্ত্তব্য নয়, ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাঁহার অন্যতর অভিপ্রায়। বিপ্রপত্নীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আপন লীলার সার্থকতা দেখাইলেন।

ব্রাহ্মণীদিগকে প্রত্যাখ্যান করিবার যে যে কারণ প্রদর্শিত হইল, তদ্ভিন্ন একটী প্রকৃত নিগূঢ় কারণ ছিল। ভগবদ্‌ভাব দুই প্রকার,—ঐশ্বর্য্যভাব ও বিশুদ্ধ প্রেমভাব। প্রেমভাবের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ঐরূপ বিশুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য ভাবেই বৃন্দাবন-বিহারীর সেবা লাভ করা যায়। যতদিন ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেম না হয় ততদিন পরমানন্দময় গোপ-বালকরূপী ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না। যদিও বিপ্রপত্নীদিগের কৃষ্ণপ্রেম জন্মিয়াছিল, তথাপি গোপীভাব হয় নাই; সেই জন্য আপাততঃ তাঁহারা কৃষ্ণসেবা পাইলেন না বটে, কিন্তু ভগবানের উপদেশানুসারে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে গোপীভাব জন্মিলে জন্মান্তরে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাসলীলা প্রসঙ্গে গোপীভাবের বিষয় সবিস্তারে বলা হইবে।

এ দিকে যাজ্ঞিকগণ আপন পত্নীদিগের সুনির্ম্মল ভগবৎ-প্রেম দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং আপনাদিগের মূঢ়তা স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, আমরাও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হই; কিন্তু কংসভয়ে পারিলেন না। অশিক্ষিত ব্রাহ্মণীদের কংসভয় হয় নাই কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দিগের কংসভয় হইল। অনুতাপ হইলেও তখনও তাঁহাদের

কর্ম্মসংস্কার ছিল, সেই জন্যই কংসভয় হইয়াছিল। সে ত কংস ভয় নয়; সংসার-সুখনাশের আশঙ্কা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিলে, কালভয় দূরে যায়, বিপ্রেরা সামান্য কংসভয়ে তাঁহার শরণ লইতে পারিলেন না।

নমামি নমামি মুরারে
তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে।
কমলা কিঙ্করী যার অন্ন ভিক্ষা কেন তার
বুঝিবার সাধ্য কার বিধি বিষ্ণু হারে।
বেদবাদী বিপ্রগণ পেলেনা হে দরশন
অজ্ঞ বিপ্রনারীগণ চক্ষে দেখে চিদাকারে।
ধন্য নন্দ পশুপাল পাতিয়া প্রেমের জাল
ধরিয়া কালের কাল গোপাল করিল তারে।
নমামি নমামি মুরারে।
তুমি না জানালে হরি কে জানে তোমারে।

জগতের অন্নদাতা অন্ন ভিক্ষা করে।
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে অন্নভিক্ষা-লীলামৃত।

গিরিধারণ-লীলামৃত।

যার সঙ্গে সুররাজ না বুঝে বিগ্রহে।
প্রণাম সে গিরিধারী বালক-বিগ্রহে॥

ব্রজবাসিগণ বহুকাল হইতে প্রতিবৎসর ইন্দ্রযজ্ঞ করিয়া আসিতেছিলেন, সপ্তবর্ষবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ তাহা রহিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমস্ত বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ড বায়ুর সহিত মূষলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উত্তোলন করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন; ইহাই গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার স্থূল কথা। আপাততঃ ইহা অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়; অথচ সত্যনিষ্ঠ বেদব্যাসের বর্ণিত বিষয় মিথ্যা বলিতেও সাহস হয় না। অতএব ইহার সারানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শাস্ত্র ভিন্ন অতীত বিষয়ের প্রমাণ আর কিছুতেই হইতে পারে না। কোনও অতীত লৌকিক ঘটনা সপ্রমাণ করিতে হইলে ইতিহাসের আশ্রয় লইতে হয়। যদি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ সাধারণ মনুষ্যের লিখিত ইতিহাসের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বেদ-বাক্য ও অভ্রান্ত ঋষিপ্রণীত পুরাণ-বাক্য প্রমাণ হইবে না কেন? বেদবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, পুরাণও বেদমধ্যে পরিগণিত, কারণ

বেদে ও পঞ্চদশীনামক বেদান্তদর্শনে পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রধান। আমি বেদের অনুসরণ করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত গোবর্দ্ধনধারণ নামক কৃষ্ণলীলা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা শাস্ত্রযুক্তি দেখাইয়া অনেকবার বলা হইয়াছে। সমস্ত শক্তি যাঁহার পূর্ণরূপে আছে, তিনিই ভগবান্। অত্যন্ত উচ্চ হইলে পতিত হইতে হয়, ইহা ভগবানেরই অনাদিসিদ্ধ নিয়ম। স্বৈরৈশ্বর্য্য-ভোগে ইন্দ্রের দম্ভ সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, সেই নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম প্রত্যক্ষ দেখাইবার ইচ্ছায় কৌশলে ইন্দ্রের কোপ উৎপাদন করিয়া, তাহার অত্যধিক দম্ভ দূর করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সমস্ত ব্রজবাসিগণ সমারোহে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনই সময়োচিত কর্ম্মবাদ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা কেহই নাই, অতএব ফলকামনায় ইন্দ্রের পূজা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; এইরূপ বুঝাইয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ করিতে উপদেশ দিলেন। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণ যাগযজ্ঞাদির প্রয়োজন ; ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ; কিন্তু ব্রজবাসিগণ বিগ্রহবান্ পূর্ণব্রহ্মকে পুত্রাদি রূপে প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ইন্দ্রপূজা হইতে নিরস্ত করাও ভগবানের অভিপ্রেত। কেনোপনিষদে যে ইন্দ্রের ব্রহ্মপরীক্ষার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে,

শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণ-লীলা তাহারই প্রত্যক্ষ অভিনয়; অতএব শ্রুতিবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা ভগবানের গোবর্দ্ধন-ধারণে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। আমি ক্রমে শ্রুতির সহিত মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

প্রবীণ গোপেরাও যে, সপ্তমবর্ষীয় বালকের কথায় চিরপ্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করিল, ইহার কারণ আর বুঝাইতে হইবে না। শ্রুতি ব্রহ্মকে মনের মন বলিয়াছেন। ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"হে অর্জ্জুন। ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন।" অতএব ঈশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাঁহারা যজ্ঞ-ত্যাগ করেন নাই,—তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই করিয়াছিলেন। যখন ব্রজবাসিগণ গোবর্দ্ধনের উদ্দেশে পূজার সামগ্রী অর্পণ করেন, তখন ভগবান্ গোপবালকরূপে থাকিয়াও অন্য এক অপূর্ব্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন নামে আপন পরিচয় দিয়া স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। তিনি এই লীলা করিয়া শ্রুতি ও গীতার অভিপ্রেত আপন 'সর্ব্বতঃস্থিতি' দেখাইলেন।

এদিকে ইন্দ্র আপন প্রাপ্য বৃত্তির লোপ হওয়াতে কৃষ্ণের প্রতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বাত-বর্ষদ্বারা বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিলেন। প্রচণ্ড পবনের সহিত তৎক্ষণাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং মূসলধারে বারি ও শিলাবর্ষণ হইতে লাগিল। কেনোপনিষদে আছে,—ইন্দ্র অসুরজয়ে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া, ব্রহ্মপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবগণকে পাঠাইয়া-

ছিলেন; ইহা সেই শ্রুত্যুক্ত বৃত্তান্তের প্রত্যক্ষ উদাহরণ;—উপন্যাস নহে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর এবং ব্রজবাসিদিগের উপর ইন্দ্রের কোপের বিষয় আধ্যাত্মিকভাবে আলোচনা করিলে, বোধ হয় আরও বিশদ হইতে পারে; অতএব সেইভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি।

শাস্ত্রানুসারে দেবতা দুই প্রকার; সূক্ষ্মভূত-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট স্বর্গবাসী দেবতা এবং মনুষ্যের শরীরস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই নরভুক্ত রস আস্বাদন করেন; পরন্তু জীব ভ্রমপ্রযুক্ত "আমি ভোগ করি" বলিয়া মনে করে। মনুষ্য ঐ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের ইচ্ছানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভোগ করে; তাহাতে ঐ দেবতারাই পরিতৃপ্ত হন। যখন কোনও মনুষ্য মুক্তি-কামনায় ভোগ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখন প্রথমে তাহার হৃদয়স্থিত কাম অর্থাৎ ভোগবাসনা সাধনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"রজোগুণোদ্ভব কামই মুক্তিপথের কণ্টকস্বরূপ।" আবার ঐ কামও বস্তুতঃ জীবের নহে; ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাদেরই কাম বা ভোগবাসনা। মনুষ্য ভোগ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলে, উহাদেরই বৃত্তি-লোপ অর্থাৎ ভোগের অভাব হয়; সুতরাং তাহারা অন্তরায় হইয়া ভক্তের বিঘ্ন করিতে থাকে। সাধকের উপর দেবতাদের এইরূপ অত্যাচার সংসারে সর্ব্বদাই হইতেছে; সুবুদ্ধি লোকেই তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন।

এক্ষণে স্বর্গবাসী দেবতাদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখি। ঈশ্বরের সৃষ্ট এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই, একটী পদার্থের অবিকল অনুরূপ আর একটী পদার্থ নাই। এইরূপ উপাদান, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও ভাবনা, প্রভৃতিও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অতএব মনুষ্যোচিত মনে চিন্তা করিলে অনুমান করা যায়, অথবা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যায় যে, অনন্ত আকাশবর্ত্তী অসঙ্খ্য পৃথিবীর, বা গ্রহাদির উপাদান ও আকার ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের উপাদান, আকার, স্বভাব, শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তা প্রভৃতিও বিভিন্ন প্রকার। যে যে স্থানে সুখভোগের সামগ্রী পৃথিবীর অপেক্ষা অধিক, সেই সেই স্থানের নাম স্বর্গ; এবং সেই সেই স্থানের অধিবাসীদিগের শরীর সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত। উহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সর্ব্বদা "দেবন" অর্থাৎ ক্রীড়া করিয়া থাকে, এই জন্য উহাদের সাধারণ নাম দেব। দেবগণ মনুষ্যের অলক্ষিতভাবে পৃথিবীতে আসিতে পারেন এবং স্বস্থান হইতেও পৃথিবীর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। যিনি সূর্য্যলোকের অধীশ্বর, তাঁহার নাম সূর্য্য এবং যিনি চন্দ্রলোকের রাজা, তাঁহার নাম চন্দ্র; এইরূপ দেবলোকে, ধামের নামেই রাজার নাম নির্দ্দিষ্ট হয়; পৃথিবীতেও এরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত দেবলোকের মধ্যে ইন্দ্রলোকই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্র সমস্ত দেবতা অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী,

এই নিমিত্ত ইন্দ্রই সকল দেবতাদের রাজা। যেমন করদ রাজগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ যথাযোগ্য অল্পবিস্তর রাজশক্তি পাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মা, তৎপরে ইন্দ্র, তৎপরে অন্যান্য দেবতা, তৎপরে মনুষ্যাদি জীবগণ আপন আপন মর্য্যাদানুসারে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মের শক্তি পাইয়াছেন। যেমন নিম্ন ও নিম্নতর রাজ-ভৃত্যগণ আপন আপন উচ্চ, উচ্চতর রাজকর্ম্ম-চারীর সাহায্য করিতে বাধ্য; না করিলে দণ্ডই হয়; সেইরূপ মনুষ্যগণ দেবতাদিগের পূজা করিতে বাধ্য; অন্যথা করিলে দণ্ডই পাইয়া থাকে; ইহাই নিখিলপতি পরব্রহ্মের নিয়ম। 'পৃথিবীস্থ রাজগণও ঐ নিয়মের অনুকরণেই রাজ্যপালন করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আপনার ঐ অনাদিসিদ্ধ নিয়মের কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"মনুষ্যেরা যাগযজ্ঞাদি দ্বারা দেবতাদের পূজা করিবে এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; এইরূপ পরস্পর সাহায্য করিলেই সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। যে ব্যক্তি দেবতাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু দেবতাদিগকে না দিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করে, সে চোর"; অতএব দণ্ডার্হ।" দেবতারা আপন আপন প্রাপ্য পূজা না পাইলেই মর্ত্ত্যলোকে অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্ট্যাদি দ্বারা মনুষ্যদিগকে দণ্ড অর্থাৎ ক্লেশ দিয়া থাকেন; ঐ ক্লেশকেই আধিদৈবিক ক্লেশ বলে। এই ঐশ্বরিক নিয়মেই ইন্দ্র আপন প্রাপ্য পূজা না পাইয়া বৃন্দাবনে উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন।

পৃথিবীতে চন্দ্রসূর্য্যের সাহায্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া

যায়; চন্দ্রসূর্য্যও যে, পৃথিবী হইতে সাহায্য পায় না এ কথা কে বলিতে পারে? ইন্দ্র মেঘসকলকে ডাকিয়া বৃন্দাবন বিধ্বস্ত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা আপাততঃ উদ্ভট কথা বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু জগদ্ব্যাপার আলোচনা করিলে, উহাতে সংশয় থাকে না। ঐ যে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অনুক্ষণ আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, উহাদের মূলে এক চৈতন্যময় পরিচালক আছেই। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই পরব্রহ্মের শাসনেই সূর্য্যাদি গ্রহগণ আকাশে বিচরণ করে।" একটী পরমাণু একস্থান হইতে যে, স্থানান্তরে পরিচালিত হয়, তাহাও সেই পরম চৈতন্যেরই নিয়মে। অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকর্ত্তৃক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সেই অনন্ত চৈতন্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ইন্দ্র সেই অনন্ত চৈতন্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী যৎকিঞ্চিৎ অংশ; অতএব তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়াই মেঘ বারিবর্ষণ করে, ইহা উদ্ভট কথা নয়। পৃথিবীতে বাষ্পীয় যান, বৈদ্যুতিক যান, তন্ত্রীয় ও অতন্ত্রীয় সংবাদ বা অমানুষিক সংগীত প্রভৃতি যাহা কিছু জড়কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চালক একজন চেতন মনুষ্য থাকিতেই হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবতাদের শরীর সূক্ষ্ম,—মনুষ্য-চক্ষুর অদৃশ্য, অতএব মেঘের পরিচালক ইন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের অত্যাশ্চর্য্যময় অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য কীটাণুকীট; তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও চিন্তাশক্তি তদনুরূপ অল্পাদপি অল্প। মনুষ্য যাহা করিতে ও ভাবিতে

পারে না। তাহা মনুষ্যের কাছে অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সম্ভব। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই; দম্ভশূন্য সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন।

যখন ইন্দ্র কৃষ্ণের উপর রুষ্ট হইয়া, বৃন্দাবনে শিলা ও বারিবর্ষণ করেন, তখন সমস্ত গোপ গোপী প্রাণরক্ষার্থ সপ্তমবর্ষীয় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। তর্কযুক্তির অপেক্ষা না করিয়া ভগবানে বিশ্বাস করাই বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেমের লক্ষণ। ঐশ্বর্য্যান্ধ দেবরাজ যাঁহাকে গোপবালক বুঝিয়া দমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অশিক্ষিত গোপেরা প্রাণসঙ্কটে তাঁহারই শরণাগত হইলেন! ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত ভক্তদিগের কাতরতা দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন—"ব্রজবাসিগণ আমার পরম ভক্ত ও আমারই শরণাগত; তাহারা আমি ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না; অতএব আমি আপন অলৌকিক প্রভাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিব।' তিনি অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছিলেন,—যাহারা আমাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া, আমার ধ্যান ও আমারই উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে অবিলম্বে মৃত্যু ও সংসার হইতে পরিত্রাণ করি।" তখন ভক্তাধীন ভগবান্ ইন্দ্রকে আত্ম-পরিচয় দিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনপর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগে রাখিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্রজবাসিগণকে তাহার নিম্নে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণাশ্রয় গোপগণও ভগবদাদেশে আপন আপন শিশু, পশু ও গৃহসামগ্রী লইয়া বিশ্বস্তচিত্তে শৈলতলে প্রবেশ করিলেন।

অধুনা ভগবানের এই গোবর্দ্ধন ধারণ অত্যন্ত অসম্ভব বলিয়া কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের শ্রুত্যুক্ত পরব্রহ্মত্ব প্রমাণ করিয়াছেন,—মনুষ্যত্ব নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন —"হে গার্গি! সেই পরব্রহ্মের শাসনেই চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ ও পৃথিবী শূন্যে অবস্থান করিতেছে"। অতএব পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই গোবর্দ্ধন ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে অবস্থিত ছিল; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ছলমাত্র। যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যাদির সহিত সমস্ত জগৎ প্রতিনিয়ত শূন্যে অবস্থান করিতেছে, তাঁহারই ইচ্ছায় যে, সামান্য গোবর্দ্ধন সপ্তাহমাত্র শূন্যে থাকিবে ইহা বিচিত্র কি? সর্ব্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ না করিয়াও বাতবৃষ্টি নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু সাধকের ব্রহ্মধ্যান সুগম করিবার নিমিত্ত কৃপা করিয়া শৈলোদ্ধার করিয়াছিলেন। যেমন চিন্তাচতুর মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র ভূচিত্র দেখিয়া বিপুল পৃথিবীর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ সুবুদ্ধি 'সাধক' ভগবানের ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন ধারণ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডধারণ ধারণা করিতে সমর্থ হইবে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের করুণামূলক অভিপ্রায়। শাস্ত্রে আছে—ইন্দ্রই হস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; শ্রীকৃষ্ণ সেই ইন্দ্রেরই সহিত বিরোধ করিয়া হস্তদ্বারা গিরিধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকে এবং জীবকে দেখাইলেন যে, কোনও কার্য্য করিতে হইলে, আমার ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় না; আমি অহস্ত হইয়াও ধারণ করিতে পারি এবং অপাদ হইয়াও গমন করিতে পারি।

সপ্তাহান্তে দেবরাজ লজ্জিত হইয়া বাতবর্ষাদির উপসংহার করিলেন; গোপেরাও ভগবানের আদেশে সুস্থ শরীরে গিরিতল হইতে বহির্গত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। কেনোপনিষদে আছে যে, ইন্দ্রপ্রেরিত অগ্নি, বায়ু ও বরুণ ব্রহ্মসমীপে একটী তৃণমাত্র দগ্ধ করিতে, পরিচালিত করিতে ও আর্দ্র করিতে পারে নাই। শ্রীবৃন্দাবনেও ইন্দ্র-প্রেরিত বায়ু ও বর্ষা ভগবৎ সমীপে ভগবদ্‌ভক্তদিগকে স্পর্শও করিতে পারিল না। অতএব শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণলীলা সেই শ্রুত্যুক্ত বৃত্তান্তেরই অভিনয়। অতঃপর ভগবান্ শৈলবরকে যথাস্থানে যথারূপে স্থাপন করিলেন।

ইহার পর আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। আপাত-দৃষ্টিতে তাহা উপহাসজনক উপন্যাস বলিয়া মনে হইতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্র আত্ম-পরাভবে অত্যন্ত লজ্জিত ও ভীত হইলেন। তখন গোলোকস্থ সুরভি ইন্দ্রকে কৃষ্ণের পরিচয় দিয়া, অপরাধ-ক্ষমাপনার্থ তাহাকে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সমীপে আনয়ন করিলেন। ইন্দ্র সুরভির আদেশে ভগবানের স্তব করায়, কৃপাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পায়া যায় যে, ইহাও সেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বৃত্তান্তেরই শেষাংশ। শ্রুতিতে আছে,—"অনলাদি দেবতারা ব্রহ্মের নিকট আত্মশক্তি প্রকাশে অসমর্থ হইয়া, লজ্জিতভাবে ইন্দ্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক নিজ নিজ পরাভব নিবেদন করিলে, ইন্দ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। ঐ সময়ে আকাশে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া, ইন্দ্রকে

বুঝাইয়া দিলেন যে, অনলাদি দেবতারা যাঁহার নিকট গিয়াছিল, তিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম; তাঁহার শক্তিতেই তোমরা সকলে শক্তিমান্ হইয়াছ; তোমাদের নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই। ইহা শুনিয়া, ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া মনে মনে পরব্রহ্মের শরণাগত হইলেন।”

এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় যে, সুরভিনামে যিনি ইন্দ্রকে কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, বৃন্দাবনে কৃষ্ণসমীপে আনিয়াছিলেন, তিনিই শ্রুত্যুক্ত ইন্দ্রের উপদেশদাত্রী আকাশচারিণী দেবী এবং তিনিই গোলোকস্থ মূর্ত্তিমতী সদ্‌বিদ্যা বা গো-মাতা সুরভি। কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রুত্যুক্ত বৃত্তান্তই জীবের সুখবোধার্থ লীলা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস উদ্ভট উপন্যাস লিখেন নাই; যাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে এবং ভগবান্ যাহা লীলা করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাই অবিকল বর্ণনা করিয়াছিলেন। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রের ন্যায় দম্ভের বশীভূত হইয়া ইহা বিশ্বাস না করেন, যথাসময়ে তাঁহারাও আবার ভগ্নদর্প ইন্দ্রেরই ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইবেন।

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মানিতে না চাহেন এবং তাঁহার অলৌকিক লীলায় যাঁহাদের বিশ্বাস হয় না; আমি তাঁহাদিগকে মানিতে ও বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না। শ্রুতি বাক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা মিলিয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেই আমি কৃতার্থ। আমার বিশ্বাস, বেদে যাঁহাদের শ্রদ্ধা আছে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

নবনীত-কোমলকায় নবনীরদ-বরণে
শিরে পিচ্ছচূড়া শোভে পীত বসন পরণে।
গলে দুলিছে বনমালা করে রতনময় বালা
কিরণে করিয়ে আলা বাজে নূপুর শ্রীচরণে।
ধরি ভূধর বাম করে দাঁড়ায়ে আছে অকাতরে
ধরেনা হাসি শ্রীঅধরে কে রে ও শিশু বৃন্দাবনে।
সভয়ে ব্রজবাসিগণে নিরখিয়ে প্রমাদ গণে
পড়িলে গিরি বৃন্দাবনে বাঁচিবে বাছা কেমনে।
নামায়ে রাখ হে গিরি ডুবে যাক্ আজ্ ব্রজপুরী
কোমলাঙ্গে এত ভারি হেরিতে নারি নয়নে।
নবনীত-কোমল-কায় নবনীরদ বরণে
শিরে পিচ্ছচূড়া শোভে পীত বসন পরণে

শিশুরূপে হরি গিরি ধরে বাম করে।
বিশ্বাস করিতে পারে ভাগ্যবান্ নরে॥

ইতি শ্রীনীলকান্ত-দেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে গিরিধারণ-লীলামৃত।

নন্দোদ্ধার লীলামৃত।

হেরি যারে জলপতি মানে পরাজয়।
দেবের দেবতা নন্দ-গোপালের জয়॥

একদা ব্রজরাজ নন্দ একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিয়া, পরদিন অল্পক্ষণ দ্বাদশী থাকায়, পারণের অনুরোধে রাত্রিতেই যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ রাত্রিকালে জলাবগাহন নিষিদ্ধ; সুতরাং জলাধিপতি বরুণের অনভিজ্ঞ ভৃত্যগণ নন্দকে অবৈধাচারী মনে করিয়া বরুণের নিকট লইয়া যায়। নন্দের রক্ষকগণ তীরে দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা নন্দকে না দেখিয়া, ব্যাকুলচিত্তে উচ্চস্বরে কৃষ্ণ ও বলরামকে ডাকিতে লাগিল। ইহাই নন্দোদ্ধার লীলার সূত্রপাত। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে অনৈসর্গিক কিছুই নাই। যাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধিতে জগদ্ব্যাপার আলোচনা করিয়াছেন বা করেন, তাঁহাদের নিকটে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্বভাবতই স্নানভোজনাদি কার্য্যে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বলোকহিতৈষী মহর্ষিগণ মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া, ঐ স্বাভাবিক স্নানভোজনাদিতেও সময় ও পরিমাণাদির নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। রাত্রিকালে স্নান করা, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নদীতে স্নান করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ; কারণ রাত্রিতে স্নান করিলে শ্লেষ্মা জন্মে এবং

রাত্রিকালে নদীতে স্নান করিতে গেলে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে। ধর্ম্মজীবন নন্দ দৈহিক অনিষ্টের উপর দৃষ্টি না করিয়া, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্তই রাত্রিতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি অতি বৃদ্ধ, তাহার উপর উপবাস-বশতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন ; সেইজন্য একাকী না গিয়া দুই চারিজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। ভৃত্যগণ তীরে রহিল, তিনি একাকী নদীতে অবগাহন করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নন্দ অতিশয় বৃদ্ধ এবং উপবাস জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, সুতরাং স্রোতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া পতিত, নিমগ্ন ও অদৃশ্য হইলেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে অসম্ভাবনা কিছুই নাই। এখন বরুণ ও বরুণভৃত্যদিগের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করি। আজকাল নিরভিভাবিকা শ্রুতি ও গীতা সকলেরই কণ্ঠস্থ। কৃষ্ণলীলা আলোচনা-কালে শ্রুতি ও গীতা স্মরণ করিলে, সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,— 'ব্রহ্ম-চৈতন্য ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপবিষ্ট আছে।' ভগবানও [illegible] ছেন,— কি স্থাবর কি জঙ্গম, আমি ভিন্ন কোনও পদার্থ [illegible]' অতএব একমাত্র ব্রহ্মশক্তিতেই সমস্ত জগৎ শক্তিমান্। শক্তির পরিচালক ব্রহ্ম-চৈতন্য ; তাহাকেই শাস্ত্রে ঈশ্বর বলে। ঐ শক্তি ও চৈতন্য বৃহদ্ বস্তুতে অধিক ও ক্ষুদ্র বস্তুতে অল্প পরিমাণে আছে। ঐ চৈতন্য সমস্ত শক্তির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ শক্তি চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। সুবৃহৎ বারিধির অন্তর্গত শক্তি বৃহৎ এবং ঐ শক্তিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যও বৃহৎ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদনদীর অন্তর্গত শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তাহাতে

অধিষ্ঠিত চৈতন্যও অল্প। পৃথিবীস্থ সমস্ত জলাশয়ে অধিষ্ঠিত একটি রাশি-চৈতন্যই বরুণ নামে অভিহিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য উহারই অধীন বা ভৃত্য; উহাদিগকেই জলদেবতা বলে। নিবিষ্টমনে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যমুনার অন্তর্গত চৈতন্যাধিষ্ঠিত শক্তিই নন্দকে লইয়া গিয়াছিল; সুতরাং মহর্ষি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য;—বরুণের ভৃত্যগণই নন্দকে লইয়া গিয়াছিল। গিরিধারণ-লীলায় বলা হইয়াছে যে, দেবতারা অধিষ্ঠাতৃরূপে জগদন্তরে অবস্থান করেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ সূক্ষ্ম শরীরও আছে এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, মর্ত্যলোকে আসিতেও পারেন; কিন্তু যোগী কিংবা ভগবানের কৃপাপাত্র ভিন্ন কেহ দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতেন;—জগতে কাহারও কোনও শক্তি নাই, একমাত্র অনন্ত ব্রহ্মশক্তিতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত; সুতরাং তাঁহারা আপনার বা অন্যের সকল কার্য্যই পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া পরম শান্তি অনুভব করিতেন।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নন্দের উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করি। যখন নন্দের কিঙ্করগণ তাঁহাকে না দেখিয়া, উচ্চস্বরে কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিতে লাগিল, ভগবান্ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যিনি সত্তারূপে সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার যমুনাজলে প্রবেশ করা অদ্ভুত নহে। জলচরগণ যাঁহার শক্তিতে সর্ব্বদা জলে বাস করিয়া থাকে, লীলা বিগ্রহধারী সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের জলপ্রবেশ অণুমাত্রও অসম্ভব নহে

বাস্তবিক তিনি জলে প্রবেশ করেন নাই, বৃন্দাবনে অন্তর্হিত হইয়া বরুণালয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন,—জলপ্রবেশ লীলা-মাত্র। সূক্ষ্মশরীরধারী বরুণদেবেরও কৃষ্ণস্তুতি অস্বাভাবিক নয়; যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। যাহা আমি দেখিতে পাই না, যাহা আমি শুনিতে পাই না, তাহাই যে মিথ্যা, এরূপ সিদ্ধান্ত চার্ব্বাক-সম্প্রদায়েই শোভা পায়; ঈশ্বর-বাদী সজ্জনগণের উপযুক্ত নয়। পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, পিতার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

ভাব, অভাব, সুখ দুঃখ, বিপদ্ সম্পদ্, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ঈশ্বর হইতেই হয়। জীব তাহা সহজে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, কৃপাময় কৃপা করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। যখন কোনও ব্যক্তি প্রাণান্তকর পীড়া হইতে পরিত্রাণ পায়, তখন স্বভাবতই বলিয়া থাকে 'ঈশ্বর রক্ষা করিয়াছেন।' যিনি স্বয়ং ভগবানের সখা, সেই অর্জ্জুনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন।

তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমধ্যেই নন্দাদি গোপদিগকে বৈকুণ্ঠ দেখাইয়াছিলেন। যাঁহারা গীতোক্ত বিশ্বরূপ-প্রদর্শন বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে ইহা আর বুঝাইতে হইবে না। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ভগবানের স্বভাব; অতএব ভক্তেচ্ছায় তিনি সকলই করিতে পারেন। শ্রুতিতে ব্রহ্মের লক্ষণ যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ভগবান্ মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহাই লীলা করিয়া দেখাইয়াছেন। যাঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, যাঁহাদের শ্রুতি ও গীতায় শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁহারা অবতারবাদ স্বীকার করেন,

তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই। যাঁহারা অনৈসর্গিক বলিয়া কৃষ্ণলীলা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের জানা উচিত যে, নিসর্গ যাঁহার অধীন, তাঁহার আবার অনৈসর্গিক কি আছে? ভক্তবর নন্দ লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অনাদর করিয়া রাত্রিতে জলে অবগাহন করায় কিঞ্চিৎ ক্লেশ পাইলেন এবং ঐকান্তিক হরিভক্তির প্রভাবে ক্লেশমুক্ত হইলেন। ভগবানে যাঁহার অবিচলিত ভক্তি, দেবতারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, ইহাই এই লীলার অন্তর্গত উপদেশ।

হেঁয়ালি ব'ল্‌বি কে রে আয়
দেবতা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায়।
শমন-রাজে দমন করে নরের মত কায়।
বালক হ'য়ে বলে বিশ্ব পলকে চালায়।
ব'ল্‌তে যদি না পারিস্ ত গড় ক'রে যা তায়।

হেঁয়ালি ব'ল্‌বি কে রে আয়।
দেব্‌তা হ'য়ে পূজো করে কোন্ বা গোয়ালায়।

শিশু হ'য়ে পরব্রহ্ম পিতারে বাঁচায়।
ভাগ্যবান্ মানবের বিশ্বাস ইহায়॥

ইতি শ্রীনীলকান্তদেব-গোস্বামি-বিরচিত-
শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে নন্দোদ্ধার-লীলামৃত।

রাস-লীলামৃত।

শ্রীরাসে শোভিত কৃষ্ণ কাম-তম-হর।
মানসে দেখেন যাঁরে সুরারাধ্য হর॥
সর্ব্বভক্ত-শিরোমণি রাধাই কেবল।
রূপিণী হ্লাদিনী সেই রাধা মোর বল॥
গোপীনাথ নন্দসুতে করি নমস্কার।
তাঁর কৃপা বলে লিখি তাঁর লীলা সার॥
সখীসহ শ্রীরাধায় নমি ভক্তি ভরে।
যাঁদের হৃদয়াসনে গোবিন্দ বিহরে॥
মায়া-অন্ধ আমি, রাসলীলা মায়া-পারে।
মোর চপলতা তাহা চায় বর্ণিবারে॥
অথবা গুরুর পদ-পদ্ম-মধু পেলে।
দৃষ্টি পেয়ে গূঢ়তত্ত্ব দেখি অবহেলে॥

"যাহারা আমাকে যে ভাবে উপাসনা করিবে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই কৃপা করিব"; সকলেই জানেন, ইহা ভগবানের শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞাবাক্য। সুকুমারী ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি-রূপে পাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণ একমাস সংযত থাকিয়া কাত্যা-য়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ চিত্তমালিন্য দেখিয়া, রাসলীলার অযোগ্যবোধে আরও এক

বৎসর অবসর দিয়া প্রত্যাখান করেন। বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এক বৎসর অতীত হইলে. নির্দ্দিষ্ট পূর্ণিমার রাত্রিতে ব্রজবালিকাগণ ভগবানের সহিত রাসলীলা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রেমাধীন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তর্গত ব্যাকুলতা অবগত হইয়া, আপনিও রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

জ্ঞানী, যোগী ও কর্ম্মীদিগের দৃষ্টিতে আত্মানন্দ-পরিতৃপ্ত পূর্ণ-ব্রহ্মেরও রমণেচ্ছা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ভাবনা-চতুর প্রেমিক উপাসক উহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত প্রেম জন্মিলে প্রেমাশ্রয় ও প্রেমবিষয় অন্তরে অন্তরে এক হইয়া যায়; তখন প্রেমাশ্রয়ের ভাব প্রেমবিষয়ে এবং প্রেমবিষয়ের ভাব প্রেমাশ্রয়ে অনুভূত হয়। গোপীরা প্রেমের আশ্রয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বিষয়; সুতরাং গোপীদিগের অপ্রাকৃত আন্তরিক ব্যাকুলতা মূর্ত্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মকেও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। প্রেমের অনুরোধে পূর্ণকামের কামনা, চৈতন্যময়ের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা-হীনেরও তৃষ্ণা হইয়া থাকে, এ কথা প্রেমিক ভিন্ন অন্যে বুঝিবেন না। বস্তুতঃ আপন প্রতিজ্ঞানুসারে প্রেমরূপিণী গোপীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার বলবতী ইচ্ছাই ভগবানের রমণেচ্ছা,—মনুষ্যোচিত ইন্দ্রিয়-পরিচালিত ইচ্ছা নহে। গোপদিগেরও নরাকার পরব্রহ্মে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার প্রীতিসাধন করিবারই অভিলাষ, —আপন আপন ইন্দ্রিয়তর্পণের ইচ্ছা একবারেই ছিল না।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, প্রেমময়ী গোপী ও আনন্দময় গোবিন্দের রাসলীলা কামগন্ধবিহীন। টীকাকার চূড়ামণি শ্রীধর-

স্বামী রাসলীলা-বিবরণের প্রারম্ভেই বলিয়া রাখিলেন,—"ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরাভব করিয়া কন্দর্পের অত্যন্ত দর্প হইয়াছিল; ভগবান্ মাধব সেই দুর্দ্দর্পী কন্দর্পের দর্প দূর করিয়া গোপী-মণ্ডলের মধ্যে শোভা পাইতেছেন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন—'মায়া মুগ্ধ লোকদিগেরই রাসলীলায় কামপ্রতীতি হয়,—তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত গণের হয় না।" স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"আমি যোগমায়ায় আবৃত থাকি; সুতরাং সকলে আমার যথার্থ স্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয় না।" শ্রীধরস্বামী রাসলীলার নির্ম্মলতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সগর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমি যথাবসরে স্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, সে বিষয়ের আলোচনা করিব। রাসলীলায় কন্দর্পদমনই প্রদর্শিত হইয়াছে; আমিও তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই পরব্রহ্মই পরম রস; সেই রসের আস্বাদন পাইলেই জীব নিত্যানন্দে নিমগ্ন হয়।" শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সেই রসরূপ পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার; এই নিমিত্ত ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে 'রসরাজ' বলে। জীব রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরাপ্রকৃতি। জীবরূপা পরাপ্রকৃতির সহিত রসের মিলন অর্থাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিহারই "রাস।" জীব আপনার অপ্রাকৃত শুদ্ধস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, এবং আপনার পরম সেব্য পরমানন্দ ভুলিয়া, দেহাভিমানবশতঃ সর্ব্বদাই শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করে এবং ক্লেশের নিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞানবশতঃ ভৌতিক ভোগের বাসনা করিয়া থাকে। ঐ বলবতী ভোগবাসনারই নাম 'কাম'। জীব

কামের প্ররোচনায় আনন্দহীন পদার্থে আনন্দ অনুসন্ধান করে; সুতরাং কুত্রাপি তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া, কেবল অনুক্ষণ ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। ভাগ্যক্রমে যখন জীব সকল রসের আধার-স্বরূপ আনন্দময় বিগ্রহ আস্বাদন করিতে পারে, তখন সেই পরমানন্দেই পরিতৃপ্ত হয়; অন্য কিছুই অভিলাষ করে না; তখন কামও স্বীয় স্বাভাবিক চপলতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'প্রেম' নাম ধারণ করিয়া, সেই পরমানন্দেই নিমগ্ন হইয়া যায়,—আর উঠিতে পারে না, উঠিতে চাহেও না। যে আনন্দের আস্বাদন পাইলে মন চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হয়, সে আনন্দে যে, মনোবিলাস কাম মুগ্ধ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই নিমিত্তই আনন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ নামই 'মদনমোহন'। কামের নিবৃত্তি হইলেই জীবের মুক্তি, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অতএব শ্রীধরস্বামী ঠিকই বলিয়াছেন যে, রাসের মধ্যে শৃঙ্গারকথা কেবল ছলমাত্র; শৃঙ্গারের ছলে মুক্তি প্রদর্শনই রাসলীলার একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রুতি বলিয়াছেন—বিদ্যা, বুদ্ধি বা গুরুদ্বারা পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না,—সেই পরমাত্মা নিজে যাহাকে চাহেন, সেইই তাঁহাকে পায়।' পূর্ব্বে কোমলমতি গোপবালিকাগণ মূর্ত্তিমান্ পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত কাত্যায়নীর অর্চ্চনারূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি পাইলেন না। কিন্তু এখন গোপীদিগের সময় হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান নিজেই বংশীর গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। এস্থলে ভগবানের বংশী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত মনে হয়।

পরব্রহ্মের ন্যায় শব্দব্রহ্মও দুইপ্রকার,—সগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ শব্দব্রহ্ম কেবল নির্ব্বিশেষ নাদমাত্র, উহাতে স্বর ও ব্যঞ্জনাদি কোনও বর্ণ নাই। ঐ নির্গুণ শব্দব্রহ্ম সগুণ পরব্রহ্মে সংযুক্ত হইলেই তাহাকে সগুণ শব্দব্রহ্ম বলে; তাহা হইতেই প্রণবাদি সমস্ত বেদের উৎপত্তি হয়। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন সচ্চিদানন্দঘন, সেইরূপ ভগবানের বংশীও নাদপ্রধান সচ্চিদানন্দঘন। যেমন একমাত্র অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের নিকট ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকারে অনুভূত হয়েন, সেইরূপ একই নির্ব্বিশেষ নাদ, সাধকভেদে তিনপ্রকার অনুভূত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ও যোগিগণ হৃদয়াভ্যন্তরে নির্ব্বিশেষ নিরাস্বাদ প্রণবধ্বনি বা নাদমাত্র অনুভব করেন। জ্ঞান-মিশ্র ভক্তি যাঁহাদের সাধন, তাঁহারা ঐ প্রণবধ্বনিই গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট শঙ্খস্বনের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা অমিশ্র বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারী, তাঁহারা সেই একই প্রণবধ্বনি মনোহর সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় আস্বাদন করেন। যেমন জল, দুগ্ধ ও ক্ষীর উত্তরোত্তর স্বাদুতর হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রণবধ্বনি, শঙ্খস্বন ও বংশীর গান উত্তরোত্তর মিষ্টতর। এই নিমিত্তই জ্ঞান-মিশ্র-ভক্তিময় মথুরা ও দ্বারকাদিতে শ্রীকৃষ্ণের করে শব্দায়মান শঙ্খ এবং প্রেমময় বৃন্দাবনে সঙ্গীতস্বভাব মোহনমুরলী দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্।" অর্থাৎ রাসাভিলাষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামদর্শনা গোপীদিগের মন হরণ করিতে পারে এরূপ অস্ফুট মধুর স্বরে মোহনমুরলীতে গান

করিতে লাগিলেন। ইহার অভিপ্রেত তাত্ত্বিক অর্থ এইরূপ,— 'বাম' শব্দের অর্থ সুন্দর এবং 'দৃশ' শব্দের অর্থ জ্ঞান; যাহাদের সুন্দর অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান জন্মিয়াছে অর্থাৎ যাহারা প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তু অসার বোধে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, আনন্দঘন ভগবান-কেই পরম সার বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের গীত তাঁহা দেরই মন হরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরই মন হরণ করিবার জন্য বাঁশী বাজাইয়াছিলেন। ব্যাস-বাক্যের অন্তরে এরূপ গূঢ়ার্থ না থাকিলে "বামদৃশাং শব্দের কোনও সার্থকতা থাকে না। ব্রজবাসী গোপগোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসর্ব্বস্ব ভক্ত ব্রহ্মাণ্ডে অতি বিরল,—নাই বলিলেও হয়। তাঁহাদের মধ্যে মধুররসের ভক্ত ব্রজবালাগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাঁহারাই বংশী-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন; অন্য কেহ সে গান শুনিতেও পায় নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি কাল হইতেই প্রতিনিয়তই মোহন মুরলীতে মোহন সঙ্গীত করিতেছেন। তিনি অনুক্ষণ সংসার-সন্তপ্ত জীবগণকে বংশীর গানে আহ্বান করিতেছেন,—বলিতে ছেন, "আইস" সমস্ত জীব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর, অনন্তকালের জন্য সুখী হইবে, অনন্ত শান্তি পাইবে; আমি ভিন্ন আর কুত্রাপি বিমলানন্দ ও অসীম শান্তি নাই।" সংসার কোলাহলে বধির-প্রায় জীব, ভগবানের এই সর্ব্ববেদসার সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে পায় না; কিন্তু ক্ষণকালের জন্য ঐ কর্ণবিদারক কোলাহলের দিকে মনোনিবেশ না করিলেই শুনিতে পায়। প্রেমরূপিণী ব্রজগোপী

সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সেই জন্যই অতীন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীত তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

ভগবৎ-সঙ্গীত ভগবৎ-প্রাপ্তির মন্ত্রস্বরূপ। যেমন সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রহ্মসাধন প্রণবরূপ মহামন্ত্র নির্গত হয়, সেইরূপ মুরলীমুখ হইতে কৃষ্ণসাধন সঙ্গীত নিঃসৃত হইয়াছিল। এইজন্য ভক্তিতত্ত্ববিশারদ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্" এই বাক্য হইতে কামবীজ উদ্ধার করিয়াছেন ; তাহা অতি সুন্দর সুসংগত। অতএব কামবীজই গোপীদিগের কৃষ্ণসাধন মন্ত্র এবং বংশীই মন্ত্রদাতা গুরু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার উপসংহারে সর্ব্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও ; আমি তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিব।" এখানেও উহাই ভগবৎ-সঙ্গীতের সারার্থ এবং উহাই কামবীজ-যুক্ত কৃষ্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

গোপীগণ ভগবানের অনঙ্গবর্দ্ধন অর্থাৎ প্রেমবর্দ্ধন সঙ্গীত শ্রবণ মাত্রেই ধনজনাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া পরস্পরের অগোচরে ব্যস্তভাবে কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন। কামও অনঙ্গ, প্রেমও অনঙ্গ অতএব এস্থলে অনঙ্গ শব্দের অর্থ প্রেম। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কামই কৃষ্ণানন্দের আস্বাদন পাইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয় ; অতএব কৃষ্ণলীলার মধ্যে যেখানে যেখানে অনঙ্গাদি কাম-বাচক শব্দ দৃষ্ট হইবে, সে সমুদায়ের অর্থ প্রেমই বুঝিতে হইবে। ব্রজবালাগণ পরস্পর কেহ কাহাকেও না জানাইয়া

প্রস্থান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরস্পর বঞ্চনার অভিপ্রায়ে নহে, প্রকাশ হইলে পাছে অপর কেহ বিঘ্নাচরণ করে, এই অভিপ্রায়েই নিঃশব্দে গমন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী লিখিয়াছেন,—"অসাপত্ন্যের নিমিত্ত তাঁহারা গোপনে গমন করিয়াছিলেন।" ইহাতেও ঐ পূর্ব্বোক্ত অর্থই বুঝায়, কেননা "সাপত্ন্য" শব্দের অর্থ শত্রুতা; পাছে অন্য কেহ জানিতে পারিয়া শুভাভিসারে শত্রুতাচরণ করে, সেই ভয়েই পরস্পর অলক্ষিত ভাবে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া, কাত্যায়নীর নিকট কৃষ্ণ-পতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এখন যে, পরস্পরকে বঞ্চনা করিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"গোপীগণ বংশীর গান শ্রবণ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরকে মনেই হয় নাই।" এইরূপ অর্থ অতীব সুন্দর ও সুসঙ্গত।

গৃহ, দেহ, ধর্ম্ম ও আত্মীয় স্বজনাদির মুখাপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভগবৎ-প্রেমের প্রকৃত লক্ষণ; মহর্ষি বেদব্যাস তিনটি শ্লোকদ্বারা গোপীদিগের ঐরূপ প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"কোনও গোপী গাভীদোহন করিতেছিলেন, কোনও গোপী চুল্লীতে দুগ্ধ উত্তপ্ত করিতেছিলেন, কোনও গোপী পরিবেশন করিতেছিলেন, কেহ কেহ শিশুদিগকে দুগ্ধপান করাইতেছিলেন, কেহ কেহ পতিসেবা করিতেছিলেন, কেহ কেহ ভোজন করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা গাত্র মার্জ্জন ও নয়নে অঞ্জন দিতেছিলেন; কৃষ্ণবংশী

কর্ণগোচর হইবামাত্র সকলেই আপন আপন আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণসমীপে প্রস্থান করিলেন ; কেহ কেহবা অযথাভাবে বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করিয়াই চলিলেন। শাস্ত্রে আছে—, "হৃদয়ে যৎকিঞ্চিৎ কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইলে ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া যায়। কৃষ্ণ-প্রাণ গোপী-দিগেরও তাহাই হইয়াছিল এবং মহর্ষি গোপীদিগের তাৎকালিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাহাই দেখাইলেন। পতিসেবা ও শিশু-পালন পরিত্যাগ করায় ধর্ম্ম, গোদোহন ও চুল্লীস্থিত দুগ্ধ উপেক্ষা করায় অর্থ এবং ভোজন, গাত্রমার্জ্জন ও নয়নাঞ্জনাদি পরিত্যাগ করায় কামত্যাগ প্রদর্শিত হইয়াছ। কার্য্যদ্বারা মোক্ষ-ত্যাগ দেখাইবার নয় ; সেইজন্য মোক্ষত্যাগের কথা উল্লিখিত হয় নাই ; কিন্তু তাহাও বুঝিতে হইবে ; কারণ নির্ব্বাণ-মুক্তি ভক্তদিগের বাঞ্ছনীয় নহে।

অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস শ্রুতির অভিপ্রায়ানুসারে দেখাইয়া-ছেন যে,—"স্বয়ং ভগবান্ যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহেন, সেইই ভগবান্‌কে পায় এবং কোনও প্রকার বিঘ্ন ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের গতিরোধ করিতে পারে না।" যখন গোপীগণ বংশীর আকর্ষণে কৃষ্ণসমীপে গমন করেন, তখন তাঁহাদের পিতা, পতি ও ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই ;—পারিবার কথাও নয়। স্বয়ং ভগবান্ ভক্তকে আকর্ষণ করিলে, কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। গোপীগণ আত্মীয়স্বজনের নিবারণে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না,—চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের

মধ্যে কতকগুলি গোপী স্বজন-কর্তৃক গৃহ মধ্যে রুদ্ধ হইয়াছিলেন, —যাইতে পারিলেন না। পরন্তু গৃহাবরোধই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিবন্ধ নহে, যাহা প্রকৃত প্রতিবন্ধ এক্ষণে তদ্‌বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী দুই প্রকার,—নিত্য-সিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা। রাধা-প্রকরণে নিত্যসিদ্ধা গোপীর কথা বলা হইয়াছে। গোলোকস্থা সেই সকল নিত্যসিদ্ধা গোপী গোকুলে আবির্ভূত হইয়া লোক- শিক্ষার্থ কৃষ্ণলাভের বাসনায় কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা স্বরূপে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ও মায়াগন্ধ-শূন্য; সুতরাং অবাধে কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন

পূর্ব্বে কতকগুলি ভক্ত মধুর-ভাবে সেবা করিবার বাসনায় কৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন; তাঁহারা আপন আপন সাধন-বলে শ্রীবৃন্দাবনে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; সেই সকল গোপীই সাধন-সিদ্ধা।

সাধন-সিদ্ধা গোপীও আবার দুই প্রকার। কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা গোপী পরিণীতা ও অনপত্যা; নিত্য সিদ্ধাদিগের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও প্রায়ই সমবয়স্কা ও সমশীলা। বয়স ও স্বভাবের সাদৃশ্য হেতুক নিত্য-সিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের সখ্য হইয়াছিল। সঙ্গগুণে ইহাঁরা ভগবৎপ্রেমে নিত্য সিদ্ধাদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন;—ইহাঁরা জগতে কৃষ্ণভিন্ন আর কাহাকেও 'আমার বলিতেন না। এই সকল গোপীই আত্মীয় স্বজনের নিবারণ না মানিয়া কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এরূপ অনেক উচ্চাঙ্গের ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়,

যাঁহারা সাংসারিক বাধাবিঘ্নের মধ্যস্থলে থাকিয়াও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনুক্ষণ ভগবদুপাসনা করেন; উক্ত গোপীগণ তাঁহাদিগের আদর্শ।

অপর কতকগুলি সাধন-সিদ্ধা গোপী নিত্যসিদ্ধাদিগের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা, পরিণীতা ও জাতাপত্যা। ইঁহারা নির্ম্মলা হইলেও মায়াগন্ধ-বিশিষ্ট। বয়সের আধিক্য ও হৃদয়ের অসাদৃশ্য বশতঃ নিত্যসিদ্ধাদিগের সহিত ইহাঁদের সখ্য হয় নাই। নিত্য-সিদ্ধাদিগের আনুগত্য ভিন্ন মধুরভাবে কৃষ্ণসেবা পাইবার উপায় নাই; সেই জন্য তাঁহারা গৃহে রুদ্ধ হইলেন এবং কৃষ্ণ-সঙ্গ না পাওয়ায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভগবানে গাঢ়াভিনিবেশ বশতঃ তাঁহারা পাপ-পুণ্য-শূন্য হইলেন এবং জারবোধে অর্থাৎ উপপতি বোধেও শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া গুণময় বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত যোগীর ন্যায় অন্তরে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্ম-স্বরূপে প্রাপ্ত হইলেন,—সাক্ষাৎ সেবা পাইলেন না। ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদের পাপ-পুণ্যক্ষয় হওয়া বিচিত্র নহে।

দুঃখভোগে পাপক্ষয় এবং সুখভোগে পুণ্যক্ষয় হয়, তাহা সকলেই জানেন, পাপ ও পুণ্যের সম-পরিমাণ দুঃখ ও সুখভোগ হইলেই সমস্ত পাপ ও পুণ্যের ক্ষয় হইয়া থাকে। ভক্তের ভগবদ্-বিচ্ছেদে যেরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ হয়, তাহাতে নষ্ট হয় না এমন পাপ কেহ করিতেই পারে না এবং একাগ্রচিত্তে ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে পারিলে, যেরূপ অসীম আনন্দ ভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে নষ্ট হয় না এমন পুণ্যেও কেহ করিতে

পারে না। অবরুদ্ধ গোপীদিগের, কৃষ্ণ-সমীপে যাইতে না পারায় যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বাড়বানল অপেক্ষাও যন্ত্রণা-দায়ক এবং কৃষ্ণরূপ ধ্যান করিয়া যে আনন্দভোগ হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও সুখকর; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের পাপপুণ্য ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নহে। বাস্তবিক গোপীদিগের পাপ-পুণ্যের বন্ধন আদৌ ছিল না; কারণ পাপ-পুণ্যের লেশমাত্র থাকিতে শ্রীবৃন্দাবনে তৃণজন্মও দুর্ল্লভ; প্রেমাকর গোপকুলে জন্ম ত দূরের কথা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধ গোপীদিগকে নিমিত্ত করিয়া দেখাইলেন যে, যখন পাপপুণ্যের সম্বন্ধ থাকিতে যোগিলভ্য জীবন্মুক্তিও দুর্ল্লভ তখন মধুরভাবে মধুরমূর্ত্তি ভগবানের সহিত ক্রীড়া যে অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তাহা আবার বলিবার কথা কি? আরও দেখাইলেন, তাঁহাতে জার-বুদ্ধি থাকিতে কেহই মধুরভাবে তাঁহার সেবা পায় না। সাধকদিগের ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত যে, বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ আস্বাদন করিতে হইলে, কেবল বাহিরে বৈরাগ্যের ছল করিলে চলিবে না; কারণ তাঁহার নিকটে কিছুই গোপন করিবার উপায় নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ,—হৃদয়ের ভাবও জানিতে পারেন। বাহ্যবস্তুর সহিত বহিরিন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহ্যবস্তুর সহিত হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিলেও; কৃষ্ণ পাদপদ্মের গন্ধও পাওয়া যায় না। অবরুদ্ধ গোপীগণ তাহারই দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা পতি-পুত্রাদির প্রতি কিঞ্চিৎ মমতার জন্য ব্যভিচারিণী হইলেন; সুতরাং কৃষ্ণসেবা পাইলেন না।

যদি একটি স্ত্রীলোকের দুইজন পুরুষের প্রতি পতিবুদ্ধি হয়, তাহাকেই 'জারবুদ্ধি' বলে। অবরুদ্ধ গোপীদিগের সম্পূর্ণ কৃষ্ণানুরাগ জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও আপন আপন লৌকিক পতিদিগের উপরে যৎকিঞ্চিৎ পতিবুদ্ধি ছিল; তাঁহারা প্রস্থিত গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পতি বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই; সুতরাং জার-বুদ্ধিই হইয়াছিল। জগতের কোনও বস্তুতে যৎকিঞ্চিৎ মমতা থাকিলে, ভগবৎসেবা পাওয়া যায় না; অতএব অবরুদ্ধা গোপীদিগের যৎকিঞ্চিৎ মমতাভাসই রাসাভিসারের প্রকৃত অন্তরায় হইয়াছিল,— গৃহাবরোধ নিমিত্ত মাত্র।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ সকল গোপীদের জীবন্মুক্তির কথা শ্রবণ করিয়া সবিস্ময়ে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "গুরুদেব! ঐ সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণকে পরম সুন্দর পুরুষ বলিয়াই জানিতেন, পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না; তবে তাঁহাদের জীবন্মুক্তি কিরূপে হইল?

শুকদেব উত্তর করিলেন,—যে ভাবেই হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিলেই মুক্তি হইবে, এ কথা আমি শিশুপাল-বধের প্রসঙ্গে তোমাকে বলিয়াছি; আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?'

শুকদেব পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন; কিন্তু শ্রীধরস্বামী অল্পাক্ষরেই তাঁহার অভিপ্রায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। আমি তাঁহার সংক্ষিপ্ত বাক্যকিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। নিখিল ভুবনস্থ সুমহান্ মহীধর হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মময় হইলেও প্রাকৃতিক

পঞ্চভূতে আবৃত; সুতরাং জ্ঞানদ্বারা ভৌতিক মায়াবরণ উন্মোচন না করিয়া উপাসনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না,— মুক্তিও হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অনাবৃত ব্রহ্ম, তাঁহার শ্রীবিগ্রহে ভৌতিক আবরণ নাই; সুতরাং সাক্ষাৎ ব্রহ্মের ধ্যান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন নাই। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াই নিজকার্য্য করিয়া থাকে। যদি কোনও অবোধ বালক প্রস্ফুটিত পুষ্প ভাবিয়া অগ্নিশিখায় হস্তার্পণ করে, তাহার হস্ত দগ্ধ হইবেই; বালকের জ্ঞান নাই বলিয়া, অগ্নির স্বাভাবিক দাহিকা-শক্তি, স্বকার্য্য সাধনে ক্ষান্ত থাকিবে না। ভ্রান্তিপ্রযুক্ত অমৃতজ্ঞানে বিষপান করিলে মনুষ্য মরিবে এবং বিষজ্ঞানে অমৃত পান করিলেও অমর হইবে। যদি অগ্নি, বিষ বা অমৃত আবরণের মধ্যে থাকে, তবে আবরণ উন্মোচন না করিলে উহারা কার্য্য করিতে পারিবেনা। শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের অন্তর বাহির আনন্দময়, অতএব কৃষ্ণরূপ অর্থাৎ সাক্ষাৎ আনন্দ ধ্যান করিলে জীবও আনন্দময় হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মায়াবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে, ইহা আবার বিচিত্র কি? অতএব ধ্যান-পরায়ণ অবরুদ্ধ গোপীগণ জীবন্মুক্তি পাইলেন; কিন্তু নিজ নিজ লৌকিক পতিদিগের উপর কিঞ্চিৎ পতিভাবের গন্ধ থাকায় তাঁহারা ব্যভিচারিণী হইয়াছিলেন; সুতরাং অখিল রাসলীলায় অধিকার পান নাই। বস্তুতস্তু সংসারের কোনও ব্যক্তিতে বা কোনও বস্তুতে 'আমার,' বলিয়া জ্ঞান থাকিলেই মায়া-সংযোগে প্রেম কলুষিত হয়; সে প্রেমে সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। অভিসারিণী গোপীদিগের তাহার কিছুই ছিল

না। কৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র পতি ও একমাত্র সম্পত্তি, সেই জন্য তাঁহারা অপ্রাকৃত অমিশ্র প্রেমের প্রভাবে আনন্দঘন পূর্ণ ব্রহ্মের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসবিহার জীবের পরম ও চরম গতি। তাহা প্রাপ্ত হইতে হইলে, পদে পদে পরীক্ষা দিতে হয়; সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাসাস্বাদন পাওয়া যায়। বস্ত্র-হরণ-লীলায় গোপীদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; সেই জন্য এখন ভগবান্ মুরলীর গানে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াও আবার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে প্রাণের ভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"হে অবলাগণ! তোমরা আমার নিকটে আসিয়াছ ভালই, করিয়াছ, কিন্তু প্রথমতঃ রাত্রিকাল, দ্বিতীয়তঃ নিবিড় বন, তৃতীয়তঃ এই বনে বহুসংখ্যক হিংস্র জন্তু সর্ব্বদা বিচরণ করে; এরূপ সময়ে এরূপ স্থানে অবলা মহিলাদিগের থাকা উচিত নয়; অতএব শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাও।" গোপাগণের প্রতিজ্ঞা,—হয় কৃষ্ণসেবা পাইব, না হয় মরিব; সুতরাং তাঁহারা ভগবানের ভয়প্রদর্শনে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান্ বুঝিলেন, গোপীগণ আমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত; সুতরাং অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন,—তিনি ধর্ম্মভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ পতিসেবা, শ্বশুর শ্বশ্রূর আজ্ঞা রক্ষা ও অপত্য-পালনই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম; তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়; অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও।" গোপীদের বিশ্বাস কৃষ্ণসেবাই সকল ধর্ম্মের সার এবং একমাত্র কৃষ্ণসেবাতেই সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; সুতরাং তাঁহারা

অধর্ম্মভয়েও বিচলিত হইলেন না,—পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগবান্ এবার লোকভয় দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ উপপতি আশ্রয় করিলে, স্ত্রীজাতির পারলৌকিক সুখ ত নষ্ট হয়ই, অধিকন্তু ইহকালেও লোক-নিন্দার সীমা থাকে না। অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও।" গোপীগণ আর থাকিতে পারিলেন না,—ভগবদ্-বাক্যের উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবাক্যের উত্তরে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমুদয় লিখিতে হইলে গ্রন্থবাহুল্য হইয়া পড়ে; অতএব আমি তাঁহাদের একটি-মাত্র কথা সজ্জনগণকে শুনাইব; বোধ হয় তাহাতেই রাসলীলার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় থাকিবেনা।

ভগবান্ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন,—পতিপুত্রাদির সেবা করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম; তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়, অতএব তোমরা ফিরিয়া যাও।" তদুত্তরে গোপীগণ বলিলেন,—"দেখ কৃষ্ণ! পতিপুত্রাদির সেবা করা যে, স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম, তাহা সকলেই জানে,—আমরাও জানি। আমাদের শিক্ষা নাই,—দীক্ষা নাই; তথাপি আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস যে, তুমিই আমাদের পতি এবং তুমিই জগতের পতি। পতি শব্দের অর্থ রক্ষাকর্ত্তা; সুতরাং যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারে, সেই পতি। যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা কিরূপে অন্যের পতি হইবে? তাহারা বাক্য-মাত্রে পতি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি। পত্নীকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করা পতির প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহারা নিজেই সুখের ভিকারী, তাহারা অন্যকে সুখী করিবে কিরূপে?

অতএব তাহারা বৈবাহিক মন্ত্রের অনুরোধে শব্দ মাত্রে পতি; বস্তুতঃ তাহারাই উপপতি। তুমি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, তোমার সেবায় জীব অনন্ত আনন্দ লাভ করিতে পারে; সুতরাং তুমিই সকলের স্বাভাবিক নিত্যপতি। আরও দেখ, শাস্ত্রানুসারে পুরুষ এক, তদ্ভিন্ন চেতন অচেতন সমস্তই প্রকৃতি; সেই অদ্বিতীয় পুরুষ তুমিই। মানবীগণ ভ্রান্তিবশতঃ যাহাদিগকে পতি বলিয়া আশ্রয় করে, বস্তুতঃ তাহারাও প্রকৃতি; প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতির সহিত বিহার করে, সুতরাং উভয় পক্ষই সুখী হইতে পারেনা। যখন জীব আপনাকে প্রকৃতি বলিয়া বুঝিবে এবং তোমাকেই একমাত্র পুরুষ বলিয়া জানিবে, তখন মায়িক পতি-পত্নী সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া তোমারই সহিত বিহার করিবে এবং অবিছিন্ন অনন্ত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। আমরা তাহা বুঝিয়াছি, তাই তোমার শরণাগত হইয়াছি।

"আরও দেখ, পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রের নাম 'পুত্র' হইয়াছে; ইহা কেবল প্রবর্ত্তক শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বাক্য। ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কি কাহাকেও নরক হইতে উদ্ধার করিতে পারে? তুমিই সেই ঈশ্বর; অতএব তোমার সেবাতেই পুত্রপালনের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"আরও দেখ, যে ব্যক্তি নিজে স্বার্থশূন্য হইয়া অন্যের উপকার করে, তাহাকেই 'সুহৃদ্' বলে। যাহারা আপন আপন অভাবের উৎপীড়নে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত, তাহারা নিষ্কাম হইয়া অন্যের উপকার করিবে কিরূপে? তুমি নিজানন্দে পরিতৃপ্ত পরমেশ্বর;

তোমার কিছুরই অভাব নাই; অতএব তুমিই জীবের নিরুপাধি হিতৈষী; সুতরাং তুমিই সুহৃদ্। সুহৃদ্ বলিয়া যদি কাহারও সেবা করিতে হয়, তবে তোমারই সেবা করা আবশ্যক। অধিক আর কি বলিব, তুমি নিখিল জগতের আত্মা, তোমা ব্যতিরেকে কোনও বস্তুর বা কোনও ব্যক্তির সত্তাই নাই; অতএব তোমার সেবাতেই আমাদের জগৎসেবা সিদ্ধ হইবে; ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

"আরও দেখ, আত্মার প্রতি ও আনন্দের প্রতি জীব মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রেম, আত্মদর্শনই বেদাদিশাস্ত্রের চরম উপদেশ; আত্মদর্শন হইলেই মানবজীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যের সমাপ্তি ও সমস্ত প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তি হয়; সেই আনন্দময় অন্তরাত্মা তুমি, আমাদের সম্মুখে সশরীরে বিরাজমান। অতএব আমরা প্রাপ্তব্য পাইয়াছি; সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্যেরও সমাপ্তি হইয়াছে। যাহারা এই পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াছে, তাহারা তোমার উপদেশে চিরকাল গৃহে থাকিয়া জড়প্রায় পতিপুত্রাদির সেবা করুক, আমাদের গৃহে যাইবার বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ কর, যেন শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্যভাবে তোমারই সেবা করিতে পারি।"

আর গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, গোপীদিগের ঐ কয়টি বাক্যেই সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন, রাসলীলায় প্রাকৃত নায়ক নায়িকার প্রসঙ্গ-মাত্রও নাই; ইহা সমস্ত বেদের নিষ্পীড়িত সার সুতরাং মনুষ্যজীবনের চরম ফল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সুবিমল মনোভাব অবগত

হইয়া, তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়াছিলেন যে, গোপীদিগের দ্বিতীয় জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে; কেবল লোকসংগ্রহের জন্য তাঁহারা বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; অতএব এখন আর বস্ত্রত্যাগের কথা উত্থাপন করিলেন না। যদিও গোপীদিগের অন্য কোনও বস্তুতে মমতার লেশমাত্রও ছিল না, তথাপি বীজরূপে যৎকিঞ্চিৎ অহংভাবের আভাস ছিল। ব্রহ্মাদি-বন্দিত সাক্ষাৎ ভগবানের সহিত বিহার-লাভে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত অহংভাবের বীজ গর্ব্বরূপে পরিণত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন,—আমরা মদন-মোহনকে মোহিত করিয়াছি; অতএব আমাদের তুল্য রূপবতী ও গুণবতী নারী কুত্রাপি নাই। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণও তাহা অবগত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, মন একই সময়ে দুই বস্তু ধারণ করিতে পারে না; এবং বিনা অবলম্বনেও ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। যখন ভগবানে মনোনিবেশ হয়, তখন জগৎ মনে থাকে না এবং যখন জগতের কোনও বস্তুতে অভিনিবেশ হয়, তখন ভগবান্‌কে হৃদয়ে দেখা যায় না, ইহা স্থির। এই সাধনতত্ত্ব দেখাইবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা। বস্তুতঃ তিনি গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যান নাই; গোপীদিগের আপন আপন দেহের প্রতি অভিনিবেশ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা আর ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন না। সাধনার শেষে ও ভগবৎপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধকের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে; এক একবার ভগবানের দর্শন পাইয়া, তখনই আবার হারাইয়া ফেলেন।

গোপীর অবিদ্যাপর্ব্ব করি বিলোপন।
প্রথম অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন।

—:০:—

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তরুগুল্মলতাদির নিকট গোপীদিগের কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অলীক কল্পিত কথা নহে। জ্ঞানিগণ তন্ন তন্ন করিয়া 'অতৎ' পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগতের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থে ব্রহ্ম অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহা সেই ব্রহ্মানু-সন্ধানেরই প্রত্যক্ষ অভিনয়। তবে জ্ঞানী ও ও ভক্তের অনুসন্ধানে বিভিন্নতা এই যে, জ্ঞানিগণ সকল পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র অবগত হইয়া চরিতার্থ হয়েন; কিন্তু প্রেমময় ভক্তগণ পরব্রহ্মের নীরস সত্তামাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চক্ষুতে দেখিতে, হস্তে সেবা করিতে ও হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে চাহেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—"যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আমাকে দেখিতে পায় এবং আমাতেই সকল পদার্থ দেখিতে পায়, তাহার সহিত আমার কখনও বিচ্ছেদ হয় না।" সংসারেও দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্য প্রিয়-বস্তুর অদর্শনে উন্মত্ত প্রায় হইয়া অচেতন পদার্থকেও জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করে। রসিক-চূড়ামণি মহাকবি কালিদাস বাষ্পময় মেঘকেও যক্ষের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; তাহা কবি-কল্পিত গল্প হইলেও স্বভাবসিদ্ধ সত্য। ধীরচূড়ামণি শ্রীরামচন্দ্র সীতাবিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইয়া অধীরচিত্তে বৃক্ষদিগকেও সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ঐরূপ অবস্থায় প্রণয়ী মাত্রেরই মনে মনে

ঐরূপ ভাব হইয়া থাকে,—প্রকাশ করিলেই অপ্রেমিক লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া হাস্য করে। ক্ষণমাত্র অলীক আনন্দ-দায়ক পদার্থের অদর্শনে যদি এরূপ হইয়া থাকে, তবে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ নিত্যানন্দের বিচ্ছেদে প্রেমময়ী গোপীদিগের ঐরূপ অবস্থা হইবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু প্রেমিকেরই আনন্দদায়ক ও অপ্রেমিকের হাস্যজনক। হাস্যপ্রিয়ের হাস্য কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না; কিন্তু সুধীগণ বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে গোপীদিগের কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসাই বেদান্তের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা এবং প্রেম-নেত্রে দেখিলে মূর্ত্তিমান পরমানন্দের মধুর-রসময়ী-লীলা।

অতঃপর মহর্ষি বেদব্যাস গোপীদিগের কৃষ্ণানুকরণ বর্ণনা করিয়াছেন। গোপীগণ একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে করিতে আপনারাও কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া গেলেন। কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদিগের মধ্যে যে গোপী ভগবানের যে লীলায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি সেই লীলার অনুকরণ করিয়া আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইহা ত সাধকের চরম সাধনার কথা। সাধক নিরন্তর একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিতে করিতে নিজের ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ হইয়া যায়; ইহাকেই সমাধি বলে। সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে সময়ে সময়ে সাধকের ব্যুত্থান অর্থাৎ বহির্জ্ঞান হয়; নির্ব্বিকল্পে তাহা হয় না। কৃষ্ণচিন্তা গোপীদিগের সবিকল্প সমাধি হইয়াছিল; তাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে আপনারাই অন্তরে অন্তরে কৃষ্ণ হইয়া

গিয়াছিলেন। সংসারেও দেখিতে এবং শুনিতে পাওয়া যায়,— এক ব্যক্তি অপরকে ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া যায়। সুধীগণ লক্ষ্য রাখিবেন, রাস-লীলায় জ্ঞান আছে, যোগও আছে কিন্তু প্রগাঢ় প্রেমে উভয়ই আবৃত।

শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধাই সর্ব্বপ্রধানা। এ বিষয় গোলোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে এবং তাঁহার নিত্য নাম "রাধা বা রাধিকা" সে বিষয়েও আলোচনা করা হইয়াছে। যেখানে প্রেম, সেইখানেই আনন্দ এবং যেখানে আনন্দ সেইখানেই প্রেম; প্রেমিক লোকে ইহা বুঝিতে পারেন; অতএব প্রেমময়ী রাধা ও আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ— উভয়ে নিত্য-যুগল। ভগবদারাধনার প্রধান সাধন প্রেম; যিনি সর্ব্বোচ্চ প্রেমে ভগবান্‌কে রাধনা, অর্থাৎ আরাধনা করিয়া সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনিই রাধিকা। প্রধানা গোপী বলিলে রাধাই বুঝাইবে; অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে রাধানাম না থাকায় রাধার সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ নাই।

অন্যান্য গোপীদিগের অপেক্ষা রাধার প্রেম উচ্চতর; এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত গোপীদিগের ন্যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার গর্ব্ব হয় নাই, সুতরাং ভগবান্ গর্ব্বিতাদিগের নিকটে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহারই নিকটে দৃশ্যমান ছিলেন। লোকশিক্ষার্থ অবতীর্ণ লীলা-প্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় রাধিকার হৃদয়েও আত্মাভিমান উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারই সহিত ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া, তিনি আপনাকে সর্ব্বপ্রধানা বলিয়া মনে করিলেন। কেবল তাহাই

নহে; দৌর্ব্বল্যের ভাণ করিয়া ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সে উদ্যম বিফল হইল;—দর্পহারী হরিকে আর তথায় দেখিতে পাইলেন না।

গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণ পরম আনন্দের সহিত শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সহচরগণকে সর্ব্বদাই স্কন্ধে বহন করিতেন; কিন্তু প্রাণাধিকা রাধিকা একবার মাত্র স্কন্ধে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার এত অপমান করিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ,—ব্রজবালকেরা সরল সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দই হইত; কিন্তু শ্রীরাধিকা প্রবল গর্ব্বের ভরে স্কন্ধে আরোহণ করিতে গিয়াছিলেন; সুতরাং অপমানিত হইলেন। কামাধীন পুরুষের লাঞ্ছনা এবং তাহার উপর কামিনীর দৌরাত্ম্য প্রদর্শন এই লীলার অভিপ্রেত; কিন্তু ইহা স্থূল লৌকিক অভিপ্রায়। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি মনে করে,—ব্রহ্ম বুঝিয়াছি, সে বুঝে নাই; যে মনে করে,—ব্রহ্ম বুঝি নাই, সেই বুঝিয়াছে।" এই লীলায় ঐ শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রদর্শিত হইল। শ্রীরাধা মনে করিয়াছিলেন—"আমি নিখিল ভুবনের নিয়ন্তাকেও নিজায়ত্ত করিয়াছি; সুতরাং ভগবান্ তাঁহার আয়ত্ত হইলেন না। তখন শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে পূর্ব্ব গোপীদের ন্যায় সমধিক কাতরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পূর্ব্ব গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং

সেই পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইহাও লৌকিক ও পারমার্থিক অভিপ্রায়ের পরিচায়ক। লোকেও পলায়িত ব্যক্তির পদচিহ্ন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া থাকে; ভক্তিমার্গেও ভগবান্‌কে পাইতে হইলে, ভগবৎ-পদাশ্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—কৃষ্ণ-পদচিহ্নের পার্শ্বে পার্শ্বে রাধার পদচিহ্ন রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহারা শ্রীরাধার সৌভাগ্য সমর্থন করিয়া, ভক্তিরস-পোষক অনেক কথার আন্দোলন করিলেন। শ্রীরাধার প্রতি তাঁহাদের ঈর্ষাও হইয়াছিল; কিন্তু সে ঈর্ষা দোষের নহে। একজনের প্রাকৃত ধনজনাদি-সম্বন্ধীয় উন্নতি দেখিয়া অপরের যে ঈর্ষা হয়, তাহাই দোষের; কিন্তু একজনের ভগবৎপ্রেমোন্নতি দেখিয়া যদি কাহারও ঈর্ষা হয়, তাহা দোষের নহে, বরং সকলেরই তাহা বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণপ্রিয়া রাধাও তাঁহাদের ন্যায় কৃষ্ণ হারাইয়া রোদন করিতেছেন। পরে শ্রীরাধার মুখে তাঁহার দুর্দ্দশার কারণ শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া সকলেই পুনর্ব্বার কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রালোকে যতদূর পথ দেখিতে পাইলেন, ততদূর ভ্রমণ করিলেন; তৎপরে নিবিড়তর কানন মধ্যে "তমঃ প্রবিষ্ট" অর্থাৎ গাঢ় অন্ধকার হইয়াছে দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং দেহ ও গৃহাদি ভুলিয়া অনন্যচিত্তে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেও সুগূঢ় সাধনতত্ত্ব রহিয়াছে; আমি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি।

যাঁহারা ভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা ও তদধিষ্ঠিত চৈতন্য বিশ্লেষ

করিয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি সংবলিত শত শত সৌরজগতের সমষ্টিকে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ড বলে এবং এক একটি মনুষ্য-শরীরের নাম ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডে বৃহদাকারে বা স্থূলাকারে যাহা যাহা আছে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ মানবশরীরে ক্ষুদ্রাকারে বা সূক্ষ্মাকারে সে সমস্তই আছে। সাধকের পক্ষে ইহা অবগত হওয়া অতীব আবশ্যক। বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডে যেমন বৃহদাকার বৃন্দাবন আছে, নরদেহেও সূক্ষ্মাকারে তাহা নিত্যই রহিয়াছে; তাহাকেই হৃদয়-বৃন্দাবন বলে। সত্ত্বসার প্রেমরূপ পূর্ণচন্দ্রের বিমল বিভায় উদ্ভাসিত হৃদয় বৃন্দাবনে কৃষ্ণদর্শন হয়; হৃদয়ে তমঃ অর্থাৎ তমোগুণ প্রবেশ করিলে, কৃষ্ণ-দর্শন হয় না।

মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন,—বৃন্দাবনে "তমঃ প্রবিষ্ট" দেখিয়া গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন। অগ্রে তাঁহাদের হৃদয়-বৃন্দাবনে তমঃ প্রবেশ করিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা বহির্বৃন্দাবনেও তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহারা তমোভাবে অহঙ্কারপূর্ব্বক দৈহিক বল প্রকাশ করিয়া, কৃষ্ণানুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন; যখন কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বুঝিলেন, হৃদয়ে তমঃ প্রবেশ করিয়াছে; এরূপ অনুসন্ধানে কৃষ্ণ পাওয়া যাইবে না। যে ব্যক্তি হৃদয়-বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দেখিতে না পায়, সে শতবার বহির্বৃন্দাবনে ঘুরিলেও কৃষ্ণ দেখিতে পাইবে না; গোপীরাও সেইজন্যই পাইলেন না। যখন তাঁহাদের অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া

গেল, তখন তাঁহারা বুঝিলেন, দোষ কৃষ্ণের নয়,—দোষ আমাদেরই। তখন তাঁহারা দেহগৃহাদি বিস্মৃত হইয়া ভক্তিমার্গের অন্তরঙ্গ সাধন কৃষ্ণগুণ সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলিলেন,—গোপীগণ পুনর্ব্বার কালিন্দীর তীরে আসিয়া কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন।" ইহা অতি সহজ কথা, ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ টীকাকার ছাড়িলেন না; তিনি অর্থ করিলেন—"যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের প্রথম সম্মিলন হয়, তাঁহারা পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিয়া গান করিতে লাগিলেন।" স্বামীর ব্যাখ্যায় লীলার্থ স্পষ্টই আছে, তত্ত্বার্থ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি বলিতেছি।

ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ; ভগবদ্ধামই জীবের নিত্যধাম। কোনও অনির্ব্বচনীয় দৈব-দুর্ব্বিপাক বশতই হউক, অথবা সেই লীলাময়ের লীলাভিলাষেই হউক, জীব নিজধাম হইতে বিচ্যুত হয় এবং নাট্যালয়স্থ নটের ন্যায় অন্যথারূপ হইয়া পরের সহিত আত্মীয়তা-সম্বন্ধ স্থাপন করে। বহুকাল ঘুরিতে ঘুরিতে জীব যখন সৌভাগ্যক্রমে আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, তখন সে অন্যথারূপ ও অন্যসম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেই পুনর্ব্বার ভগবানের সহিত তাহার সম্মিলন হয়। ইহাকেই বেদান্তে, পুরাণে ও পাতঞ্জলে জীবের স্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন। গোতমীয় তন্ত্রে দেহান্তর্গত সুষুম্না-নাম্নী সাত্ত্বিকী নাড়ীকে হৃদয়বৃন্দাবনস্থ কালিন্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়ভক্ত ভক্তিরস-ভৃঙ্গ-সনাতন গোস্বামীও তাহা স্বীকার করিয়া, নিজ তোষণীনাম্নী টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুষুম্না নাড়ীকে আশ্রয় করিলেই জীব প্রকৃত জীব হয় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করে। বহির্বৃন্দাবনস্থ কালিন্দী অন্তর্বৃন্দাবনস্থ সেই সূক্ষ্ম কালিন্দীরই জলময় স্থূলাকার; এই নিমিত্তই কালিন্দী-পুলিনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিলষিত লীলাস্থান। তিনি অদ্যাপি সেখানে মদনমোহনরূপে দাঁড়াইয়া মোহন মুরলীর গানে জীবকে স্বসমীপে আহ্বান করিতেছেন। জীব প্রকৃত জীব হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিলেই তাঁহার দর্শন পায়। গোপীগণ যতক্ষণ নিজ নিজ দেহকে 'আমি' বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহারা অন্যথারূপিণী ছিলেন; এখন তাঁহাদের ভ্রান্তি দূর হইল, আত্মজ্ঞান জন্মিল; সুতরাং তাঁহারা দেহ ও গৃহসম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপে স্বস্থানে আগমন করিলেন;—তাঁহাদের কৃষ্ণলাভের সুযোগ হইল।

গোপীর 'অস্মিতাপর্ব্ব' করি বিলোপন।
দ্বিতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন॥

—•:•:•—

• অনন্তর গোপীগণ যমুনা-পুলিনে গমনপূর্ব্বক দেহ-গৃহাদি কিছুতেই অভিনিবেশ না রাখিয়া, সকলেই অতি মধুরস্বরে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে বিশেষ কোন ভাবার্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তথাপি সাধনমার্গের কথা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

শুকদেব বলিলেন,—"গোপীগণ মিলিত হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন করিতে লাগিলেন।' ইহাই জ্ঞানী ও যোগীর সহিত ভক্তের সাধন-বৈষম্য। জ্ঞানী ও যোগী কামোৎপত্তির ভয়ে নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে সাধন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ ভজন-বন্ধুদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া, মদনমোহনের উপাসনা করেন। স্বয়ং ভগবান্ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনকে ঐ তিন সম্প্রদায়েরই সাধন-প্রণালী বলিয়াছেন। তিনি জ্ঞানীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানী বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংযত হইয়া একাকী নির্জ্জনে অনন্যচিত্তে ধ্যান করিলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন"। যোগীর প্রসঙ্গেও ঐরূপ বলিয়াছেন; "যোগী সংযত-চিত্ত, নিরাশী ও অপরিগ্রহ হইয়া একাকী নির্জ্জনে আত্মসংযম করিবেন।" ভক্তপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "ভক্তগণ একত্র মিলিত হইয়া মদ্‌গতচিত্তে ও মদ্‌গত-প্রাণে পরস্পর আমার লীলা বুঝাইয়া ও বুঝিয়া, আমার কথা আলাপনেই পরিতুষ্ট ও পরম আনন্দিত হইয়া থাকেন"। ফলতঃ জ্ঞানী অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় স্বকীয় সত্তা বিসর্জ্জন দেন, যোগী আপনাকেই সচ্চিৎস্বরূপ করিয়া একাকী অন্তরে অন্তরে আনন্দাস্বাদন করেন এবং ভক্ত বন্ধুভাবে সকলের সহিত মিলিত হইয়া, অন্তরে বাহিরে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

শুকদেব বলিয়াছেন—"গোপীগণ কৃষ্ণের নিমিত্ত 'মধুর স্বরে' রোদন করিতে লাগিলেন।" মনুষ্যের রোদন মনুষ্যের কর্ণে কখনই মিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় না; কিন্তু গোপীদিগের

কৃষ্ণার্থ রোদন ভাগবত-চূড়ামণি শুকদেবের মধুর হইতেও মধুর মনে হইয়াছিল। যাঁহারা প্রাণের সহিত অকপটে ভগবানের জন্য কাঁদিয়াছেন এবং ভগবানের জন্য অকপট রোদন শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণার্থ রোদনের মধুরতা অনুভব করিতে পারিবেন। এই নিমিত্তই ভক্তিরসজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাস গোপীবিলাপের নামকরণ করিয়াছেন,—'গোপীগীত'।

মহর্ষি ঊনবিংশতিটি শ্লোকে গোপীগীত বর্ণনা করিয়াছেন, গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে নিষ্প্রয়োজনবোধে আমি সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম না; কেবল দুইটি মাত্র শ্লোকের সারার্থ বিবৃত করিয়া গোপীদিগের সুবিমল ভগবৎপ্রেমের পরিচয় দিতেছি।

গোপীগণ সুমধুর সঙ্গীতের ন্যায় সুস্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার জন্মনিমিত্তই শ্রীবৃন্দাবন সগৌরবে সমস্ত তীর্থের এবং সমস্ত দিব্যধামেরও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং তোমার জন্মনিমিত্তই শ্রীবৃন্দাবনে সৌন্দর্য্যের ও সুখের বিরাম নাই। এখানকার গোপগোপী পশুপক্ষী, তরুলতা প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বদা সৌন্দর্য্যে সুশোভিত ও আনন্দে উল্লসিত, কেবল আমরা তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াও অনুক্ষণ তোমার জন্য রোদন করিয়া কালাতিপাত করিতেছি, একবার চাহিয়া দেখ। হে কৃষ্ণ! আমরা তোমাকে জানি, তুমি সাধারণ গোপনারীর পুত্র নও; তুমি চরাচর সমস্ত জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা; বিধাতার প্রার্থনায় ধরার, ভার হরণ করিবার নিমিত্ত তুমি ভক্তকুলে আবির্ভূত হইয়াছ।"

সাধক মাত্রেই নির্ব্বেদের পর ও ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ গানই গাহিয়া থাকেন।

গোপীদিগের বাক্যে পদে পদেই বুঝিতে পারা যায়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন এবং ভগবান্ বলিয়াই তাঁহাকে পতিভাবে সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের প্রগাঢ় মাধুর্য্য-প্রেমে ভগবানের ঐশ্বর্য্য আবৃত হইয়া থাকিত। স্নিগ্ধস্বভাব প্রেম যখন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের উত্তাপে গলিয়া তরল হইত, তখনই তাঁহারা অনাবৃত কৃষ্ণৈশ্বর্য্য দেখিতে পাইতেন। আবার মিলনের সময় যখন তাঁহাদের হৃদয় শান্ত ও শীতল হইত তখন স্নিগ্ধস্বভাব প্রেম আবার প্রগাঢ় হইত,—তখন কৃষ্ণৈশ্বর্য্য আবার আবৃত হইয়া যাইত।

গোপিকার রাগ-পর্ব্ব করি বিলোপন।
তৃতীয় অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন॥

ভক্তাধীন ভগবান্ পরমোৎকণ্ঠিত গোপীদিগের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, মদনমোহন রূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও বাহিরে।" ভগবান্ এইরূপ লীলা করিয়া তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। যতক্ষণ গোপীদিগের বহিরাসক্তির গন্ধমাত্র ছিল, ততক্ষণ ভগবান্ অত্যন্ত দূরে ছিলেন; তাঁহারা সমস্ত বৃন্দাবন অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই; যখন তাঁহাদের বহিরাসক্তি দূর হইল, সর্ব্বান্তঃকরণ কৃষ্ণেতেই অর্পিত হইল, তখন ভগবান্ সম্মুখে স্বয়ং সমুপস্থিত। গোপীগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন—

পিপাসিতের সুশীতল সলিল, ক্ষুধাতুরের সুস্বাদু পরমান্ন, সন্তপ্তের স্নিগ্ধচ্ছায়াময় বটবৃক্ষ, বন্ধুহীনের নিরুপাধি সুহৃৎ, স্বয়ং পরমানন্দ মূর্ত্তিমান্ হইয়া যাচকের ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সহসা সম্মুখে মদনমোহন রূপ দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। সে আনন্দ কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না,—অনুভব করিতেও পারে না। বোধ হয় কৃষ্ণাবতার বেদব্যাসও যথাভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই; সেই নিমিত্ত তিনি প্রাজ্ঞানন্দের দৃষ্টান্তে কৃষ্ণানন্দের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"যেমন জীব প্রাজ্ঞ-সম্মিলনে সমস্ত সন্তাপশূন্য হইয়া বিমলানন্দ আস্বাদন করে, সেইরূপ গোপীগণ সহসা কৃষ্ণ-সন্দর্শনে বিরহ-বেদনা বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত ব্যাসবাক্য অবেদদর্শী বিষয়ী সজ্জনগণের সুখবোধ্য হইবে না; অতএব সংক্ষেপে উহার অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছি।

বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যের নাম জীব; ঐ জীবের তিনটি অবস্থা;—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় জীব স্থূল দেহ ও হস্ত-পদাদি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে এবং চক্ষুঃ-কর্ণাদি স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া সাময়িক তৃপ্তি লাভ করে; আবার অভিলষিত ভোগের অভাবে দুঃখিত হয়। জাগ্রদবস্থার সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের নাম 'বিশ্ব'। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট থাকে; তখন জীব সূক্ষ্ম-দেহস্থ সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়-দ্বারা সংস্কার-কল্পিত কর্ম্ম করে এবং সংস্কার-কল্পিত বস্তু ভোগ করিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি লাভ করে এবং তদভাবে দুঃখিতও হয়

স্বপ্নাবস্থার সাক্ষিচৈতন্যের নাম 'তৈজস'। সুষুপ্তি-অবস্থায় স্থুল সূক্ষ্ম দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ই নিশ্চেষ্ট থাকে; ঐ অবস্থার সাক্ষি-চৈতন্যের নাম 'প্রাজ্ঞ'। কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় এবং মন পর্য্যন্ত বিলীন থাকায় জীব তখন প্রাজ্ঞের সহিত মিলিত হয় এবং বিক্ষেপের সাধন-স্বরূপ ইন্দ্রিয়, বিক্ষেপের কারণ-স্বরূপ মন ও বিক্ষেপের অবলম্বন স্বরূপ কোনও বস্তু না পাইয়া স্থির-ভাবে কারণ-শরীরে শান্তিসুখ অনুভব করে। মহর্ষি বেদব্যাস অতুল-নীয় কৃষ্ণানন্দের অনুরূপ দৃষ্টান্ত না পাইয়া, জীবানুভূত ঐ প্রাজ্ঞানন্দের সহিত তুলনা করিয়া কৃষ্ণানন্দের দিক্‌প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র। সুষুপ্ত বা সমাধিস্থ জীব কেবল অন্তরে অন্তরে অদৃশ্য আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু গোপীদিগের অন্তরে আনন্দ-আস্বাদন এবং বাহিরে মূর্ত্তানন্দ-দর্শন। গোপীদিগের দ্রষ্টব্য-দর্শন ও লব্ধব্য-লাভ হইল,—আর কোনও কর্ত্তব্য রহিল না। তথাপি তাঁহারা প্রেম-প্রণোদিত হইয়া, প্রিয়তমের সময়োচিত সেবা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শুকদেব বলিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে গোপীদিগের সমস্ত বাসনা বিদূরিত হইল; কৃষ্ণাতিরিক্ত আনন্দ না থাকায় তাঁহাদের আনন্দলিপ্সু অন্তঃকরণ শ্রুতির ন্যায় নিবৃত্তি পাইল। তথাপি তাঁহারা কুঙ্কুমরঞ্জিত নিজ নিজ উত্তরীয় আস্তৃত করিয়া প্রিয়তমের উপবেশনার্থ আসন রচনা করিয়া দিলেন।"

শুকদেব শ্রুতি-দৃষ্টান্তে গোপীদিগের বাসনা-নিবৃত্তি দেখাইয়াছেন। আমি সাধারণের সুখবোধের নিমিত্ত স্বামি-পাদের পদানুসরণ-পূর্ব্বক শুকপ্রযুক্ত দৃষ্টান্তের সঙ্গতি প্রদর্শন

করিতেছি। কর্ম্মকাণ্ডে শ্রুতিগণ যাগযজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্রদেবতার উপাসনা উপদেশ দিয়া এবং স্বর্গাদি আপাতমধুর নশ্বর ফলের প্রলোভন দেখাইয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই; পরে জ্ঞানকাণ্ডে বৈরাগ্যের সহিত সর্ব্বোপাসনার চরম লক্ষ্য ও পরম ফল স্বরূপ পরব্রহ্ম নির্দ্দেশ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। গোপীগণও নিজ নিজ কায়িক কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ পাদচারে সমস্ত কাননে অনুসন্ধান করিয়াও ভগবান্‌কে পাইলেন না, নিশ্চিন্তও হইতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা যমুনাপুলিনে প্রতিগমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্ত্তিমান্ পূর্ণব্রহ্মের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইলেন। অতএব শুকদেবের অভিপ্রায়ে, কাত্যায়নী ব্রতচারিণী ও পাদচারে কৃষ্ণান্বেষিণী গোপীরাই কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত শ্রুতিগণের সদৃশী এবং যমুনাপুলিনস্থা নিরভিমানা কৃষ্ণপ্রাণা ও কৃষ্ণদর্শনে চরিতার্থা তাঁহারাই জ্ঞান-কাণ্ডাশ্রিত শ্রুতিগণের স্থানীয়া। যতক্ষণ জীব যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতান্তরের উপাসনা করিবে, ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ হইবে না। যখন নির্ব্বিঘ্ন হইয়া একমাত্র পরব্রহ্মে নির্ভর করিতে পারিবে, তখনই কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অমূল্য শ্রুত্যর্থ প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। এই নিমিত্তই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থ কাত্যায়নীর পূজা করিয়াও সেদিন কৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারেন নাই। আবার সমস্ত বৃন্দাবন অনুসন্ধান কয়িয়াও কৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না। এখন কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবা-মাত্রই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন।

গোপীগণ কৃতার্থ হইয়াও যে, আবার ভগবানের সেবা করিতে গেলেন, ইহা জ্ঞানী ও যোগীর অনভিপ্রেত হইলেও ভক্তের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে,—"মুক্ত পুরুষেরাও ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজনা করেন।" শ্রীধর স্বামী এবং শঙ্করাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অনন্তর ভগবান্ ভক্ত-রচিত আসনে উপবেশন করিলে, উভয় পক্ষে মনোহর প্রশ্নোত্তর হইতে লাগিল।

গোপীগণ বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কতকগুলি লোক ভাল বাসিলে ভাল বাসে কতকগুলি লোক ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে, আবার এমন কতকগুলি লোক আছে, তাহারা ভাল বাসিলেও ভাল বাসেনা এবং ভাল না বাসিলেও ভাল বাসে না; ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ শ্রেণীর লোক?

ভগবান্ উত্তর করিলেন,—সখীগণ! পরস্পর ভালবাসায় ধর্ম্মও নাই—সৌহার্দ্দও নাই, উহা ভালবাসার আদান প্রদান,—ভালবাসার বিনিময় বা ব্যবসায়মাত্র। কারণ, উহা স্বার্থপূর্ণ, সুতরাং কলুষিত। অতএব যাহারা ভাল বাসিলে ভালবাসে, আমি তাহাদের অন্তর্গত নহি। কারণ, ভালবাসা পাইবার প্রত্যাশা আমার নাই। পুত্র ভক্তি না করিলেও মাতা-পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন; এরূপ ভালবাসায় ধর্ম্মও আছে, সৌহার্দ্দও আছে; তথাপি আমি ঐরূপ ভালবাসা লইতেও চাহি না—দিতেও চাহি না। কারণ, ভজনা না করিলে আমি ত কৃপা করি না। আর যাহারা কাহাকেও ভাল বাসিতে চাহে না,

তাহারা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ;—আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারামদিগের বহির্দৃষ্টি নাই ; সেই জন্য তাঁহারা কাহাকেও ভালবাসেন না ; কিন্তু আমাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই দেখিতে হয় ; অতএব উহাদের মধ্যে আমি নাই। যাঁহারা আপ্তকাম, তাঁহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও কিছুতেই ইচ্ছা নাই ; সুতরাং তাঁহারা কাহাকেও ভালবাসেন না ; কিন্তু আমি পূর্ণকাম হইয়া ভক্তেচ্ছায় ইচ্ছা করিয়া থাকি। অতএব উঁহাদের সঙ্গেও আমার সাদৃশ্য নাই। যাহারা অকৃতজ্ঞ,আমাকে তাহাদের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিও না ; কারণ, ভক্তের ভজনানুরূপ ফলদান করাই আমার স্বভাব। আর যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ উপকারীর উপকার না করিয়া বরং অনিষ্ট করিতে সাহসী হয়, সেই পাপাত্মাদিগের সঙ্গে আমাকে তুলনা করা যাইতেই পারে না। কারণ, আমি সমস্ত সদুপদেশপূর্ণ বেদশাস্ত্রের কর্তা,বক্তা ও রক্ষিতা।

এক্ষণে আমার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছি, শুন। আমি ঐকান্তিক ভক্তকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা দিয়া পরীক্ষা করি ; ভক্ত যদি আমার প্রতি অসূয়াপরবশ না হইয়া নিরন্তর আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে একবার দর্শন দিয়া অদৃশ্য হই। যে একবার আমার দর্শন পায়, তাহার সমস্ত জগৎ তুচ্ছ হইয়া যায় ; সুতরাং তখন ভক্ত আমাকে না দেখিয়া, আমার চিন্তাতেই অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকে ; নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে আমার আনন্দময় মূর্ত্তি মুদ্রিত হইয়া যায় ; তখন সে অনন্তকালের জন্য অন্তরে ও বাহিরে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

বস্ত্রহরণের দিন আমি তোমাদিগকে যারপর নাই লাঞ্ছিত

করিয়াছি; তাহাতে তোমরা আমার প্রতি রুষ্ট না হইয়া, আমাকেই পাইবার জন্য অভিলাষ করিয়াছ। আবার আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া কতই ভয় প্রদর্শন করিয়াছি, তাহাতেও তোমরা নিবৃত্ত হও নাই; পরিশেষে আমি তোমাদের প্রেমপরিপাকের নিমিত্ত অদৃশ্য হইলাম; তথাপি তোমরা গৃহে গেলে না; প্রত্যুত গৃহাদি সমস্ত ভুলিয়া আমারই জন্য রোদন করিতে লাগিলে; আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, এখন তোমরা চিরকালের নিমিত্ত আমাকে পাইলে। অতএব আমার প্রতি দোষ-দৃষ্টি করিও না; আমি তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত তোমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছি। আমি তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত সেবানন্দ দিয়াও তোমাদের প্রেমের নিকট ঋণী রহিলাম; যথার্থ প্রতিশোধ দিতে পারিলাম না—অনন্তকালেও পারিব না; তোমাদের প্রেমের অর্দ্ধাংশমাত্র পরিশোধ করিলাম। তোমরা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছ, আমিও তোমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিলাম; কিন্তু সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিজস্ব হইয়া থাকিতে পারিব না,—আমার নাম জগদ্‌বন্ধু।

সজ্জনগণ! এখন প্রেমের মহিমা বুঝিয়া লইবেন। আনন্দঘনমূর্ত্তি ভগবান্ সেব্য এবং প্রেমঘন মূর্ত্তি গোপী সেবিকা। আনন্দ জ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যোগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে, প্রেমকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। উত্তমর্ণ মরিয়া গেলে, অধমর্ণ বাঁচিয়া যায়; জ্ঞানী ব্রহ্মসত্তা-সাগরে ডুবিয়া মরিলেন,—ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেন; যোগী সচ্চিৎ সমুজ্জ্বল

হিরণ্যগর্ভে মিশিয়া গেলেন,—ভগবান্ বাঁচিয়া গেলেন। পরন্তু প্রেমিক মরিতে চাহে না; মরিয়াও চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া অনন্তকাল ভগবান্‌কে তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিতে থাকেন। এই জন্যই ভগবান্ সহজেই মুক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তি দিতে বড়ই ভয় করেন।

এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়,রাসলীলায় শৃঙ্গার কথা কেবল ছলমাত্র; বস্তুতঃ চরম সাধন ও পরম তত্ত্বই রাসলীলার লক্ষ্য।

চতুর্থ বিদ্বেষ পর্ব্ব করি বিলোপন।
চতুর্থ অধ্যায় রাসে হৈল সমাপন॥

যাহার কেহ আছে বা কিছু আছে, তাহার কৃষ্ণ নাই; যাহার কেহ নাই বা কিছুই নাই, তাহারই কৃষ্ণ আছেন। এখন ব্রজবালাদিগের কেহই নাই,—কিছুই নাই; সুতরাং ভগবান্ তাঁহাদিগকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ও নিতান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, তাঁহাদের সহিত রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ পরস্পরকে ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে দাঁড়াইলেন; ভগবান্‌ও অচিন্ত্য যোগপ্রভাবে একাকী একই সময়ে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উভয় হস্ত দ্বারা উভয় পার্শ্বস্থ গোপীর কণ্ঠধারণ করিলেন। কিন্তু প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন,—কৃষ্ণ আমারই কাছে আছেন,—আর কাহারও কাছে নাই। পূর্ব্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে "রাস" শব্দের অর্থ সঙ্ক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এখন প্রকৃত রাস-প্রসঙ্গে আর একবার আলোচনা করি। রসিক চূড়ামণি শ্রীমান্ সনাতনগোস্বামী নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"রাস"

শব্দের যৌগিক অর্থ রস-কদম্ব অর্থাৎ সকল রসের সমষ্টি। অতএব আস্বাদ্য সকল রসের সমষ্টির নাম রাস।

অলঙ্কার-শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে,—"যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহার নাম 'রস'।" লোকে আস্বাদন করে কি? কায়, মন ও বাক্যদ্বারা যিনি যে কর্ম্মই করুন, তাঁহার উদ্দেশ্য আনন্দাস্বাদন। অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে, শৃঙ্গারাদি নবরসের কথা আছে, বাহ্যাভিনয়ে উহাদের নাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অভিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সুধীমাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র আনন্দই সকল রসের আস্বাদ্য। সংগ্রাম-নিরত বীরের অসিঝঞ্ঝনা, বাহ্বাস্ফোট ও গভীর গর্জ্জনের ভিতরে আনন্দ; বীভৎস-দর্শীর মুখ-বিকার ও নাসিকা-কুঞ্চনের ভিতরেও আনন্দ; অধিক কি, পুত্রশোকে রোরুদ্যমান মাতা-পিতার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, আনন্দ ভিন্ন কোনও কার্য্যে মনের প্রবৃত্তি হয় না,—ইহা প্রমাণ-প্রমিত স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ভক্ষ্যবস্তুর ভিতরেও যে কটুতিক্তাদি ছয়টি রস আছে, তাহারও বাহ্যনাম ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু আস্বাদ্য একই আনন্দ। একজন কটু ভালবাসে, একজন তিক্ত ভালবাসে, একজন মিষ্ট ভাল বাসে, ইহার অর্থ কি? যে কটু ভাল বাসে, সে কটুর ভিতর দিয়া আনন্দ পায়; যে তিক্ত ভালবাসে, সে তিক্তের ভিতর দিয়া আনন্দ পায়, এবং যে মিষ্ট ভাল বাসে সে মিষ্টের ভিতর দিয়া আনন্দ আস্বাদন করে। অতএব যখন আস্বাদ্য বস্তুর নাম রস এবং আস্বাদ্য বস্তুই আনন্দ, তখন আনন্দই যে রস, ইহা স্থির।

পিপীলিকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছে; কিন্তু কেন যে করিতেছে, তাহা নিজেও সকলে বুঝিতে পারে না। তাহারা কার্য্য করে, কেবল আনন্দের জন্য। আনন্দ হইতে জীবের উৎপত্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয়,—ইহা শ্রুতি বাক্য। জীব আনন্দ হইতে জাত; সুতরাং যেমন জল মাত্রেরই স্বাভাবিক গতি জল-রাশির দিকে, সেইরূপ জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আনন্দরাশির দিকে—সেই আনন্দরাশিই ব্রহ্ম। অতএব জীব কেবল ব্রহ্মই চাহে, কিন্তু ভ্রান্তিপ্রযুক্ত পথ দেখিতে পায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ।" সেই রস পাইলেই জীব আনন্দী হইবে। কি ভৌম, কি দিব্য, কি ভোগজ, কি ধ্যানজ, কি জ্ঞানজ, ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার আনন্দ রস আছে, সকলই সেই একমাত্র ব্রহ্মানন্দের আভাস মাত্র। সেই ব্রহ্মানন্দের বা ব্রহ্মরসের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আধার স্বরূপ ঘনীভূত বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমপ্রকৃতি জীবরূপা প্রকৃতির সহিত সেই আনন্দঘন অর্থাৎ রসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যক্রীড়ার নাম 'রাস"। সেই রাসলীলায় অধিকার পাইলেই জীব চিরদিনের জন্য আনন্দী হইয়া যায়।

শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—"প্রাকৃত নর্ত্তক নর্ত্তকীদিগের নৃত্যের নাম রাস" শ্রীকৃষ্ণের রাস তাহা নহে,—তাহারই বিড়ম্বন অর্থাৎ অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত রাসের অনুকরণ করিয়া কাম জয় প্রদর্শন করিলেন।" শ্রীধরস্বামীর সংক্ষিপ্ত গূঢ়ার্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। এই

নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন,—রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের মুক্তি হয়।"

অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলোকধামে, প্রেমপ্রধানা শুদ্ধজীবরূপা প্রকৃতির সহিত আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিত্যই হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের পরম মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাই প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন। যদি কোনও মনুষ্য সাধনার ফলে ও সৌভাগ্যের বলে গোপীভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে, সে নারীই হউক বা পুরুষই হউক, তাহার হৃদয় বৃন্দাবনে এই রাসলীলা হইতে পারে। পরে ভৌতিক দেহের পতন হইলে চিন্ময় গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও গোলোকলীলা লাভ হয়। রাসলীলা-জনিত আনন্দ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই, পার্থিব আনন্দের মধ্যে মনুষ্য যাহা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানে, তাহাই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ বুঝাইতে ও বুঝিতে হয়। পার্থিব ভোগানন্দের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমজনিত আনন্দই সর্ব্বপ্রধান, ইহা সর্ব্বসম্মত ও সর্ব্বানুভূত। সেইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়ার ন্যায় লীলা করিয়া, অসূক্ষ্মদর্শী মনুষ্যদিগকে রাসানন্দের দিক্ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রুতিতেও ঠিক এই কথাই আছে। ঋগ্‌বেদের জ্যোতির্ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন,—"মনুষ্য যেমন প্রিয়তমা পত্নীর সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহ্য সমস্তই ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জীব আত্মার সহিত আলিঙ্গিত হইলে, অন্তর্বাহ্য কিছুই জানিতে পারে না।" শ্রুত্যুক্ত সেই আত্মারই আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ শ্রুতিবাক্যেরই অর্থ প্রত্যক্ষ

দেখাইলেন ;—গোপীগণ তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত হইয়া গৃহ দেহাদি ভুলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভগবান্ একাকী একই সময়ে দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিচিত্র নহে। যেহেতু একই ব্রহ্মের বহুরূপে বহুত্র স্থিতি শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে। জ্ঞানিগণ ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বস্তুতে তাঁহাকে অনন্ত সত্তারূপে অনুভব করেন কিন্তু প্রেমিক ভক্তেরা অন্তরে বাহিরে তাঁহার আনন্দঘন বিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন, একথা প্রেমিকেরই বুঝিবার বিষয়। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, সকলেই বুঝিতে পারেন—একই সময়ে শত শত ভক্ত একত্র অবস্থান করিয়া ভগবন্মূর্ত্তি ধ্যান করিলে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হৃদয়ে ও সম্মুখে ধ্যেয় রূপ দেখিতে পান ; অন্যের সম্মুখে পান না। গোপীগণ একই স্থানে একই সময়ে সকলে মিলিত হইয়াই কাত্যায়নীর নিকট নন্দনন্দনকে পতিরূপে পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্তাধীন ভগবান্ও সেই জন্য একই সময়ে সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। বিশ্বাস-বাসিত প্রেমের সহিত চিন্তা করিলে, ইহাতে সংশয় থাকে না। শ্রুতিও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ;—যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহাকে ভজনা করিলেই জীব শান্তি লাভ করে। ভগবানের এই লীলা ঐ শ্রুত্যর্থেরই অভিনয়। আর তাঁহারা যে, মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিত্যরাসের অনন্ততা প্রদর্শনই তাঁহার অভিপ্রায়। মণ্ডলের আদি অন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না, ইহা সকলেই বুঝেন। ভগবান অনাদিকাল হইতে

অনন্তধামে অনন্তরূপে অনন্ত হ্লাদিনী শক্তিগণের সহিত বিহার করিতেছেন, তাহার আদি অন্ত নাই, সুতরাং তাহাও মণ্ডলাকার। শ্রীবৃন্দাবনের রাস তাহারই বিকাশ মাত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলিয়াছেন, গোলোক নামক অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে অযুত যোজন বিস্তৃত চন্দ্র-মণ্ডলাকার রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছে। পুরাণ-বাক্যস্থ অযুত যোজনের অর্থ অনন্তই বুঝিতে হইবে। নর্ত্তক ও নর্ত্তকাগণ মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিলে অধিকতর শোভা হয়, ইহা মণ্ডলের বাহ্য অভিপ্রায়। নৃত্য গীতাদি মানুষানন্দের পরিচায়ক; অতএব ভগবান্ যে. গোপী দিগকে লইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবকে ক্ষুদ্রানন্দের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে পরমানন্দে লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য, রস পোষণও অবান্তর অভিপ্রায় বটে। জলক্রীড়া ও বনক্রীড়ার অভিপ্রায়ও ঐরূপ।

অচিন্ত্যপ্রভাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে আপন অমোঘ ইচ্ছানুসারে কখনও ভৌতদেহে কখনও বা চিন্ময় দেহে লীলা করিতেন। অভিনিবেশের সহিত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি চিদানন্দদেহেই রাসলীলা করিয়াছিলেন। সজাতীয় স্ত্রী-পুরুষেই বিহার হইয়া থাকে, বিজাতীয়ে হয় না; অতএব রাসবিহারিণী গোপীরাও চিদ্রূপিণী। ভগবানের ও গোপীদিগের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে হস্তপদাদি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল; কিন্তু তৎসমুদয় ভৌতিক স্থূল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে। যাঁহারা অপাণিপাদ শ্রুতির অর্থ ভাবনা করিতে পারেন তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কিত সুন্দরী যুবতীর

চিত্র অনেকে দেখিয়াছেন। উহার বাহুযুগল মৃণালের ন্যায় সুগোল ও সুকোমল, পয়োধর পীনোন্নত এবং পরিহিত বস্ত্র কোথাও নত কোথাও উন্নত বলিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়; কিন্তু হাত বুলাইয়া দেখিলে কিছুই নাই, একেবারেই সমতল। ভাবময় ভগবানের ও ভাবময়ী গোপীদিগের শ্রীবিগ্রহে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই আছে, প্রেমিক ভক্ত দেখিতেও পায়; কিন্তু ভৌতিক হস্তদ্বারা ধরা যায় না। শুকদেব বলিয়াছেন-"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরম ধাতু অবরুদ্ধ করিয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, চিন্ময় দেহে ধাতুই নাই, সুতরাং অবরুদ্ধ করিবেন কি? স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইহা অসঙ্গত নয়। যুবতী রমণীর আলিঙ্গনে কামবিজয়ী উর্দ্ধরেতা যোগীগণেরও ধাতুক্ষরণ হয় না। ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া আরও বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতে অগত্যা অনেকের নিকট অশ্লীলরূপে প্রতীয়মান অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়; সুতরাং কোমলমতি পাঠক পাঠিকাদের লজ্জার আশঙ্কায় ক্ষান্ত রহিলাম; দেহতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ বুঝিয়া লইবেন। শুকদেব বলিয়াছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাতেই অবরুদ্ধ-সৌরত হইয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিলেন। শ্রীধরস্বামী সৌরত শব্দের অর্থ করিয়াছেন চরম ধাতু। আমরাও তদনুসারেই ব্যাখ্যা করিলাম। কিন্তু আমাদের মনে হয় "সৌরত শব্দের অর্থ সুরত-জন্য আনন্দ অর্থাৎ যাঁহাতে সুরত জন্য আনন্দ নিত্যই অবরুদ্ধ রহিয়াছে অর্থাৎ যিনি আত্মারাম। ফলতঃ রাসলীলা অতি পবিত্র ও কামগন্ধহীন; ইহা অপ্রাকৃত মাধুর্য্যপ্রেমে জীবের ভগবৎ-

প্রাপ্তির আদর্শ। দুঃখের বিষয় এই যে, এক্ষণে অনেক নব্য সভ্য বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকে ইহার উপরিভাগ মাত্র দেখিয়া অশ্লীল বোধে অবহেলা করেন।

ভগবানের বিহার দুই প্রকার। তিনি গোলোক-নামক নিজ নিত্যধামে চিদানন্দময়ী নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত বিহার করিয়া নিত্যই নিজানন্দ আস্বাদন করিতেছেন। গোলোক-বিহারে আরম্ভ নাই, সমাপ্তি নাই, বাসনা নাই এবং নিজানন্দ আস্বাদন ভিন্ন অন্য কোনও ফল নাই। রসময়-বিগ্রহের নিত্যবিহারে যে অলৌকিক রসের নিত্যানুভব হয়, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল রসের শ্রেষ্ঠ আধার ও আদি; এই নিমিত্ত উহার নাম আদ্যরস অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ও প্রথম রস। ইহা ভিন্ন সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ ঈশ্বররূপে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সহিত বিহার করেন; ঐ বিহারের কথাই তিনি অর্জ্জুনের নিকট বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রকৃতি আমার যোনি অর্থাৎ গর্ভাধান-স্থান; আমি উহাতে চিদ্‌বীর্য্য নিক্ষেপ করিলে, উহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হয়।" এই বিহারে ইচ্ছাও আছে এবং ভূতোৎপত্তিরূপ ফলও আছে। এই বিহারে যে অমানুষিক রসের উদ্গম হয়, তাহা জগৎসৃষ্টির আদি কারণ; এই নিমিত্ত তাহাকেও আদ্যরস বলে। গুণ-সম্বন্ধ ও ফলকামনা থাকায় ইহা পূর্ব্বোক্ত আদ্যরস হইতে নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাসনা ও ভৌতিক লিঙ্গসম্বন্ধ না থাকায় ইহা অশ্লীল নহে। বিভিন্ন স্থূল চিহ্নবিশিষ্ট নরনারীদিগের বিহারে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা সন্তানোৎপাদনের কারণ;

এই নিমিত্ত তাহারও নাম আগুরস; কিন্তু ইহা প্রায়ই জননেন্দ্রিয়-প্রণোদিত; সুতরাং সংসারের প্রধান প্রয়োজনীয় হইলেও অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ আগু রস বারনারী বা পরনারী-সম্বন্ধীয় হইলে অত্যন্ত অশ্লীল হয়; কারণ তখন উহা কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণের অভিলাষেই হইয়া থাকে এবং উহাতে জগতের কোনও উপকার নাই। সন্তানোৎপাদনের বাসনা একেবারেই না থাকায় উহা আগুরস বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না।

যদিও ঐ ত্রিবিধ রসেরই সাধারণ নাম আগুরস, তথাপি উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অন্বর্থ নামও আছে। নরনারীর আগুরস শৃঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুং-চিহ্ন অবলম্বনে উৎপন্ন; এ জন্য উহার নাম 'শৃঙ্গার-রস'। প্রকৃতীশ্বরের মিলন-জনিত রস সৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া উহারই বিশিষ্ট নাম 'আগুরস'। প্রেমময়ী স্বরূপশক্তি-দিগের সহিত আনন্দময় ভগবানের বিহার জনিত রস সঙ্কল্পশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ ও মধুরাদপি মধুর; এজন্য উহাই প্রকৃত 'মধুর রস'। ঐ রসেই সকল রসের পর্য্যবসান এবং ঐ রসের আস্বাদন পাইলেই জীবের যাতায়াত সমাপ্ত হয়; সেই জন্য প্রচলিত কথাই আছে—"মধুরেণ সমাপয়েৎ"।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য নিজ নিত্যলীলা ও সৃষ্টিলীলা অভিনয় করিয়া উভয়ের অবস্থা ও আনন্দগত তারতম্য দেখাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা ও দ্বারকায় স্বসৃষ্ট সংসারলীলা দেখাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোপীকৃষ্ণের সম্মিলনে মধ্যবর্ত্তী ঘটক নাই, মন্ত্র নাই, সম্প্রদাতা নাই এবং বিবাহও নাই। গোপীদিগের অকপট মাধুর্য্য প্রেমই ঘটক, শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনই

মন্ত্র, অনন্যগামী সুবিমল চিত্তই সম্প্রদাতা এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণই বিবাহ। পক্ষান্তরে রুক্মিণী প্রভৃতি সকামা মহিষীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণসম্মিলনে সমস্ত লৌকিক ব্যবস্থাই ছিল।

ভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনে শত শত নিষ্কামা গোপীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন; কিন্তু কাহারও একটি সন্তান হয় নাই, পক্ষান্তরে রুক্মিণী-প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষীদিগের প্রত্যেকের দশ দশ পুত্র ও এক এক কন্যা হইয়াছিল। ইহাতেই নিষ্কাম-প্রেমে ও সকাম সংকল্পে ভগবৎসেবার ফলবৈষম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাণা গোপীদিগকে কখনই ধনজন-বিয়োগজনিত শোক তাপ সহ্য করিতে হয় নাই, পক্ষান্তরে প্রদ্যুম্নহরণে রুক্মিণী ও সত্রাজিৎ-বিনাশে সত্যভামা যারপর নাই কাতর হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভগবান্ অসংখ্য জনসঙ্কুল যদুকুল এক দিনেই ধ্বংস করিয়া স্বসৃষ্ট সংসারের ক্ষণধ্বংসিতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের একটি পশুপক্ষীরও ধ্বংস দেখাইলেন না; অতএব শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্মের আনন্দময় অনশ্বর নিত্যলীলার আদর্শ। সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার মধ্যে মধুর রসময় রাসলীলাই জীবের চরম ও পরম সাধনার ফল।

তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন, গুণময় মলিন আদিরস হইতে সামান্যতঃ জগতের সৃষ্টি, কামময় অশ্লীল আদিরস হইতে চরাচর সমস্ত জীবের উৎপত্তি এবং গুণগন্ধ ও কামসম্বন্ধশূন্য মধুর-নামক অতি পবিত্র অনন্ত আদিরসেই জীবের চিরবিশ্রাম ও অনন্ত আরাম। পার্থিব আদিরস সেই পবিত্র

মূল মধুর রসেরই ক্রম-বিকৃতি এবং সেই সুপবিত্র মূল মধুর রস এই পার্থিব অশ্লীল আদিরসের অবিকৃত যথার্থ প্রকৃতি; সুতরাং জীব অনন্ত ও অজ্ঞান-মূলক উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিগত প্রেমের আশ্রয়ে ঐ মূল মধুর রসের আস্বাদন পাইলেই প্রকৃতিস্থ হইল, শাস্ত্রোক্ত স্বরূপে অবস্থান করিল এবং পরাপ্রকৃতিরূপে আনন্দঘন মূর্ত্তিমান্ পরব্রহ্মের সহিত আলিঙ্গিত হইয়া গেল। তাহারই নাম রাসলীলা। সে লীলায় ক্রিয়া নাই, ফল আছে; সম্ভোগ নাই, আনন্দ আছে এবং কামনা নাই তৃপ্তি আছে। পার্থিব আদিরসের আশ্রয় ভিন্ন সে লীলার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায় না; সেই জন্য বেদে, পুরাণে এবং বেদান্ত দর্শনেও উহারই সহিত উপমা দিয়া পরম রসময় লীলানন্দের কথঞ্চিৎ দিক্ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরম কৃপাবান্ ভগবান্‌ও পার্থিব শৃঙ্গার রসের ছলে সেই অপার্থিব পরমতত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া কেবল ছলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রাসলীলায় কাহারও সংশয় কাহারও বা ঘৃণা উপস্থিত হয় ভক্তচূড়ামণি পরীক্ষিৎ লোকসংশয়ের আশঙ্কা করিয়া, শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মুনিবর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্মাপনয়নের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তবে ধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্তা ও রক্ষিতা হইয়া পরনারীসঙ্গরূপ অধর্ম্মাচরণ করিলেন কেন? বিশেষতঃ তিনি নিজানন্দেই সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত; তবে কি অভিপ্রায়ে এরূপ লোক-বিগর্হিত আচরণ করিলেন

পরীক্ষিতের প্রশ্নে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। এজন্য তিনি সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন নাই; কেবল লোক-শিক্ষার্থ লীলার হেতু জানিতে চাহিয়াছিলেন। শুকদেব বলিলেন,—দেখ পরীক্ষিৎ! ধর্ম্মাধর্ম্মের রহস্য অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, একের পক্ষে যাহা অধর্ম্ম, অন্যের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম না হইতেও পারে। জগতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, অপাদান, সম্প্রদান, করণ ও অধিকরণ সমস্তই ব্রহ্মময়। যাঁহাদের এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং যাঁহারা কামাদি রিপু ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নহেন তাঁহাদিগকে তেজীয়ান্ বলে। তাঁহারা কোনও কার্য্যই আমি করিতেছি বা অন্য কেহ করিতেছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সকলই ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মকার্য্য দেখিয়া থাকেন; এজন্য তাঁহাদের কার্য্য-বিশেষে অন্যের অধর্ম্মপ্রতীতি হইলেও তাহা অধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের লৌকিক অসৎকর্ম্মে অধর্ম্ম নাই এবং লৌকিক সৎকর্ম্মে ধর্ম্মও নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপপুণ্য ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানও হয় না। যাঁহারা কৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে পাপপুণ্য অতিক্রম করিতে পারেন। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যও যাঁহার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে, সেই স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মের আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কোথা?

"আরও দেখ, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, কাহার নিয়মে তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন হইবে? আরও একটি গূঢ় বিষয় বলিতেছি; স্মরণ রাখিও; যাহারা লৌকিক পাপাচরণ করে, কেবল তাহারাই পাপী নহে, যাহারা পাপীকে পাপী বলিয়া মনে করে, দ্বিতীয়-দর্শন-বশতঃ তাহারাও পাপী। যখন সোপাধিক মনুষ্যকেও পাপী মনে করিলে পাপী হইতে হয়, তখন যে ব্যক্তি নিরুপাধি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে পাপাশঙ্কা করে, সে পাপী হইতেও পাপী। যাহারা অবিদ্যার বশীভূত, তাহারাই পাপপুণ্য দেখে; সুতরাং পাপ বা পুণ্যের আচরণ করিয়া থাকে; স্বয়ং অবিদ্যা যাঁহার আজ্ঞাকারিণী তাঁহার পাপপুণ্য কোথায়? ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; সুতরাং কর্ম্ম করিলেও আমার কর্ম্মফল হয় না।"

মহারাজ! আরও একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে; যদি কোন ভেদদর্শী কামপরায়ণ পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ ও জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্তে সাহসী হইয়া ঐরূপ আচরণ করে, তবে তাহার ঘোর নরক হইতে নিস্তার নাই। জ্ঞানরূপী মহাদেব হলাহল পান করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্য কেহ পান করিলে মরিবেই মরিবে। অতএব সর্ব্বসমর্থ মহাপুরুষেরা যাহা করেন, সাধারণ লোকে তাহা কখনই করিবে না; তাঁহারা যাহা আদেশ করেন, তাহাই করিবে এবং যে কর্ম্ম তাঁহারা স্বয়ং করেন, অপরকে করিতে আদেশও করেন তাহাও করিবে।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এক্ষণে অনেক অতত্ত্বদর্শী পাষণ্ড শুকদেবের ঐ শেষোক্ত অমূল্য উপদেশে অবহেলা করিয়া

আপন আপন অসৎ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বাহ্য বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্ব্বক সুপবিত্র বৈষ্ণবসমাজের উপর কালিমা ঢালিতেছে। আরও দুঃখের বিষয় যে, অদৃশ্যমুখ ঐ সকল দুরাত্মা অনেক সরলপ্রকৃতি গৃহস্থের গৃহে গলহস্তের পরিবর্ত্তে গৌরবলাভ করিয়া সমধিক প্রশ্রয় পাইতেছে।

চিকিৎসা করিতে হইলে কিছুদিন রোগের ভোগ দিয়া পরে প্রশমনের ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত। সেইরূপ শিষ্যকে সৎপথে আনিতে হইলে, প্রথমে কিয়ৎকাল শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুরূপ উপদেশ দিয়া, পরে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশ দেওয়াই সদ্গুরুর কর্ত্তব্য। মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদার আশঙ্কা করিয়াছিলেন; গুরুকুল-চূড়ামণি শুকদেব প্রথমে তাহাই স্বীকার করিয়া, কৈমুত্যন্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শুকদেব বলিলেন,—"মহারাজ! তোমার আশঙ্কানুসারে শ্রীকৃষ্ণের পরদার-স্পর্শ স্বীকার করিলেও তাঁহাতে দোষস্পর্শ হয় না, ইহা তোমাকে বুঝাইলাম। এখন প্রকৃত তত্ত্বকথা বলিতেছি শুন। সর্ব্বময় শ্রীকৃষ্ণের পরদারই নাই; তবে পরদার-স্পর্শ জন্য পাপের সম্ভাবনা কোথায়? যে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের, গোপদিগের এবং চরাচর সমস্তজীবের অন্তরে পরমাত্মস্বরূপে সর্ব্বদাই বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনিই লীলাবিগ্রহে গোপীদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার কেহই পর নাই; তিনি আপনার নিত্য শক্তির সহিত অন্তরে বাহিরে নিত্যই বিহার করিয়া থাকেন। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যেমন অগ্নি সূক্ষ্মরূপে সকল পদার্থের অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়, সেইরূপ সর্ব্বময় পরব্রহ্ম সমস্ত পদার্থের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত আছেন।" কৃষ্ণলীলা এই শ্রুতি-বাক্যেরই মূর্ত্তিমান্ অর্থ। বিখ্যাত বৈদান্তিকগ্রন্থ পঞ্চদশীতেও বলিয়াছেন, "পূর্ণ-অদ্বয় আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা নিজ মায়ায় জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে স্বয়ং তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাদি উত্তম দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতারূপে সেবনীয় হইলেন এবং মর্ত্ত্যাদি অধম দেহে প্রবেশ করিয়া সেবকরূপে আপনিই আপনার সেবা করিতে লাগিলেন।" অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সহিত আপনিই ক্রীড়া করিয়াছিলেন; তাঁহার পরদার নাই।"

ভগবানের লীলা দুই প্রকার; প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। তিনি নিজ একাংশে ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া নরদেবাদি নানারূপে যে লীলা করেন, তাহা প্রাকৃত লীলা—ভগবানের একপাদ বিভূতি মাত্র। ইহা শ্রুতিতে আছে এবং ভগবান্ নিজেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। আর নিত্যধামে নিজস্বরূপে নিজস্বরূপ শক্তির সহিত যে আনন্দময়ী নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তাহাই অপ্রাকৃত লীলা ও ভগবানের ত্রিপাদবিভূতি। শরণাগত ভক্তগণকে সেই লীলায় লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবান্ শ্রীব্রজধামে সেই লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবান্ কি অভিপ্রায়ে এরূপ শৃঙ্গার-রসের লীলা করিলেন?"

শুকদেব বলিলেন,—"মহারাজ! পরমকৃপাময় ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ আপন ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মানবাকৃতি ধারণ করিয়া ঐরূপ লীলা করেন; যাহা শুনিয়া শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকেও ক্রমে ক্রমে ভগবৎপরায়ণ হইবে।"

সারগ্রাহী রসজ্ঞ ভক্ত ছলনাময় শৃঙ্গাররস গ্রহণ না করিয়া তাহার ভিতর দিয়া অপ্রাকৃত মধুরাদপি মধুর রস আস্বাদন পূর্ব্বক পরমানন্দলাভে আপনাকে চরিতার্থ করিবেন এবং শৃঙ্গার-রসপ্রিয় সাধারণ লোকে সার গ্রহণ করিতে না পারিলেও অন্ততঃ শৃঙ্গার রসের লোভেও শ্রবণ করিতে করিতে ভগবন্নামের গুণে ক্রমে ক্রমে সারতত্ত্বে উপনীত হইবে। সর্ব্বলোক-সুহৃৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করুণার সীমা নাই; তিনি আত্মারাম হইয়াও অরসজ্ঞ অভক্তদের অধঃপতন দেখিয়া, তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রাকৃত নটনটীর ন্যায় শৃঙ্গাররসের অভিনয় করিলেন। বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না, ইহা সকলেই জানেন, অতএব শৃঙ্গাররস মনে করিয়া পরানন্দময়ী লীলা শ্রবণ করিলে জীব যে, স্থিরানন্দ প্রাপ্ত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, মঙ্গল অপেক্ষাও মঙ্গল ও সমগ্র নিগম-লতার চিন্ময় ফলস্বরূপ; শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক, ঐ নাম একবারমাত্র গ্রহণ করিলে নরমাত্রেই পরিত্রাণ পায়।"

অনেকে অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কথা বলিয়া স্কন্দপুরাণের অভিপ্রায়ে অবহেলা করিতে পারেন; কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অলীক বা কেবল পৌরাণিক কথা নহে। ঐ বাক্যেরই পরিপোষক বৈদান্তিক মতও দেখাইতেছি। বেদান্তদর্শনের প্রধান গ্রন্থ পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—"ভ্রম দুই প্রকার; সংবাদী ভ্রম ও

বিসংবাদী ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রান্তি হইলে, তাহাকে 'সংবাদী' ভ্রম বলে; আর দীপপ্রভায় মণিভ্রান্তি হইলে, তাহার নাম 'বিসংবাদী' ভ্রম। মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম এবং প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইলে তাহাও ভ্রম; ভ্রমাংশে উভয় ভ্রমই সমান হইলেও ফললাভাংশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদি একব্যক্তি দূর হইতে আবরণান্তর্গত প্রদীপের প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে যায় এবং যদি আর একব্যক্তি দূর হইতে আবরণান্তর্গত মণির প্রভা দেখিয়া উহাই মণিজ্ঞানে গ্রহণ করিতে ধাবমান হয়, তবে উভয়েরই ভ্রান্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি মণি পাইবে না, দ্বিতীয় ব্যক্তি পাইবেই। সেইরূপ সংবাদী ভ্রমে ব্রহ্মোপাসনা করিলে, উপাসনা সিদ্ধ হয় এবং পরমানন্দস্বরূপ মুক্তিও পাওয়া যায়।"

এখন সকলে বিবেচনা করুন, মনুষ্য মাত্রেই স্বভাবতঃ কেবল অচ্ছিন্ন আনন্দেরই অনুসন্ধান করিতেছে। সুচতুর বা ভাগ্যবান্ লোকে সেই অভিলষিত নিত্যানন্দ লাভার্থ আনন্দময় ভগবানেরই উপাসনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন প্রাকৃত শৃঙ্গার রসেই পরমানন্দ আছে; এজন্য পরমানন্দমূর্ত্তি ভগবানের ছলনাময় শৃঙ্গার রসেই পরমানন্দ অনুসন্ধান করেন অর্থাৎ শৃঙ্গার রসের লীলা বলিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে চাহেন; কেহবা সংসারের বিষময় বিষয়েই আনন্দ পাইবার চেষ্টা করেন। যে সকল রসজ্ঞ ভক্ত আনন্দ লাভার্থ সাক্ষাৎ আনন্দময়কেই আশ্রয় করেন, তাঁহাদের আনন্দলাভে সংশয়ই নাই; যাঁহারা আনন্দ-লাভের নিমিত্ত আনন্দময়েরই বাহ্যপ্রভাস্বরূপ শৃঙ্গাররসে আনন্দ

পাইতে চাহেন, তাঁহাদের ভ্রম মণিপ্রভায় মণিভ্রান্তির ন্যায় সংবাদীভ্রম; সুতরাং তাঁহারাও কালে পরমানন্দ পাইবেন। পুরাণে ভগবন্নামের আকর্ষণী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে; বেদান্ত দর্শনও তাহা স্বীকার করেন। পঞ্চদশী বলিয়াছেন,—"সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যদি মুমূর্ষুকালে প্রলাপ বশতঃ নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে, তাহাতেও সে দেহান্তে মুক্তি পাইবে; কেন না তাহাও সংবাদী ভ্রম।"

এক্ষণে শৃঙ্গাররস-জ্ঞানেও রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা শাস্ত্র প্রমাণে স্থির হইল; কিন্তু যুক্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা সহজে স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের সন্তোষের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যুক্তি প্রদর্শন উচিত বোধ করিতেছি। মনুষ্যমাত্রেরই পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের অভ্যাস-জনিত সংস্কার পর পর জন্মে বিনা চালনায় আপন কার্য্য করিয়া যায়; ইহা জন্মান্তরবাদি-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পূর্ব্ব জন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে বাল্যাবধি যিনি ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, অনুক্ষণ নারায়ণনাম অভ্যাস করিয়াছেন এবং বিপদের সময় অন্য প্রতিকার না করিয়া, নারায়ণ বলিয়াই ডাকিয়াছেন, পরজন্মে বা বর্ত্তমান জন্মে মৃত্যুরূপ বিষম বিপদের সময় তাঁহার জিহ্বায় নারায়ণ নাম বিনা যত্নে আপনা আপনিই উচ্চরিত হইবে, ইহা স্থির। চিরাভ্যস্ত নামের সংস্কাররূপ শক্তিই তাহার কারণ। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি প্রলাপেও যে নারায়ণ বলে, তাহাও সাধারণ প্রলাপ নহে,—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফল। অনেকে মৃত্যুকালে বিনা অনুরোধে নানা প্রকার সাংসারিক অসার ও

অমূলক কথা অনায়াসে বলিয়া যায়, কিন্তু হরিনাম বলিতে অনুরোধ করিলেও বলে না,—প্রত্যুত বিরক্ত হয়; আবার এক এক জন বিনা চেষ্টায় ও বিনা অনুরোধে কেবল হরিনামই করে, এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই শুনিতে এবং দেখিতেও পাওয়া যায়। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি কেবল প্রলাপে নারায়ণ নাম করিয়াই যে মুক্তি পায়, তাহা নহে; দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত অনুক্ষণ নামাভ্যাসে অপ্রকটভাবে তাহার মুক্তি হইয়াছিল, অন্তিমকালের নাম অযত্নে উপলক্ষ্য হইল মাত্র। যে সকল লোক শৃঙ্গাররসের লোভে প্রাকৃত কুৎসিত নাটক ও উপন্যাস না পড়িয়া বা না শুনিয়া, ভগবানের রাসলীলার কথা পড়িতে ও শুনিতে চাহেন, তাঁহাদেরও পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা যে, ক্রমে ক্রমে পরম রসের আস্বাদন পাইয়া মুক্ত হইবেন, তাহাও স্থির। অনেকে বলিবেন,—এখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় প্রায় সকলেই ভাগবতোক্ত রাসলীলা পড়িতেছে ও শুনিতেছে অথচ অনেকের তাহাতে ঘৃণাও দেখিতে পাওয়া যায় কেন? এবং মুক্তিইবা হয় না কেন? আমি বলিব,—ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করাই পূর্ব্বসঞ্চিত দুষ্কৃতির পরিচায়ক। ঘৃণা না করিয়া পুনঃ পুনঃ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে, পরম রসের আস্বাদন অবশ্যম্ভাবি। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছলক্রমে শৃঙ্গাররসের লীলা দেখাইয়া ভক্তাভক্ত সকলকেই যে পরম অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় কালমাহাত্ম্যে দশচক্রে ভগবান্‌ও ভূত হইতে বসিয়াছেন।

মোক্ষাভিলাষী পরীক্ষিৎ যে শ্লোকে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ববিশারদ শুকদেব যে পদ্যে উত্তর করিয়াছিলেন, ঐ দুইটি পদ্যের উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরীক্ষিৎ কেবল রাসলীলার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু শুকদেব ভগবানের আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত সমস্ত লীলার অভিপ্রায় বলিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল রাসলীলা শুনিলেই জীব ভগবানে তৎপর হইবে না; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকার ধারণ করিয়া যে যে লীলা করিয়াছিলেন, সে সমুদায় লীলাই শ্রবণ করিলে জীব ভগবানে তৎপর হইবে। ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বা ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বুঝিলেই জীব ব্রহ্মপর বা কৃষ্ণপরায়ণ হইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরাকারে আবির্ভূত হইয়া ইচ্ছানুসারে নানা লীলায় নানা শক্তি প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তিনি ভিন্ন কোনও পদার্থ নাই এবং তিনি ভিন্ন কোনও শক্তি নাই। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলার বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিলেই জীব তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়া জানিতে পারিবে এবং তাঁহাকে সর্ব্বময় বলিয়া জানিলেই তৎপর হইবে; অন্যথা কিছুতেই নহে। তবে যে, শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, "নিবৃত্তি পরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ী" তাহাও ঠিক। ভগবানের অন্যান্য লীলা পরম্পরায় নিবৃত্তি পাইবার কারণ এবং নিবৃত্তির অব্যবহিত উপায় রাসলীলা।

কৃষ্ণসর্ব্বস্ব যোগিবর শুকদেব এইরূপে পরতত্ত্ব প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরীক্ষিতের সংশয়-নিরাস করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক প্রভাব দেখাইবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিলেন—মহারাজ! রাসলীলা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞলোকেই শ্রীকৃষ্ণে কলঙ্কারোপ করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের পত্নীগণকে লইয়া বিহার করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার উপর দোষারোপ করে নাই; তাহারা আপন আপন পত্নীদিগকে আপন আপন পার্শ্বে শয়ানই দেখিয়াছিল। কৃষ্ণমাতা যশোদাও সমস্ত রাত্রি আপন পুত্রকে নিজশয্যায় শয়ান দেখিয়াছিলেন। অসাধ্যসাধিনী মায়া যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, তাঁহার পক্ষে এরূপ অসাধ্যসাধন বিচিত্র নহে। সংসারেও এরূপ সুচতুর কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি স্থূল দেহদ্বারা পরিবার-বর্গের তুষ্টিসাধন করিয়াও অন্তরে অনুক্ষণ ভগবানের সহিত বিহার করেন। ঐরূপ ভক্তই ভগবানের রাসলীলায় অধিকারী।"

ইহার পর রাসলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুকদেব বলিলেন,—"মহারাজ! যে ব্যক্তি ব্রজবালাদিগের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর রাসলীলা শ্রদ্ধার সহিত নিরন্তর শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানের প্রতি পরাভক্তি লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার হৃদয়স্থ উৎকট রোগস্বরূপ কাম চিরদিনের জন্য বিদূরিত হয়।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যেরূপে রাসলীলা আলোচিত হইল, তদনুসারে শুকদেব-কথিত ফলকীর্ত্তন অতীব সঙ্গত। যেমন উত্তাপময় তপনের বহিঃস্থিত তাপনীশক্তি পৃথিবীস্থ পদার্থ সকলকে

উত্তপ্ত করে; ঐ সকল পদার্থগত উত্তাপের বৃদ্ধি হয়, হ্রাস হয়, ধ্বংসও হয়, কিন্তু সূর্য্যের স্বরূপস্থ তাপের বৃদ্ধি নাই, হ্রাস নাই, ধ্বংসও নাই, সেইরূপ ভগবানের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারিণী বহিরঙ্গা শক্তি বাহ্য জগতের কার্য্য করিয়া থাকেন। ঐ শক্তিতে কার্য্যান্তর আছে, রূপান্তর আছে ও ভাবান্তর আছে এবং বৃদ্ধি আছে, হ্রাস আছে, ধ্বংসও আছে; সুতরাং অতর্পণীয় কন্দর্পের চপলতাও আছে। কিন্তু আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বগত স্বরূপশক্তি অনাদিকাল হইতে একরূপে ও একভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিতই আছেন, বাহ্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের সঙ্গে তাঁহার কোনও সম্বন্ধই নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্যান্তর নাই, অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই ও অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; সুতরাং দুর্দ্দর্প-কন্দর্পের দৌরাত্ম্যও নাই। পরানন্দ-পরিতৃপ্তা ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তির নিকটে কন্দর্প বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত। সেখানে কাম লজ্জিত হইয়া আত্মরূপ-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক প্রেম হইয়া হ্লাদিনী শক্তির সহিত ভগবদানন্দ আস্বাদনেই নিরত; অপরকে উৎপীড়ন করিতে তাহার ইচ্ছা নাই,—শক্তি নাই,—অবসরও নাই। এইরূপ লোকাতীত অচিন্তনীয় হ্লাদিনী শক্তির মহাভাবময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট বিগ্রহের নাম রাধা বা প্রধানা গোপী। তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী বৃত্তি সকলই তাঁহার সহচরী বা ললিতাদি সখী। এইরূপ গোপীদিগের সহিত আনন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিবিষ্ট-

চিত্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে, জীব উৎকট কামরোগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের বেদপুরাণোক্ত চরম সাধন ও পরমফল প্রত্যক্ষ প্রদর্শনই রাসলীলার অভিপ্রায়।

রাসলীলা-সম্বন্ধীয় সকল কথারই সামঞ্জস্য হইল; কিন্তু এখনও একটি প্রশ্নের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। বোধ হয় তাহার উত্তর অতি সহজ ও স্বাভাবিক মনে করিয়াই পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেন নাই। তবে আমিই জিজ্ঞাসা করি। যদি গোপীগণ ভগবানের নিত্যশক্তি হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে পরকীয় করিয়া সঙ্কেতে আহ্বানপূর্ব্বক বিহার করিবার প্রয়োজন কি ছিল? পরিণীতা পত্নী করিয়া বিহার করিলেইত পারিতেন, তাহা করিলে, বহিরঙ্গ লোকের নিকট তাঁহাকে লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত না।

নব্য বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ ইহার বেশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু তত্ত্বের সহিত মিলাইয়া দেন নাই। তাঁহারা রসিক-চূড়ামণি ছিলেন; সুতরাং রসাস্বাদনেই মগ্ন থাকিতেন; নীরস তত্ত্বের দিকে বড় যাইতেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন—"স্বকীয় অপেক্ষা পরকীয় রসে অধিকতর সুখাস্বাদন হয়; রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ পরকীয় রসের আস্বাদন-লোভে ঐরূপ করিয়াছিলেন।"

কথাটা ঠিকই বটে, কিন্তু আসল কথা ভাঙ্গিয়া না বলিলে, মলিন হৃদয়ে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার ভাব আসিয়া পড়ে। আসল কথা;—তিনি বাস্তবিকই পরকীয়-প্রিয়; স্বকীয়কে

পরকীয় করিয়া সঙ্কেতে আহ্বানপূর্ব্বক বিহার করাই তাঁহার স্বভাব এবং অনাদিকাল হইতে তাহাই করিতেছেন। তিনি হ্লাদিনীরূপা নিজ স্বরূপশক্তিদিগের সহিত এবং শুদ্ধ জীবরূপা স্বরূপ-শক্তির সহিত নিত্যধামে নিত্যই ক্রীড়া করিতেছেন; তথাপি পরের সহিত ক্রীড়া না করিলে তাঁহার সুখবোধ হয় না, অথচ পর খুঁজিয়াও পান না; কেননা শক্তিযুক্ত তিনি ভিন্ন আর ত কিছুই নাই। পরের মধ্যে আছে, ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা অপরা শক্তি; তিনিও জড়; তাঁহার খেলিবার ক্ষমতা নাই; এমন কি, বেদান্তে তাঁহার অস্তিত্বেও সংশয় করিয়া অর্দ্ধসত্তা মাত্র স্বীকার করিয়াছেন। যাহাই হউক পরকীয়-প্রিয় ভগবান্‌কে পর লইয়া খেলিতেই হইবে; সুতরাং তাহাকেই আপন চৈতন্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া জাগাইলেন এবং তাঁহা দ্বারাই অস্থায়িভাবে ব্রহ্মাণ্ডনামে একটা প্রকাণ্ড ক্রীড়াভূমি নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন। পরে স্বকীয় শুদ্ধজীবরূপা পরাশক্তিকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া বহুরূপিণী অপরা শক্তির সহিত মিলাইয়া দিলেন। ভগবদিচ্ছায় জীব অপরা শক্তির কুহকে পড়িয়া তাহার সঙ্গেই আত্মীয়তা করিল; ভগবানের পর হইয়া গেল। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"পরমেশ্বর আপন ইচ্ছায় বহু হইলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবান্‌কে পরকীয় রস আস্বাদন করিতেই হইবে; সুতরাং মুগ্ধজীবকে বেদবাক্যে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে যে ব্যক্তি সে

আহ্বান শুনিতে পাইল ও বুঝিতে পারিল, সে অপরাপ্রকৃতির নির্ম্মিত গৃহদেহাদির সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিল; এবং তাহার অগোচরে অন্তরে অন্তরে গোপনে পরমাত্মীয় পরমানন্দের সহিত বিহার করিতে লাগিল; তৎপরে যথা সময়ে দেহাবসান হইলে আবার নিত্য লীলায় প্রবেশ করিল। মায়ামুগ্ধ মনুষ্য এই প্রকৃত পরকীয় রসের রহস্য সহসা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এবং স্বকীয়া হ্লাদিনী শক্তিকে পরকীয়া করিয়া বেদার্থ-বাচক বংশীর গানে আকর্ষণ-পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। পরকীয় রসের ইহাই প্রকৃত তাত্ত্বিক অভিপ্রায়।

নব্য বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্রী শ্রীরাধাদি গোপীদিগকেই পরকীয়া বলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু মনোযোগের সহিত ব্রজলীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্রজলীলাই পরকীয়া। ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় নিবাস, ব্রজরাজ নন্দ তাঁহার পরকীয় পিতা, ব্রজেশ্বরী যশোদা তাঁহার পরকীয়া মাতা, শ্রীদামাদি ব্রজবালক তাঁহার পরকীয় সখা; পীত ধটী, পিচ্ছচূড়া ও নূপুরাদি তাঁহার পরকীয় বস্ত্রালঙ্কার এবং বনে বনে গোচারণও তাঁহার পরকীয় ব্যবসায়; ফলতঃ সমস্ত ব্রজলীলাই তাঁহার পরকীয় লীলা। অতএব বেদ, বেদান্ত, ও গীতাদি অধ্যাত্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া কৃষ্ণলীলার অনুশীলন করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিশ্বময় বিষ্ণুর বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-লীলার প্রকৃত তত্ত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক পরকীয়প্রায় স্বকীয় জীবগণকে স্ব-স্বরূপে অর্থাৎ স্বকীয়ভাবে

লইয়া যাওয়াই ব্রজ-বিহারী বংশীধারীর অপার করুণামূলক অভিপ্রায়।

শাস্ত্রানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, অচিন্ত্য-শক্তি পরব্রহ্মই স্বাভিলষিত লীলার অভিপ্রায়ে স্বকীয় অংশস্বরূপ জীবগণকে মায়াবলে পরকীয়ের ন্যায় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতেছেন। পর না থাকিলে আপনা আপনিই ক্রীড়া হয় না সুতরাং তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও আপনিই অসংখ্যাংশে বিভক্ত হইয়া আপনিই আপনার পরকীয় হইয়াছেন। জীব ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরমাত্মীয় ভগবানকেই পর মনে করিতেছে, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড লীলা। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়—এ কথা স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন, "আত্মস্বরূপ তোমাকে পর মনে করিয়া এবং পর-স্বরূপ দেহাদিকে আত্মা মনে করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে বাহিরে অনুসন্ধান করে, আহা অজ্ঞ জীব-সমূহের অদ্ভুত অজ্ঞতা।" জগতে কাহারও সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ নাই, পরমাত্ম-স্বরূপ একমাত্র ভগবানের সহিতই সকলের নিত্য ও সত্য সম্বন্ধ। জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ আপনারাই ভগবানের পরকীয় হইয়া তাঁহাকে "পর মনে করিতেছে কিন্তু তিনি কাহাকেও "পর মনে করেন না, তাই আবার বেদাদি বংশীর গানে জীবগণকে স্বসমীপে আহ্বান করিতেছেন এবং গুরুরূপে গানার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাই লীলাময়ের ব্রহ্মাণ্ড-লীলা এবং এই লীলা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্যই দয়া-নিধির সর্ব্বলীলা-শীর্ষ স্বরূপ ব্রজলীলা এবং ব্রজলীলার শিরোভূষণ স্বরূপ এই রাসলীলা। ভগবানের

ব্রজলীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া এই ভাবে পরকীয় রস বুঝিলেই জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, পক্ষান্তরে, কেবল প্রাকৃত উপপতি ও উপপত্নী সম্বন্ধীয় কদর্য্য পরকীয় রস মনে করিলে—নরক—নরক—অনন্ত নরক।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি সাধনসম্বন্ধীয় উপদেশপূর্ণ অভিপ্রায় আছে। লোকে কথায় বলে,—"শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি।" এ কথা এখন পরিহাস-মধ্যেই পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের নিষ্পীড়িতসার ও শেষ কথা। সাধক সাধনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে মনে মনে ঐরূপ আন্দোলনই করিয়া থাকে। সাধক বুঝিতে পারে, কুলের সঙ্গে অর্থাৎ প্রাকৃতিক সংসারের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধের গন্ধ থাকিতে শ্যামসুন্দরকে পাওয়া যায় না, দুই দিক রাখা চলেও না, একদিকই রাখিতে হইবে;—হয় সংসার না হয় শ্যাম। অতএব সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন না হইলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ইহাই ত সকল শাস্ত্রের সার কথা। ভগবান্ গোপীদিগকে সর্ব্বত্যাগিনী করিয়া তাহাই দেখাইলেন; লৌকিক শাস্ত্রানুসারে অত্যাজ্য পতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইলেন। যদি ভগবান্ গোপীদিগকে পরকীয়া না করিয়া স্বকীয়াই করিতেন, তবে অত্যাজ্য-পতি-পরিত্যাগ প্রদর্শন করা হইত না; এই অভিপ্রায়েও গোপীদিগকে পরকীয়া করিয়ছিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন;—"এক-বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ-যুগলের ন্যায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরম সখ্য, উভয়ে নিত্যই একত্র অবস্থান করে।" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়; পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সহিত সখ্যভাবেই জীব নিত্য-নিবদ্ধ। পতিপত্নী ভাবই সখ্যের শেষ

সীমা; অতএব নিষ্কাম পতিভাবে ভগবান্‌কে পাইলেই জীব আপন নিত্য স্বরূপে অবস্থান করিল। ভগবানের রাসলীলা এই চরম শিক্ষা ও পরম সাধনের আদর্শ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পুরাণের দশটি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সর্গ অর্থাৎ ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পঞ্চ তন্মাত্র, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্মসৃষ্টি; দ্বিতীয় বিসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক চরাচর জীবের সৃষ্টি, তৃতীয় স্থিতি অর্থাৎ সৃষ্টিপালন জন্য বিষ্ণুরই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ; চতুর্থ পোষণ অর্থাৎ ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ; পঞ্চম উতি অর্থাৎ কর্ম্মবাসনা; ষষ্ঠ মন্বন্তর অর্থাৎ মনু প্রভৃতি সাধুদিগের আচরিত ধর্ম্ম; সপ্তম ঈশানুকথা অর্থাৎ ভগবানের অবতার ও ভক্তদিগের পবিত্র কথা; অষ্টম নিরোধ অর্থাৎ প্রলয়কালে সোপাধিক জীবের ঈশ্বরে লয়; নবম মুক্তি অর্থাৎ অন্যথারূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের স্বরূপে অবস্থান, দশম আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই তিন প্রকার শান্তি-নিকেতন। আনন্দেই জীবের শান্তি, বিশ্রাম ও আরাম ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সৎ ভিন্ন চিৎ নাই, চিৎ ভিন্ন আনন্দ নাই, ইহাও সুধীগণ-সম্মত। ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, পরমাত্মাও সচ্চিদানন্দ এবং ভগবান্‌ও সচ্চিদানন্দ। এই নিমিত্ত ঐ তিনই জীবের আশ্রয়। তথাপি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানে স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে। সৎ-প্রধান হইলে ব্রহ্ম, চিৎ-প্রধান হইলে পরমাত্মা এবং আনন্দ-প্রধান হইলেই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই সেই মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই পরমাশ্রয়। পরমানন্দের নিয়ত সত্তাবাচক কৃষ্ণনামেও

আনন্দ; সহাস্যবদন, নবাম্বুদশ্যাম, নিত্যকিশোর, ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণরূপেও আনন্দ; পীতধড়া, মোহনচূড়া, মোহনমুরলী, মুখর নূপুর ও বনমালা প্রভৃতি কৃষ্ণবেশেও আনন্দ; সুশান্ত কমনীয় কৃষ্ণভাবেও আনন্দ এবং বংশীবাদনরূপ কৃষ্ণকার্য্যেও আনন্দ;— কৃষ্ণ আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" এই বেদান্তসূত্রের লক্ষ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

টীকাকার-চূড়ামণি শ্রীধরস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে "আশ্রিতাশ্রয়, জগদাশ্রয় ও পরমাশ্রয় বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজধামে আপনার ঐ ত্রিবিধ আশ্রয়তাই দেখাইয়াছেন। আশ্রিত ব্রজবাসীদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আশ্রিতাশ্রয়তা, উদরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া জগদাশ্রয়তা এবং ব্রজবালাদিগকে পরমানন্দে পরিতৃপ্ত করিয়া পরমাশ্রয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রভৃতি সর্ব্বসাধণের চরম ও পরম ফল যে, এই রাসলীলা, ইহা স্থির।

পূর্ণরাসে নিখিলাভি-নিবেশ দলন।
আনন্দ গোপালে প্রেম গোপীর মিলন॥

মলিন হইয়া ছুঁই সুবিমল রাস।
ক্ষমা-কর রাধাকান্ত ভাবি নিজ দাস॥

পরশি বিমল প্রেম করিয়াছি দোষ।
ক্ষমা কর ব্রজবালা, করিওনা রোষ॥

ক্ষমা কর কলিরাজ এ অবোধ নরে।
তব প্রজা হয়ে পূজে তব বৈরিবরে ॥

মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ,
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন।
প্রেমের পুতলী যত গোপবালা, নিকুঞ্জকানন রূপে করি আলা,
রচিয়া মণ্ডল যেন হেমমালা, নাচে তালে তালে ফেলিয়া চরণ।
আনন্দমূরতি গোলোকের পতি, দুই পাশে দেখে সকল যুবতি,
বামেতে লইয়া রাধা রসবতী মণ্ডলের মাঝে মুরলীবদন।
প্রেমানন্দে মেলা এরাসলীলায়, এ আনন্দে ব্রহ্মানন্দ লজ্জা পায়
হেন কৃপা হবে কবে বা আমায়, হৃদয়ে করিব রাস দরশন ॥
মদনমোহনরূপে শ্রীরাধারমণ।
বিহরে হরষে রাসে হের রে নয়ন ॥

দাও দাও রাধে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ,
প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পরেশ।
তুমি নিরমল রসের নিধান, তোমারি কারণে রাসের বিধান,
তোমারি কারণে শুধু ভগবান্, ধরেন মদনমোহন বেশ।
দাও ললিতাদি রাধা-সহচরী, দাও প্রেমকণা দাও কৃপা করি,
তোমরাই প্রেমসেবা-অধিকারী, তোমাদেরি কাছে আছে
জানি বেশ।
পতিত অধম আমি অতিছার, তোমরা সকলে দয়ার আধার,
ধরিনু চরণে ছাড়িব না আর, করিলাম পণ জীবন শেষ।

দাও দাও রাধে দাও দয়া করি মদনমোহনে প্রেমের লেশ।
প্রেমময়ী তুমি প্রেম ত তোমারি তাই বাঁধিয়াছ প্রেমে পরেশ॥

বাঁশীতে অবলাকুল নাশেন ঈশ্বর।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই ভাগ্যধর॥

চাপলে লিখিনু লীলা কণামাত্র যাঁর।
সেই কৃষ্ণ-প্রীতিমাত্র কামনা আমার॥

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু

ভাগবতাচার্য্য

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত দেব-গোস্বামি-

মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থাবলী।

"শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা" সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মন্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা--প্রভুপাদ শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুমোদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৪১৩+৪+৷৷০ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২৷০

মানসী।—গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম। এযাবৎ বঙ্গভাষায় রাসলীলার এরূপ বিস্তৃত, প্রাঞ্জল ও সম্যক্ বিশ্লেষণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকই শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতিকে নিতান্ত অশ্লীল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন—শুধু তাহাই নহে—নিজেরা মহর্ষি-প্রণীত ভক্তিশাস্ত্রের অন্তস্তলে পৌঁছিতে না পারিয়া আপন আপন রুচি অনুসারে উহার কদর্থ করতঃ তাহাই বিজয়-দুন্দুভি-নিনাদে লোকসমাজে প্রচার করিতে যান। ঐ প্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট লোকগণকে আমরা গোস্বামী মহোদয় প্রণীত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত লোকসমূহের নিন্দাবাদে উত্ত্যক্ত হইয়া বৃন্দাবনের প্রকট রাসলীলা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা এ মতেরও সম্পূর্ণ বিরোধী।

প্রভুপাদ স্বগ্রন্থে প্রাকৃত রাসলীলাকে উড়াইয়া না দিয়া, ইহা যে

বাস্তবিকই লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি নিত্য, আধ্যাত্মিক ও প্রাকৃত রাসলীলার অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল স্থল আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মকঞ্চুকাবৃত মানব সকল আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত করিতে পারে, তিনি সেই সেই স্থলে সামাজিক সুধী ও ভক্তবৃন্দকে তত্তৎ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

বৃন্দাবনের রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থকর্ত্তারই কথা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব।

"আনন্দময় ভগবানের হ্লাদিনী নাম্নী স্বগত স্বরূপ শক্তি অনাদিকাল হইতে একরূপে ও এক ভাবে তাঁহার সহিত আলিঙ্গিত আছে; বাহ্য সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের সঙ্গে তাহার কোনই সংস্রব নাই। উহাতে ভগবদানন্দ আস্বাদন ভিন্ন কার্য্যান্তর নাই,—অপ্রাকৃত প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন গুণাভিব্যঞ্জক রূপান্তর নাই, এবং অপ্রতিহত প্রফুল্লতা ভিন্ন ভাবান্তর নাই; সুতরাং দুর্দর্প কন্দর্পের দৌরাত্ম্যও নাই। পরানন্দপরিতৃপ্তা ভগবৎস্বরূপ শক্তির নিকট কন্দর্প বিস্মিত, মোহিত ও স্তম্ভিত।" (৪০৬ পৃষ্ঠা)

"শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্ম-স্বরূপে নিখিলজীবের দেহরূপ আধারে অবস্থান করিয়া, আপনিই আপনার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; তাঁহার কেহ পর নাই; সুতরাং পরদার নাই। বহির্দৃষ্টিতে দেখিলে গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিহার, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে কৃষ্ণেরই সহিত কৃষ্ণের বিহার।" (৩৮২ পৃষ্ঠা)

"সেই অনাদি সিদ্ধ নিত্যরাসলীলাই জীবের সুখবোধের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে প্রাকৃত রাসলীলা আকারে অভিনীত হইয়াছে।" (৩০৮ পৃষ্ঠা)

"প্রত্যেক গোপীর বামে ও দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া হৃদয়স্থ আধ্যাত্মিক রাসলীলা ও নিত্যধামস্থ নিত্যরাসলীলার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি।" (৩১৮ পৃঃ)

গোস্বামী মহোদয় সমাজের ও মানব সাধারণের দৃষ্টি প্রকৃত তত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত ভক্ত ও বৈষ্ণবের মুখনিঃসৃত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সকলেরই প্রণিধান সহকারে অনুধাবন করা উচিত। "ভগবান্‌কে পাইতে হইলে তিলক মালার প্রয়োজন হয় না; কেবল মনের প্রয়োজন, কেবল নিরন্তর ধ্যানের প্রয়োজন।" (২৮৫ পৃঃ)

এইপ্রকার বহুকথা উপদেশচ্ছলে প্রদত্ত হইয়াছে। সমুদয় কথা বলা বা তাহার সারোদ্ধার এই স্থানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। পিপাসু পাঠকগণ মূল পুস্তক পাঠ করিবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, প্রভুপাদ শুধু রাসলীলার ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাৎপর্য্যাংশে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের স্থূল স্থূল বিষয়গুলিও অতিসুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন।

হিন্দুপত্রিকা।—শ্রীকৃষ্ণরাসলীলাই এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্বয়, শ্রীধরস্বামীর টীকা, মূল শ্লোকের বঙ্গানুবাদ ও বঙ্গভাষায় শ্লোক ও টীকার তাৎপর্য্য, এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় তাৎপর্য্যে অনেক দুরূহ তত্ত্ব সরল সহজ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভক্তিবাদের দিক্ দিয়া দার্শনিক ভাবে লীলাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মহোপকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁহার তাৎপর্য্য খুব সুন্দর হইয়াছে। তিনি সুনিপুণ সমালোচকের ন্যায় "ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।" এই শ্লোকাংশের প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এ অংশ অযথা-স্থানে হওয়ায় বস্তুতই গোল ঘটিয়াছে। যাঁহারা শাস্ত্রপ্রেমিক এবং বিশদ

ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্বের রস আস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন। আমরা এই সদ্‌গ্রন্থের ভূয়ঃপ্রচার কামনা করি। শ্রীযুক্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের আরও অনেক স্থানের তাৎপর্য্য শুনিবার আশা করি।

অর্চ্চনা।—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা" নামক পবিত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া, আমরা যার পর নাই পরিতৃপ্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। সংস্কৃত শ্লোকগুলির অন্বয় ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ ও প্রাঞ্জল অনুবাদে মূল শ্লোকের ভাবার্থ কুত্রাপি পরিত্যক্ত হয় নাই। অধিকন্তু সর্ব্বত্রই তাহার সামঞ্জস্য ও সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যভাগটুকু গ্রন্থের বিশেষত্ব।

ভাষা-সৌন্দর্য্যে, ভাবগাম্ভীর্য্যে এবং বিচার-চাতুর্য্যে ইহা এক অভিনব জিনিষ হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসলীলার মূল শ্লোকগুলির তাত্ত্বিক ভাবে ব্যাখ্যা ও বিচার দেখিয়া মনে হয়, সাধক গ্রন্থকার গোস্বামী মহাশয় শৃঙ্গার রসোল্লসিত রাসলীলার অভ্যন্তরে মহামুনি শুকদেব গোস্বামীর তাত্ত্বিক ভাবটুকু স্বয়ং গ্রহণ করিয়া পাঠককে উহা উপলব্ধি করাইয়াছেন।

বাহ্যশৃঙ্গার রসের আবরণ দেখিয়া যিনি রাসলীলাকে অশ্লীল মনে করেন, এই তাৎপর্য্য পাঠ করিয়া তিনি বহুকাল-পুষ্ট মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন এবং জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত স্বীয় সাধনপথের অনুসন্ধান পাইয়া নিজেকে সার্থক ও ধন্য মনে করিবেন। নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহা পাঠে উন্মার্গগামী হিন্দু নিষ্ঠাবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালীর ঘরে গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় রক্ষিত হউক, ইহা আমাদের আন্তরিক কামনা।

বসুমতী।—"শ্রীকৃষ্ণরাসলীলা।" এ গ্রন্থ কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। আপনি মিষ্টান্ন নিঃশেষ করিয়া পরকে তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত করিতে নাই। যাঁহারা মানিয়া থাকেন

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং, রাসরসিক শ্রীভগবানের সেই সমস্ত রসজ্ঞ ভক্ত সাধককে আমরা সাদরে প্রীতিভরে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইহার রসাস্বাদে তৃপ্তিলাভ করিতে অনুরোধ করি।

পল্লীবাসী।—তাঁহার রসাল মধুর ব্যাখ্যায় কলিকাতার কৌঁসুলী হইতে কেরাণী বাবু পর্য্যন্ত কে না মুগ্ধ হইয়াছে? প্রবীণ না হইলে রসিকতার পরিপাক হয় না। শ্রীপাদ নীলকান্তের ব্যাখ্যায় রস তাই মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠে। ব্যাখ্যা ত সকলের ভাগ্যে শুনা ঘটিয়া উঠে না; শ্রীপাদ তাই কৃপা করিয়া রসিকশেখরের পরম রাসলীলার অপূর্ব্ব পরম কথা ভক্তজগতে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাসের কথা কত লোকেই ত কত ভাবে বলিয়াছেন; শ্রীপাদের ব্যাখ্যায় কিন্তু রূপকতার আবরণ নাই। সম্প্রদায়ের চরম সিদ্ধান্তই পাতায় পাতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাব প্রাঞ্জল ভাষায় অনর্গল গতিতে উল্লাসভরে ছুটিয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধের প্রাণের অনুভূতি জগতে বিলাইবার পরম আকাঙ্ক্ষা যেন প্রতি উদাহরণে প্রাণময়ী হইয়া উঠিয়াছে। যিনি এ গ্রন্থ সংগ্রহ করিবেন, তাঁহারই যে পরম কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

নারায়ণ।—যাঁরা ভগবানের রাসলীলা ভাল ক'রে উপভোগ করতে চা'ন তাঁহারা এই বই প'ড়ে বেশ তৃপ্তি পাবেন। আমরা এই বই-খানির খুব প্রচার কামনা করি।

বিজলী, ৩রা ভাদ্র ১৩২৮ সাল।—গ্রন্থখানিতে ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের মূল, অন্বয়, টীকা, বঙ্গানুবাদ ও বিস্তৃত তাৎপর্য্য দেওয়া হয়েছে। গোস্বামী মহাশয় ভক্ত ও জ্ঞানী; বিশেষতঃ তিনি ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত; সুতরাং তাঁর ব্যাখ্যা যে সুন্দর আর মধুর হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বইখানি বাঙ্গালী ভক্ত-সমাজের বিশেষ আদরের জিনিষ। রাসলীলা সম্বন্ধে এ রকম বাংলা বই আর দ্বিতীয় নাই।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

TUESDAY, AUGUST 16, 1921.

Sree-Krishna-Rasha-Leela (in Bengali) pp. 427.—By Prabhupada Nilkanta Goswami Bhagabatacharya.

The venerable author of this holy book is the oldest pandit of the Vaishnavite school of Bengal and his very lucid and erudite exposition of the devotional scriptures is well-known. This book deals with the mysterious sport of the Lord of Love. Leela or the manifestation and sport of the Divine in the world of men is almost the special heritage of the Hindus. It is not allegorical but historical though not in the ordinary sense, its testimony being the specialised consciousness of the devotees, who always accompany the Lord. Leela or Divine Sport has got its highest interpretation in Bengal by the advent of Lord Gouranga, the prophet of Nadia. Although there are innumerable old commentaries on this dancing sport or Rasha-Leela of the Lord of All-Love, Sree-Krishna of Brindaban, and although there are devotees who enjoy this sport even now, there are sceptics who doubt the purity and noble significance of this Divine Sport. Some ingenious scholars explain away the sport as an allegory. But this is not the correct interpretation. This book, which contains the Sanskrit text of the five celebrated chapters of the Bhagabata dealing with the mysterious sport, a simple exposition of the text, Bengali translation of the same and an exposition of the deeper significance in Bengali will be a very useful and instructive study to those who want

to understand this important element of our spiritual culture.

The author gives the true interpretation just that which is extant among the true worshippers and puts it in a way that suits the modern mind in style at once simple and elegant. The book is well-printed and neatly bound, price Rs 2-4., very cheap in these hard times, to be had of Srijut Surendra Nath Sadhu, 18 Adwaita Charan Mallik Lane Calcutta. We heartily wish the book a wide circulation.

THE HINDOO PATRIOT, 10th SEPTEMBER, 1921.

Prabhupada Neel Kanta Goswami is already well known to the reading public for his works on Hindu religion. He is a religious teacher who does not make a parade of his learning, tiring more than instructing, but can make abstruse things simple even to the uninitiated. His annotations on the verses are lucid and impressive. We commend the book to the religious-minded and would take the risk of commending it even to irreverent people. For even those, who came to scoff, may remain to pray.

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।—শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত। কলিকাতা ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল ২।০ মাত্র।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত "রাসপঞ্চাধ্যায়" – শ্রীকৃষ্ণ-লীলার মধুর রসে ভরপূর। যাঁহারা সে রস আস্বাদন করিতে অক্ষম,—

রাসলীলার নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহারা ইহাতে কামগন্ধ পাইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে পরম তত্ত্ব—ধ্যানগম্য, তাহা বিশ্বাসী হিন্দুরা বুঝেন। তবে ইংরাজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনে, আমরা যখন বিশ্বাস হারাইয়া যুক্তি ও তর্কের আশ্রয়ে সকল তত্ত্বের মীমাংসা করিতে শিখিয়াছি, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রেরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সেই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য্য সুন্দর সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া তিনি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকে শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ের মূল শ্লোক, অন্বয়, শ্রীধর স্বামীর টীকা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

ভারতবর্ষ।—প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মপিপাসুগণের পিপাসা দূর করিয়াছেন, লীলামৃতেরই এক অংশ রাসলীলা ; লীলামৃতে প্রভুপাদ রাসলীলার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ধর্ম্মপরায়ণ আচার্য্যের নিকট হইতে আমরা যাহা প্রত্যাশা করিতে পারি, তাহাই পাইয়াছি। বইখানি ভক্তসাধকের নিকট রত্ন বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভক্তি।—এইভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যা আমরা আজ পর্য্যন্ত কোথাও শুনি নাই, আর শুনিতে পাইব বলিয়া আশা হয় না। একে ত নিগম কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা আবার শুকদেব গোস্বামি-পাদের অধরামৃত-স্পৃষ্ট হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহার উপর আবার গোস্বামি-পাদ যে ভাবে সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্বারা সরল অথচ মধুর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে যে গ্রন্থখানি কত মধুর হইয়াছে, তাহা আমরা সামান্য ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাঠ করিয়া মনে হয়, প্রভু শ্রীভাগবতামৃত-রসে একেবারে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। কোন্‌খানটী রাখিয়া

কোন্‌খানটী বলিব, ভাবিয়া পাই না। আমরা পাঠকগণকে এই শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলার গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

গ্রন্থকার-বিরচিত সরল সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবাদ। ইহা পাঠ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলায় আর কাহারও কোনও সংশয় থাকিবে না। মহাপ্রভুপাদ দেখাইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলা জ্ঞানীর অনুসন্ধেয় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্বেরই ভক্তাস্বাদ্য সুমধুর লীলাময় অভিনয়। ইহাতে ১৪টী লীলার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—**গোলোক-লীলা, অবতার-লীলা, জন্মলীলা, অসুর-সংহার, চৌর্য্য, মৃদ্ভক্ষণ, দামোদর, ব্রহ্মমোহন, কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, অন্নভিক্ষা, গিরিধারণ, নন্দোদ্ধার ও রাস।** অতি উত্তম কাগজে মুদ্রিত, ৪২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৪।২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড, গড়পার, কলিকাতা, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, বরেন্দ্র লাইব্রেরীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

এই পুস্তক সকল সংবাদপত্রেই একবাক্যে প্রশংসিত। সংবাদপত্রের মন্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হিতবাদী।—"শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। এমন মধুর সরল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা আধুনিক লোকে যে করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। শ্লোকগুলি পাঠ করিতে করিতে ঋষি-বিরচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা গ্রন্থকারের বিচার-পদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ

হইয়াছি। কৃষ্ণ-লীলায় অশ্লীলতার লেশমাত্রও নাই, সাধারণের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়া ভাগবতাচার্য্য মহাশয় দেশের পরম উপকার করিয়াছেন।

ব্রহ্মবিদ্যা।--গোস্বামী মহাশয় সমুদয় জীবন ধরিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই গ্রন্থে লীলা বর্ণনা করিয়া জগৎকে গ্রন্থাকারে উপহার দিয়াছেন। প্রাচীন লীলাবাদের দার্শনিক তত্ত্ব যাঁহারা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা করিতে চাহেন, এই গ্রন্থের দ্বারা তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইবেন; আর যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা এই গ্রন্থ আস্বাদন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থখানি ভক্তির সহিত সকলকে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

HINDOO PATRIOT says

Such sonorious Sanskrit verse, so chaste, so elegant, so fragrant in thought, so fascinating, such expressive Bengali translation too, and yet with all their beauty, they are most serious contribution to the literature on the subject. It is impossible to put the book until every page has been perused. The book is priced at Re. 2.

স্যার ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আপনার সংস্কৃত রচনা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তথাপি তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হওয়ায় এইটুকু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এত বিশদ ও সুমধুর সংস্কৃত রচনা করিতে পারেন এমন বাঙ্গালী এখনও আছেন, ইহা বাঙ্গালার অল্প গৌরবের বিষয় নহে। আপনার বাঙ্গালা রচনাও তেমনই সরল ও সুমিষ্ট, এবং তাহা হইবে না কেন? একে ত মধুর শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন, তাহাতে আবার আপনার ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্তের লেখা।

ভারতবর্ষ।—এই পরম পবিত্র গ্রন্থখানিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

বৃন্দাবন-লীলা ব্যাখ্যা করাই পূজনীয় প্রভুপাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য ইহাতে গোলোকলীলাও বর্ণিত হইয়াছে। এখানি প্রথম খণ্ড; ইহাতে রাসলীলা পর্য্যন্তই বিবৃত হইয়াছে। পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীধর স্বামীর টীকাই গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার পর যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর তেমনই মধুর, আবার তেমনই ভাবপূর্ণ; প্রকৃত সাধক ও লীলারসজ্ঞ মহাত্মা ব্যতীত আর কাহারও লেখনীমুখে এরূপ সুমধুর বাণী নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রভুপাদরচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমনই সুন্দর যে, আজকালকার পণ্ডিত-গণের লিখিত বলিয়া মনেই হয় না; মনে হয়, যেন কোন মহাকবির রচিত শ্লোক পাঠ করিতেছি। তাহার পর ব্যাখ্যার কথা। অতি সহজ ও সুললিত গদ্যে ব্যাখ্যা লিখিত; কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অণুমাত্র চিহ্ন নাই; অথচ ভাবৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। এই লীলামৃত পাঠে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন। লেখক ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন করিয়াই কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে।

ভক্তি।—এ ব্যাখ্যা যেমন সুন্দর ও সরল, তেমনই মধুরতর ভাবপূর্ণ। পাঠ করিলে মনে হয়, লেখক প্রকৃতই লীলারসে ডুবিয়া রহিয়াছেন। তার পর সংস্কৃত শ্লোকগুলি এমন সরল অথচ মধুর ভাবে রচিত যে, পাঠ করিতে বা বুঝিতে কোন কষ্টই হয় না, অধিকন্তু পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, এ যেন প্রাচীন কোনও মহাকবির রচিত শ্লোকই পাঠ করিতেছি। আজীবন ভগবল্লীলা আলোচনা করিয়া প্রভু যে অমূল্য রত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি, সকলেই সে রত্ন সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইবেন। এমন মধুর গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এ গ্রন্থ নিত্য অহরহ আস্বাদনের জিনিষ। প্রভু ভাগবতের অসাধারণ পণ্ডিত এবং অপূর্ব্ব ব্যাখ্যাতা। আমরা তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি, তার পর আবার এই গ্রন্থ পাইয়া প্রকৃত পক্ষেই বিশেষরূপে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

পঞ্চরত্ন।

পঞ্চরত্ন সর্ব্বলোক-সমাদৃত গ্রন্থ। ইহাতে মাতা, গুরু, ধর্ম্ম, বিবেক ও হরিনামের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয় অতি সরল ও সুমিষ্ট সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণিত। অনেকে নিত্য সন্ধ্যা বন্দনার সময় পাঠ করিয়া থাকেন। ইহার সঙ্গে শতশ্লোকাত্মক শ্রীগৌরশতক সন্নিবদ্ধ আছে। গৌরশতকের সরল পদ্যানুবাদও দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ॥৵০

কেবল **শ্রীগৌরশতক—মূল্য** ।০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীবংশীবিকাশ।

সরল সংস্কৃত ও তাহার পদ্যানুবাদ। ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একাত্মরূপ বংশী-অবতার শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

কল্কিপুরাণ বঙ্গানুবাদ—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

পতিব্রতা—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ—মূল্য ।০ আনা।

পিতৃস্তোত্র—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

সত্যের জয়—সংস্কৃত শ্লোক ও পদ্যানুবাদ। মূল্য ।০ মাত্র।

আবার গৌর—বাঙ্গালা পদ্য। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

মহাপ্রভুপাদের সমস্ত গ্রন্থ ১৮ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন, রামবাগান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সাধুর নিকট পাওয়া যায় ও ১৪২।১ নং বাহির মৃজাপুর রোড গড়পার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষালের নিকট এবং ৪৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ শীলের নিকট পাওয়া যায়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
২	১৯	না:নেন	র্নানেন
৩	১৩	ব্রহ্মাণ্ডং	ব্র হ্মাণ্ডং
৪	১৯	চ্ছোতং	চ্ছ্রোতং
৫	৮	ভুন	ভুবন
৬	১৮	বগ্রহ	বিগ্রহ
৭	১৯	নিবৃত্তি	নির্বৃত্তি
৮	১৪	কথ	কথং
৯	৬	হি	হিঁ
১০	৭	অভ	অভি
১৬	৮	ব্রহ্ম	ব্র হ্ম
১৯	১২	ভূত্বা	ভূর্ত্বা
২১	৭	যুগং	যু গং
২৪	৩	যেষাং	যেষাঃ
২৬	৪	বাসন	বাসনং
২৬	২০	নাস্ত্যসম্ভা বন	নাস্ত্যসম্ভাবনা
২৯	৮	বাত্তা	বার্ত্তা
৩৪	৩	দেবৈ	দে বৈ
৩৯	৮	দ্ধতা	দ্ধৃতা
৪৪	২	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠোমতঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
৫০	৩	সম্মতে	সম্মতে
ঐ	৪	ঐ	ঐ
৫৩	১৪	বুভুৎষু	বুভুৎসু
৫৫	৩	স্তাত্ত্বিশ্চেতি	স্তাত্ত্বিকশ্চেতি
৮২	৪	বর	বরঃ
১০৫	১৫	মষ্যা	ময্যা
১০৬	১২	মমাপি	মমাপি
১১১	১৭	মাষা	মায়া
১১২	৩	অন্ন	ভক্ষ্য
১২০	৫	যদ্	যদ্
১২৬	৪	বেদ্ধুং	বোদ্ধুং
১২৮	১	f	নি
১৪১	১১	লিম্পস্তুঃ	লিম্পস্তাঃ
৪২	৩	স্পুনা	স্পুনা
৪৬	২	বন্ধনাঞ্চ	বন্ধনাঞ্চ
১৫৪	৪	সুগোচবঃ	সুগোচরঃ
১৫৫	১০	বধকঃ	বাধকঃ
১৫৭	১০	ভল	ফল
১৮৬	১৩	অবলা	গোপিকা